



নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

৬ বৈশাখ ১৪৩২/ ১৯ এপ্রিল ২০২৫

সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলুপ্তি এবং নারী-পুরুষ এর
সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ



উৎসর্গ নারীমুক্তি আন্দোলনের মকল যোদ্ধাদের

আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন যারা,
কিন্তু আজ আমাদের মাঝে নেই



জওশন আরা রহমান



ব্যারিস্টার সালমা সোবহান



অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী



সালমা খান



সিগিমা হুদা



আয়েশা খানম



নাসরীন হক

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

৬ বৈশাখ ১৪৩২/ ১৯ এপ্রিল ২০২৫

দাবিত্যাগ: এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট লেখকদের। সুতরাং এগুলো লেখকবৃন্দের সাথে সম্পর্কিত সংস্থাসমূহের মতামত, অবস্থান বা নীতির প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিফলন করে না।

উদ্ধৃতি: অনুগ্রহ করে এই প্রতিবেদনকে এভাবে উদ্ধৃত করুন – “নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন (২০২৫)। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার”।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ

শিরীন পারভিন হক

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, নারীপক্ষ ও কমিশন প্রধান

মাহীন সুলতান

সিনিয়র ফেলো, ব্র্যাক ইনসিটিউট অব গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট

কামরূন নাহার

আইনজীবী ও পরিচালক, নারীপক্ষ

ফৌজিয়া করিম ফিরোজ

সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও
সভাপতি, ফাউন্ডেশন ফর ল' এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ফ্ল্যাড)

কল্পনা আক্তার

সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশন

হালিদা হানুম আক্তার

নারী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ

সুমাইয়া ইসলাম

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র

নিরূপা দেওয়ান

সাবেক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ফেরদৌসি সুলতানা বেগম

জেন্ডার ও সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ

নিশিতা জামান নিহা

শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

সূচিপত্র.....	১
কৃতজ্ঞতা-স্থীকার	৫
শব্দসংক্ষেপ	৬
সারসংক্ষেপ	৯
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	১৯
১.১ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট	২১
১.২ বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে সংস্কার উদ্যোগ ও নারীদের অবস্থা ও অবস্থান	২২
দ্বিতীয় অধ্যায়: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম.....	২৭
২.১ লক্ষ্য	২৯
২.২. নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কর্মপদ্ধতি.....	২৯
তৃতীয় অধ্যায়: সংবিধান, আইন ও নারীর অধিকার: সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি	৩১
৩.১ ভূমিকা	৩৩
৩.২ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়.....	৩৩
৩.২.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	৩৩
৩.২.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	৩৯
৩.২.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	৪৫
চতুর্থ অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহ.....	৪৭
৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....	৪৯
৪.২ বৈষম্য, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ.....	৫২
৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়.....	৫৪
৪.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	৫৪
৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	৫৬
৪.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	৫৯
পঞ্চম অধ্যায়: নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন	৬০
৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৬২
৫.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ	৬২
৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়.....	৬৩
৫.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	৬৩
৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	৬৪
৫.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায়: নারী ও মেয়েশিশ্বর জন্য সহিংসতামুক্ত সমাজ	৬৭
৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৬৯
৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ	৭০

৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	৭২
৬.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	৭২
৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	৭৪
৬.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন.....	৭৬
সপ্তম অধ্যায়: জনপরিসরে নারীর ভূমিকা (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে).....	৭৭
৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৭৯
৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ.....	৮০
৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়.....	৮১
৭.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	৮১
৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	৮৫
৭.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	৮৬
অষ্টম অধ্যায়: জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ	৮৭
৮.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৮৯
৮.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ	৮৯
৮.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	৯১
৮.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	৯১
৮.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	৯২
৮.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	৯৪
নবম অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি.....	৯৫
৯.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৯৭
৯.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ.....	৯৭
৯.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়.....	৯৯
৯.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	৯৯
৯.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	১০২
৯.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	১০৪
দশম অধ্যায়: সকল বয়সী নারীর জন্য সুস্থান্ত্র.....	১০৫
১০.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....	১০৭
১০.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ	১০৮
১০.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	১১১
১০.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১১১
১০.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	১১৩
১০.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন.....	১১৬
একাদশ অধ্যায়: অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার	১১৭
১১.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১২০
১১.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ	১২০
১১.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	১২২
১১.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১২২

১১.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১২৪
১১.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন.....	১২৮
দ্বাদশ অধ্যায়: শ্রম ও কর্মসংস্থান	১২৯
১২.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....	১৩১
১২.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ	১৩১
১২.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	১৩৩
১২.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১৩৩
১২.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১৩৫
১২.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন.....	১৩৬
ত্রয়োদশ অধ্যায়: নারী-শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন	১৩৮
১৩.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১৪০
১৩.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ:.....	১৪০
১৩.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ:.....	১৪২
১৩.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	১৪২
১৩.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	১৪৩
১৩.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	১৪৫
চতুর্দশ অধ্যায়: দারিদ্র্য-হাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা	১৪৭
১৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১৪৯
১৪.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ	১৫০
১৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	১৫১
১৪.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১৫১
১৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১৫২
১৪.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	১৫৫
পঞ্চদশ অধ্যায়: গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ণ ও প্রকাশ	১৫৬
১৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....	১৫৮
১৫.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ	১৫৯
১৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়.....	১৬১
১৫.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১৬১
১৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	১৬৩
১৫.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন.....	১৬৫
যোড়শ অধ্যায়: ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ.....	১৬৬
১৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১৬৮
১৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ.....	১৬৮
১৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়.....	১৭১
১৬.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	১৭১
১৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়	১৭৫
১৬.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	১৭৬

সপ্তদশ অধ্যায়: নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও করণীয়.....	১৭৭
১৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....	১৭৯
১৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ	১৮০
১৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	১৮১
১৭.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১৮১
১৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়.....	১৮২
১৭.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন.....	১৮৬
সংযুক্তিসমূহ.....	১৮৭
সংযুক্তি ১: পরামর্শ সভার তালিকা	১৮৮
সংযুক্তি ২: বিশেষজ্ঞ ও পর্যালোচকদের তালিকা	১৯২
সংযুক্তি ৩: সাক্ষাত্কার প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা.....	১৯৪
সংযুক্তি ৪: নারী বিষয়ক সংক্ষার কমিশনের কার্যক্রম	১৯৬
সংযুক্তি ৫: সুপারিশমালা	২০২
৫.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়	২০২
৫.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের করণীয়.....	২২২
৫.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন	২৪০
সংযুক্তি ৬: প্রস্তাবিত স্থতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশনের কাঠামো ও ভূমিকা.....	২৪৩
সংযুক্তি ৭: নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনসমূহ ও সংশোধনী প্রস্তাব	২৪৮
সংযুক্তি-৮: নারী বিষয়ক সংক্ষার কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন অংশীজন, স্টেকহোল্ডার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ সভার উপস্থিতির তালিকা	২৫৫
সংযুক্তি ৯. বিভিন্ন অংশীজন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ইইতে প্রাপ্ত নারী বিষয়ক সংক্ষার সুপারিশমালা.....	২৯২
সংযুক্তি ১০: তথ্যসূত্র	২৯৪
সংযুক্তি ১১: নারী বিষয়ক সংক্ষার উদ্যোগের সময়রেখা.....	৩০৩

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে গঠিত ১০ সদস্য-বিশিষ্ট নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। সময়, শ্রম, মেধা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য কমিশনের সদস্য ও সহায়কদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে নারীর অধিকার-রক্ষা, নারী-পুরুষ বৈষম্যদূরীকরণ ও নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের বিষয়গুলো প্রতিবেদনে তুলে আনার জন্য কমিশন সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় পরামর্শ-সভা করেছে। সভায় অংশীজনরা মূল্যবান মতামত ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন এবং কমিশনকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। অনেকে লিখিত সুপারিশ জমা দিয়েছেন। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরামর্শ-সভা ছাড়াও বিভিন্ন সংশ্লিষ্টজনের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত ১১টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ব্যতীত অন্য সকল কমিশনের সাথে বৈঠক করা হয়েছে। হাজারো ব্যক্ততার মধ্যেও সময় ও গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করে আমাদের সহায়তা করার জন্য তাঁদের প্রতি কমিশন কৃতজ্ঞ।

নিরবিচ্ছিন্ন দাপ্তরিক সুবিধা-প্রদানের মাধ্যমে কমিশনকে সহায়তা দিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নারী বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাদের সহযোগিতা করেছেন। ঢাকার বাইরে অংশীজন পরামর্শ সভা আয়োজনে সর্বান্বক সহায়তা করেছেন রাঙামাটিতে জেলা পরিষদ, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, মৌলভীবাজার ও ময়মনসিংহ এর জেলা প্রসাশন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। এ ছাড়া ইফফাত জাহান অন্তরা, মোসা. ফাতেমা আঙ্গার, নাস্তমুল আলম, ফাইজা মেহেরীন ও স্রীতি হক প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন এবং প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছেন কারিশমা শামস। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যেসব কর্মকর্তা আমাদের সাচিবিক, দাপ্তরিক সেবা ও গবেষণা-সহায়তা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শব্দসংক্ষেপ

সংক্ষেপণ	পূর্ণ রূপ
AI	Artificial Intelligence (কৃতিম বুদ্ধিমত্তা)
APA	Annual Performance Agreement (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি)
APD	Academy for Planning and Development (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি)
BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো)
BAPSA	Bangladesh Association for Prevention of Septic Abortion
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো)
BCCSAP	Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
BDHS	Bangladesh Demographic and Health Survey
BMET	Bureau of Manpower, Employment and Training (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বুরো)
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Centre (বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)
BPDB	Bangladesh Power Development Board (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)
BPfA	Beijing Platform for Action (বেইজিং ঘোষণাপত্র ও কর্মপরিকল্পনা)
BSCIC	Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কর্পোরেশন)
BSTI	Bangladesh Standards and Testing Institution
CCGAP	Climate Change and Gender Action Plan
CDMP	Comprehensive Disaster Management Programme
CEDAW	Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ)
CHCP	Community Health Care Partnership
CMSME	Cottage, Micro, Small, and Medium Enterprises
CRSV	Conflict-Related Sexual Violence (সংঘাত-সম্পর্কিত যৌন সহিংসতা)
CSBA	Community Skilled Birth Attendant
DBID	Digital Business Identification Number
DDM	Department of Disaster Management (দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর)
DEMO	District Employment and Manpower Office (জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস)
DIFE	Department of Inspection for Factories and Establishments (কলখারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর)
DRR	Disaster Risk Reduction (দুর্ঘটনা বুঁকি হাস)
DRU	Dhaka Reporters Unity
DUJ	Dhaka Union of Journalists (ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন)
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council (জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী পরিষদ)
EIA	Environmental Impact Assessment (পরিবেশের উপর প্রভাব যাচাই)
EIS	Employment Injury Scheme
FIMA	Financial Management Academy
FLFPR	Female Labour Force Participation Rate
4IR	Fourth Industrial Revolution (চতুর্থ শিল্প বিপ্লব)

সংক্ষেপণ	পূর্ণ রূপ
GDP	Gross Domestic Product (মোট দেশজ উৎপাদন)
GED	General Economics Division (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ)
GFT	Gender Finance Tracking
Globocan	Global Cancer Observatory: Cancer Today
GRB	Gender Responsive Budgeting (জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং)
GRP	Gender Responsive Planning (জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিকল্পনা)
G2P	Government to Person
HFA	Hyogo Framework for Action
HIES	Household Income and Expenditure Survey (গৃহস্থালি আয় ও খয় জরিপ)
iBAS	Integrated Budget and Accounting System (সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি)
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
ICPD	International Conference on Population and Development (জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন)
IDCOL	Infrastructure Development Company Limited (অবকাঠামো উন্নয়ন কোম্পানি)
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন বিভাগ)
ILO	International Labour Organization (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)
IOC	International Olympic Committee (আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি)
LFS	Labour Force Survey (শ্রমশক্তি জরিপ)
MFI	Microfinance Institution (ক্ষুদ্রশূণ্য প্রতিষ্ঠান)
MFSP	Mobile Financial Service Provider
Mol	Ministry of Industries (শিল্প মন্ত্রণালয়)
MoPA	Ministry of Public Administration (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)
MoWCA	Ministry of Women and Children Affairs (নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)
MPDRS	Maternal and Perinatal Death Review and Surveillance
MR	Menstrual Regulation (মাসিক নিয়মিতকরণ)
MRDI	Media and Resources Development Initiative
MRM	Menstrual Regulation with Medication
NAP	National Action Plan (জাতীয় কর্মপরিকল্পনা)
NAP-WPS	National Action Plan on Women, Peace, and Security (বাংলাদেশের নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা)
NASCIB	National Association of Small and Cottage Industries of Bangladesh
NASS	National Academy for Social Services (জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি)
NCWCD	National Council for Women and Child Development (জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ)
NEET	Not in Employment, Education, or Training
NILG	National Institute of Local Government (জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)
NIPORT	National Institute of Population Research and Training (বাংলাদেশ জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট)
NSDS	National Strategy for Development of Statistics (জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশল)

সংক্ষেপণ	পূর্ণ রূপ
NSSS	National Social Security Strategy (জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কোশল)
NTRCA	Non-Government Teachers' Registration and Certificate Authority (বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ)
NWDP	National Women Development Policy (জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতি)
OCC	One-stop Crisis Centre
OGSB	Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh
OKUP	Ovibashi Karmi Unnayan Program
OSC	One Stop Centre
PAC	Post-Abortion Care
PLAU	Policy and Leadership Advocacy
RMG	Ready-Made Garments (তৈরি পোশাক কারখানা)
SDG	Sustainable Development Goals (টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ)
SHS	Solar Home Systems
SMEs	Small and Medium Enterprises (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ)
SOD	Standing Order on Disaster (দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি)
SOP	Standard Operating Procedure
SREDA	Sustainable and Renewable Energy Development Authority (টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)
STEM	Science, Technology, Engineering, and Mathematics (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত)
TBA	Traditional Birth Attendant (দাই)
TUS	Time Use Survey (সময় ব্যবহার জরিপ)
UNICEF	United Nations Children's Fund
VWB	Vulnerable Women's Benefit (বুঁকিপূর্ণ নারী সুবিধা)
WFHI	Woman Friendly Hospital Initiative (নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি)
WFP	World Food Programme (বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি)
WID	Women In Development

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

১৮ নভেম্বর ২০২৪ইঁ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজাপনের মাধ্যমে দেশের নারীদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য শিরীন পারভীন হক এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ‘নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন’ গঠন করা হয়। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই কমিশনের প্রধান বিবেচনা হবে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন এবং নারী পুরুষ সমতা অর্জনে পদক্ষেপ সমূহ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো বিভিন্ন মেয়াদে বাস্তবায়নে সুপারিশ তৈরি করা। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি প্রচলিত আইন ও বিধিমালা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞদের সাথে পরামর্শ সভা আয়োজনের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন করতে প্রথমত নারীর জীবন ও জীবিকার জন্য যেসকল চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন তা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারী সমাজের বর্তমানে অধিক্ষম অবস্থান পরিবর্তনে ইতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ সন্তুষ্ট করে সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী সমাজের অবস্থান বৃপ্তান্তে কোশলগত পদক্ষেপ পূরণে বিভিন্ন মেয়াদে টেকসই সুপারিশ করা হয়েছে। সর্বশেষ ও দীর্ঘমেয়াদে নারী আন্দোলনের স্বপ্ন এবং আকাঞ্চ্ছাগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম

প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান, অগ্রগতির ক্ষেত্র এবং সংস্কারের অতীত উদ্যোগ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে নারী-উন্নয়নে বিভিন্ন আইনগত, নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখ্যমুখ্য হওয়া সত্ত্বেও দেশে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। সুপারিশ প্রণয়নে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক খাতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে ১৭টি অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের আশা এই সকল অধ্যায়ে সন্নিবেশিত সুপারিশমালা বর্তমান ও ভবিষ্যতে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন একটি ঐতিহাসিক সুযোগ যা নারীর চাওয়া পাওয়াকে আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে জাতি ও নীতি নির্ধারকদের কাছে পরিচিত করবে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন আশা করে এই প্রতিবেদন জনমানসে নাড়া দেবে, ভাবাবে এবং তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করার মাধ্যমে নারীর সমতা অর্জনে সহায়ক করবে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখে, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা থাকবে এবং নারীরা তাদের জীবনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তাদের অবদানকে মূল্যায়ন করা হবে।

সংবিধান, আইন এবং নারী অধিকার: সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি

সংবিধান ও আইনের সংমিশ্রণে একটি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা গঠিত হয়, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদের অধীনে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক বিধান বিদ্যমান, বিশেষ করে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও ভরণপোষণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইন অনুসরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় নারীরা বৈষম্যের শিকার হন। যার ফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিদ্যমান অসমতা তাদের সামাজিকভাবে পশ্চাত্পদ করে রাখছে। নারী নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা ও অভিভাবকত সম্পর্কিত আইনের বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আদালতের অপর্যাপ্ত সংখ্যা, দীর্ঘসূত্রিতা, পুরাতন অবকাঠামো এবং ন্যূনতম মৌলিক সুবিধার অভাবে নারীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আইন সংস্কারের পাশাপাশি সংবিধানের সংশোধনও

প্রয়োজন। সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮(৩), ২৯, ৩২ ও ৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধনের সুপারিশ করা হচ্ছে। রাষ্ট্র হবে ইহজাগতিক এবং মানবিক সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মের স্বীকৃতি দেয়া এবং এই অধিকারগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের প্রতিশুত্তিসহ বলবৎযোগ্য করা। একইসাথে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে কাউকে বাঞ্ছিত না করা।

আইনকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: ব্যক্তিগত জীবন ও জনজীবন। ব্যক্তিগত আইনে, বিশেষ করে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

নারী বিষয়ক সংক্ষার কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে অভিন্ন পারিবারিক আইন (Uniform Family Code) প্রণয়ন, যা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ থেকে ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হবে। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)-এর সংরক্ষণসমূহ প্রত্যাহার, স্থায়ী নারী বিষয়ক সংক্ষার কমিশন প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যমূলক সকল আইন পর্যালোচনা ও সংশোধন করে সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও আন্তর্জাতিক প্রতিশুত্তির সাথে সংগতিপূর্ণ করা, নারী ও শিশু-বাস্তব আদালত প্রতিষ্ঠা, ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা এবং বিচারক ও প্রসিকিউটরদের নারীবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, পাশাপাশি আইএলও কনভেনশন ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর ও পূর্ণ বাস্তবায়নের সুপারিশগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহ

নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ সরকার নারীর অধিকার, নারীপুরুষ সমতা ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আইন, নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যেখানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে। বহস্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আইন ও কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি, সমন্বয় ও জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। পরিবীক্ষণ, বাজেট ব্যবহার এবং গৃহীত উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত সক্ষমতার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট ও পরিকল্পনা শক্তিশালী করা, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় বৃদ্ধি ও নীতির বাস্তবায়নে মনোযোগ বাড়ানো জরুরি।

নারীর অধিকারবিষয়ক আইন সংশোধন করা, ২০০৯ সালের ঘোষণা হয়ে আইনে প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশাবলি আইনে পরিণত করা, CEDAW-এর সংরক্ষণ প্রত্যাহার এবং নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ হালনাগাদ করা আবশ্যিক। নারী উন্নয়ন ও অধিকার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন নারী কমিশন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ পুনর্গঠন করা জরুরি। এই মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব একজন পূর্ণ মন্ত্রীর কাছে ন্যস্ত করা। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদান, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণে শক্তিশালী করে তোলা আবশ্যিক। মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশু বিষয়ে পৃথক উইং, প্লাউ, ও সহিংসতা প্রতিরোধ অধিশাখাকে শক্তিশালীকরণ এবং সকল নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিগুলো কার্যকর করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কাজ সুসংহত করে জাতীয় মহিলা সংস্থা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন। মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমি উন্নতে করা, ডিএনএ ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা এবং নারী উদ্যোগান্তরে পণ্য বিপণনে অঙ্গনা ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একীভূত করা বাঞ্ছনীয়। নারীপুরুষ সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সকল মন্ত্রণালয়ে নারী-পুরুষ সমতা ইউনিট প্রতিষ্ঠা, প্রকল্প সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকল্প প্রস্তাবনায় নারী-পুরুষ সমতা বিষয় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা দরকার। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জেন্ডার সমতার সূচক সংযোজন, জেন্ডার বাজেটের ব্যয় পর্যবেক্ষণ এবং মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। সব কর্মসূলে শিশু দিবাযন্ত্র কেন্দ্র এবং কর্মজীবী নারীদের হোস্টেল ও সহায়ক অবকাঠামো নিশ্চিত করা ও তা পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণ, ছোট ছোট কর্মসূচি

একীভূতকরণ, উপকারভোগী বাছাই ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নতকরণ, এবং ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ, নীতিনির্ধারণ ও সেবা প্রদানে তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের সবচেয়ে কাছের প্রশাসন কাঠামো হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের-বিশেষ করে নারীদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে তাদের মতামত প্রকাশ এবং জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করার সুযোগ প্রদান করে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কর্মসূচি ও সেবায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, নারীদের অংশগ্রহণ ও দাবি প্রকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। বাস্তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবল সংকটে ভুগছে। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি হলেও, সক্ষমতা সীমিত। সরকারের বিভিন্ন বিষয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু লাইন ডিপার্টমেন্টগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি করছে না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির জন্য যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তাতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে আরও শক্তিশালী করা, যাতে স্থানীয় জনগণ সরকারের আরও কাছে পৌছাতে পারে এবং স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহি করতে পারে। এতে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি বৃদ্ধি করতে হবে। নারীদের জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকারের বিশেষ দায়িত্ব। গ্রাম-আদালত এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শক্তিশালী করে তুললে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থায়ী কমিটিগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটি/স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত ও কার্যকর করা, যেখানে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। স্থানীয় পর্যায়ে সেবার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও ট্রেড লাইসেন্স নিবন্ধন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা, যার সুবিধাভোগীদের মধ্যে নারীরা একটি বিশেষ অংশ। উপর্যুক্ত উপকারভোগী নির্বাচন এবং কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারই নিশ্চিত করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে শিশু-দ্বিবায়নকেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং স্থানীয় সরকারের একটি বিশেষ দায়িত্ব হবে এগুলির গুণগত মান তদারকি করা।

নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতা মুক্ত সমাজ

নারীর উপর সহিংসতা একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা। সকল বয়সের, সকল শ্রেণি-পেশার নারীই সর্বদা সহিংসতার ঝুঁকি ও আতঙ্গে থাকে। নারীর উপর সহিংসতার সুত্রপাত হয় নারীর প্রতি বৈষম্যের গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে। ধর্ম, প্রথা ও নেতৃত্বাচক দৃষ্টিভঙ্গী নারীর প্রতি বৈষম্যের মূল কারণ। এ অবস্থাকে আরও জোরদার করেছে বৈষম্যমূলক আইন। ঘরে, বাইরে, রাস্তাধাটে, যানবাহনে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, দুর্যোগে-দুর্বিপাকে, এমন কি প্রতিনিয়ত আনন্দানন্দান্তরেও নারী যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ফলে নারীর অগ্রগতি, বিকাশ ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এবং নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গী, প্রথা ও ধর্ম, বৈষম্যমূলক ব্যক্তিগত আইন, আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা, সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও দুর্নীতি।

নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতা মুক্ত সমাজ নির্মাণে, সরকারী সংগঠনের সমন্বয়ে নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী নির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ পর্যালোচনা

করে যুগোপযোগী করা, এর বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বাজেটে খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও পশ্চাদপদ আইন সমূহ সংঙ্কার করা জরুরী। সহিংসতার ঘটনার অভিযোগ প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে সকল আদালত ও থানায় নারী, শিশু, বয়স্কসহ বিশেষ চাহিদা সম্পর্ক ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা ডেক্স চালু ও সক্রিয় করা আবশ্যিক। তদন্ত ও বিচার তরাণিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থানা, হাসপাতাল ও আদালত ইত্যাদিকে নারীবান্ধব করতে ইতোমধ্যে প্রণীত প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক সহায়তা, পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে সমাজে পুনরায় স্থান করে দিতে হবে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের অবহেলা ও অপমান অবসানে সম্মানসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংঘাতশিল্প এলাকা (পার্বত্য চট্টগ্রাম, রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবির) ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে হবে। একটি মানবিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করা, যেখানে সকলে নারীকে মানুষ হিসেবে চিনবে, জানবে ও সম্মান করবে।

জনপরিসরে নারীর ভূমিকা: জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে

নারী স্বার্থ ও দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নারীর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করতে নারীদের জন্য অস্থায়ী ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে সংরক্ষিত আসনের বিধান রয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে খুব কমসংখ্যক নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ এ বেশ কিছু প্রগতিশীল সংশোধনী নেয়া হয়েছিল। তবে এই অধ্যাদেশে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক বিধান না মানলে কোন দণ্ড বা জরিমানার ব্যবস্থা না থাকায় এ বিধানগুলো সর্বক্ষেত্রে মানা হয় নি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকভার কারণে স্থানীয় পর্যায়েও নারী সাধারণ আসনে নির্বাচিত হতে পারেন না। এছাড়া নির্বাচনে সহিংসতা, অনিয়ম, ভয়ভীতি প্রদর্শন, ভোট কারচুপি এবং সমান প্রতিযোগিতার সুযোগের অভাব থাকে। নারী রাজনীতিবিদরা প্রায়শই শারীরিক ও মানসিক সহিংসতা ও হমকির সম্মুখীন হন। তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংরক্ষিত আসনে সদস্য ও উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সংসদীয় আসন সংখ্যা ৬০০-তে উন্নীত করা, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য একটি সরাসরি নির্বাচিত সংরক্ষিত আসন থাকবে। জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বের জন্য কমপক্ষে ৫ টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। রাজনৈতিক দলে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা থাকতে হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের বিধান না মানলে দল পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা হারাবে এমন বিধান রাখতে হবে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় হতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটি সমষ্টি ও একীভূত স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আদিবাসী নারীদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসন এবং একটি সংরক্ষিত নারী আসন থাকবে এবং একজন স্থানীয় অবকাঠামোর দায়িত্ব নেবেন এবং অন্যজন সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং কমিটিগুলিতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসন এবং একটি নারী আসন থাকবে। এই ব্যবস্থা অস্থায়ী বিশেষ পদক্ষেপ হিসাবে আগামী তিনটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রযোজ্য হবে।

জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ

জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও প্রশাসনিক বিষয়, যা নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতা ও সমাজের উন্নয়নের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নীতিনির্ধারণী পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তাবাহিনীতেও নারীরা অবদান রাখছেন, তারা প্রশাসন থেকে আইনপ্রণয়ন, বাস্তবায়ন, আইনপ্রয়োগ, উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন, কৃটনীতি, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীতে রয়েছেন। নারীদের গার্হস্থ্য ও সত্তান লালন-পালনের দায়িত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে সীমিত উপস্থিতি, কর্মক্ষেত্রে মৌখিক বা ঘোন হয়রানি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ না থাকা, পদায়নে বৈষম্য, নিরাপত্তা ঝুঁকি প্রভৃতি চ্যালেঞ্জ এর কারণে বিভিন্ন সরকারি পদে নারীরা এখনও কম। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নরূপ সুপারিশ দেয়া হল।

সরকারি কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ হাইকোর্টের ঘোন হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে সংশোধন করে সকল প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ কমিটি গঠন ও কার্যকর করতে হবে। সরকারি চাকুরির বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধিতে ইতিবাচক নীতি গ্রহণ, এবং আউটসোর্স বিষয়ক নীতিমালা সংশোধন করা আবশ্যিক। যেসব খাতে ও পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি কম, সেখানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। বেসরকারি খাত ও কর্পোরেট সহ সকল প্রতিষ্ঠানে ছয়মাস প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি এবং ২ সপ্তাহ পিতৃত্ব সম্পর্কিত ছুটির আইনগত বিধান করা প্রয়োজন। বিশেষ ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কেবল দুইবার ছুটির বিধান শিখিল করা উচিত। সকল কার্যালয়ে নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুকূল কাজের পরিবেশ, যেমন শিশু-দিবায়ন্ত্র, টয়লেট ও নিরাপদ পরিবহণ-সুবিধা এবং ঘোন হয়রানি প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে অভিযোগ কমিটি গঠন ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। নারীপুরুষ বৈষম্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অভিযোগ-নিষ্পত্তিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাড়ি থেকে কাজ, নমনীয় কর্মসময়, স্বামী-স্ত্রীর কাছাকাছি পদায়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং ল্যাটারেল এন্ট্রি প্রভৃতি পদক্ষেপ নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও টিকে থাকায় সহায়ক হবে। নারীপুরুষ সমতা বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও শিখনপদ্ধতির আধুনিকায়ন প্রয়োজন। নারী-কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে মেন্টরশিপ কর্মসূচি ও নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বিভিন্ন মন্ত্রগালয় ও সংস্থার নারী কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষা লাভে নেটওয়ার্ক তৈরি উৎসাহিত করতে হবে। ঘোন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮, সরকারি কর্মচারী বিধিমালা ১৯৭৯ এবং শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা ২০১৮ সংশোধন করে গ্রহণযোগ্য আচরণ, জবাবদিহিতা, অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতাবৃদ্ধি

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হলেও উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও কম। এইসকল বিষয়ে শিক্ষায় নারীরা মাত্র ২০.৬ শতাংশ। বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বাধা, যা আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে আরও বাড়ছে। পার্বত্য ও সমতলের আদিবাসীদের এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের মাত্রাবায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব ও শিক্ষকের সংকট শিক্ষার সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। দুর্গম ও প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়ে পৌছাতে সমস্যা হচ্ছে, পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বক্সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বক্স নীতিমালা, ২০১২ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কোডিড-১৯ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও বাল্যবিবাহের শিকার মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি চালু রেখে তাদের পুনরায় শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। ঘরে পড়া শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বয়সের সাথে সংগতিপূর্ণ সমন্বিত ঘোন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা। শিক্ষাব্যবস্থায় আদিবাসী ও প্রাণ্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংযোজন করতে হবে। সকল মেয়েশিশুর বিদ্যালয়ে নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষক-অভিভাবক কমিটিকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। দুর্যোগপ্রবণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল শিক্ষার

ব্যবস্থা করতে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। হাওর, চর, বন্যাপ্রবণ ও পার্বত্য এলাকায় আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন ও জাতীয় পর্যায়ে জরিপ চালিয়ে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল ধর্ম, জাতিসম্ভাৱ ও বিভিন্ন প্রাণিক জনগোষ্ঠীৰ নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

সকল বয়সী নারীর জন্য সুস্থান্ত্রণ

নারীর স্বাস্থ্য শুধু তার প্রজনন-ভূমিকার জন্য নয়, তার জীবনচক্রজুড়ে বিবেচনা করা উচিত। নারী লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার, যা নিজ ঘর থেকে শুরু করে এলাকা, গোষ্ঠী, স্বাস্থ্যব্যবস্থা সহ সকল আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা ও উন্নয়নসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশে ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সহস্রাদের উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা (২০০০-২০১৫)-তে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্রে ২০১৭-২০৩০-এ কিশোর-কিশোরীদের ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, তাদের পুষ্টি, কিশোর-কিশোরীদের উপর সহিংসতা ও তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব চিহ্নিত করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশে এখনো ৫১ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়। ফলে কৈশোরকালীন গর্ভধারণ, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ (৪৮ শতাংশ) ও অনিরাপদ গর্ভপাতের হার এখনো কমেনি; মাসিক নিয়মিতকরণ-সেবাসমূহ অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও অনিরাপদ গর্ভপাতের শিকার হয়ে অনেক নারী মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন।

সকল নারীর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ও মাসিক নিয়মিতকরণ চিকিৎসা গ্রহণে বাধা দূর করে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে MR, MRM এবং PAC সেবা প্রদানে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে ২০১৩ উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ি সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা জরুরী। প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যু পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা কার্যক্রমটি সারাদেশে সব পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রে মৃতের পরিবারের সদস্যসহ গঠিত কমিটির মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে। প্রতিবন্ধী নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা কম। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষ চাহিদাসমূহ উল্লেখ করে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। অসংক্রান্ত রোগে নারীদের আক্রান্তের হার ও ঝুঁকি বেশী। পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস এর ঝুঁকি বেশি। হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস অথবা দীর্ঘস্থায়ী শাস্যস্থোত্রের রোগে ৩০-৭০ বছর নারীদের মধ্যে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। নারীর উপর সহিংসতার তথ্য-উপাত্তে প্রবীণ নারীদের তথ্য-সংগ্রহ উপেক্ষিত থাকে। এজন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা ও দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য-ক্লিনিক স্থাপন করা, নারীদের চিকিৎসা সেবায় অভিগম্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সেবার মান উন্নত করতে হবে। চিকিৎসকদের কর্মসূলে অনুপস্থিতি-রোধে শূন্য সহনশীলতা-নীতি গ্রহণ করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর বিধান অনুযায়ি এবং জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ সংশোধন করে প্রবীণ নারীদের বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার

নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মূলত কৃষিতে স্বকর্মসংস্থানের কারণে হয়েছে। প্রায় ৫০ শতাংশ নারী শ্রমশক্তি স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত। প্রায় ১১.৮ কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ রয়েছে, যার মধ্যে নারী উদ্যোগতারা ৭.৮ শতাংশ মালিক, যা প্রায় ৬০,৮৪,০০০টি প্রতিষ্ঠান। এ উদ্যোগগুলো জাতীয় জিডিপির ২৫ শতাংশে অবদান রাখছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইন ব্যবসার প্রসারের ফলে নারী উদ্যোগতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে অর্থনৈতিক মন্দা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও আয়বৈষম্যের বৃদ্ধি নারীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। নারীর কৃষি ও মৎস্য খাতে অবদানের ও স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। তরুণদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব এবং NEET (Not in Employment, Education, or Training) পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে এই

হার নারীদের ক্ষেত্রে বেশি। নারী উদ্যোগাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঢ়ায়।

খাসজামি বন্দোবস্ত ও বনজ সম্পদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মৎস্যজীবী হিসেবে নারীদের নিবন্ধনের মাধ্যমে স্বীকৃতি ও সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত নীতিমালার সংস্কার করে জলমহাল ইজারা গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সম্পত্তিতে নারীদের সমান উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করা জরুরি। অপরদিকে আনন্দানিক খাতে নারীদের জন্য অনুকূল কর্মসংস্থান নীতি তৈরি করে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা, যেমন শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র, কর্মক্ষেত্রের জন্য আচরণবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে ঘোন হয়রানি মুক্ত কর্ম পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নারী উদ্যোগা উন্নয়ন ও সহায়তায় ব্যবসায়িক সংগঠনের ভূমিকা শক্তিশালী এবং নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য খাগের শর্তাবলি সহজ ও নারীবান্ধব করতে হবে। জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (২০২১) নারীর প্রয়োজন ও প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারী উদ্যোগারা যেন কেবল প্রচলিত ও কম লাভজনক ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যবসায়িক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ই-কমার্সের জন্য একটি আইনগত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করা এবং ট্রেড লাইসেন্সের আবেদন ও নবায়ন করার প্রক্রিয়া সহজ করা প্রয়োজন। শ্রম বাজারের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত শিক্ষাপ্রদান ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে যুব নারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ করতে হবে। এছাড়া গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোৰা কমাতে হবে, এটাৰ স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পুনর্বর্ণন করতে হবে। যুবনারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে তাদের উপযোগি শিক্ষা, অর্থনৈতিক বিভিন্ন সম্ভাবনা সংক্রান্ত তথ্য, আর্থিক সমর্থন ও ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রদান করা।

শ্রম এবং কর্মসংস্থান

নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বাড়লেও তারা এখনও ব্যাপক বৈষম্য ও সমস্যার শিকার। কর্মজীবী নারীদের শৈলোচ্চ অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে ন্যায্য মজুরি, প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়। শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে, বিশেষ করে পোশাক শিল্পে যান্ত্রিকীকরণের ফলে। নারীরা কর্মক্ষেত্রে ঘোন হয়রানি, সহিংসতা ও বৈষম্যের মুখোমুখি হন, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। সম কাজে সম মজুরি না পাওয়ার পাশাপাশি প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও দিবায়ন্ত্র সুবিধার অভাব নারীদের কর্মজীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সীমিত, যা ভবিষ্যতে তাদের আরও পিছিয়ে দেবে।

নারী শ্রমশক্তির প্রতি বৈষম্য কমাতে প্রথমেই প্রয়োজন কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। সকল খাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করা, যাতে মজুরী বৈষম্য নিরসন হয়। ন্যূনতম মজুরী বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে প্রতি বছর পুনর্মূল্যায়ন করা এবং বাঁচার মত মজুরীর জন্য নীতি প্রণয়ন করা। শ্রম আইন সংশোধন করে প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি ছয় মাসে উন্নীত করা ও পিতৃত্ব সম্পর্কিত ছুটি চালু করা জরুরি। সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করতে কঠোর তদারকি ব্যবস্থা থাকা দরকার। কর্মক্ষেত্রে ঘোন হয়রানি প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কার্যকর কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। নারী শ্রমিকদের প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা উচিত, যাতে তারা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেন। অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা প্রয়োজন। শিশু-দিবায়ন্ত্র কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরি ও নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও জরুরি। ঘোনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি খাতে কার্যকর নজরদারি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক উদ্যোগের মাধ্যমে নারীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

নারী শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন

বিশ্বায়নের এ যুগে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশি নারী-অভিবাসী কর্মীরা পরিবারের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। নারী-অভিবাসীদের সামাজিক মূলধন, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, সংযোগ ও পারস্পারিক যোগাযোগ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার প্রসারে সহায়ক। নতুন আয়ের সুযোগ অভিবাসী নারীর সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় এবং তার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিকরা অভিবাসন-প্রক্রিয়া শুরু থেকে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। নারী-অভিবাসী শ্রমিকরা লিঙ্গাভিত্তিক বৈষম্য, বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, কম মজুরি ও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। নারী অভিবাসী গৃহকর্মীকে দৈনিক ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ভারী পরিশ্রম করতে হয়। ভাষা না জানায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারেন না।

অভিবাসী ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা, সম্মান, কল্যাণ এবং নিয়োগ সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইন ও বিধি সংশোধন করা। প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও যৌন হয়রানি থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা, আইএলও সনদ ১৮৯ এবং ১৯০ অনুস্মাক্ষর করা, শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এর মাল্টিলেটারাল ফ্রেমওয়ার্ক ও CEDAW-এর সাধারণ সুপারিশ ২৬ অনুসরণ নিশ্চিত করতে সরকারের নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য, অধিকার, সুরক্ষা এবং সাম্প্রাহিক ছুটির বিষয়গুলো দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রত্যাগতদের পুনঃএক্ত্রীকরণের জন্য খসড়া নীতি অনুমোদন করা, নারী-অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দুতাবাসের শ্রমিক সেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আরও সক্রিয় করা এবং রিপোর্টিং ও পরিবীক্ষণ জোরদারে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করা প্রয়োজন। অভিবাসন ব্যয় কমাতে সরকার নির্ধারিত ফি ব্যতীত অন্য সব খরচ বন্ধ করতে হবে। নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য BMET ও ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে নিজ দেশ ও গন্তব্যদেশে ২৪/৭ হেল্পলাইন ও সেবা চালু করতে হবে। অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় যৌথ কারিগরি কমিটির নিয়মিত সভা করা এবং প্রতিবন্ধিতা নিয়ে ফিরে আসা নারী-শ্রমিকদের পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। নিরাপদ অভিবাসনের পথ সুগম করা ও নারী অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার-সুরক্ষায় বেসরকারি সংগঠন, নিয়োগ এজেন্সি এবং সরকারের মধ্যে অংশীদারিত ও সহযোগিতা শক্তিশালী করতে হবে। সকল খাতে শোভনকাজ ও বাঁচার মত মজুরীসহ অধিক সংখ্যক নারী অভিবাসনের ব্যবস্থা নেওয়া, যেখানে তারা আন্তর্জাতিক শ্রম ও অভিবাসন আইনের সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন এবং তাদের কর্মপরিবেশ ও মর্যাদা বর্তমানের চেয়ে উন্নত হবে।

দারিদ্র্য-হাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য-হাসে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। জনসংখ্যার চাপ, কর্মসংস্থানের অভাব, দুট নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অর্থনীতি ও দারিদ্র্যের উপর নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলেছে। সামাজিক সুরক্ষা সকল বয়সে নারীদের দারিদ্র্য থেকে রক্ষা ও জীবনমান উন্নত করতে সহায়ক ও নারী নির্যাতন, বৈষম্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় আন্তর্নির্ভরশীলতা বাড়ায়। সামাজিক সুরক্ষা ভাতার পরিমাণ অপর্যাপ্ত, বরাদের হিসাব ত্রুটিপূর্ণ, সুবিধাভোগী বাছাইয়ে ত্রুটি, শহরে সুরক্ষা সহায়তা বরাদ কম, সমষ্টিহীনতা, সহায়তার অর্থ সরবরাহে ঝুঁকি, জলবায়ু অভিঘাতের তুলনায় অপ্রতুল সহায়তা, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতায় সহায়তার অভাব, বীমা ব্যবস্থা না থাকা ও কার্যকর অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা না থাকা প্রভৃতি চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি ও কার্যকারিতা বাড়াতে সুবিধাভোগী বাছাইয়ের শর্ত পর্যালোচনা, একক নিবন্ধন ও তথ্যভাগার চালু করা প্রয়োজন, যাতে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ সহজ হয়। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা, বার্ধক্যভাবার বয়সসীমা পুনর্বিবেচনা করা এবং নারীদের জন্য সামাজিক বীমা চালু করা প্রয়োজন। সকল

নাগরিকের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল জীবনচক্রভিত্তিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা দরকার। গৃহস্থালি ও অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত নারীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ; স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা ও প্রসূতি প্রসবজনিত বীমা, বেকারত-ভাতা ও অবসরভাতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রয়োজনে সরকারি ভর্তুকি দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা, অবকাঠামো ও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। শহরে দরিদ্রদের জন্য বস্তির বদলে ‘নিম্ন-আয়ের এলাকা’ শব্দ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। ই-ট্রান্সফার ব্যবস্থার আওতা বাড়ানো, ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বরাদ্দ ও সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং ভাতার পরিমাণ নিয়মিতভাবে মুদ্রাস্ফিতি বিবেচনায় নিয়ে বৃদ্ধির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা স্থাপন প্রয়োজন। খাদ্য-বিক্রয়সহ সহায়তা দানে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে জরুরি সহায়তা তহবিল গঠন, বাজারমুখি জীবিকা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও নীল অর্থনীতির সাথে সামাজিক সুরক্ষা সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। শিশু ও প্রবীণ সহ সকলের বয়স অনুসারে সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জীবনচক্রভিত্তিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও নগর-দারিদ্র্যের জন্য জীবনচক্র ভিত্তিক চাহিদাগুলো বিবেচনায় নিতে হবে। সার্বজনীন সুরক্ষা নিশ্চিতে ধাপে ধাপে সামাজিক সুরক্ষা ভিত তৈরি করা, যা মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়-নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ন ও প্রকাশ

গণমাধ্যম সমাজের প্রতিচ্ছবি বহন করে, কিন্তু এখানেও নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য স্পষ্ট। নারীদের হেয় করে উপস্থাপন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বৈষম্যকে উৎসাহিত করে। সাংবাদিকতায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত, বিশেষত রাজনীতি, অর্থনীতি, অপরাধ ও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায়। পুরুষ-প্রধান ক্রীড়া সাংবাদিকতায় নারীদের সুযোগ কম। শীর্ষ পর্যায়ের পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অনলাইন গণমাধ্যমে সাইবার বুলিইং ও যৌন হয়রানি নারীদের জন্য অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। বেসরকারি খাতে সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো না থাকায় আর্থিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়।

গণমাধ্যমে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইন ও নীতি সংস্কার জরুরি। খসড়া গণমাধ্যমকর্মী আইন ২০২২ পর্যালোচনা করে বৈষম্যমূলক দিকগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। সাংবাদিকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণে মজুরি বোর্ড গঠন করতে হবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নারীদের বিরুদ্ধে সাইবার বুলিইং ও যৌন হয়রানি রোধে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা দরকার। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪ অনুসারে, নারী ও অন্যান্য লিঙ্গের সম্মানজনক উপস্থাপনা নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগ কমিটি গঠন করা জরুরি। সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণে নারীবান্ধব উপস্থাপনার কৌশল, ভাষার যথাযথ ব্যবহার ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সংযোজন করা প্রয়োজন। গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপনা বাড়াতে তাদের অর্জন ও ভূমিকা তুলে ধরতে হবে। সহিংসতার শিকার নারীর পরিচয় গোপন রাখা উচিত। অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবদান সম্পর্কে গণমাধ্যমে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীর নেতৃত্বাচক উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের জন্য একটি অভিযোগ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া চালু করা। গণমাধ্যমের প্রত্যেক শাখা ও স্তরে ৫০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ

নারীরা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও এখনও নানা বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছেন। নারী ক্রীড়াবিদ্বের বেতন পুরুষদের তুলনায় অনেক কম, এমনকি পুরুষারের অর্থেও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। ২০২৪ সালে দক্ষিণ এশিয় চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল টুর্নামেন্টের আগে তিন মাস বেতনহীন ছিলেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষ সংস্কৃতিকর্মীদের পারিশ্রমিকে বৈষম্য রয়ে গেছে এবং দর কষাকষির সুযোগ নেই। এছাড়া, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে মহিলা ক্রীড়া সংস্থাগুলো গর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ পায় না এবং নারী সংস্কৃতি কর্মীদের জন্যও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে, যা তাদের পেশাগত বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

নারীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮ সংশোধন করা প্রয়োজন। ক্রীড়া পরিষদ ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে এবং রাজনৈতিক নিয়োগের পরিবর্তে দক্ষতার ভিত্তিতে সদস্য নিয়োগের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। পার্বত্য ও প্রাণ্তিক অঞ্চলের সম্ভাবনাময় কিশোরীদের ক্রীড়া প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০ সংশোধন করা জরুরি। নারী ও পুরুষ ক্রীড়াবিদদের বেতন বৈষম্য দূর করতে জাতীয় ক্রীড়া বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীদের নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬ সংশোধন করা দরকার। পেশাদার সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য চুক্তিপত্র বাখ্যতামূলক করা জরুরি, যাতে তাদের অধিকার ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। এছাড়া, নারীদের বিনামূল্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম ও পোশাক সরবরাহ করতে হবে, যাতে তারা খেলাধুলায় আরও উৎসাহিত হন। শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিম্বলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নারীর উজ্জ্বল, অবাধ ও নিরাপদ অংশগ্রহণ, অবদান ও স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে।

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে নারী

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির দিক থেকে বিশেষ সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের রয়েছে বহুমুখী হৃষকি, যা নারীদের ও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর জীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের নারীরা শুধু দুর্যোগের শিকার নন, বরং তারা সংকট-মোকাবিলা ও জীবনধারণের জন্য প্রধান অবদানকারী। নারী-পুরুষ বৈষম্য, অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে মিলিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে। জলবায়ু সম্পর্কিত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারীদের ওপর ঘরোয়া যত্নের কাজের চাপ বাড়ে এবং পুরুষদের স্থানান্তরের অভিবাসনের কারণে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের পানীয় জলের লবণাক্ততার সাথে উচ্চ রক্তচাপ, প্রি-এক্লাম্পসিয়া, হৃদরোগ, কিডনির কার্যকারিতার হাস, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি-রোগ, ত্বক ও গ্যাস্ট্রোইন্টেস্ট্রাইনাল সমস্যা, শিশুমৃত্যু, গর্ভাশয়ের ভ্রনের বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা ও অকাল জন্ম ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়।

নারীদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কিত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যে সকল সংস্থা দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং দুর্যোগের সময় প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় নারীদের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করতে হবে। পরিবেশগত আইনগুলোতে জলবায়ু ও জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পর্যালোচনা ও সংস্কার করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ: পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই করতে বলা আছে, এগুলোতে জেন্ডারভিত্তিক প্রভাবের সূচক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন নীতি, যেমন বিদ্যমান পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিগুলো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সংক্রান্ত সকল নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও সংস্কারে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের প্রতি জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রাম অঞ্চলে নারী কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও অভিযোজন সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে। উপযুক্ত বীজ, যন্ত্রপাতি, সেচের ব্যবস্থা, কৃষি উৎপাদনে সৌরশক্তি যুক্ত করার জন্য আর্থিক সহায়তা দান এবং নারীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক বা জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনীয়তা মেটানো ও নারীর উপর সহিংসতা মোকাবিলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট

জুলাই ২০২৪-এ শিক্ষার্থী-জনতার এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৫ বছরের স্বেরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। ৫ আগস্ট ২০২৪ সৈরশাসক দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ৮ আগস্ট ২০২৪-এ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। সরকার বিভিন্ন খাতে ও ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রথমে ৬ (ছয়)-টি বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠনের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে আরও ৫ (পাঁচ)-টি বিষয়ে সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়; তন্মধ্যে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন অন্যতম। সরকার সংস্কার কমিশন প্রধানদের নির্ধারণ করে দেন। জনাব শিরীন পারভীন হক কে প্রধান করে গঠিত নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধানের কাছে সন্তান্য সদস্য তালিকা চাওয়া হয়। কমিশন প্রধানসহ মোট ১০ (দশ) জন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা নারী-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। তন্মধ্যে আটজন সদস্য কমিশন-প্রধান নির্বাচন করেন এবং শিক্ষার্থী-প্রতিনিধি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-কর্তৃক নির্বাচিত হয়। যদিও কমিশন গঠন সম্পর্কিত গেজেট প্রকাশিত হয় ১৮ নভেম্বর ২০২৪-এ, কমিশনের কাজ শুরু হয় ২ ডিসেম্বর ২০২৪-এ। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক ও লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়ার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং সার্বক্ষণিক সহযোগিতার জন্য নিয়োজিত ছিলেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও দুজন অফিস সহায়ক। জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের জন্য সভাকক্ষ ও কার্যালয়ের ব্যবস্থা করেছে।

সংস্কার কমিশনের প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, এ কমিশনের প্রধান বিবেচনা হবে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য-নিরসন ও জেন্ডার-সমতা অর্জনে পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো বিভিন্ন মেয়াদে বাস্তবায়নে সুপারিশ তৈরি করা। সুপারিশসমূহ তিনি মেয়াদে ভাগ করা হয়েছে, যথা: প্রথমত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য; দ্বিতীয়ত, নির্বাচিত সরকারের ৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নকাম্য এবং তৃতীয়ত, দীর্ঘমেয়াদে নারী-আন্দোলনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাগুলো তুলে ধরা।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন ১৭ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩টি বৈঠক করেছে; বিভিন্ন অংশীজনের সাথে পরামর্শ-সভা করেছে—ঢাকায় ২৩টি ও ঢাকার বাইরে ০৭টি। এছাড়া অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সাথে ০৯টি সভা করা হয়েছে। যেহেতু নারীর প্রতি বৈষম্য সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে বিদ্যমান, সেহেতু নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন চেষ্টা করেছে অন্যান্য কমিশনের সাথে বৈঠক করে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো তুলে ধরতে এবং সংশ্লিষ্ট কমিশনের সুপারিশের মধ্যে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলো যুক্ত করতে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সর্বমোট ০৯টি সংস্কার কমিশনের সাথে বৈঠক করেছে, যথা: পুলিশ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, শ্রম সংস্কার কমিশন, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, স্বাস্থ্যক্ষাত সংস্কার কমিশন ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন। নারীর প্রতি বৈষম্য বিশ্লেষণ করতে ২টি তাত্ত্বিক ধারণা ব্যবহার করা হয়। প্রথমত, নারীর জীবন ও জীবিকার জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করা প্রয়োজন, তা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে ও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নারী-সমাজের বর্তমান অধ্যন্তরে অবস্থান রূপান্তরে ও কৌশলগত স্বার্থপূরণে বিভিন্ন মেয়াদে টেকসই পদক্ষেপ সমূহ সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারী-সমাজের অবস্থান রূপান্তরে ও কৌশলগত স্বার্থপূরণে বিভিন্ন মেয়াদে টেকসই পদক্ষেপ সমূহ সুপারিশ করা হয়েছে।

এ প্রতিবেদনে মোট ১৭টি অধ্যায় আছে। এর মধ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক খাতে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে ১৫টি অধ্যায়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিশন আশা করে এ সকল অধ্যায়ে সন্নিবেশিত সুপারিশমালা বর্তমান ও ভবিষ্যতে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে এবং বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে।

নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরসনে গঠিত সংস্কার কমিশন বাংলাদেশের নারী-মুক্তি আন্দোলন ও দীর্ঘদিনের সংগ্রামের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। নারী-আন্দোলনের তৎপরতা ও দাবিনামা বিশেষত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ ও নারীপক্ষ'র দাবিনামা¹ কমিশনের মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

১.২ বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে সংস্কার উদ্যোগ ও নারীদের অবস্থা ও অবস্থান

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীদের ক্রমাগত প্রতিরোধ সত্ত্বেও নারীর অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ আইন, নীতিমালা, ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে নারী ও মেয়েশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে উদ্যোগ এবং নারীদের প্রতি বৈষম্য ও বঝনা মোকাবেলায় সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

যুক্তাহত নারীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে শুরু হওয়া এই প্রচেষ্টা পরবর্তীতে বিস্তৃত হয় নারী ও মেয়েশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আয়মূলক দক্ষতা, আঊকর্মসংস্থান, রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচিতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রতিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইতিবাচক সংস্কার ও পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের স্বীকৃতি: সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার শিকার এবং ধর্ষণের ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের শিকার নারীদের অবস্থা ছিল অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয়। সমাজের অপমান, ঘৃণা ও অবহেলা নিরোধে এসকল নারীদের ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ “বীরাঙ্গনা” উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দূর্ভাগ্য যে বীরাঙ্গনা উপাধিকে গালিতে পরিণত করা হয়েছে। সম্মান ও মর্যাদার সাথে রেঁচে থাকার নৃন্যতম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। বীরাঙ্গনাদের সহায়তার জন্য একটি পৃথক সংস্থা তৈরি করা হয়েছিল। বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের গর্ভপাত ও সন্তানকে দত্তক প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকুরিতে তাদের জন্য চাকরির কোটা নির্ধারণ করা হলেও, পর্যাপ্ত সংখ্যক “বীরাঙ্গনা” নারী এই কোটা দাবি করেনি, তাই ১৯৭৬ সালে এটিকে সাধারণ নারী কোটায় রূপান্তরিত করা হয়। এরপর বীরাঙ্গনা নারীদের কথা সকলেই প্রায় ভুলে গিয়েছিল। ১৯৯২ সালে যুক্তাপরাধীদের বিচারের দাবিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত “গণ আদালত” এই নারীদের কথা বলার সুযোগ দিলে বীরাঙ্গনা নারীদের অবদান ও যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। নারী আন্দোলনের দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশুতিতে ২৯ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে আইন পাশ করে বীরাঙ্গনাদের নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে এই মর্মে একটি গেজেট প্রকাশ করে। এরপর তাদেরকে সরকার থেকে ভাতা প্রদান শুরু হয়। তথাপি বীরাঙ্গনা নির্বন্ধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল বিধায় এ পর্যন্ত ৫০৫ জন নির্বাচিত হয়ে ভাতার আওতাভুক্ত হয়েছে। এখনো অনেকে গেজেট ভুক্তির অপেক্ষায় আছেন।

সাংবিধানিক সমতা: স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রগতি বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-উন্নয়নে অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সকল নাগরিকের সমান অধিকার, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যরোধ এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতি, যদিও ব্যক্তি জীবনে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়নি।

রাজনীতি ও জনপরিসরে নারী: স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে প্রগতি সংবিধান তৈরি ও প্রথম সংসদ নির্বাচনের সময় থেকেই সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষিত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম সংসদে ১৫টি সংরক্ষিত আসন ছিল যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বিগত সংসদ কালে ৫০টিতে পৌছেছে। তবে এ আসনগুলোতে সরাসরি নির্বাচন নাথাকায় নারী-আসনের সংখ্যা বাড়লেও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের কার্যকর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ২টি সংরক্ষিত আসন রাখা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন অনেক বার সংশোধন করা হয়েছে, এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) দ্বিতীয় সংশোধনী

¹ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ charter of demand, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ এবং নারীপক্ষ: নারীর অধিকার ও মুক্তি: প্রত্যাশা ও করণীয়, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪।

আইন ১৯৭৭ তে ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসন এবং বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত হয়, যেখানে তারা সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এছাড়া উপজেলাতে নির্ধারিত ভাইস চেয়ারগার্সন এবং স্থায়ী কমিটিতে নারীর অংশ নির্বাচিত করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী-প্রার্থী নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে নারীরা নেতৃত্বে আসতে পারেন।

শিক্ষাখাতে অগ্রগতি: ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর থেকে নারী ও মেয়েশিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ, উন্নাবনী উদ্যোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে ভিন্ন ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭১ সালে নারীদের সাক্ষরতার হার ছিল আনুমানিক ১৮ শতাংশ, যা ২০২১ সালে বৃক্ষি পেয়ে ৭৩ শতাংশে^২ পৌছেছে।^২ প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি-হার সমান, এবং কখনো ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২১ সালে মেয়েদের ভর্তি-হার ছিল ৫৪ শতাংশ। নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, যা বিদ্যালয়ে তাদের ধরে রাখা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এই কর্মসূচি প্রথম ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন^৩ এর মাধ্যমে কুমিল্লার শাহরাস্তিতে ড. এলেন সাভারের উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয় এবং পরবর্তীতে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত হয়। সরকারি ও বেসরকারি নানা উদ্যোগ, উন্নাবনী কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি, শিক্ষায় স্থিতি, ও সমাপনীর হার বেড়েছে এবং সামগ্রিক সাক্ষরতার হারও ক্রমাগত উন্নত হয়েছে। তবে পার্বত্য অঞ্চল, চর ও হাওরের মতো দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ সমস্যার কারণে এই সুবিধা এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। উচ্চশিক্ষায় নারীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত^৪ বিষয়ে অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে কম, যা তাদের শ্রমবাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাই এই খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃক্ষির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে নারীর স্বাস্থ্যসেবায় একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত পদ্ধতির সূচনা হয়েছে, যা শুরু হয় পরিবার পরিকল্পনা ও গর্ভনিরোধক ব্যবহারে দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক ও নারী আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং জীবনচক্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা গুরুত্ব পেয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় পরিবার পরিকল্পনার আওতায় গর্ভনিরোধক, এবং পানিশূন্যতা নিরসনের^৫ সহজ পদ্ধতি এবং টিকা পৌছে দেওয়া হয়েছে। এই সকল পদক্ষেপ ছিল উন্নাবনিমূলক এবং কার্যকরী। বাংলাদেশে অনাকাঙ্গিত গর্ভধারণ প্রতিরোধে, বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যৱহার ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার মাসিক নিয়মিতকরণ পদ্ধতি সহজলভ্য করে। ১৯৭৬ সালে গর্ভধারণের প্রথম তিন মাসে গর্ভপাত বৈধ করার চেষ্টা করা হলেও তা আইনি বাস্তবায়ন পায়নি। ১৯৭৮ সালের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, যৌন সম্মতি এবং দায়িত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়, যার ফলশুতিতে ২০১৩ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে সমন্বিত যৌন শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদিও এটি কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় ইতিবাচক পদক্ষেপ, তথাপি রক্ষণশীল বিরোধিতা এখনো রয়ে গেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ স্বাস্থ্যখাতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে বিশেষত গ্রামীণ এলাকায়।

এ সকল উদ্যোগের ফলে গড় আয়ু বৃক্ষি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হাস এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য (২০২২) অনুযায়ী, ১৯৭৫ সালে পুরুষের গড় আয়ু ছিল ৫১ বছর এবং নারীর ৪৯ বছর, যা ২০২৩

² World Bank, 2022. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দেষ্টব্য।

³ Bangladesh Association of Community Education (BACE)

⁴ Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

⁵ এক চিমটি লবণ ও এক মুঠো গুড় পরিষ্কার পানিতে গুলিয়ে পান করা

সালে বেড়ে যথাক্রমে ৭০.৮ এবং ৭৩.৮ বছর^৬ হয়েছে। ১৯৭১ সালে প্রসূতিমৃত্যুর হার প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মদানে ৬০০ এর বেশি ছিল, ২০০০ সালে তা প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মদানে ৪৪১^৭-এ নেমে আসে এবং ২০২৩ সালে এটি আরও কমে প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মদানে ১৩৬ এ পৌছেছে। জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ১৯৭১ সালে গড় জন্মহার ছিল নারী-প্রতি ৬.৯ সন্তান, ২০২৩ সালে এটি কমে ২.১৭ হয়। ২০২০-এর তথ্য অনুসারে, দেশে শিশুর লিঙ্গ-অনুপাত ভারসাম্যপূর্ণ হয়েছে যা প্রমাণ করে নারীর প্রতি বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে হাস পেয়েছে।^৮ তবে এখনো পার্বত্য এলাকা, হাওর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সীমিত সুযোগ এবং অগুষ্ঠি একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ: নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় ক্রমাগত পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। শুরুর দিকে যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতার উপর গুরুত দেওয়া হয়েছিল যার ফলশুতিতে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ পাশ হয়েছিল। এরপর নারীর উপর সকল ধরণের সহিংসতাকে গুরুত দিয়ে বিবেচনা করা হয়। তথ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে সহিংসতার ব্যাপকতা বোঝা যায়। যেমন ১৯৯৭ সালে নারীগুলি কর্তৃক পরিচালিত জরিপ, ২০০৫ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যরো কর্তৃক ২০১১, ২০১৫ ও ২০২৪ সালে পরিচালিত জরিপসমূহ, নারী নির্যাতনের স্বরূপ ও প্রবণতা চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়েছে। সহিংসতার প্রকৃতি বিবেচনায় এনে নানা ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যেমন—নারীর উপর সহিংসতা (দমনমূলক শাস্তি) আইন, ১৯৮৩; নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫, যা ২০১০ সালে সংশোধিত হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন নামে কার্যকর হয়; এসিড সহিংসতা প্রতিরোধে এসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২; এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও গড়ে উঠেছে, যেমন ২০০০ সালে চালু হওয়া নারীর উপর সহিংসতা মোকাবেলায় বহুতাত্ত্বিক কর্মসূচি। বহু আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর উপর সহিংসতা, নারীবিদেশ, বাল্যবিবাহ ও পারিবারিক সহিংসতা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও অগ্রগতি: ১৯৭০-এর দশকে আনুষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত ছিল এবং বেশির ভাগ নারী কৃষিতে কাজ করতেন।^৯ শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, তবে তা পুরুষের তুলনায় এখনো অনেক কম, ২০২৩ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪৩.৭ শতাংশ এবং পুরুষের ছিল ৮১.১ শতাংশ। নারীদের জন্য ক্ষুদ্রস্থল-সুবিধা, উদ্যোগ্ন-উন্নয়ন কর্মসূচি ও দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এতে সহায়ক হয়েছে। রপ্তানি-শিল্প, বিশেষত তৈরি-পোশাকশিল্পে যদিও নারীদের অংশগ্রহণ আশির দশকে ৮০ শতাংশ ছিল, বর্তমানে তা ৫৩ শতাংশ।^{১০} ১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত সরকারি চাকুরীতে নারীর জন্য কোটা ব্যাবস্থা (অফিসার পদে ১০% ও কর্মচারী পদে ১৫%) ছিল অন্যতম সহায়ক পদক্ষেপ। এছাড়া পুলিস সহ আইন শৃঙ্খলা ও সশস্ত্র বাহিনীতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ছিল উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নারীর কর্মসংস্থান ও কর্মস্থলে সুরক্ষার জন্য ‘শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩ ও ২০১৮)’, ‘কর্মস্থলে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নির্দেশনা, ২০০৯’ এবং নারী-কর্মীদের জন্য সরকারি খাতে ৬ মাসের ও বেসরকারি খাতে ৪ মাস মাতৃত্বকালিন ছুটির ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক খাতে নারীদের কর্মক্ষেত্রে থাকার সহায়ক ব্যবস্থা। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ্ন হতে সহায়ক হয়েছে।

নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: নারীর অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণের সবচেয়ে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা খুঁজে বের করার জন্য সরকারি কাঠামো সংস্কারে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথমে কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা স্থাপন

⁶ BBS, 2024. সংযুক্ত ১০ দ্রষ্টব্য।

⁷ Maternal Mortality, Levels and Trends 2000-2020 (<https://mmr2020.srhr.org/>)

⁸ State of the World's Children Reports: 1971 & 2021. New York: UNICEF.

⁹ International Labour Organization (ILO). Women in the Bangladesh Labour Force: 1970s-2020. Geneva: ILO.

¹⁰ Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), 2023

ছিল নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের সূচনা। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে একে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে পরিগত করা হয়। নারীর অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সনদগুলোর সাথে সংগতি রেখে ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে নারী-বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয় যা ১৯৭৮ সালে নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পরিগত হয়। নারী-সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে এই মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন পরিবর্তনের পর ১৯৮৯ সালে আবার একটি নতুন নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা হয়, যা পরে বিভিন্ন ধাপে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে একটি নারী বিষয়ক সেল গঠিত হয়। পরে ১৯৭৯ সালে সমাজকল্যাণ ও নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারী বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে নারী বিষয়ক পরিদপ্তর কে নারী বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। নারীদের প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনা মোকাবিলায় সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য সর্বোত্তম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে।

সরকারি কাঠামোতে নারী উন্নয়নের অন্তর্ভুক্তি: বৃহত্তর সরকারি পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলোতে যাতে নারীর উন্নয়ন ও অধিকার নিয়ে কাজ করা হয় সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর অবস্থান সম্পর্কিত ম্যাক্রো অধ্যায় যুক্ত করা, পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা (পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায়)। পরবর্তীতে সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার জন্য একটি বিশদ ফ্রেমওয়ার্ক দেয়া হয়। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে ২০০৯ সালে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় নারী উন্নয়নের বিষয় যুক্ত হয়। বিভাগ, মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰণ মতো প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নারীপুরুষ বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ, জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতিসংঘের গৃহীত জেন্ডার পরিসংখ্যান অনুসরনে বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যৱৰণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীপুরুষ বিভাজিত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মডিউল সন্নিবেশিত করে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় ও তদারকি নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা ছিল নারীপুরুষ সমতাকে মূলধারায় আনার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি-এর মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও বৈশ্বিক প্রতিশুভির প্রতি অঙ্গীকার: ১৯৭৫ সালের মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রভাবস্রূপ, ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অধীনে নারী-বিষয়ক বিভাগ গঠন করা হয়। ১৯৮০ সালে নাইরোবিতে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনের পর ১৯৮৪ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (CEDAW) অনুমোদিত হয়। ১৯৮৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন। বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত ভিয়েনা-ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় সম্মতি প্রদান করে, যা নারী-পুরুষের সমতা, সুরক্ষা ও উন্নয়নের অধিকারকে গুরুত দেয়। একইসঙ্গে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রচারে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচির আলোকে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো নারীর উন্নয়নে ১২টি গুরুতপূর্ণ খাত নির্ধারণ করে এবং ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭’ প্রণয়ন করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে ২০০৪ ও ২০০৮ সালে নীতিটি সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি এখনো কার্যকর রয়েছে। এছাড়া, জাতিসংঘ ঘোষিত ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০’-এর বিশেষ করে অভীষ্ট ৫-এর মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিশুভি-বন্ধবাবে কাজ করছে। এসব উদ্যোগ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি বৈশ্বিক নারী আন্দোলন এবং নারী-পুরুষ সমতার কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সংস্কারে নারী-আন্দোলনের ভূমিকা: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে নারী-আন্দোলন দেশের নারী অধিকার, সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাধারে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক ও সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই আন্দোলনের ফলে আইন সংস্কার, শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সম্প্রসারণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইন ও কর্মসূচি প্রণয়ন হয়েছে। এখনো অভিন্ন পারিবারিক আইন¹¹ প্রণয়নের দাবিতে ও নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও সংস্কারের পক্ষে বেসরকারি পদক্ষেপ চলমান রয়েছে।

নারী উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ: নারী উন্নয়নের পথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে পারিবারিক আইন ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রায়শই রক্ষণশীল ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে নারী-আন্দোলন ও নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলো আইনগত সংস্কারের পক্ষে সোচার ভূমিকা রেখে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল হয়রানি, নারীবাদী কর্মীদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব এবং উন্নয়ন-সহযোগীদের অর্থায়নে ঘাটতি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

সংস্কার একটি চলমান ও অব্যাহত প্রক্রিয়া, কারণ দেশকে সর্বদাই নতুন বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তবে আশার বিষয় হচ্ছে যে পূর্ববর্তী সকল শাসনামলে বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন এবং টেকসই হওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সংস্কার কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সবসময়ই অতীত অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ধারণা এবং আইন, প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসূচির সফলতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে।

১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারী অধিকার বিষয়ক সংস্কারের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে সংযুক্তি ১১ দেখুন।

¹¹ Uniform Family Code

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম

২.১ লক্ষ্য

যুগ-যুগ ধরে নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরসনের দাবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে করে আসছে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন। কখনো তৃণমূলপর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পয়ন্ত নারীদের সংগঠিত করে, কখনো রাস্তায় সোচার হয়ে, কখনো সরকারি নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং কখনো আন্তর্জাতিক পরিসরে দেনদরবার করে বিভিন্ন ইস্যুতে অগ্রগতি অর্জনে সচেষ্ট থেকেছে। এসব কিছুর মূল লক্ষ্য নারীকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। দেশ ও সমাজের চোখে নারী এখনো অধস্তন ও অসম অধিকারের ধারক। এর পেছনে রয়ে গেছে নারীকে চিরাচরিত ভূমিকায় দেখার প্রবণতা। নারীর নানাবিধ অর্জন সত্ত্বেও নারী সর্বোপরি মা, স্ত্রী ও কন্যা।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন একটি ঐতিহাসিক সুযোগ নারীর চাওয়া-পাওয়াকে আলোচনা সমালোচনার মধ্য দিয়ে জাতি ও নীতিনির্ধারকদের কাছে পরিচিত করার। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন আশা করে, এ প্রতিবেদন জনমানসে নাড়া দিবে, ভাবাবে ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করবে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন এমন একটি সমাজের স্পন্দন দেখে, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা থাকবে এবং নারীরা তাদের জীবনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। একটি উন্নত ও সমান সুযোগপূর্ণ সমাজ, যেখানে নারীরা যে-কোনো ক্ষেত্রে—রাজনীতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্য—সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এবং নেতৃত্ব দেবে। যেখানে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও স্তরে তাদের অবদানকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

২.২. নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কর্মপদ্ধতি

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনকে ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে একটি সংস্কার প্রস্তাব প্রস্তুত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে দুই দফায় দুই মাস বাড়িয়ে ১৫০ কার্যদিবস করা হয়।

প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশন প্রথমেই নিজেদের মধ্যে একাধিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু, কাঠামো, প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের কৌশল ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে কীভাবে সমন্বয় করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে তথ্যসংগ্রহের পাশাপাশি প্রচলিত আইন ও বিধিমালা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ, মাঠপর্যায় থেকে তথ্যসংগ্রহ এবং বিশিষ্টজনদের সাথে পরামর্শ-সভা আয়োজনের মাধ্যমে সুপারিশ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

কমিশন ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৩০টি পৃথক পরামর্শ সভা করে, যেখানে নারীর অধিকার ও কল্যাণে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও শ্রীমঙ্গলে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী নারীদের পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে কমিশন স্থানে গিয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ সংগ্রহ করে।

নারী-শ্রমিকদের সমস্যা ও করণীয় নির্ধারণে কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। বিশেষত, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও শ্রম-অধিকার সংগঠনের সাথে বৈঠকের মাধ্যমে কারখানাগুলোর বিদ্যমান অবস্থা ও শ্রমিকদের চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করা হয়। নারী-শ্রমিকদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ চা-বাগানের শ্রমিকরা, যাদের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য সিলেটের শ্রীমঙ্গলে আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয় এবং তাদের উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তরুণ সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের সাথে আলোচনা করে নতুন বাংলাদেশ গঠনে নারীদের ভূমিকা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়। নারী-স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে উন্নয়নের জন্য শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক ও আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে চলমান আইনের দুর্বলতা ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়।
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নারীদের সুরক্ষায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সংযোজন করা হয়। (পরামর্শ সভার পূর্ণ তালিকা ১ক নম্বর সংযুক্তিতে দেখুন)

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কার কমিশন-ব্যৱtিত অন্যান্য ৯টি সংস্কার কমিশনের সাথে মতবিনিময় ও পরামর্শ-সভা করেছে, যেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরোধ ও সমতার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেছে (অন্যান্য সংস্কার কমিশনের সাথে আলোচনাসভার পূর্ণ তালিকা ১খ নম্বর সংযুক্তিতে দেখুন)। নারী-উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করা, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, আইনের কার্যকর প্রয়োগ এবং সমাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়। কমিশনের সদস্যরা আশা করেন, সুপারিশগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের নারী-সমাজের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ ছাড়া, বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, যাঁরা কমিশনকে মন্তব্য, পরামর্শ ও তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের সহায়তা ছাড়া এত ব্যাপকভাবে বিষয়গুলো বিবেচনা করা সম্ভব হতো না। এ বিশেষজ্ঞদের তালিকা ২ নং সংযুক্তিতে দেখুন। এর বাইরে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাদের নামের তালিকা সংযুক্তি ৩-এ দেওয়া আছে। পাশাপাশি অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিত মতামত চাওয়া হয়েছিল, যা অনেক সংস্থা, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল দিয়েছেন (সংযুক্তি ৯ দেখুন)।

সবশেষে, কমিশন নিয়মিত বৈঠক করেছে, যেখানে কাজের পরিকল্পনা, প্রতিবেদনের খসড়া ও চূড়ান্তকরণের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কমিশনের সামগ্রিক কার্যসূচির জন্য সংযুক্তি ৪ দেখুন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সংবিধান, আইন ও নারীর অধিকারঃ সমতা ও
সুরক্ষার ভিত্তি

যান্ত্র এবং পরিবারে, মূল হওয়া অধিকারে

৩.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে জনপরিসরে নারী ও পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইনে নারীর প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান, যেমন: বিয়ে, তালাক, অভিভাবকত্ব ও উন্নোধিকার। তা ছাড়া অন্যান্য আইনেও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে।

আইন-সংস্কারের প্রচেষ্টা থাকা সঙ্গেও আইনগত বৈষম্য, পুরোনো বিধান ও দুর্বল প্রয়োগ-প্রক্রিয়া উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, নারীদের অধিকার সংরক্ষণে ৫৬টি আইন, নীতি ও নির্দেশিকা রয়েছে। তথাপি আইনি ফাঁকফোকর ও প্রাতিষ্ঠানিক অকার্যকারিতার কারণে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, বৈষম্য ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বাধাগুলো অব্যাহত রয়েছে।

বিচার প্রার্থীরা হরহামেশা দুর্নীতি, পক্ষপাতিত, হমকি ও হয়রানির শিকার হয়। কাঠামোগত বাধা ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

ধর্মীয় বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যক্তিবাচক আইনগুলো নারীদের জন্য বিশেষভাবে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এ সমস্যাগুলোকে আরও প্রকট করে তুলেছে, ফলে নারীরা স্থায়ী ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

ব্যতিচার, পারিবারিক সহিংসতা ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি-সংক্রান্ত আইনগুলোতে বৈষম্যমূলক ভাষা রয়েছে, যা সমাজের পশ্চাদপদ মানসিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও, যৌন হয়রানির মতো অপরাধের স্পষ্ট সংজ্ঞার অভাবে অপরাধীরা সহজেই পার পেয়ে যায়। (বিভিন্ন আইনের পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট সুপারিশ এ বিস্তারিতভাবে দেয়া হলো সংযুক্তি-৭)

প্রতিবেদনের এ অংশটি আইনি ব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের ত্রুটিগুলোর বিশ্লেষণ করে সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। বিভিন্ন আইনের পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট সুপারিশ সংযুক্তি ৭-এ বিস্তারিতভাবে দেওয়া রয়েছে।

৩.২ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৩.২.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৩.২.১.১ সাংবিধানিক সুরক্ষা: বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের জন্য বিশেষ বিধান-সংক্রান্ত সুপারিশ (সংবিধান সংস্কারের শর্তসাপেক্ষে):

৩.২.১.১.১ মৌলিক অধিকার-বিষয়ক

- ক) **অনুচ্ছেদ ২৮। (১):** এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ পরিচয়, বয়স বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না’ লেখা।
- খ) **অনুচ্ছেদ ২৮। (২):** এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার লাভ করিবেন’ লেখা।
- গ) **অনুচ্ছেদ ২৮। (৩):** এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ পরিচয়, বৈবাহিক অবস্থা, বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না’ লেখা।
- ঘ) **অনুচ্ছেদ ২৮। (৪):** এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘যে-কোনো অনগ্রসর অংশ/সুবিধাবণ্ণিত/প্রাপ্তিক’ লেখা।

- ঙ) অনুচ্ছেদ ২৯। (২): এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গপরিচয় বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না’ লেখা।
- চ) অনুচ্ছেদ ২৯। (৩) (খ): এ অনুচ্ছেদ থেকে ‘উপ-সম্প্রদায়’ শব্দটি থেকে ‘উপ’ বাদ দিয়ে ‘কোনো ধর্মীয় বা সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে-কোনো আইন কার্যকর করা হইতে’ লেখা।
- ছ) অনুচ্ছেদ ৩২: এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘বৈঁচে থাকার অধিকার হইতে কাউকে বঞ্চিত করা যাইবে না এবং আইনানুযায়ী ব্যতীত ব্যক্তিস্থানিতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না’ লেখা।
- জ) অনুচ্ছেদ ৩৫। (৫): এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘নিষ্ঠুর, অমানুষিক যত্নগা বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড’-এর পরে ‘মৃত্যুদণ্ড’ শব্দটি যুক্ত করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বিলুপ্ত করা।
- ঘ) অনুচ্ছেদ ৩৯। (২): এ অনুচ্ছেদ থেকে শালীনতা ও নৈতিকতার বিষয়টি বাদ দিয়ে ‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্রোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে’ লেখা।
- ঞ) অনুচ্ছেদ ৩৯। (২) (খ): সংবাদক্ষেত্রে পাশাপাশি প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া।
- ট) অনুচ্ছেদ ৪১। (১) (খ): এ অনুচ্ছেদ থেকে ‘উপ-সম্প্রদায়’ শব্দটি বাদ দিয়ে ‘প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে’ লেখা।

৩.২.১.১.২ রাষ্ট্র-পরিচালনার মূলনীতি-বিষয়ক

- ক) অনুচ্ছেদ ৯: এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে “যেহেতু বাংলি ও অন্যান্য জাতিসম্ভাবনার মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধভাবে মুক্তিযুক্তে অংশগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত অর্জন করিয়াছে; সেহেতু বাংলাসহ সকল জাতিসম্ভাবনার ঐক্য ও সংহতি হইবে ‘বাংলাদেশি পরিচয়ের ভিত্তি’ লেখা।
- খ) অনুচ্ছেদ ১৫: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, কর্ম ও স্বাস্থ্য অধিকারকে রাষ্ট্রের সামর্থ্য এবং বিদ্যমান সম্পদের আওতায় ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়নের¹² প্রতিশ্রুতিসহ বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য করা।
- গ) অনুচ্ছেদ ১৮। (২): গণিকাবৃত্তির বিষয়টি বাদ দিতে হবে। কারণ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার নামে যৌনকর্মীদের পেশাকে নিরোধ করা মানবাধিকার লঙ্ঘন।
- ঘ) অনুচ্ছেদ ১৯। (৩): এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও অন্যান্য পিছাইয়া পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন’ লেখা।
- ঙ) অনুচ্ছেদ ২০ক: এ অনুচ্ছেদ থেকে ‘উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসম্ভাবনা’ শব্দ দুটি বাদ দিয়ে ‘রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতিসম্ভাবনা ও সম্প্রদায়ের অন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন’ লেখা।

¹² Progressive realization

৩.২.১.৩ সংবিধান-সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী নিশ্চিত করা

- ক) অনুচ্ছেদ ২ক: যেহেতু রাষ্ট্র একটি ইহজাগতিক সম্ভা, সেহেতু কোনো ধর্মীয় বিধান অনুসরন করে সংবিধান শুরু হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া, একটি ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির সাথে সাংঘর্ষিক। তাই, অনুচ্ছেদটি বাতিল করা প্রয়োজন।
- খ) অনুচ্ছেদ ৩: দেশের সকল নাগরিকের ভাষার প্রতি বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করতে এবং তাদের অধিকার সমূলত রাখতে ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা’-র পরিবর্তে ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, তবে রাষ্ট্র অন্যান্য ভাষাভাষী নাগরিকদের ভাষার স্থীরতি ও মর্যাদা নিশ্চিত করিবে’ লেখা।
- গ) অনুচ্ছেদ ৬। (২): দেশের সকল নাগরিকের নাগরিকত্বের সংজ্ঞার প্রতি বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করতে এবং তাদের অধিকার সমূলত রাখতে এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ‘বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বসবাসরত প্রতিটি গোষ্ঠী, জাতি, ভাষাভাষী নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন’ লেখা।
- ঘ) অনুচ্ছেদ ৭০ বিলুপ্ত করা। কারণ গণতান্ত্রিক চর্চাকে অব্যাহত রাখতে এবং ব্যক্তি-মতামতের প্রতি শুদ্ধাশীল হতে ‘রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য’ হওয়া উচিত নয়।
- ঙ) যে-কোনো রাষ্ট্রীয় পদে জনপ্রতিনিধি হিসেবে (উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও জাতীয় সংসদে) কেউ পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না—এমন বিধান রাখা।
- চ) সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার-ব্যবস্থার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।
- ছ) শব্দ-প্রয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা। উদাহরণস্বরূপ: মহিলার পরিবর্তে সকল ক্ষেত্রে ‘নারী’ শব্দ ব্যবহার করা এবং ‘উপজাতি, গণিকাবৃত্তি, উপ সম্প্রদায়, শালীনতা, নৈতিকতা’ শব্দসমূহের ব্যবহার পরিহার করা।
- জ) ১৯৯৯ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি বহাল রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ আদিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও চুক্তি এবং প্রথাগত আইনসমূহের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে বিশেষ বিধান রাখা।

৩.২.১.৪ নারী কমিশন গঠন করা

একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নারী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, যার ক্ষমতা থাকবে বৈষম্যমূলক আইন, নীতি ও প্রথা পর্যালোচনা ও চিহ্নিত করার; যা লিঙ্গ-সংবেদনশীল আইনগত, নীতিগত ও বাস্তব সংস্কার তদারকি করবে এবং কার্যকর-বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। এ কমিশনের তদন্ত ও প্রয়োগ ক্ষমতা থাকবে, অভিযোগ-গ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া দেওয়ার অধিকার থাকবে, লিঙ্গ-সমতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে নীতি-সংস্কারকে উৎসাহিত করবে এবং লিঙ্গ, ধর্ম, বর্গ, গোত্র ও প্রতিবন্ধিতাসহ অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে করা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। (সংযুক্তি: ০৬ দ্রষ্টব্য)।

৩.২.১.২ পারিবারিক আইন ও ব্যক্তি-অধিকার

৩.২.১.২.১ অভিন্ন পারিবারিক আইন ঐচ্ছিক করা

- ক) একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন করা, যা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, অভিভাবকত ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হবে।
- খ) একটি বিশেষায়িত ফাস্ট ট্র্যাক সিভিল পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে একটি সম্মিলিত আইনি কাঠামোর আওতায় সকল পারিবারিক বিষয়ে বিচারকাজ পরিচালিত হবে, ধর্মভিত্তিক বৈষম্য দূর হবে এবং নারী পুরুষ সমতা আরও সুসংহত হবে।

গ) ভরণ-পোষণের ওপর একটি অভিন্ন ভরণ-পোষণ নীতিমালা তৈরি করা যা একজন ব্যক্তির সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার মানদণ্ডের ওপর নির্ধারণ করা হবে। প্রতিটি ভরণ-পোষণ দেনমোহর ও অন্যান্য অর্থ মামলার ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে আপীল করতে পারবে।

৩.২.১.২.২ সহিংসতা-সংক্রান্ত আইন: পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ কার্যকর করা।

ক) সুরক্ষা-আদেশের কার্যকর প্রয়োগের দুর্বলতা

- সুরক্ষা-আদেশের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর প্রয়োগব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- সুরক্ষা-আদেশ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি নিশ্চিত করা।
- মামলাগুলোকে আরও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে উন্নততর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

খ) ক্ষতিপূরণ ও সঠিক অধিক্ষেত্রের অভাব

- সহিংসতার শিকার নারীর জন্য সময়মতো ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
- ২০২৩ সালের পারিবারিক আদালত আইনের ১৭(৫) ধারার অধীনে আদালতকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। মামলা দায়েরের এ অধিক্ষেত্রে পরিবর্তন করে পারিবারিক আদালতে আনা।
- বিবাহবিচ্ছেদের ৩ বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারবে—এমন বিধান রাখা।
- প্রতিকারের সময়সীমা ও কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করা।

৩.২.১.২.৩ হিন্দু ব্যক্তিগত আইন সংক্ষার করা।

ক) নিবন্ধন: হিন্দু দম্পতির আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ সংশোধন করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করা।

খ) বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিধানের অভাব: বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

গ) উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারের অনুপস্থিতি: হিন্দু বিবাহিত নারীর পৃথক বাসস্থান ও ভরণপোষণ অধিকার আইন, ১৯৪৬¹³ সংশোধন করে ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সুস্পষ্ট আইনি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা এবং হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য নতুন আইন প্রণয়ন করা।¹⁴

৩.২.১.২.৪ সন্তানের ওপর নারীর অধিকার

ক) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের ওপর গুরুত্বারোপ করে পিতার ন্যায় মাতার সমান অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা এবং অভিভাবক ও প্রতিগাল্য আইন, ১৮৯০ সংশোধন করে মাতার স্বয়ংক্রিয় অভিভাবকত্বের অধিকার প্রদান করা, বিশেষ করে যখন পিতা অনুপস্থিত, অযোগ্য বা অনিচ্ছুক।

খ) সন্তানের অভিভাবকত্বের আবেদন করার সময় পিতার নাম প্রদান করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ এমন একক মা¹⁵ অথবা অজৈবিক মা ও নারী আইনি অভিভাবকরা যেন বৈষম্যের শিকার না হন, সে জন্য জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টে পিতা বা মাতার নামের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে আইনগত অভিভাবকের

¹³ The Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act, 1946

¹⁴ The Sindh Hindu Marriage Registration Act, 2016

¹⁵ Single mother

নাম অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে উচ্চ আদালতে অপেক্ষমান জনস্বার্থ বিষয়ক মামলায় জারিকৃত নির্দেশনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

- গ) শিশুদের কল্যাণের ভিত্তিতে মায়েদের সমান হেফাজতের অধিকার¹⁶ নিশ্চিত করা এবং সন্তানের মতামত সাপেক্ষে তার হেফাজত নিশ্চিত করা। তা ছাড়া, যৌথ হেফাজতের বিধান চালু করা, যাতে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের ক্ষেত্রে পিতামাতা সমান দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।¹⁷
- ঘ) কর্মজীবী নারীকে সন্তানের অভিভাবক হিসেবে অযোগ্য বিবেচনা না করা এবং পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতনের ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।¹⁸ অভিভাবকত্ব নির্ধারণে আর্থিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক সুস্থিতা¹⁹ যা একটি নাবালকের/শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া।
- ঙ) হেফাজত, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে পারিবারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- চ) পিতৃহীন নাবালক সন্তানদের সম্পত্তিতে মায়ের আইনি অভিভাবকের অধিকার থাকবে যতক্ষণ তাকে আদালতে দ্বারা অযোগ্য/অসমর্থ ঘোষণা করা না হয়।

৩.২.১.৩ জনপরিসরে নারীর আইন ও অধিকার

৩.২.১.৩.১ যৌন হয়রানি ও জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রণয়ন/অধ্যাদেশ জারি।

- ক) কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) নির্দেশনার আলোকে যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও হেনস্টার সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা।

৩.২.১.৩.২ প্রতিবন্ধী নারীর অধিকারের স্থীরূপি ও সুরক্ষা প্রদান।

- ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে স্পষ্টভাবে প্রতিবন্ধী নারীর বিশেষ প্রতিবন্ধক তাগুলোর কথা উল্লেখ করা, যাতে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও কর্মসংস্থানে সমান সুযোগ পায়।
- খ) প্রতিবন্ধী নারীর সমাজের মূলধারায় সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচিতে নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ²⁰ গ্রহণ করা।

৩.২.১.৩.৩ যৌনকর্মীদের আইনি সুরক্ষার নিশ্চয়তা দান।

- ক) যৌন পেশাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত না করা এবং শ্রম আইনে একে স্থীরূপি দেওয়া।
- খ) যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুবিধাগুলোর নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং শোষণ ও সহিংসতা থেকে রক্ষা করার জন্য আইনি সুরক্ষার বিধান করা।

৩.২.১.৩.৪ ধর্ষণ-সংশ্লিষ্ট আইন সংস্কার করা।

- ক) ধর্ষণের শিকার ব্যক্তিদের লিঙাপরিচয়, যৌনতা, ধর্ম, বর্গ, জাতি, জাতীয়তা, প্রতিবন্ধিতা ও বয়স নির্বিশেষে নিরপেক্ষ বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আইনগত সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে

¹⁶ Custody Rights

¹⁷ Article 12, Convention on the Rights of the Child (CRC) and Section 17(3), Guardian and Wards Act 1890. Anika Ali vs. Rezwana Ahsan, 10 ADC (2013)

¹⁸ Farhana Azad Vs. Samudra Ejazul Haque and others, 60 DLR (2008) 12, Writ Petition No.770 of 2007.

¹⁹ psychological well-being

²⁰ affirmative action

মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধর্ষণ অপরাধসংশ্লিষ্ট আইনের সংক্ষার করা এবং ধর্ষণের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা।

- খ) ধর্ষকের সাথে ধর্ষণের শিকার নারীর বিবাহকে আইনিভাবে নিষিদ্ধ করা।
- গ) বারবার ধর্ষণ করা অপরাধীদের দাগি অপরাধীদের সাথে তালিকাভুক্ত করা।

৩.২.১.৩.৫ শ্রম আইন: কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও শ্রম-সুরক্ষা বৃক্ষি।

- ক) নারীরা যেন কর্মস্থলে তাদের ওপর সহিংসতা ও হয়রানি আইনিভাবে মোকাবিলা করতে পারে, সে জন্য শ্রম-সুরক্ষা উন্নত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯²¹ ও ১৯০²² অনুস্মাক্ষর ও বাস্তবায়ন করা।
- খ) নারীদের নিরাপত্তা ও সমতামূলক কর্মস্থলে কাজ করার নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন করে কর্মঘণ্টা, মাতৃত্ব-সুবিধা ও স্বাস্থ্যমান সম্পর্কে আরও কঠোর ও কার্যকর নিয়মাবলি অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.২.১.৩.৬ নাগরিকত্ব আইন সংক্ষার করা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী অধ্যাদেশ, ২০০৮²³ ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০০৯²⁴ অনুযায়ী, বাংলাদেশি নারীরা তাদের বিদেশি স্বামীর মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানদের কাছে তাদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব হস্তান্তর করতে পারলেও, তারা তাদের বিদেশি স্বামীর বাংলাদেশি নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন না। অথচ, বাংলাদেশি পুরুষরা তাদের বিদেশি বংশোদ্ধূত স্ত্রীর জন্য বাংলাদেশি নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন। এমন আইনি বিধান বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি নারী ও পুরুষের নাগরিকত্বের অধিকারের ক্ষেত্রেও বৈষম্যপূর্ণ। আইন সংশোধন করে বাংলাদেশি নারী নাগরিক কর্তৃক তার বিদেশি স্বামীকে নাগরিকত্ব প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।²⁴

৩.২.১.৩.৭ অভিবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে অভিবাসন-সংক্রান্ত আইন সংক্ষার করা।

৩.২.১.৩.৮ অপরাধের শিকার ব্যক্তি এবং সাক্ষী সুরক্ষা আইনঃ খসড়া ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও সাক্ষী সুরক্ষা বিল (২০০৬ সালে আইন কমিশন প্রথম খসড়া তৈরি করেছিল এবং ২০১১ সালে সেটি পর্যালোচনা করা হয়েছে) পুনর্বিবেচনা করে তা প্রণয়ন করা এবং এর মধ্য দিয়ে অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা, জরুরি আশ্রয়, জীবিকানির্বাহের সহায়তা, মনো-সামাজিক সহায়তা এবং প্রয়োজন অনুসারে তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তা ছাড়া, অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষীর নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সুরক্ষা-ব্যবস্থা চলমান রাখা।

৩.২.১.৩.৯ বৈষম্য বিলোপ আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্য-নিরসনের লক্ষ্যে বহুল প্রতীক্ষিত ‘বৈষম্য বিলোপ আইন’ দ্রুত প্রণয়ন করা এবং এর বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারূপ করা।

²¹ International Labour Organisation (ILO) Convention 189 and 190

²² The Citizenship Amendment Ordinance of 2008

²³ The Citizenship Amendment Act 2009

²⁴ Article 9, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

৩.২.১.৪ আন্তর্জাতিক সনদের অনুমোদন

- ক) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সনদ এর উপর করা সংরক্ষণসমূহ প্রত্যাহার করা।
- খ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা ও পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

৩.২.১.৫ নীতিসংক্রান্ত সংক্ষার

- খ) বিধি অনুযায়ী মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯-এর ফর্ম ঘ (মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন ফরম বা নিকাহনামা)-এর ৫ নং ধারা থেকে ‘কন্যা, কুমারী, বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত’ শব্দসমূহের জায়গায় ‘বর্তমানে অবিবাহিত কি না’, তা প্রতিস্থাপন করা এবং এটি বর-কনে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা।²⁵

৩.২.১.৬ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত সংক্ষার

- ক) অভিবাসী শ্রমিকদের যে-কোনো সময় অভিযোগ জানানোর সুযোগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ দৃতাবাস অবস্থিত থাকা দেশসমূহে ২৪/৭ হেল্পলাইন চালু করা। এ ছাড়া, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আইনি সহায়তা প্রদান এবং নির্যাতন বা শোষণের শিকার শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা নিশ্চিত করা।
- খ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ বাস্তবায়ন করতে যথাযথ পরিবীক্ষণ, সেবাপ্রদানকারীর সংবেদনশীলতা, সহিংসতার শিকার ব্যক্তির নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনায় নিয়ে মামলায় দ্রুত তদন্ত ও রায় নিশ্চিত করা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কার্যকর ভ্রাম্যমান আদালতের বিধান চালু করা।
- গ) শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করতে আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন কর্মকর্তা বা বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি দ্বারা হোম ভিজিটের বিধান চালু করা এবং প্রতিবেদন-সাপেক্ষে আদালত-কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

৩.২.১.৭ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

হেল্পলাইনের কার্যকর ব্যবহার: দেশব্যাপী বিনা খরচে সমন্বিত একটি (টোল ফ্রি) কার্যকর হটলাইন স্থাপন করা, যা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। নারীর উপর সকল ধরনের সহিংসতার ঘটনায় দ্রুত সেবা নিশ্চিত করতে এ হটলাইন পরিচালনায় যুক্ত কর্মীদের নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে মৌলিক দক্ষতা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তারা নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করে সেবা প্রদান করতে পারে।

৩.২.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৩.২.২.১ আইনসংক্রান্ত সুপারিশ

৩.২.২.১.১ ধর্ষণ আইন-সংক্রান্ত সুপারিশ

- ক) বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্কে ধর্ষণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধন করা।

৩.২.২.১.২ মুসলিম পারিবারিক আইন (মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১) ও মুসলিম বিবাহ আইন এবং বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২ সংক্ষার করা।

- ক) বিবাহ বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া

²⁵ BLAST and others v Bangladesh and others [Amendment of kabin-nama], Writ Petition No. 7878 of 2014

- বিবাহ বিছেদ নিবন্ধনের আগে সালিশি পরিষদের মাধ্যমে আর্থিক বন্দোবস্ত সম্পন্ন করা সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইন সংশোধন করা এবং উভয় পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করে সালিশি পরিষদের কার্যক্রমকে বাধ্যতামূলক করা এবং দেনমোহর, সন্তানের জিম্মাদার ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- দশ বছরের অধিককাল ব্যাপ্তি বিবাহ স্বামী কর্তৃক বিবাহ বিছেদের মাধ্যমে সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য আইন সংশোধন করা।

খ) স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ

- পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধন করে ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সময়সীমা বৈধে দেওয়া যেমন ৬ মাসের মধ্যে।
- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সন্তান্যতা ও মুদ্রাক্ষীতি মূল্যায়ন করে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের অর্থ প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয় বেতন কর্তনের নিয়ম প্রবর্তন করা বা অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আইন সংশোধন করা।²⁶

গ) দেনমোহর

- মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ সংশোধন করে বিবাহবিছেদ নিবন্ধনের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেনমোহর পরিশোধ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।
- পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ সংশোধন করে দেনমোহর সংক্রান্ত দাবির দ্রুত সমাধানের জন্য বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক পারিবারিক আদালত স্থাপনের বিধান রাখা এবং মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি অন্তর্ভুক্ত করা।
- বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সন্তান্যতা ও স্বর্গের বাজারদর মূল্যায়ন করে এমন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা, যেন দেনমোহর সংক্রান্ত মামলা দায়েরের এক বছরের মধ্যে মূল দেনার ৫০% পরিশোধ করা হয়।

৩.২.২.১.৩ খ্রিস্টান ব্যক্তিগত আইন (খ্রিস্টান বিবাহ আইন, ১৮৭২ এবং বিবাহ বিছেদ আইন, ১৮৬৯) ও উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ সংস্কার।

- ক) পুরোনো ও জটিল বিবাহবিছেদ আইন: পুরুষদের ন্যায় নারীদের বিবাহ ও বিবাহবিছেদের অধিকার নিশ্চিত করে The Indian Divorce (Amendment) Act, 2001-এর ন্যায় বিবাহ বিছেদ আইন, ১৮৬৯ সংশোধন করে যুগোপযোগী করা, যাতে নারীদের বিবাহ বিছেদের পর আর্থিক স্থিতিশীলতা, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার নিশ্চিত হয়।
- খ) উত্তরাধিকারে খ্রিস্টধর্মীয় নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ সংশোধন করা।

৩.২.২.১.৪ শিশু ও দত্তক গ্রহণ (অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০) সংস্কার করে আইনি দত্তক-গ্রহণ বিষয়ক একটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করা, যা শিশুটিকে দত্তক পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেবে, পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রদান করবে এবং শিশুটিকে গর্ভজাত সন্তানের মতো একই আইনি সুবিধা প্রদান করবে। আইনে নিশ্চিত করতে হবে যে,

²⁶ Section 29, The Child Maintenance and Other Payments Act 2008 (UK). Section 125 of the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973.

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/6/section/29>

The Madras High Court in Mani vs. Jaykumari (1998) <https://indiankanoon.org/doc/1712155/>

দত্তক-গ্রহণ এমনভাবে স্থীরুত্ব হয়, যা শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং উত্তরাধিকার, অভিভাবকত ও পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে স্পষ্টতা প্রদান করে।

৩.২.২.১.৫ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ সংস্কার করা।

ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান সম্পর্কিত ধারা ১৯ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১৭ এর কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ বিধান সমূহের অধীনে সংঘটিত প্রতিটি বাল্যবিবাহের কঠোর ও নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করা আবশ্যক। এছাড়া আইনে উল্লেখিত “বিশেষ প্রেক্ষাপট” কোন বয়সের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা উল্লেখ না থাকায় আইনের অপব্যবহার ঝুঁকি রয়ে যায়। সেক্ষেত্রে উক্ত “বিশেষ প্রেক্ষাপট”-কে পুনরায় বিবেচনা করে অপব্যবহার রোধে যৌক্তিক শর্ত আরোপ করা উচিত।

৩.২.২.১.৬ পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০

ক) বিবাহ বিছেদের ও বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে পারবে এমন বিধান ধারা ২(৬) অন্তর্ভুক্ত করা।
খ) পারিবারিক সহিংসতার সংজ্ঞা পরিবর্তন এবং পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক মামলা পারিবারিক আদালতের এক্ষতিয়ারভুক্ত করতে আইন সংশোধন করা।
গ) বারবার পারিবারিক সহিংসতা করা অপরাধীদের জন্য বাধ্যতামূলক গ্রেপ্তারের নীতি চালু করা।
ঘ) পারিবারিক সহিংসতার সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে এর মধ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের নির্যাতনকে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। তা ছাড়া, নির্যাতনের ফলে আর্থিক ক্ষতির শিকার হওয়া নারীদের জন্য বিদ্যমান ক্ষতিপূরণের বিধানের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।

৩.২.২.১.৭ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সংস্কার: প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সংশোধন করে ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন-সংক্রান্ত উপাদান ও ডিজিটাল অসম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফিকে অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। অনলাইন ক্ষতির যথাযথ প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞায় ডিজিটাল পর্নোগ্রাফি, ডিজিটাল শিশু যৌন নিপীড়ন-সংক্রান্ত উপাদান এবং ডিজিটাল অসম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা সংযোজন করা।

৩.২.২.১.৮ বাংলাদেশে কারাবন্দিদের অধিকার, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ জেল কোড, ১৯২০ এবং কারাগারে দভিত নারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬²⁷ সংশোধন করা।

৩.২.২.১.৯ সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সংশোধন করে আদালতে অনলাইন সাক্ষ্যগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.২.২.১.১০ প্রস্তাবিত সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর অধীনে আদালতে ডিজিটাল হয়রানি-সংক্রান্ত মামলায় ডিজিটাল ফরেনসিক প্রমাণের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা।

৩.২.২.১.১১ সম্পত্তির অধিকার

ক) উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে নারীদের জন্য সমান উত্তরাধিকারের অধিকার নিশ্চিত করা, যাতে ধর্মীয় ও নাগরিক আইনের মধ্যকার বৈষম্য দূর হয় এবং সম্পত্তির ওপর নারীদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা যায়।
খ) মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মডেলের ন্যায় বাংলাদেশেও বিবাহবিছেদের ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বৈবাহিক সম্পত্তির ৫০-৫০ ভাগাভাগি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করা।²⁸

²⁷ The Special Benefit for Women Convicted in Prisons Act, 2006

²⁸ The Turkish Civil Code No. 4721 which came into effect on January 1, 2002 introduced the regime of participation in acquired property as the default matrimonial property regime. Section 76 of the Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA 1976 empowers the court to order the division of matrimonial assets acquired during the marriage upon granting a decree of divorce or judicial separation. While the law does not prescribe a default 50-50 division, the courts often aim for an equitable distribution.

গ) স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিয়ের আগে সম্পদের বাধ্যতামূলক প্রকাশ²⁹ চালু করা।

৩.২.২.২ নীতিসংক্রান্ত

৩.২.২.২.১ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত নারীর উপর সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, বেইজিং ঘোষণা ও গৃহীত কর্মসূচি, ১৯৯৫³⁰, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (বিশেষ করে লক্ষ্য ৫: লিঙ্গ-সমতা) এবং সমান বেতন ও মাতৃত্ব-সুরক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সনদসমূহে বিদ্যমান নারীর অধিকার বিষয়ক লক্ষ্য বাস্তবায়নের স্বার্থে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংসদের মাধ্যমে সনদসমূহের বিধান জাতীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা।

৩.২.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৩.২.২.৩.১ বিচারব্যবস্থা নারীর জন্য উপযোগি করা।

- ক) অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সকল পর্যায়ের সরকারি আইনজীবীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের বিধান করা।
- খ) নারী পুরুষের সমতার ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ, অরাজনৈতিক, মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক বিচারক নিয়োগব্যবস্থা চালু করা।
- গ) বাংলাদেশ জুডিশিয়াল কাউন্সিল কর্তৃক নারীর ওপর বৈষম্য প্রতিরোধে, বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ও দুর্নীতি-নির্মূলে ভূমিকা রাখা।
- ঘ) মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে আইনসমূহে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম বাধ্যতামূলকভাবে নিষ্পত্তি করা।

৩.২.২.৩.২ আদালতের অবকাঠামো নারীবান্ধব করা।

- ক) শিশু ও নারীবান্ধব বিশেষায়িত আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ব্যক্তিগত শুনানির স্থান এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে পৃথক সুবিধা থাকবে।
- খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা এবং যে সকল বিরোধের কোনো পক্ষ বাঙালি-ব্যতীত অন্য নৃগোষ্ঠীর অধিবাসী, সে সকল ক্ষেত্রে প্রথাগত আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা। প্রয়োজনের ভিত্তিতে দোভাষী ও প্রথাগত আইন বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- গ) অনলাইন অপরাধের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, বিশেষ করে নারীর প্রতি প্রযুক্তি-উভূত লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা যেসব জেলায় বেশি, সেসব জেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সাইবার ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- ঘ) লিঙ্গ-সংবেদনশীল জিজ্ঞাসাবাদ ও সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ঙ) দীর্ঘদিন একস্থানে থাকার ফলাফল হিসেবে একচ্ছে ক্ষমতার ব্যবহার বন্ধে পেশকার, ক্লার্কসহ আদালত-সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বদলি নিশ্চিত করা।
- চ) প্রতিটি আদালতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস বা ফ্রন্ট ডেক্স স্থাপন করা, যেখানে বিভিন্ন আদালত ও বিভাগের অবস্থান জানা যাবে, দরখাস্ত করা ও নথি তোলাসহ সকল প্রয়োজনীয় সেবা ও তথ্য পাওয়া যাবে, বিচারপ্রার্থীরা মামলার অগ্রগতি-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আইন সহায়তা কর্মকর্তা (লিগ্যাল-এইড অফিসার) বা আইন সহায়তা সহকারী (লিগ্যাল-এইড অ্যাসিস্ট্যান্ট) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

²⁹ pre-marriage disclosure of assets

³⁰ The Beijing Declaration and Platform for Action, 1995

৩.২.২.৩.৪ ন্যায় বিচারে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

- ক) সহিংসতার শিকার নারীদের অনলাইন সাক্ষ্য: আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ ও সাক্ষ্য (সংশোধন) আইন, ২০২২-এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- খ) আদালতে অনলাইন বা ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা: নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রান্তিক বিচারপ্রার্থীর আদালতে সম্মুখীন হওয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধক তাগুলো দূর করার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল শুনানির ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে আদালতে শুনানির তারিখসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য খুদেবার্তার মাধ্যমে মোবাইলে প্রেরণ করা যেতে পারে।
- গ) প্রতিবন্ধী নারীর অভিগম্যতা
- নারী-প্রতিবন্ধীদের জন্য সকল হাসপাতাল, থানা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও আদালতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
 - লিফট ও র্যাম্পসহ বিভিন্ন অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবন্ধব করে তোলার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় ভবন নির্মাণ বিধিমালায় উল্লিখিত বিধানের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।³¹
 - মামলা দায়ের, তদন্ত ও নিষ্পত্তি-সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিটানে ইশারা ভাষায় পরিষেবা প্রদান করা এবং দোভাষী ও ইশারা-ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকা রাখা।
 - নির্ধারিত আদালতকক্ষ প্রবেশের অযোগ্য হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির (মামলার পক্ষ বা সাক্ষী) অনুরোধের ভিত্তিতে শুনানি একটি প্রবেশযোগ্য কক্ষে স্থানান্তর করা।
- ঘ) আইন ও দলিলদস্তাবেজ সহজ বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা এবং আদালতের আদেশ ও রায় ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা।
- ঙ) কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন: আদালতকে বিচারপ্রার্থীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। অন্তত উপজেলা পর্যায়ে নিম্ন আদালত ও বিভাগীয় পর্যায়ে উচ্চ আদালত স্থাপন করা। এ ছাড়া, দুর্ঘপোষ্য, নাবালক ও অভিযুক্ত শিশুকে আদালতে আনা বন্ধ করে বিকল্প উপায়ে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে তার বসবাসের স্থানে গিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

৩.২.২.৩.৫ পরিষেবা বা সহায়তার সম্প্রসারণ করা।

- ক) বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটির কার্যক্রমের তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে দেশে বিদ্যমান বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটিগুলোকে সক্রিয় করা।
- খ) বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন:
- বিবাহ নিবন্ধনের তথ্য-সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা এবং যার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্মসনদ আবশ্যিক করা। নতুন বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আগে বিদ্যমান বৈবাহিক অবস্থা যাচাই করার ব্যবস্থা (ডিজিটাল তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত) চালু করা।
 - জাতীয় তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত বাধ্যতামূলক অনলাইন বিবাহবিচ্ছেদ নিবন্ধন বাস্তবায়ন করা।
 - বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধনের জন্য নারী নিবন্ধনকারী নিয়োগ করা।

³¹ Chapter 2- Classification of buildings based on occupancy, part 3- General building requirements, control and regulation, Bangladesh National Building Code, 2020

- গ) বিরোধপূর্ণ পারিবারিক মামলা হাস এবং শান্তিপূর্ণ সমঝোতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মামলা-পূর্ব মধ্যস্থতা³² বাধ্যতামূলক করা।
- ঘ) সহিংসতার শিকার নারীদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনি প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে কাউন্সেলিং সেবা সংযুক্ত করা।

৩.২.২.৩.৬ আইন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

- ক) তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করে সাক্ষ্যগ্রহণ ও সমন-পদ্ধতি সহজ করার মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা।
- খ) রায় প্রদানের পর দ্রুততম সময়ে অর্থাত্ সর্বোচ্চ ৭ কর্মদিবসের মধ্যে আদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রমতে পক্ষগণের কাছে রায় বা আদেশের কপি সরবরাহ করা এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- গ) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে তার শারীরিক ও মানসিক ডাক্তারি পরীক্ষা নিশ্চিত করা, পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য নথিভুক্ত করা এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির মুক্তির সময়ও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা।

৩.২.২.৩.৭ আইন ব্যবস্থার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

- ক) আইনগত বিধানের সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা না হলে বিচারসংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- খ) দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে দায়িত্ব অবহেলায় সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সময়ের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা।
- গ) মামলা দায়ের, তদন্ত ও নিষ্পত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যকর করতে এ যাবৎ প্রণীত বিধানসমূহ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা।

৩.২.২.৩.৮ মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

- ক) কারাগার ও হাজতবাসী এবং নিরাপদ হেফাজতে থাকা নারীসহ সকল ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা, পরিবার ও আইনজীবীর সাথে যোগাযোগের অধিকার, মানসম্মত খাবার ও ওষুধের ব্যবস্থা এবং নারীদের জন্য মাসিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- খ) দেহতল্লাশির নামে যৌন হেনস্টা বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- গ) সহিংসতার শিকার নারী ও নারী-অপরাধীদের জন্য বিশেষ পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।

৩.২.২.৩.৯ সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য বিশেষায়িত আইনি সহায়তা ও ভুক্তভোগী সহায়তা কেন্দ্র গঠন করা।

৩.২.২.৩.১০ আইনি সহায়ক/সহকারী (প্যারালিগ্যাল) স্বীকৃতি দেয়া।

- ক) কার্যকর আইন সহায়তার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্যারালিগ্যাল দ্বারা সেবা প্রদান করা। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় প্যারালিগ্যাল নিয়োগ করা, যিনি নারী-বিচারপ্রার্থীদের সহায়তা করবেন।
- খ) আদালত, থানা, হাসপাতাল, কারাগার ও শরণার্থীশিবিরের মতো স্পর্শকাতর স্থানে নারীসহ সকল বিচারপ্রার্থীর প্রবেশগম্যতাকে সহজ করা।

³² pre-trial mediation

- গ) দুট ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমকে আনুষ্ঠানিক স্থীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে এটিকে রাষ্ট্রের আইনগত সহায়তা কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.২.২.৩.১১ মীমাংসাযোগ্য দেওয়ানি ও অধর্তব্য ফৌজদারি অপরাধ আপস-মীমাংসার³³ মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।
অসংগ্রহের ক্ষেত্রে আপিলের বিধান রাখা। গুরুতর অপরাধ ব্যতিরেকে সকল অপরাধের বিচারের প্রথম ধাপ হিসেবে আপস-মীমাংসা পদ্ধতি ব্যবহার করা।

৩.২.২.৩.১২ বিচারব্যবস্থা যুগোপযোগী করতে প্রয়োজনীয় বাজেট, জনবল ও অবকাঠামো-ব্যবস্থা করা।

৩.২.২.৩.১৩ নারী-কারাবন্দিদের অধিকার ও কল্যাণ রক্ষা করা।

- ক) কারাগারের ভিড় বা অতিরিক্ত বন্দিত কমানোর জন্য লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে বিকল্প শাস্তি (অব্যবহিত শাস্তি বা কারাগারে আটক না রেখে প্রদত্ত শাস্তি) প্রদান করা, নারী-সংবেদনশীল ও শিশুদের যত্নের সুবিধাসহ অবকাঠামো নিশ্চিত করা।
- খ) স্বাস্থ্যসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও মাসিক ব্যবস্থাগ্রন্থার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রির সুবিধা ব্যবস্থা রাখা।
- গ) কারাগারে নিরাপত্তা ও নজরদারি জোরদার করার লক্ষ্যে নারী-কারারক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে স্বাধীন পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করা।
- ঘ) নারী-কারাবন্দিদের সমাজে পুনঃপ্রবেশ সহজ করতে পুনর্বাসন-কর্মসূচির মধ্যে মৌলিক শিক্ষা ও মানসিক সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করা এবং তা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা।
- ঙ) দভিত নারী-বন্দিদের জন্য বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার ভিত্তিতে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

৩.২.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত সুপারিশ

৩.২.২.৪.১ বিচার বিভাগ ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি: বিচারক, আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারি আইনজীবীদের জন্য বাধ্যতামূলক লিঙ্গ-সংবেদনশীলতা ও পক্ষপাতহীনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করা, যাতে তারা ভুক্তভোগী ব্যক্তির স্বার্থকেন্দ্রিক ও শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

৩.২.২.৪.২ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ও সকল সরকারি চিকিৎসককে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষায় দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা³⁴ নিষিদ্ধ বিষয়ে সচেতন করা।

৩.২.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৩.২.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৩.২.৩.১.১ অভিন্ন পারিবারিক আইন

- ক) অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন করা, যা বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তান পালনের অধিকার ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তিতে সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

³³ Arbitration

³⁴ two-finger test

- খ) বিশেষায়িত সিভিল পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সম্মিলিত আইনি কাঠামোর আওতায় সকল পারিবারিক বিষয়ে বিচারকাজ পরিচালিত হবে, ধর্মভিত্তিক বৈষম্য দূর হবে এবং লিঙ্গ-সমতা আরও সুসংহত হবে।
- গ) বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হবে।

৩.২.৩.২ নীতিসংক্রান্ত

৩.২.৩.৩ রাষ্ট্র হবে ইহজাগতিক এবং মানবিক

চতুর্থ অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও
জাতীয় সংস্থাসমূহ

পুরুষের ক্ষমতা ভেঙ্গে গড়ে দ্বিতীয় ক্ষমতা

৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই নারীর অগ্রগতি, উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্র নারীর প্রতি বৈষম্য-নিরসন, নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশে সরকার নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বহস্তরীয় কাঠামো স্থাপন করেছে। এ বহস্তরীয় কাঠামোর মাধ্যমে নারী-পুরুষ ভেদে সংবেদনশীল নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে মূল সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।³⁵

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা: এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নারীর অধিকার সংরক্ষণ, সমান সুযোগ সৃষ্টি, ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এ মন্ত্রণালয়টি নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে কাজ করে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নারীদের উন্নয়ন নিশ্চিত করে। এছাড়া, নারী উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য³⁶ অর্জনে কাজ করা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা, এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও নারী সংগঠনের সাথে সমন্বয় করাও এর দায়িত্ব। নারী উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কমিটি গঠন করেছে, যারা নীতিনির্ধারণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও মূল্যায়নের কাজ করে। এমন কয়েকটি কমিটি নিম্নরূপ:

জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ³⁷: এর দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নারী ও শিশু উন্নয়ন-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা ও সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সমন্বয় এবং তদারকি করা।

নারী-উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি: মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় তদারকি করে।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নারী-উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টগণ নিজ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন বিষয়ক কাজ সমন্বয় করে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই ফোকাল পয়েন্টদের কাজের সমন্বয় করে।

মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান ও শাখাসমূহ:

পলিসি লিডারশীপ অ্যান্ড এডভোকেসি ইউনিট (প্লাউ)³⁸ বা নীতি ও দেনদরবারে নেতৃত্বদানকারী ইউনিট: নারী ও শিশু সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। এটি নারীর অধিকার রক্ষা ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া, আইন পর্যালোচনা, সংশোধন, নতুন নীতি প্রণয়নে সুপারিশ, নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ অধিশাখা: নির্যাতিত নারীদের জরুরি সহায়তা এবং আইনি পরামর্শ প্রদান করে। এটি হেল্পলাইন, আশ্রয়কেন্দ্র, সচেতনতা বৃদ্ধি, পরামর্শ ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে এবং প্রশাসনিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে নারীদের সহায়তা নিশ্চিত করে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাঠপর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রধান প্রকল্পসমূহ:

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্তরে আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে আছে:

³⁵মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম “নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়” করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বিধায় এ প্রতিবেদনের পরবর্তী অংশে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলা হচ্ছে। একইভাবে “মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর” কে “নারী বিষয়ক অধিদপ্তর” বলা হচ্ছে।

³⁶ SDG, CEDAW

³⁷ National Council for Women and Child Development (NCWCD)

³⁸ Policy and Leadership Advocacy Unit (PLAU)

নারী বিষয়ক অধিদপ্তর: মাঠপর্যায়ে সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করে। এটি নারীর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও খণ্ডসুবিধা প্রদান, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইনগত সহায়তা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। নারী উন্নয়ন নীতিমালার বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্বও পালন করে। এছাড়া, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল³⁹ এর মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জরুরি সহায়তা, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয় এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়।

জাতীয় মহিলা সংস্থা: নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারী উদ্যোগাদের জন্য প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা, ক্ষুদ্রখণ্ড সুবিধা এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এছাড়া কর্মজীবি হোটেল, শিশু দিবায়ি কেন্দ্র ও নারীর উপর নির্যাতনের বিরুক্তে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি: শিশুদের সৃজনশীল বিকাশ ও প্রতিভা-উন্নয়নে সংকৃতি ও নৈতিকতা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে। শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং শিশুদের মানসিক ও সৃজনশীল বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

ডিএনএ পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর: নিরাপত্তাসংস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আদালতের সঙ্গে সমন্বয় করে নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিচারিক প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানে ডিএনএ পরীক্ষা; ধর্ষণ, নির্যাতন ও মানবপাচার সংক্রান্ত মামলার ফরেনসিক তদন্তের মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণ; নির্খোঝ শিশু ও নারী শনাক্তকরণে ডিএনএ ম্যাচিং; শিশুর পিতৃ পরিচয় যাচাইতে সহায়তা করে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে মন্ত্রণালয় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়নেও ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলো হলো, ক) গ্রাম ও শহরের দরিদ্র স্তনদানকারী মায়েদের জন্য গর্ভকাল থেকে শিশুর ৩৬ মাস বয়স পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণে প্রদত্ত মাসিক মা ও শিশু সুবিধাভাতা; খ) দরিদ্র নারীর জন্য দুই বছর-মেয়াদি খাদ্যসহায়তা ও দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ঝুঁকিপূর্ণ নারী সুবিধা⁴⁰ যাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নারী সুবিধা পান; এবং গ) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোগাদের প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্কিং, বাজার-সংযোগ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন কাজ করে। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে আছে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার এবং তরুণ ছেলে-মেয়েদের সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় এজেন্ট হিসেবে তৈরি করতে কিশোর-কিশোরী ক্লাব।

আন্তর্জাতিক সনদ এবং নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক প্রতিশুতি: নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ, প্রটোকল ও জাতীয় প্রতিশুতিগুলো প্রতিপালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক প্রতিশুতিগুলো হলো, ক) ১৯৭৯ সালে প্রণীত ‘নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের সনদ’ এ বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে স্বাক্ষর করে ও প্রতি ৪ বছরে বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন দাখিল করে, খ) ১৯৯৫ সালে প্রণীত বেইজিং সম্মেলনের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ও ৫ বছর অন্তর প্রতিবেদন দাখিল করে; গ) ২০১৫ সালে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ বাস্তবায়নে নারী-পুরুষের সমতা ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের বাস্তবায়ন মনিটরিং করে; এবং ঘ) ২০০০ সালে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে গৃহীত পালেরমো প্রটোকলের বাস্তবায়ন করে।

³⁹ One-Stop Crisis Cell (OCC)

⁴⁰ Vulnerable Women Benefit (VWB)

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের নীতি কাঠামো: ১৯৯৫ সালে প্রণীত বেইজিং সম্মেলনের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি⁴¹ ১৯৯৭, যা ২০১১-তে হালনাগাদ করা হয়। নারীদের আইনি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সুরক্ষায় এটি একটি সামগ্রিক কাঠামো। এছাড়া আছে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা⁴² (২০২২-২০৩০), নারী ও শিশু-নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫), নারী ও শিশু নির্যাতন নির্মূলে জাতীয় পরিকল্পনা⁴³ (২০২২-২০৩২); বাংলাদেশের নারী, শাস্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা⁴⁴ ২০১৯-২০২৫; এবং বাল্যবিবাহ নির্মূলে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮-২০৩০। বাংলাদেশের জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রয়েছে সকল ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় নারী-পুরুষের সমতার অন্তর্ভুক্তি ও পরিবীক্ষণ কোশল।

বৈষম্য দূর করার কোশলসমূহ:

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা⁴⁴: নারী-পুরুষের সমতার জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের কোশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মন্ত্রণালয়গুলো নারী-পুরুষের সমতা-উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং প্রকল্প প্রণয়ন ছকে একটি নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রকল্প নকশা ও পর্যালোচনার জন্য ২০০৯ সালে একটি নির্দেশিকা তৈরি করে যা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি⁴⁵ অনুমোদন করে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিং⁴⁶: নীতিনির্ধারণে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অধীনে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট চালু হয়। প্রথমে ৪টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৪টি মন্ত্রণালয় এর আওতায় আসে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—মন্ত্রণালয়গুলোর বাজেটের একটি অংশ জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ, নারী-উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতার জন্য নির্দিষ্ট বাজেট-বরাদ্দ, এবং বাজেটের ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ শুরু হয়, যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বাজেটের ৩৪.৩৭ শতাংশ এবং জিডিপির ৫.২৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়।

নারী-পুরুষ ভেদে উপাত্ত সংগ্রহ: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো সময়ের সাথে সাথে জাতীয় জরিপ ও আদমশুমারিতে নারী-পুরুষ ভেদে সূচক সংযোজন করেছে। বাংলাদেশের জেন্ডার পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপ⁴⁷ এবং শ্রমশক্তি জরিপ⁴⁸ এ নারী-পুরুষ কেন্দ্রিক মডিউল সংযোজন হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো ২০১১, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে নারীর উপর নির্যাতন-বিষয়ক জরিপ; ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো সময় ব্যবহারের জরিপ⁴⁹ পরিচালনা করে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক সূচক জাতীয় নারী-উন্নয়নের অগ্রগতি পরিমাপের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: বাংলাদেশ জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র⁵⁰; পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি⁵¹; জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি⁵² সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদেরকে জন্য নারী-পুরুষের সমতা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

⁴¹ National Women Development Policy (NWDP)

⁴² National Action Plan (NAP)

⁴³ National Action Plan on Women, Peace, and Security (NAP-WPS)

⁴⁴ Gender Responsive Planning (GRP)

⁴⁵ Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC)

⁴⁶ Gender Responsive Budgeting (GRB)

⁴⁷ Household Income and Expenditure Survey (HIES)

⁴⁸ Labour Force Survey (LFS)

⁴⁹ Time Use Survey (TUS)

⁵⁰ Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC)

⁵¹ Academy for Planning and Development (APD)

⁵² National Academy for Social Services (NASS)

৪.২ বৈষম্য, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা:

নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিতকরণের জন্য বহুমুখী প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বহুমুখী চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। পরিবীক্ষণ, বাজেট ব্যবহার ও নারী-পুরুষ সমতা অর্জনে গৃহীত উদ্যোগ কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠানগত সক্ষমতার ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নারী সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকলেও মন্ত্রণালয়টি বরাবরই কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একজন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও মানবসম্পদ সীমিত। মন্ত্রণালয় দক্ষতা ও সামাজিক উন্নয়নের ছোটো-ছোটো প্রকল্প ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প প্রদানে গুরুত্ব দেয়। অন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য এর দক্ষতা, কর্তৃত এবং মনোযোগ অপর্যাপ্ত।

জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ: উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয়কারী পরিষদ হলেও ২০১৫ সালের পর এর কোনো সভা হয়নি। এতে কৌশলগত পরিকল্পনা ও নীতিমালা বাস্তবায়নে পরিষদের কোনো ভূমিকা নেই বলে প্রতীয়মান হয়।

নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট: নিয়মিত সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিতে⁵³ নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার ভূমিকার উল্লেখ নেই। ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের কর্মপরিধিতে উল্লেখ না থাকায় নারী উন্নয়নের বিষয়টি তাদের জন্য গোণ, অস্থায়ী এবং জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই।

নারী বিষয়ক অধিদপ্তর: নারীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি, ক্ষুদ্রোখণ কার্যক্রম, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও হেল্পলাইন সেন্টার, স্বেচ্ছাসেবী নারী সমিতি নিবন্ধন, বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র, কর্মজীবী নারী হোষ্টেল, শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র, কিশোর-কিশোরীদের ক্লাব এবং নারী, শিশু ও কিশোরী হেফাজতিদের নির্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করে। তবে, এর বাজেট এবং জনবল প্রয়োজনের তুলনায় কম।

জাতীয় মহিলা সংস্থা: নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা-উন্নয়ন, উদ্যোগ্তা-উন্নয়ন, ক্ষুদ্রোখণ কার্যক্রম, কর্মজীবী নারীর জন্য হোষ্টেল, শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র এবং নির্যাতনের শিকার নারীদের সহায়তা প্রদান করে। এর কর্মসূচি নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে একই রকম। সংস্থার নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে নিয়োগপ্রাপ্ত। এর দিকনির্দেশনামূলক কোনো ভূমিকা নেই।

নারী বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থা: উভয়ের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ, আইনি সহায়তা ও সহিংসতা প্রতিরোধ, উদ্যোগ্তা-উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম প্রায় একই ধরনের। একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে এদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, স্থানীয় পর্যায়ে জনবল, বাজেট ও দক্ষতার অভাব ও একই ধরনের কর্মসূচিতে সম্পর্কের অপচয় দেখা যায়।

নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের অঙ্গনা বিপণনকেন্দ্র ও জয়িতা ফাউন্ডেশনের কাজের দ্বৈততা রয়েছে। দুটি উদ্যোগই নারী উদ্যোগ্তাদের পণ্য বিপণনে সহায়তা করে, যা সমন্বয়ের অভাব ও অর্থের অপচয় নির্দেশ করে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বাজেট সামাজিক সুরক্ষার আওতায় রয়েছে, যাতে হিসাবে ভুল-বোৰোবুৰি সৃষ্টি হয়।

ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষাগার: ফরেনসিক বিজ্ঞান, জেনেটিক বিশ্লেষণ ও ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ জনবল ও সফটওয়্যারের অভাব রয়েছে। নমুনা সংগ্রহ থেকে প্রতিবেদন তৈরি পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি ধীরগতি, যা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বাধা সৃষ্টি করে। ডিএনএ তথ্য

⁵³ Allocation of Business

সংরক্ষণের জন্য জাতীয় তথ্যভান্ডার, বায়োসেফটি স্ট্যান্ডার্ড, গোপনীয়তা রক্ষা এবং অপব্যবহার প্রতিরোধের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানের নয়।

জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিকল্পনা: পরিকল্পনা কমিশনের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সরকারি বিনিয়োগ এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের নকশা, প্রক্রিয়া, অনুমোদন ও সংশোধনে নির্দেশিকা জারি ও সংশোধন করেছে। তবে, এই নির্দেশিকায় নারী-পুরুষের সমতা, প্রৌঁৰ্ণ ও অন্যদের উপর প্রকল্পের প্রভাব এবং নেতৃত্বাচক প্রভাব মোকাবিলার পদক্ষেপ সম্পর্কে উল্লেখ করতে বলা হলেও নারী-পুরুষ সমতা বা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম বা সূচক সংযুক্ত করার নির্দেশনা নেই।

২০০৯ সালে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নারী-পুরুষের সংবেদনশীল প্রকল্প প্রণয়ন নির্দেশিকা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি দ্বারা অনুমোদিত হলেও তা পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প নকশা প্রণয়ন নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এতে নারী উন্নয়ন বিষয়ক স্পষ্ট পদক্ষেপের অভাব প্রতীয়মাণ হয়। অনেক সময় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রকল্প প্রস্তাবনায় নারীর সুবিধার বিষয়ে সাধারণ বিবরণ দেন, যা অনেক সময় অন্যান্য প্রকল্পের নথি বা প্রাক-প্রস্তাবনার নথি থেকে অনুলিপি করা হয়।

এছাড়া, পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প-সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ছকে নারী-পুরুষের সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া প্রায়ই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এড়ানোর জন্য ছেটো আকারের প্রকল্প নকশা ও বাস্তবায়ন করা হয়, যা সম্পদের অপচয়ে পরিণত হয়।

জেন্ডার-সংবেদনশীল পরিবীক্ষণ সমস্যা: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ উন্নয়ন-প্রকল্প ও কর্মসূচির পরিবীক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে, তবে এটি মূলত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির উপর গুরুত্ব দেয়। প্রকল্প নথিতে যদি নারী-পুরুষের সমতা এবং নারী-উন্নয়নের কার্যক্রম ও সূচক স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত না থাকে, তবে সামাজিক এবং নারী-পুরুষের সমতার বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ করা হয় না। বিদ্যমান ছকগুলোতে সামাজিক দিকগুলোর মূল্যায়নের জন্য কোনো নির্দেশনা নেই। তবে, প্রকল্পের মধ্য-মেয়াদ বা সমাপ্তির সময় কিছু প্রকল্পে সামাজিক ও নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে সীমিত মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিংয়ের সমস্যা: প্রথমে, GRB-তে পূর্বে ব্যবহৃত Recurrent, Capital, Gender and Poverty (RCGP) মডেল পরবর্তীতে iBAS++ এর সাথে একীভূত হয়নি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য iBAS++ এর আওতায় নতুন জেন্ডার ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং⁵⁴ মডেল তৈরি করা হয়েছে, যা পেশাগতভাবে প্রশংসিত হলেও এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। GRB এখনো অনুমিত মানবটনের ওপর নির্ভরশীল, যার ফলে বাজেট বরাদ্দে অসামঞ্জস্য হতে পারে। মানবটনের মানসম্পন্ন পদ্ধতি না থাকায়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যায় বিভ্রান্তি দেখা দেয় এবং নারী-পুরুষ বিভাজিত সঠিক তথ্যের অভাবে বাজেট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সমস্যা সৃষ্টি করে।

অনেক মন্ত্রণালয় জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেটিংকে শুধুমাত্র প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য দায়সারা পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করে। বাজেট সংশোধনের সময়, জেন্ডার বাজেটের অর্থ প্রায়ই অন্যত্র বরাদ্দ হওয়ায় জেন্ডার সংবেদনশীল কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নারী অধিকার সংগঠনগুলো বাজেটের প্রকৃত ব্যয় অনুসরণের দাবি জানালেও, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এখনও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যানের সমস্যা: নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য ধারাবাহিক এবং পূর্ণাঙ্গ উপাত্তের অভাব রয়েছে, বিশেষ করে অবৈতনিক সেবামূলক কাজ, অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক শ্রম ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে। এমনকি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থায় নারী-পুরুষ বিভাজিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এছাড়া, উপাত্ত প্রায়ই অন্যান্য উপাদান—যেমন: বয়স, প্রতিবন্ধিতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বিভাজিত না হওয়ায় নারী-পুরুষ বৈশম্যের প্রভাব ঠিকভাবে বোঝা যায় না। পরিসংখ্যান

⁵⁴ Gender Finance Tracking (GFT)

সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জেন্ডার বিশ্লেষণে দক্ষতার অভাব থাকায় উপাত্তের গুণগতমান ও নির্ভরযোগ্যতা প্রভাবিত হচ্ছে।⁵⁵

৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৪.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৪.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৪.৩.১.১.১ নারীর অধিকার বিষয়ে সকল আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

- ক) ২০০৯ সালের ঘোন হয়রানি প্রতিরোধে মহামান্য হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশাবলি আইনে পরিণত করে তা কার্যকর করা।
- খ) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর ১৮ বছরের কম বয়সে বিবাহ অনুমোদনের বিশেষ ধারা বাতিল করা।
(প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)
- গ) এ প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে যেসব আইন সংশোধনের সুপারিশ আছে সেগুলো পর্যালোচনার উদ্যোগ নেওয়া।

৪.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৪.৩.১.২.১ নারীর অধিকার বিষয়ে সকল সনদে স্বাক্ষর করা।

- ক) নারীর উপর সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ এর উপর বিদ্যমান সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা।
- খ) আইএলও কনভেনশন ১৯৩ ও কনভেনশন ১৮৯ এর অনুসাক্ষর সম্পূর্ণ করা।

৪.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৪.৩.১.৩.১ জাতীয় পর্যায়ে নারী অধিকার রক্ষা বিষয়ে নজরদারি ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

- ক) একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা তৈরি এবং রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অধ্যাদেশ জারি করা।
- খ) নারী-উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদ পুনর্গঠন করা এবং এর কর্মপরিধি পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধন করা।

৪.৩.১.৩.২ মন্ত্রণালয়ের নারী অধিকার বিষয়ে নেতৃত্ব দান ও পরিবীক্ষণকারী ভূমিকা শক্তিশালীকরণ ও পুনর্গঠন।

- ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা।
- খ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি হালনাগাদ ও সংশোধন করে নারীর উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব, সমষ্টি ও পর্যালোচনার মন্ত্রণালয় হিসেবে ভূমিকা, দায়িত্ব ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্ক স্পষ্ট করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংশোধন করে সরকারের মধ্যে নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের মধ্যে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব স্পষ্ট করা।

⁵⁵ Workshop presentation by Dilara Begum, Joint Secretary MOWCA, on Review Progress of SDG 5 in preparation for Voluntary National Review (VNR) b General Economics Division, Planning Commission, 2025

৪.৩.১.৩.৩ নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

- ক) মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের দক্ষ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধি, দক্ষ জনবল, বাজেট ও সহায়ক সেবাসহ দুটি আলাদা উইং স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- খ) প্লাউ ইউনিট এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এর কার্যপরিধি সংশোধন করে প্রয়োজনীয় জনবলসহ সমন্বয়, গবেষণা ও প্রচারণায় সহায়তা স্পষ্ট করা।
- গ) নারী বিষয়ক অধিদপ্তর ও শিশু একাডেমি মাঠপর্যায়ে সচেতনতার জন্য দিবস পালনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলিতে দিবস পালনে গুরুত কমিয়ে দেওয়া।
- ঘ) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ অধিশাখাকে আরও শক্তিশালী করা এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে বিদ্যমান কমিটিগুলো পুনর্গঠন/কার্যকর করা।

৪.৩.১.৩.৪ মন্ত্রণালয়ের সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সুসংহত করা।

- ক) জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিলুপ্ত করে এর মানবসম্পদ ও কার্যক্রম নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা।
- খ) অধিদপ্তরের জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন একাডেমিকে নারী-পুরুষের সমতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী দক্ষ একাডেমিতে পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গ) বিচারিক কাজ তরাষ্ঠিত করার জন্য ডিএনএ পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

৪.৩.১.৩.৫ নারী বিষয়ক অধিদপ্তর পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণ।

- ক) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে নারী বিষয়ক অধিদপ্তর করা।
- খ) জেলা ও থানা কর্মকর্তাদের জন্য বাস্তবসম্মত ও স্পষ্ট দায়িত্ব, কাজ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কাজের বিবরণ তৈরি করা এবং মাঠ কার্যালয় ও মাঠ কর্মকর্তাদের আন্তঃবিভাগীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ভূমিকা স্পষ্ট করা।
- গ) মাঠপর্যায়ের কার্যালয়গুলোর দিকনির্দেশনা ও পরিচালনার জন্য অধিদপ্তরে একটি নির্দিষ্ট ইউনিটকে দায়িত্ব প্রদান করা।

৪.৩.১.৩.৬ সরকারি কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

- ক) অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যপরিধি সংশোধন করে তাদের নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে নারী-পুরুষ সমতা ও উন্নয়নের কাজ স্পষ্ট করার প্রস্তাবনা দেওয়া এবং অনুমোদনের ব্যবস্থা নেওয়া।
- খ) প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সমতা-বিষয়ক ইউনিট/সেল প্রতিষ্ঠা করে, এর দায়িত্ব, জনবল এবং নারীর অগ্রগতি ও উন্নয়নের দায়িত্ব স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্দেশিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি⁵⁶ প্রণয়নের নির্দেশনায় নারী-পুরুষ সমতার প্রতিশুতি, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক অন্তর্ভুক্ত করা।

⁵⁶ Annual Performance Agreement (APA)

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম ও কর্মপরিধি পরিবর্তন করা। মন্ত্রণালয় দুইটি আলাদা উইং করে পার্বত্য জেলাসমূহ ও সমতলের সকল জাতিগোষ্ঠীর নারীর উন্নয়নে আইন, নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া।

৪.৩.১.৩.৭ জেন্ডার বাজেটিংয়ের অংশ হিসেবে ব্যয়ের পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা।

ক) জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট পরিবীক্ষণ ও ব্যয়-ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অনুসরণ করা। এগুলো iBAS++ সিস্টেমে প্রয়োজনীয় কোড প্রবর্তন করে করা সম্ভব।⁵⁷ এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া।

৪.৩.১.৩.৮ সরকারি কাঠামোতে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন জোরদার করা।

- ক) উন্নয়ন-প্রকল্প প্রস্তাবনা ও কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নের নির্দেশিকা ও ছক পর্যালোচনা করে প্রকল্প প্রস্তাবনা নির্দেশিকাতে নারী-উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতাসংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমানে চলমান পর্যালোচনায় প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করা।⁵⁸ নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০০৯) প্রণীত নির্দেশিকা হালনাগাদ করে পরিকল্পনা কমিশনের ছকে সংযুক্ত করা।
- খ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নির্দেশিকা ও ছক সংশোধন করে সামাজিক ও নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে প্রাক মূল্যায়ন ব্যবস্থা যোগ করা।
- গ) পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ⁵⁹ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ⁶⁰ উভয়েই জেন্ডার সমতা সেল স্থাপন ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টরাল বিভাগে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা।
- ঘ) নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য নাগরিক কমিটি গঠন করে নারী ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

৪.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৪.৩.১.৪.১ নারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

- ক) সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থল ও আবাসস্থলে এলাকার ভিত্তিতে শিশু দিবায়ন কেন্দ্র স্থাপন, মানসম্মত পরিচালনা কার্যপ্রণালি⁶¹ নির্ধারণ, নিবন্ধন এবং মান ও নিয়ম সঙ্গত বাস্তবায়ন নজরদারি নিশ্চিত করা।
- খ) কর্মজীবী নারীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি আবাসিক হোষ্টেল স্থাপন ও সহায়তা প্রদান, মানসম্মত পরিচালনা কার্যপ্রণালি প্রণয়ন, নিবন্ধন, এবং মান ও নিয়মের সঠিক বাস্তবায়ন নজরদারি নিশ্চিত করা।
- গ) নারী উপর নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে বহুথাতভিত্তিক কর্মসূচিগুলোকে আরও শক্তিশালী করা।

৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৪.৩.২.১ নীতিসংক্রান্ত

৪.৩.২.১.১ নারী উন্নয়ন নীতি হালনাগাদ করা।

- ক) নারী-উন্নয়ন নীতি ২০১১ পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করা।

⁵⁷ অর্থবিভাগের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় জানা গিয়েছে।

⁵⁸ নির্দেশিকাটি বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং এর সংশোধিত সংস্করণ ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ পাওয়া যাবে বলে একনেক (ECNEC) উইং-এর সঙ্গে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এর বৈঠকে জানা গেছে।

⁵⁹ General Economic Division (GED)

⁶⁰ Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)

⁶¹ Standard Operating Procedure (SOP)

৪.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৪.৩.২.২.১ নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালীকরণ।

- ক) মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহীর পদে একজন পুর্ণ মন্ত্রীকে দায়িত্ব প্রদান করা।
- খ) নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশুদের জন্য পৃথক দুইটি উইং স্থাপন করা।
- গ) মন্ত্রণালয়ের নীতি ও দেনদরবারে নেতৃত্বদানকারী ইউনিটকে একটি দক্ষ কারিগরি ইউনিট হিসেবে সক্ষম করে তোলা।
- ঘ) জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন একাডেমিকে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ নারী-পুরুষ সমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ একাডেমিতে রূপান্তরিত করতে, একাডেমির কার্যপরিষি পরিমার্জন, পর্যাপ্ত মানবসম্পদ ও বাজেট প্রদান করা।

৪.৩.২.২.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুসংহত করা।

- ক) অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে নারীদের স্বার্থ পূরণের জন্য নিয়মিত সমন্বয়-সভা ও প্রতিবেদন নিশ্চিত করা।
- খ) সকল মন্ত্রণালয়ের নারী-পুরুষ সমতা সেলের সঙ্গে সমন্বয় কৌশল নির্ধারণ করে সচিবসহ কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান করা।
- গ) নারী-উদ্যোক্তাদের বিপর্ণন সহায়তার জন্য অঙ্গন ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একীভূত করা ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় না রাখা।
- ঘ) জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে পরিচালিত নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল কর্মসূচিকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় নিয়ে আসতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, মানবসম্পদ ও অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

৪.৩.২.২.৩ নারী-পুরুষ সমতার বিষয়ে জবাবদিহি ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা।

- ক) প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তিতে নারী-পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা রাখা।
- খ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নকারী সংস্থায় নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ক সেল স্থাপন করা, যা নিজ প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমতা মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির কাজ সমন্বয় করবে।

৪.৩.২.২.৪ জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

- ক) জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট-প্রণয়ন এবং পর্যালোচনায় দক্ষতা বৃদ্ধি। বাজেট প্রস্তুতি কমিটিগুলোকে বাজেটের জেন্ডার বিশ্লেষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমি⁶² এর অধীনে সংযুক্ত করা যেতে পারে, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যা পরিবীক্ষণ করবে।

৪.৩.২.২.৫ সরকারি কাঠামোতে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

- ক) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক পর্যালোচনা করে সামাজিক ও জেন্ডার-সম্পর্কিত কাজ ও তার ফলাফল পর্যালোচনার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা। প্রয়োজনে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

⁶² Financial Management Academy (FIMA)

খ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা, যেখানে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম কর্মসূচি⁶³ এর পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা নেওয়া যায়।

৪.৩.২.২.৬ নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করা।

- ক) নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করতে পরিসংখ্যান ব্যৱোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে কর্মকর্তা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রাহক ও বিশ্লেষকরা এ পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বুৰুতে পারেন।
- খ) নারী-পুরুষ সমতা সম্পর্কে সরকারের পারফরম্যান্সের সূচক সম্প্রসারণ করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ থেকে আরও সূচক নির্ধারণ করা। পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ সমতা ফলাফলের সূচকের একটি সংকলন সব খাতের জন্য নির্ধারণ করে জাতীয় পর্যায়ে সূচকগুলোর একটি তালিকা চিহ্নিত করে পর্যবেক্ষণ করা।
- গ) দারিদ্র্য ও আয়ের লিঙ্গ বিভাজিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা, যাতে নারীদের দারিদ্র্য লাঘব পরিমাপ করা যায়।
- ঘ) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণগুলোকে জেন্ডারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি করা, যাতে নারীর উপর সহিংসতা ও অবৈতনিক যত্নের কাজের মতো বিষয়গুলোর তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
- ঙ) ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার এবং অবাধে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে স্বচ্ছতা ও নীতিনির্ধারণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- চ) নারীর বয়স, প্রতিবন্ধিতা, ভোগলিক অবস্থান ও আয়সহ অন্যান্য উপাদানও বিবেচনায় নেওয়া, যাতে বৈষম্যের বিভিন্ন দিক স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

৪.৩.২.৬ আন্তঃমন্ত্রগালয় জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

- ক) প্রত্যেক মন্ত্রগালয়ের নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ক পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা।
- খ) প্রত্যেক প্রকল্পের নারী-পুরুষের সমতার উপর ফলাফল পর্যালোচনার জন্য বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে দায়বদ্ধতা প্রদান করা।
- গ) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে নারী-পুরুষের বাজেটের ব্যয়-নিরীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা।

৪.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৪.৩.২.৩.১ সরকারি কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতায় জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- ক) সরকারি কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ। নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- খ) সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য নারী-পুরুষের সমতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রম তৈরি বা হালনাগাদ করে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রগালয়ের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের মাধ্যমে সকল প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪.৩.২.৩.২ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি শক্তিশালী করা।

- ক) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা এবং এর প্রভাব শক্তিশালী করার জন্য সঠিক উপকারভোগী বাছাইপূর্বক যথাযথ বিতরণব্যবস্থা করা এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থায় পরিবীক্ষণ করা।

⁶³ Financial Management Reform Programme (FRMP)

খ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ মা ও শিশু সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে সম্প্রসারিত করা এবং ছেটো-ছেটো কর্মসূচি একীভূত করে বড়ে কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা (চতুর্দশ অধ্যায়ে সামাজিক সুরক্ষা দেখুন)। অন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে মিল হয় এমন কর্মসূচি নেওয়া থেকে বিরত থাকা।

৪.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

ক) রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ে এবং স্তরে নারী পুরুষ সমতা বিষয়ক নীতি অন্তর্ভুক্ত ও বাস্তবায়িত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়: নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন

আমার কথা আমি বলে, স্বাধীনতারে গথ চলে

৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র-শক্তিশালীকরণ, নীতিনির্ধারণ ও সেবা প্রদানে তৃণমূল-পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের সবচেয়ে নিকটস্থ প্রশাসনকাঠামো হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের—বিশেষ করে নারীদের—রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়া, তাদের মতামত প্রকাশ এবং তাদের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে—এমন নীতিতে অবদান রাখার সুযোগ প্রদান করে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কর্মসূচি ও সেবায় জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে উৎসাহিত করে, নারীদের অংশগ্রহণ ও দাবি প্রকাশের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় নারীপুরুষ-সংবেদনশীলতা ও নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পেলে সমাজে জেন্ডারভিডিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা, নারীর নেতৃত্ব বিকাশ এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে অগ্রসর করা সহজ হয়। সর্বোপরি, একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসন ও টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে নারীর অধিকার ও চাহিদাগুলো স্থানীয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় সমন্বিত হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে একের পর এক সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করেছে⁶⁴। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জনগণ প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করবে।” এ-ছাড়াও, ৫৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, “প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার পরিচালিত হবে।”

স্থানীয় সরকারের কিছু বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হলো: সারা দেশে মোট ৩৮টি শহরে মাতৃস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৪৫টি নগরস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ২৭৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক, শহরের অনুন্নত এলাকায় মা ও শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, জরুরি প্রসূতি পরিষেবা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছে। দেশের সকল জেলায় শুধু ৫৯,১৮০ জন দুষ্ট নারীকর্মী দ্বারা প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার, অর্থাৎ সর্বমোট ৯০,১৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। এতে ৬৪ লক্ষ জনগণের কাজের সুযোগ হয়েছে। স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ নারীপ্রতিনিধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে নারী-সভাপতি রয়েছেন। শহরাঞ্চলে পরিকল্পনায় ওয়ার্ড ও শহরভিডিক কমিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা নগর পরিকল্পনায় অবদান রাখছেন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আরও দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ ও তৃণমূল জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে এবং ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড সভা গঠনের ব্যবস্থা করেছে। ওয়ার্ড সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা—এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে নাগরিকরা স্থানীয় উন্নয়ন ও শাসনব্যবস্থায় অংশ নিতে এবং প্রভাব রাখতে পারে। তবে, বাস্তবে এসব সভার কার্যকারিতা আশানুরূপ নয়।

৫.২ বৈশম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

বাস্তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবল সংকটে ভুগছে। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি হলেও, ক্ষমতা সীমিত। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে আইন ও বিধি-বিধানে একই বিষয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু লাইন বিভাগগুলো সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারের কাছে জবাবদিহি করছে না। স্থানীয় সরকার-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি ও নীতিমালায় নারীদের অংশ নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে তারা যথাযথ মর্যাদা ও ভূমিকা পালনের সুযোগ পান না। পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে নারীসহ নাগরিকদের অংশগ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন আইনে বিভিন্ন বিধান রয়েছে, কিন্তু প্রকল্পসহায়তা ছাড়া এগুলো নিশ্চিত করা

⁶⁴ Fox and Menon, 2008. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দফ্তর।

কঠিন। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহির জন্য বিভিন্ন কাঠামো তৈরি করেছে, তবে এরও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন—যথাযথ ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অভাব, সীমিত অংশগ্রহণ এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব। সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী সনাক্তকরণ এবং সহযোগিতা/ভাতা বিতরণে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তবে এই কর্মসূচিগুলো অন্তর্ভুক্তি ও বহিস্করণ ত্রুটির শিকার হয়, নারী-সুবিধাভোগীদের তথ্যসংগ্রহের উদ্যোগের অভাব রয়েছে। (এ প্রতিবেদনের সামাজিক সুরক্ষা-সম্পর্কিত ১৪ নম্বর অধ্যায় দেখুন)। সবার জন্য জন্মনির্বন্ধন এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতারোধের পাশাপাশি বাল্যবিবাহরোধে স্থানীয় সরকার সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই তারা কার্যকর হয়নি।

৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৫.৩.১ অন্তর্ভৌকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৫.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) রাজনৈতিক দলভিত্তিক স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন রাহিত করা।
- খ) পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলবৎ থাকবে এবং হেডম্যান বা কারবারিদের মধ্যে থেকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা। এসব প্রতিষ্ঠানে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- গ) স্বাধীন ও স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা।
- ঘ) সকল আইনে ‘মহিলা’ শব্দকে ‘নারী’ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।
- ঙ) সকল আইনে মেয়র (নগর পিতা/মাতা)/ সভাপ্রধান ও সদস্য/ কাউন্সিলর নাম পরিবর্তন করে এক রকম করা।

৫.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত করা।
- খ) সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন সরাসরি নির্বাচনের বদলে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।
- গ) সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রথম ভাইস-চেয়ারপার্সন হবেন নারী।

৫.৩.১.৩ প্রাতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৫.৩.১.৩.১ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি বৃক্ষি করা।

- ক) সকল নাগরিকের জন্য অভিযোগ-প্রতিকারে সহজ ব্যবস্থা তৈরি করা, যা নারীরা সহজে অভিগমন করতে পারবেন এবং যার মাধ্যমে সহজে ও দ্রুত প্রতিকার পাওয়া যাবে। এ ব্যবস্থা ডিজিটাল ও সরাসরি উভয় রকমই হতে হবে, যেহেতু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া পছন্দ করেন।
- খ) জবাবদিহি নিশ্চিত করার ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন—নারী-সংগঠনগুলো, যারা নারীদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের পক্ষে কথা বলতে পারে।

৫.৩.১.৩.২ নারীর উপর সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ করা এবং তা ঘটলে প্রতিকার করা।

- ক) স্থানীয় সরকার কর্তৃক যৌতুক, বাল্যবিবাহ, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী-ধর্ষণ, নারী/শিশু পাচার, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড-নিক্ষেপসহ নারী ও কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতারোধে নজরদারি নিশ্চিত করা ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীসমূহের সাথে সমন্বয় করা।
- খ) নারী-জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
- গ) স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহায়ক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা।
- ঘ) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ব্যাপক প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান⁶⁵ এর সক্ষমতা বৃক্ষি এবং একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ করা।

৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৫.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৫.৩.২.১.১ স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- ক) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যেমন নারীদেরকে বাজেট-প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।⁶⁶
- খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।
- গ) কেবল পৌরসভা আইনে আছে যে, প্রত্যেক স্থায়ী কমিটিতে ৪০ শতাংশ নারী-সদস্য থাকবে। একইভাবে সকল স্তরে/ সকল পরিষদের/প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কমিটিতে ৪০ শতাংশ নারী-সদস্য সংযুক্তির বিধান করা।
- ঘ) পৌরসভা আইনে আছে, ওয়ার্ড সভায় ৪০ শতাংশ নারী হবেন। একইভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশন আইনে এ বিধান রাখা।
- ঙ) স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা জরুরি, যাতে জনগণ তথা নারীর অংশগ্রহণ বাইরের সহায়তার উপর নির্ভরশীল না হয়, কিংবা কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।

৫.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৫.৩.২.২.১ ন্যায়বিচার প্রাণিতে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

- ক) গ্রাম-আদালতকে সক্ষম করে তোলা, যাতে মধ্যস্থতা ও সালিশ মানবাধিকার মানদণ্ড মেনে চলে।
- খ) গ্রাম-আদালত পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য মধ্যস্থতা করে পরিষেবা প্রদান করতে পারে। স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উচিত নারীদেরকে গ্রাম-আদালতে ন্যায়বিচার চাইতে উৎসাহিত করা।

⁶⁵ National Institute of Local Government (NILG)

⁶⁶ ADB/LGED বাস্তবায়িত, UGIIP ও CRDP এবং SDC/LGD পরিচালিত Sharique কর্মসূচি এর সফল উদাহরণ।

এ-ছাড়া, অভিযোগ শুনানির প্র্যানেলে পাঁচজন সদস্যের মধ্যে অন্তত দুজন নারী থাকা উচিত, যার মধ্যে একজন অবশ্যই সে এলাকার নির্বাচিত নারী-প্রতিনিধি হবেন।

৫.৩.২.২.২ নারীবাক্ব স্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ।

- ক) প্রত্যেক গৌরসভায় বীরাঞ্জাদের স্মরণে ও সম্মানে ‘বীরাঞ্জা স্মারক’ স্কয়ার/সড়ক বা সূতিস্তম্ভ স্থাপন করা। নারী ও শিশুদের জন্য জনপরিসরে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত ও নিশ্চিত করা। বাস টার্মিনাল, পেট্রোল পাম্প ও সড়কগুলো পরিষ্কার, আলোকিত ও সিসিটিভি দ্বারা সুরক্ষিত রাখতে হবে। নারীদের জন্য ‘লেডিস পার্ক’ পুনঃপ্রবর্তন করা, যেখানে উপযুক্ত টয়লেট ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা থাকবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুসরণ করা যেতে পারে।
- খ) গৌরসভা ও স্থানীয় বাজারে নারীদের জন্য পৃথক কর্নার নিশ্চিত করা, যেখানে পর্যাপ্ত আলো ও টয়লেট থাকবে।

৫.৩.২.২.৩ নারীদের জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

- ক) গ্রামপুলিশ ও কমিউনিটি পুলিশিং-ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে, বিশেষ করে নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে।
- খ) সকল এলাকার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় নারী-প্রতিনিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় নারী-হেডম্যান, কারবারি নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৫.৩.২.২.৪ সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- ক) স্থায়ী কমিটিগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী করা: নারী ও শিশু, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিষয়ক কমিটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।
- খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভা নিয়মিত ও কার্যকর করা, যেখানে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক হবে। সকল নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।
- গ) সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কমিটি/স্থায়ী কমিটিগুলো সক্রিয় করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সদস্য সচিব হিসেবে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করা।
- ঘ) ভালোভাবে কার্যকর থাকা কমিটিগুলোর জন্য বিশেষ উৎসাহমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ঙ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটি/স্থায়ী কমিটির পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- চ) সকল নারীপ্রধান স্থায়ী কমিটিকে সক্রিয় করা, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ হারাবে।
- ছ) ইউনিয়ন পরিষদ আইনে বলা আছে যে, প্রয়োজনে ওয়ার্ড উপ-কমিটি গঠন করা যাবে। সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ) জনের বেশি হবে না। সদস্যদের মধ্যে অন্ত্যন ৩ (তিনি) জন নারী হবেন। একই ব্যবস্থা গৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন করা উচিত। ওয়ার্ড সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে বলা আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তবে সাধারণ ঐক্যমত্যের মাধ্যমে এবং উপস্থিত নারীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া বাছ্নীয়। ওয়ার্ড সভায় নারীর ভূমিকার বিষয় আরও পরিষ্কার করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন: সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা বিষয়।
- জ) আদিবাসীদের প্রথাগত ব্যবস্থায়, যেমন হেডম্যান, কার্বারি পদে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া।

৫.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৫.৩.২.৩.১ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক ও ট্রেড লাইসেন্স নিবন্ধন নিশ্চিতকরণ।

- ক) শতভাগ জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে পিতার নাম না পাওয়া গেলে মাতার নাম দিয়ে জন্মনিবন্ধনের ব্যবস্থা নেওয়া এবং জন্মনিবন্ধন সহজ করা।
- খ) জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাকের তথ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কাজী অফিসের মধ্যে যাচাইয়ের জন্য তথ্য বিনিময়ের (ডিজিটাল এক্সেস) ব্যবস্থা করা, যাতে কম বয়সে বিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করা যায়।
- গ) ট্রেড লাইসেন্স, কর ইত্যাদির ব্যবস্থা সহজতর করা, অনলাইনে আবেদন ও প্রদানের ব্যবস্থা এবং লিঙ্গভেদে তথ্যসংগ্রহ নিশ্চিত করা।

৫.৩.২.৩.২ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অভিগম্যতা।

- ক) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উপকারভোগী হওয়ার যোগ্য নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইউনিয়ন ভিত্তিক একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা। পান্নি ও শহরাঞ্চলে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবণ্ডিত, আদিবাসী নারীর জন্য বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা ও প্রাপ্তির শর্ত এলাকার জনগণকে জানানো, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সকল সেবাপ্রাপ্তির জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন ও সেবাদান নিশ্চিত করা।

৫.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৫.৩.৩.১ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ক) নারী উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের দায়িত্বের সাথে সংগতি রেখে পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পাশাপাশি অর্থ ও জন সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত হবে।
- খ) স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহায়ক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হবে।
- গ) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর সক্ষমতা বৃক্ষি এবং একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ করা হবে।

৫.৩.৩.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) শিশু দিবায়ন্ত্র আইন ২০২১ এর আলোকে নারী-উদ্যোক্তাদেরকে এলাকাভিত্তিক শিশুদিবায়ন্ত্র-কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করা। নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও শিশুদিবায়ন্ত্র সেবার মান নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নারী ও মেয়েশিশুর জন্য সহিংসতামুক্ত সমাজ

নারী নির্যাতন কৃত্তব্যে মন্তব্য, হাত আছে হাতিয়ার হয়ে

৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

নারীর উপর সহিংসতা একটি প্রকট সামাজিক সমস্যা। সকল বয়সের, সকল শ্রেণি-পেশার নারীই সর্বদা এ আক্রমণের ঝুঁকি ও আতঙ্গে থাকে। নারীর উপর সহিংসতার সূত্রপাত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দিয়ে। দৈনন্দিন জীবনে নারী প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। ধর্ম, প্রথা ও নেতৃত্বাচক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি বৈষম্যের মূল কারণ। এ অবস্থাকে আরও জোরদার করেছে বৈষম্যমূলক আইন। ঘরে, বাইরে, রাষ্ট্রাধাটে, যানবাহনে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, দুর্যোগে-দুর্বিপাকে, এমনকি প্রতিনিয়ত আনন্দানুষ্ঠানেও নারী নির্যাতন, যৌন নির্মীড়ন ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ফলে নারীর অগ্রগতি, বিকাশ ও জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। নারীর উপর সহিংসতা মোকাবিলায় আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে আইন প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বৈষম্যমূলক আইন সংস্কার করার সাথে সাথে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক তাগুলোর অবসান প্রয়োজন। এ ছাড়াও প্রয়োজন নারী-পুরুষের সম্পর্কের পরিবর্তন, যাতে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো সমতায় বৃপ্তির করে সাংস্কৃতিক রীতিনীতির সংস্কার এবং নারীকে মানুষ হিসেবে দেখা, চেনা ও সম্মান করার উদ্যোগ।

৬.১.১ বর্তমান প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰো (বিবিএস) পরিচালিত ২০২৪ সালের জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে নারীর উপর সহিংসতার প্রকৃতি, মাত্রা ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। জরিপমতে, বাংলাদেশের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী তাদের জীবদ্ধায় জীবনসংজী বা স্বামী কর্তৃক অন্তত একবার হলেও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৪১ শতাংশ নারীর ক্ষেত্রে (প্রায় ২৬০ লক্ষ নারী) বিগত ১২ মাসে এ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালের জরিপমতে, ৮০ শতাংশ বিবাহিত নারী নির্যাতনের শিকার হয় এবং তাদের অনেকেই স্বামী দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।⁶⁷ ১৫-১৯ বছর বয়সি কিশোরীদের ৩৭.৫ শতাংশ এবং প্রায় ৮৪ শতাংশ প্রতিবন্ধী নারী সহিংসতার শিকার হয়। ইউএন উইমেনের ২০২১ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশের ৯৩ শতাংশ নারী জানিয়েছেন যে, তারা সহিংসতার শিকার হয়েছেন অথবা এমন নারীকে তারা চেনেন, যিনি এর শিকার হয়েছেন (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰো জরিপ ২০১১)।

আমাদের সমাজে মেয়েদের জীবনের “সাফল্য” হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে। বাল্যবিবাহ নারীর উপর সহিংসতার একটি অন্যতম অনুঘটক। এটি শিশু-অধিকার লঙ্ঘনও বটে। ২০-২৪ বছর বয়সি ৮.২ শতাংশ নারীর তাদের ১৫তম জন্মদিনের আগেই এবং ৪১.৬ শতাংশ নারীর ১৮তম জন্মদিনের আগেই বিয়ে হয়ে যায়।⁶⁸ এ ছাড়া বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, ৫১ শতাংশ মেয়ে ১৮ বছরের আগে বিবাহিত হয়েছে।⁶⁹

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীর অংশগ্রহণ একদিকে যেমন বাঢ়ছে, তেমনই অনলাইনে নারীদের হয়রানি ও সহিংসতার ঝুঁকিও পাল্লা দিয়ে বাঢ়ছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘৃণা-বিদ্বেষ, সহিংসতা ও হয়রানির সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে নারী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰো ও ইউএন উইমেন বাংলাদেশ পরিচালিত এক গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, দেশের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ২১.২৫ শতাংশ নারী। বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত একটি সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলেছে, ২০২১ সালে সংগঠিত সাইবার অপরাধের ৭০ শতাংশ ভুক্তভোগীই নারী। একশন এইড বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৬৪ জন নারীই জীবনের কোনো না কোনো সময় অনলাইনে হেনস্তার শিকার হয়েছেন; যৌন আক্রমনমূলক মন্তব্যের শিকার হয়েছেন ৮০ ভাগের বেশি নারী। এ ছাড়া অশ্রীল ছবি বা অনৈতিক প্রস্তাবের বার্তা দিয়ে হেনস্তা করা হয়েছে ৫৩ ভাগের বেশি নারীকে।⁷⁰

⁶⁷ (<https://bangladesh.unfpa.org/en/news/2024-violence-against-women-survey-intimate-partner-violence-remains-widespread-bangladesh>)

⁶⁸ BBS, 2024. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

⁶⁹ BDHS, 2022. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

⁷⁰ হাসান, ২০২৩। সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

৬.১.২ অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন ১৯৯৩ ও গণচীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ পরবর্তীতে নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে করা প্রথম জাতীয় জরিপে^{৭১} প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে এটার বিস্তৃতি ও ভ্যাবহৃত নিয়ে প্রথমবারের মতো জনপরিসরে আলোচিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ও নারী-আন্দোলনের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন আইন ও নীতি প্রণীত হয়; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯৫, এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন-২০০২, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০, ইত্যাদি।

বেসরকারি সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা ও সরকারি উদ্যোগে নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। উন্নয়ন-সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, নারী-সংগঠন ও একাধিক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে একটি বহুমুখী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।^{৭২} এ কর্মসূচির আওতায় ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার, ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল, ডিএনএ ল্যাব, হটলাইন ও ট্রুমা কাউন্সিলিং সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আওতায় পুলিশ সদর দপ্তরে পাচার-প্রতিরোধ সেল, নারী-নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন, হটলাইন এবং প্রত্যেক থানায় নারী, শিশু, বয়ঞ্চ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ডেঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচিতে সহিংসতার শিকার নারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে কয়েকটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের দেওয়া বেশ কিছু নির্দেশনা উল্লেখযোগ্য। যেমন: কর্মসূচি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা, দুই আঙুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ, পিতা বা মাতার নামের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে আইনগত অভিভাবকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি।

৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি: নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতার কারণে যুগে যুগে নারীর উপর নানাভাবে, নানা কৌশলে শারীরিক ও সামাজিক নির্যাতন চলছে। বাল্যবিয়ের মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে সহিংস আচরণের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাছাড়া দাম্পত্য-সম্পর্কে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। নির্যাতনের জন্য ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করা হয়। ধর্ষণের শিকার নারীকেই অপবিত্র এবং কলংকিত অপবাদ দিয়ে দোষারোপ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে ধর্ষককে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। নারীকে সন্তান-উৎপাদনের যন্ত্র ও যৌন সেবাদাসী হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা ও সংক্ষিপ্ত এখনো বিদ্যমান। ধর্ষণ, ঘোৰুক বা পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় প্রায়ই সালিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে আপসের জন্য চাপ দেওয়া হয়, যা অবশেষে অপরাধীদের দায়মুক্তি নিশ্চিত করে। পারিবারিক সহিংসতাকে একটি ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখার প্রবণতা বিদ্যমান। ফলে সহিংসতার ব্যাপারে অভিযোগ করার এবং অভিযোগের বিষয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সহযোগিতা ও সমর্থনের অভাব প্রকটভাবে দৃশ্যমান।

প্রথা ও ধর্ম: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উক্তি, “যখনই কোনো ভগিনী মন্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মন্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমত যাহা মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলিকে সঁশ্রেবের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।”

^{৭১} আইসিডিভিআরবি/নারীপক্ষ/ডিউইচও ১৯৯৭ পরিচালিত (অপ্রকাশিত)।

^{৭২} Multi-sectoral Programme on Violence Against Women (MSPVAW)

আদিযুগ থেকে সমাজে সংস্কৃতির ধারা অনুসারেই নারীর বঞ্চনার প্রথা চলে আসছে, যেমন: মেয়েরা বাবা-মায়ের কাছে অন্যের (স্বামী ও শ্শুরবাড়ির) গচ্ছিত সম্পদ। বিবাহিত নারী স্বামীর পরিবারে যুক্ত হয়। বৎশ পরিচয়ের মাধ্যম হয় পিতার সূত্র ধরে।

আমাদের সমাজে মেয়েদের সফল জীবনের অর্থ হচ্ছে বিয়ে; অপরদিকে ছেলেদের সফল জীবন বলতে বুঝায় ভালো শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মসংস্থান। বিয়ের পাত্রি হিসেবে অল্পবয়সি কনে বেশি গ্রহণযোগ্য। প্রথাগত বিশ্বাসে আছে, অল্পবয়সি মেয়ের সাথে যৌনসম্পর্ক সুখের, যা বাল্যবিবাহের গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে। বাল্যবিবাহ ও ঘোতুক প্রচলিত প্রথা।

মুসলিম ধর্মে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক বৈধ, হিন্দু মতে বিয়ে হলো ধর্মীয় বৰ্কন। বিয়ের বাইরে যে-কোনো যৌন সম্পর্ককে পাপ হিসেবে দেখা হয় বলেই যৌন সহিংসতার শিকার নারীকেও অঙ্গু মনে করা হয়। এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রাদি ও বক্তব্যে ১৯৭১ সালে যৌন আক্রমণ ও ধর্ষণের শিকার নারীর শারীরিক ও মানসিক আঘাতের চেয়ে “ইজ্জতহানির” বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায়। অথচ যৌন আক্রমন একটি ফৌজদারি অপরাধ, এর সাথে নারীর ইজ্জত ও সন্ত্রমের কোন সম্পর্ক নাই।

বৈষম্যমূলক ব্যক্তিবাচক আইন: ব্যক্তিবাচক বা প্রাতিষ্ঠানিক সকল আইনই বৈষম্যমূলক। নারী-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত আইনের অধীনে, যা ধর্মভিত্তিক ও বৈষম্যমূলক। পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে আইনের মাধ্যমে বৈষম্য বিদ্যমান, যেমন: বিয়ে, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি পরিচালিত হয় ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র মনে করে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের দায়িত্ব একমাত্র নারীর, কিন্তু সন্তানের উপর মায়ের অভিভাবকদের অধিকারকে স্থীরূপ দেয় না। নারীকে সবসময়ই পরনির্ভরশীল হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। মা, স্ত্রী, কন্যা বা বোন সকল পরিচিতিতেই আইন অনুযায়ী পুরুষ ভরণপোষণ দিতে বাধ্য, যা উত্তরাধিকারে নারীর অসম অধিকারকে যুক্তিযুক্ত করে।

আইন ও আইনের প্রয়োগ

আইন: নারী-নির্যাতন রোধকল্পে আইন একটি উপায় বা মাধ্যম মাত্র। প্রচলিত দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো অভিযুক্ত অপরাধীর শাস্তি এবং সকল আইন হচ্ছে বৈরীতামূলক⁷³ যা প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রণীত। বহুল আলোচিত সালেহা হত্যা, রীমা হত্যা ও ইয়াসমিন হত্যা মামলায় অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু এতে করে স্ত্রী বা নারী-হত্যা ও ধর্ষণ বৰ্ক হয়নি। শুধু শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা মৃত্যুদণ্ড অপরাধ দমন বা নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে কার্যকর সমাধান নয়। উপরন্তু, মৃত্যুদণ্ড স্পষ্টত মানবাধিকার লঙ্ঘন।

আইনের দুর্বল প্রয়োগ ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা: বাংলাদেশে নারীর উপর সহিংসতা-রোধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, দণ্ডবিধি ১৮৬০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-সহ বেশ কিছু আইন আছে। কোনো ধর্তব্য অপরাধ সংঘটিত হলে রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব এ অপরাধের সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার করা। সরকারি আইনজীবীর অবহেলা ও অসহযোগিতায় অপরাধের শিকার ব্যক্তি মামলা পরিচালনায় ব্যক্তিগত আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। চিকিৎসাসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে সংকুক্ষ ব্যক্তি ও তার পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক সক্ষমতার অভাবের কারণে অনেক মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। বিশেষ করে প্রাস্তিক ও প্রতিবন্ধী নারীদের সীমাবদ্ধতাকে আমলে নেওয়া হয় না, যেমন: ভাষা, দারিদ্র্য, অভিগম্যতা ইত্যাদি।

আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট থানা, হাসপাতাল ও আদালত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত ব্যক্তিবর্গ নারীবিদ্রে মনোভাব পোষণ করে। মামলা পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি, প্রভাবশালী অপরাধীদের রক্ষা করার প্রবণতা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতা সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া, মামলা গ্রহণে গড়িমসি করা কিংবা ভুক্তভোগীকে মামলা করতে নিরুৎসাহিত করা ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত করে। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা

⁷³ Adversarial

ও সচেতনতার অভাবে নারীদের বিরুদ্ধে অনলাইন হেনস্টা, প্রতারণা ও ইলেক্ট্রনিক ভুক্তভোগীরা সঠিক প্রতিকার পাচ্ছেন না। ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের অপরাধে ভুক্তভোগী ব্যক্তির চরিত্রগত সাক্ষ্যের প্রচলন বহাল আছে। ধর্ষণ-মামলায় অভিযোগকারী ধর্ষণ-অপরাধে ভুক্তভোগী ব্যক্তির চরিত্রগত সাক্ষ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়নি।

সমন্বয়হীনতা ও দুর্নীতি: সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহির অভাব, সামর্থ্য ও কার্যকরভাবে কর্তব্য পালন না করা, অদক্ষতা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব, বিধিব্যবস্থার সকল স্তরে দুর্নীতি, প্রয়োজনের তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য কর্মকর্তার অপ্রতুলতার কারণে বিচার ও তদন্তে বিলম্ব হয়।

সংঘাতপূর্ণ এলাকায় নারীর উপর সহিংসতা: সংঘাতপূর্ণ এলাকায় নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। সামরিক বাহিনীর কোনো সদস্য সহিংসতা করলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় সহিংসতার ঘটনার সব সময় সঠিক বিচার হয় না। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের দ্বারা আন্তঃবিভাগীয় বিচারের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবারকে জানায় না।

৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৬.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৬.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৬.৩.১.১.১ নারীর উপর সহিংসতা-রোধে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা এবং বাল্যবিবাহ ও ধর্ষণ আইন সংক্ষার করা।

- ক) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও পশ্চাদপদ আইন সমূহ সংক্ষার করে নারীর পারিবারিক ও জনপরিসরে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে অভিন্ন পারিবারিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা।
বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, দ্বী ও সন্তানের ভরণ-পোষণ, দেনমোহর, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত ও নাগরিকত্ব আইনে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা।⁷⁴ অভিন্ন পারিবারিক আইন সব সম্প্রদায়ের জন্য ঐচ্ছিকভাবে প্রযোজ্য হবে।
- খ) কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, ধর্ষণ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ বিষয়ক সুপারিশ তৈরি ও দেখন।

৬.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) প্রত্যেক সেবাপ্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ (পরিবহণ-মালিক সমিতি, দোকানমালিক সমিতিসহ) তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও অধিকতর সংবেদনশীল আচরণ নিশ্চিত করতে যথাযথ আচরণ-বিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা।

৬.৩.১.৩ প্রাতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৬.৩.১.৩.১ ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস-সেন্টার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সম্প্রসারণ করা।

- ক) সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেলের সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের সম্পূর্ণ অংশীদারি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রটোকল সহজ বাংলায় তৈরি করা। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেল পরিচালনার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বিভাগীয় আদেশ জারি করে তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা। রাজস্ব-বাজেট

⁷⁴ বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২, অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮১০, উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫, হিন্দু উত্তরাধিকার (অক্ষমতা অপসারণ) আইন ১৯২৮, হিন্দু উত্তরাধিকারী আইন ১৯২৯, শ্রীন্টন বিবাহ আইন, ১৮৭২ ইত্যাদি

বরাদের মাধ্যমে সমর্থিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যাবলির সাথে নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধ কর্মসূচিকে একীভূত করা।

৬.৩.১.৩.২ সহিংসতা-রোধে নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।

- ক) উচ্চ আদালতের নির্দেশনা⁷⁵ অনুযায়ী দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ও সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, কর্পোরেটসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অভিযোগ কমিটি গঠন ও সক্রিয় করা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- খ) নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা, বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং বাজেটে খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা।

৬.৩.১.৩.৩ সহিংসতার শিকার নারীর প্রতি মর্যাদা পূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করা।

- ক) পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক, চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবাপ্রদানকারীর জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ-ব্যবস্থা কার্যকর করা।
- খ) রাষ্ট্রীয় দলিল পত্রাদিতে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শব্দচয়নে, লিখনে, বলনে, ভাষণে নারীর প্রতি তথ্য-কোনো ব্যক্তির প্রতি মর্যাদাহানিকর ভাষা ব্যবহার বন্ধ করা। বিশেষত ধর্মিতা না বলে ধর্মণের শিকার এবং নির্যাতিতা না বলে নির্যাতনের শিকার বলা।⁷⁶
- গ) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এর প্রয়োগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

৬.৩.১.৩.৪ সহিংসতা সংক্রান্ত সেবায় অভিগম্যতা সহজ করা।

- ক) অভিযোগপ্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে সকল আদালত ও থানায় নারী, শিশু, বয়ঞ্চলসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য হেল্প ডেক্স চালু ও সক্রিয় করা (পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন করা)।
- খ) সকল আদালত ও আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যালয়ের জন্য ইশারা-ভাষা, অনুবাদক ও দোভাস্তির তালিকা করা, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা নিশ্চিত হয়।

৬.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৬.৩.১.৪.১ সহিংসতা-সম্পর্কে তথ্য ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

- ক) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য নারীর উপর সহিংসতা সংক্রান্ত প্রদত্ত উচ্চ আদালতের নির্দেশনা সুনির্দিষ্ট করে সহজে বোধগম্য ও বাস্তবায়নযোগ্য করা। যেমন: দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিকারণ বিষয়ক রায়।⁷⁷
- খ) নারীর উপর সহিংসতার তথ্য-উপাত্তের স্বচ্ছতা ও বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰো কর্তৃক অন্তত চার বছর পরপর জরিপ পরিচালনা করা।

⁷⁵ বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য-২০০৯, ১৪ বিএলসি (হাইকোর্ট) ৬৯৪।

⁷⁶ 'ধর্মিতা' বা 'নির্যাতিতা' নয় ধর্মণের শিকার বা নির্যাতনের শিকার সঠিক শব্দ চয়ন কারণ 'ধর্মিতা' বা 'নির্যাতিতা' শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে ধর্মণ অপরাধের দুর্ভেগী তাঁকে পরিচিত করা হয় এই অপরাধ দিয়ে। চুরির অপরাধে যেমন যে চুরি করে তাঁকে চোর বলা হয়, যার কিছু চুরি হয় তাঁকে কোন বিশেষ নাম দেয়া হয় না। তাই ধর্মণ যে করে তাঁকে ধর্মক বা ধর্মগুরু বলা যেতে পারে, কিন্তু যার উপর এই অপরাধ সংগঠিত হয় তাঁকে আলাদা কোন বিশেষণে বিশেষান্ত করার কোন যুক্তি নাই। ধর্মণ কোন নারীর নিজের আচরণ বা দূর্বলতা নয়, বরং এটি তার উপর সংঘটিত একটি ফোজদারী অপরাধ। ধর্মণের শিকার নারীকে এই বিশেষণ জীবনব্যাপী বহন করতে হয়, তাই ধর্মিতা বা নির্যাতিতা সমোধন করে তাঁকে চিরতরে এই ঘণ্ট অপরাধের সাথে যুক্ত করা মোটও নায় সংগত না। তেমনি ধর্মণের কারণ হিসেবে ধর্মণের শিকার নারীকে দোষারোপ করাটা অন্যায়। (লড়াইটা ভাষারও-পোস্টার উপলক্ষ্যে নারীপক্ষ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন, ৫ ডিসেম্বর ২০২০)

⁷⁷ WRIT PETITION No. 10663 of 2013, Judgment on 12.04.2018, বান্ড বনাম বাংলাদেশ (২০২৪) ২৯ বিএলসি ২৫৬

৬.৩.১.৪.২ পরিষেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- ক) দেশব্যাপী সমন্বিত একটি বিনা খরচে (টোল ফ্রি) কার্যকর হটলাইন স্থাপন, যা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সকল ধরনের নারীর উপর সহিংসতার ঘটনায় দুত সেবা নিশ্চিত করতে এ হটলাইন পরিচালনায় যুক্ত কর্মাদের নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে মৌলিক দক্ষতা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তারা নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করে সেবা প্রদান করতে পারে।
- খ) পুলিশ, আইনজীবী, বিচারকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবাপ্রদানকারীদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। সকল পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণগুলোর পাঠ্যসূচিতে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। সশস্ত্র বাহিনী, বার এসোসিয়েশন, বার কাউন্সিলের সদস্যদেরও এ জাতীয় প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা।

৬.৩.১.৪.৩ শিক্ষা-পাঠ্যক্রম সংস্কারের মাধ্যমে সম্মতি বিষয় ধারণা, যৌন নির্যাতন ও হয়রানি কী এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হয়রানি থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

- ক) জেন্ডার, নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধ এবং প্রচলিত নেতৃত্বাচক সামাজিক রীতি-নীতি পরিবর্তন করার জন্য যৌন সম্পর্কে সম্মতি ও পছন্দের ধারণাসহ নারীর উপর সহিংসতা-সম্পর্কিত তথ্য মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা।
- খ) নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা।
- গ) প্রযুক্তি দ্বারা সহিংসতা-প্রতিরোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে প্রযুক্তি-বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করা।

৬.৩.১.৪.৪ মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

- ক) নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- খ) যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ নারীর লজ্জার বিষয় না, বরং নির্যাতনকারী ও ধর্ষকের লজ্জা, তাই নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার নারীকে দোষারোপ করার রীতির অবসানকল্পে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৬.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন ২০০৩ ও ২০২০), পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ (সংশোধন ২০২২) ইত্যাদি প্রচলিত আইনসমূহে নারীর সর্বোচ্চ স্বার্থ ও সম-অধিকার বিবেচনায় এবং বৈষম্য নিরসনে সংশোধন ও পরিমার্জন করা।
- খ) বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফোজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধন করা।
- গ) গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনায় নারীবিদ্রোহী প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা।

৬. ৩. ২. ২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৬.৩.২.২.১ ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহজ ও দুর্তর করা।

- ক) সেবাপ্রদানকারীর সংবেদনশীলতা, সহিংসতার শিকার ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিবেচনা করে মামলায় দ্রুত তদন্ত ও রায় নিশ্চিত করা। অভিযুক্তদের বিবৃক্ষে ব্যবস্থা নিতে কার্যকর মোবাইল কোর্টের বিধান চালু করা।
- খ) আদিবাসী, প্রতিবন্ধী, গৃহকর্মী, অভিবাসী, তৈরি পোষাক কর্মী, চা-বাগান শ্রমিক, দলিত ও অন্যান্য সংখ্যালঘু নারী ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মামলা দায়ের, তদন্ত ও নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে দোভাসী ও ইশারা-ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকা রাখা, যাতে প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হয়।

৬.৩.২.২.২ সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগীর জন্য সহায়তা-পরিষেবা সহজতর করা।

- ক) আইন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থানা, হাসপাতাল ও আদালত ইত্যাদিকে নারীবান্ধব করতে ইতোমধ্যে প্রণীত প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।⁷⁸
- খ) প্রতিটি জেলায় আক্রান্ত নারী সহায়তা কেন্দ্র (ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার), নারী-সহায়তা ও তদন্ত বিভাগ, কাউন্সেলিং, সাইবার অপরাধে ভুক্তভোগী সহায়তা ও সকল ভুক্তভোগীর জন্য পুনর্বাসনব্যবস্থা চালু করা।
- গ) রাষ্ট্র পরিচালিত ক্ষতিপূরণ-তহবিল গঠন করা যা দিয়ে ভুক্তভোগী ব্যক্তি নিজের ও সন্তানের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। প্রাথমিকভাবে সহিংসতা প্রমাণ-সাপেক্ষে ভুক্তভোগীকে আর্থিক সহায়তার আওতায় আনা এবং পরবর্তীতে অপরাধ প্রমাণ-সাপেক্ষে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ঘ) আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিশিত আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনায় সরকারি ভর্তুকি প্রদান এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তিবান্ধব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ঙ) মেডিকো-লিগ্যাল পরীক্ষাদি, যেমন: জীবিত মানবদেহে বিভিন্ন ধরনের আঘাত ও যৌন নির্যাতনের ফরেনসিক পরীক্ষা পদ্ধতিগুলো যুগেযুগে করা। উপজেলা থেকে জাতীয় স্তরে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত মেডিকোলিগ্যাল জনবল তৈরি ও পদায়ন করা। যে সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে ফরেনসিক বিভাগ রয়েছে, সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ প্রয়োজন।
- চ) অনলাইনে সহিংসতা ও নারীর উপর সংঘটিত সাইবার আপরাধ মোকাবিলায় সকল বাহিনীর সাইবার-ক্রাইম ইউনিট ও বিভাগগুলোকে একীভূত করে সমন্বিত সাইবার-ক্রাইম ইউনিট গঠন করা।

৬.৩.২.২.৩ সংঘাতশিল্প পরিস্থিতিতে সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করা।

- ক) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের অবহেলা ও অপমান অবসানে তাঁদের প্রতি সম্মানসূচক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন পাঠ্যক্রমে তাঁদের জীবন সংগ্রাম তুলে ধরা; এলাকাভিত্তিক বীরাঙ্গনা চতুর ও স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ বা সড়ক নামাকরণ করা।
- খ) সংঘাতশিল্প এলাকা (পাহাড়ি এলাকা, শরনার্থী শিবির) ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার নিশ্চিত করা। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সংবেদনশীল করতে পদক্ষেপ নেওয়া এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

⁷⁸ নারীপক্ষ বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য (রীট মামলা নং ৫৫৪১/২০১৫) Judgment on 18.02.2016.

গ) সংঘাতশীল এলাকায় নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর (সামরিক-আধা সামরিক, পুলিশ) কোনো সদস্য-কর্তৃক সংঘটিত সহিংসতায় দেশের প্রচলিত আইনে ফৌজদারি আদালতে মামলা করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়া-সম্পর্কে অবশ্যই ভুক্তভোগী ও পরিবারের সদস্যদের অবহিত করা।

৬.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সকল উদ্যোগের তথ্য একত্রিত করে প্রতিবেদন তৈরি করা। অর্জন ও ফলাফল হালনাগাদ করে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর জনসমক্ষে প্রকাশ করা।
- খ) সরকারি-বেসরকারি সংগঠন ও প্রচারমাধ্যমের সমন্বিত উদ্যোগে নারী-অধিকার সংরক্ষণে আইনের ভূমিকা ও সেবাগ্রহণের সুযোগ-বিষয়ক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া; জনপরিসরে, গণপরিবহণে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হটলাইন নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য দেশব্যাপী নিয়মিত প্রচার করা।

৬.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৬.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) অপরাধদমনে অপরাধীদের মধ্যে অপরাধবোধ তৈরি এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে আইন ও শাস্তির বিধান সংশোধন করা। আইন তৈরিতে প্রতিশোধপরায়ণ নীতি পরিহার করে আইন নির্বর্তনমূলক, সংশোধনমূলক ও পুনরায় একত্রীকরণ নীতির আলোকে সংশোধন করা।

৬.৩.৩.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ক) সকলে নারীকে মানুষ হিসেবে চিনবে, জানবে ও সম্মান করবে।
- খ) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা।

৬.৩.৩.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সূচক ও সময়ভিত্তিক অর্জন ও ফলাফল পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা।
- খ) সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত কর্মসূচির অগ্রগতি মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ।

সপ্তম অধ্যায়: জনপরিসরে নারীর ভূমিকা (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে)

যাজপথে মারীয় মাড়া, জাগরণের লতুন ধারা

৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও জাতিসংঘের নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সনদের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

“শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের রাজনৈতিক ও জনজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যদূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং বিশেষ করে, পুরুষের সঙ্গে সমান শর্তে, যেসব ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করবে, সেগুলো হচ্ছে:

(ক) সকল নির্বাচন ও গণভোটে ভোটদান এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সংস্থাসমূহের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া;

(খ) সরকারি নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ, সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদন।”

সংসদে নারীর অংশ: বিশের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও অতীতের বৈষম্য দূর করতে নারী-রাজনীতিবিদদের জন্য বিশেষ অস্থায়ী ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পরপরই প্রাথমিকভাবে সংসদে নারীদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। যা ২০১০ সালে ৫০টিতে উন্নীত হয়। এ ৫০টি সংরক্ষিত আসনসহ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মোট ৩৫০টি আসন রয়েছে।

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ আসনে খুব কম সংখ্যক নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

রাজনৈতিক দলে নারী: গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আর পি ও), ২০০৮-এ বেশ কিছু সংশোধনী নেওয়া হয়েছিল, যা রাজনীতিতে নারীদের অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রগতিশীল হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এ সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার (দুটি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী ২ বছর সময়কালে) বেশ কিছু সংস্কার শুরু করেছিল, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১) অনুচ্ছেদ ৯০ (খ) অনুসারে নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের দলীয় গঠনতত্ত্বে নিম্নরূপ সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে, যথা—

- ৯০ (খ) (অ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা;
- ৯০ (খ) (আ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য-পদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকা এবং এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে ২০২০ সালের মধ্যে অর্জন করা।

তবে আরপিওতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক বিধান না মানলে কোনো দণ্ড বা জরিমানার ব্যবস্থা না থাকায় এ বিধান মানা হয় না।

স্থানীয় সরকারে নারী: জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু আইনি বিধান ও নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের স্থানীয় সরকার আইন অনুযায়ী, প্রথমে মনোনীত ও তারপরে সংরক্ষিত উপজেলা সদস্য ও উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর ফলে অনেক বেশি সংখ্যক নারী নির্বাচিত করা সম্ভব হয়েছে, যা এ বিধান ছাড়া সম্ভব হতো না। এ ছাড়া এর ফলে পুরুষদের সাথে তোকের জন্য প্রতিযোগিতা ব্যক্তিত নারীদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণের মান ও প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে; রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি নারীদের অধিকার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তাদের নিজস্ব অধিকারে ক্রমশ স্বাধীনভাবে সামনে এগিয়ে আসছে।⁷⁹ সমাজকর্ম, সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক পরিচিতি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পারিবারিক ঐতিহ্য—এ সকল ক্ষেত্রে নারীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিয়েই স্থানীয় সরকার কাঠামোতে প্রবেশ করছে।⁸⁰ এ ছাড়া নির্বাচিত পদে নারীরা নিজেদের দাবি ও প্রভাব প্রকাশ করতে পারছে, এটির স্বীকৃতিও ক্রমবর্ধমান।⁸¹ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদের নারী-প্রতিনিধিরা তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত প্রয়োগ এবং স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ও অন্যান্য বাধা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছেন।⁸²

৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে আসতে পারেন না। এ ছাড়া রাজনীতির একটি মূল বিষয় নির্বাচন, যেখানে নির্বাচনী সহিংসতা, অনিয়ম, ডয়ভীতি প্রদর্শন, ভোট-কারচুপি ও প্রতিযোগিতার সমান সুযোগের অভাব আছে। নারী-রাজনীতিবিদরা প্রায়শই শারীরিক সহিংসতা ও মানসিক নির্যাতনের হমকির সম্মুখীন হন, বিশেষত অনলাইনে হয়েরানির শিকার হন। এ ছাড়া অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা বিদ্যমান রীতি অনুসারে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করতে পারেন না। পৃষ্ঠপোষকতামূলক রাজনীতির কারণে রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই দলের প্রতি বিশ্বষ্টতাকে মেধার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়, নারীদের কম সম্প্রত্ত করে, ফলে দুর্নীতি ও প্রতিনিধিত্বের অভাবের কারণে নারীদের রাজনীতিতে উৎসাহ হারিয়ে যায়।

সংসদে নারী: সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন অনেকটাই ‘অলংকার’ ও জাতির ‘অহংকার’; এমন দুটি ধারণা, যা নারী সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ও সংসদে তাদের অবদানকে প্রতিফলিত করে।⁸³ অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষিত আসনে নারীদের সংসদে অংশগ্রহণ একটি সাজানো অংশগ্রহণ হিসেবে দেখা হয় অথচ প্রত্যাশা করা হয় যে, সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যগণ শুধু নারীর অধিকার, হিস্সা ও প্রাপ্তি বিষয়ে কথা বলবেন।

সংসদের সংরক্ষিত আসনে নারীদের আনুপাতিক নির্বাচনের যে ব্যবস্থা রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তা নারীদের অধিকার-দাবিকে উৎসাহিত করে না। এসব সদস্যের নিজস্ব কোনো নির্বাচনী এলাকা নেই, ফলে তাঁরা দলগুলোর প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন। দেখা যায় যে, তাঁরা নারীর স্বার্থরক্ষার চেয়ে মূলত নিজ দলের অন্ত সমর্থক হিসেবে কাজ করেন।

নারী-সংসদ সদস্যগণ সাধারণত তিনি রকমের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি থেকে আসেন: রাজনৈতিক দলের নেতার সাথে জন্মগত বা বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত, একজন মৃত সংসদ সদস্যদের স্ত্রী/কন্যা অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে দীর্ঘ সময় যুক্ত থেকে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন।⁸⁴

রাজনৈতিক দলে নারী: এ ছাড়া রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অভাব, স্বজনপ্রীতি ও পারিবারিক রাজনীতি নতুন নেতৃত্ব বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, যা নারীদের ক্ষেত্রে প্রকট। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নারী-শাখাগুলো মূল সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না।

স্থানীয় সরকার: প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীরা দায়িত্ব পালনকালে নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন করবেন এবং পরবর্তীতে সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম হবেন। তবে প্রচলিত সামাজিক,

⁷⁹ Hossain and Akhter, 2011.

⁸⁰ Nazneen et al., 2014.

⁸¹ Pandey, 2013; Khan & Mohsin, 2008; Nazneen et al., 2014.

⁸² Sultan et al., 2016; Pandey & Feldman, 2015; Nazneen & Tasneem, 2010.

⁸³ Ahmed, 2017.

⁸⁴ Chowdhury, 2002.

ফুটনোট ৭৯-৮৪ পর্যন্ত সকল তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দৃষ্টব্য।

রাজনৈতিক, সংস্কৃতির কারণে, যা নারীদের—এমনকি যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরও অবমূল্যায়ন করায় এটি বাস্তবে ঘটেনি।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:—অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব; পারিবারিক বাধা, যেমন: নারীর গৃহস্থালি কাজ ও পরিবারের প্রত্যাশা; সামাজিক বাধা, যেমন: নারীর চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত, তার কাছে প্রত্যাশিত সামাজিক ভূমিকা; অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, যেমন: রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার মতো উপার্জন বা সম্পত্তি নারীদের নেই বা কম রয়েছে।

সম্প্রতি যেসব বিষয় নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকারকাঠামোতে রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ।

প্রচলিত বৈষম্য: সকল স্তর ও সকল পর্যায়ে নারী-রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা দেখা যায়। তাদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে সমালোচনাসহ তাদের চরিত্র নিয়ে নোংরা মন্তব্য প্রচার করা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড নারীদের রাজনীতিতে প্রবেশ নিরুৎসাহিত করে। রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারলেও তাদের পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে রেহাই নেই। সাংস্কৃতিকভাবেও নারীরা পুরুষের থেকে ভিন্নভাবে নেতৃত্ব চর্চা করেন।

শুধু সংখ্যায় অংশগ্রহণ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে না। তারা সেইভাবে তাদের প্রভাব খাটাতে পারেননি বা উল্লেখযোগ্য নারীবাদ্বাব উদ্যোগ নিতে পারেননি। যদিও সংসদে ও স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল, তবে তারা সত্যিকার অর্থে নারীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি, কারণ তারা নারী-ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন না এবং নারী-সমাজের কাছে জবাবদিহির কোনো প্রক্রিয়া বা কাঠামো ছিল না।

৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৭.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৭.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

৭.৩.১.১.১ সংসদে সমানসংখ্যক নারী-প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসা।

- (ক) **সংসদ নির্বাচনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃক্ষি:** নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংসদের (নিয়ন্ত্রণ) আসন-সংখ্যা ১০০ বাড়িয়ে মোট সংখ্যা ৪০০ করার বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংরক্ষিত নারী-আসনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০-তে বা ২৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নারীদের জন্য নির্ধারিত ১০০ আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিধান হবে।

নারী কমিশনের এ ব্যাপারে বিকল্প প্রস্তাব: মোট জনসংখ্যা বিবেচনায় সংসদীয় আসন সংখ্যা ৬০০-তে বৃক্ষি করা, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য একটি সরাসরি নির্বাচিত সংরক্ষিত আসন থাকবে (উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ার পদে এটি ইতিমধ্যেই প্রচলিত)।⁸⁵

৮৫ নারীদেরকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে অবশ্যই যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচনের জন্য তাদের যোগ্যতা তৈরি করতে হবে। সমান সুযোগ প্রাপ্তির জন্য তাদেরকে অবশ্যই নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে অন্য নারীর সাথে প্রতিপক্ষস্থিতা করতে সক্ষম হতে হবে। অতএব, প্রতিটি সংসদীয় আসনে দুটি আসন থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে—একটি সাধারণ প্রার্থীর জন্য, যিনি নারী বা পুরুষ হতে পারেন; অন্য আসনটি কেবল নারী-প্রার্থীদের জন্য। সাধারণ সংসদ সদস্য ও নারী সংসদ সদস্য উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব একই হবে। যেহেতু তাদের কার্যবালি আইনসভাসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাই স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কোনো দুন্দু বা মিল থাকার ঝুঁকি থাকবে না।

(খ) **জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ নির্বাচন:** নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ১০০ আসন-বিশিষ্ট সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করার প্রস্তাব রেখেছে। এ উচ্চকক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ৫০শতাংশ আসন বণ্টন করা হবে। নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী, দলীয় ও নির্দলীয় সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

নারী কমিশনের এ ব্যাপারে সম্পূরক প্রস্তাব: আনুপাতিক হারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে প্রার্থী মনোনয়ন দেবে, তা পুরুষ-নারী পর্যায়ক্রমে জিপার (zipper) পদ্ধতিতে দেওয়া হবে। এতে করে প্রত্যেক দল থেকে সমানসংখ্যক নারী ও পুরুষ মনোনীত হবে।

(গ) **জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।** এ প্রস্তাব গৃহীত হলে নারী কমিশনের সম্পূরক প্রস্তাব হলো নারী-সংগঠনের প্রতিনিধিদের জন্য কমপক্ষে ৫টি আসন বরাদ্দ করা।

৭.৩.১.১.২ ভোটারদের রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর বিষয়ে মতামত দেওয়া এবং অনাস্থা-প্রকাশের সুযোগ বৃক্ষি করা।

(ঘ) **জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতি অনাস্থা-প্রকাশে ব্যালটে ‘না’ ভোটের বিধান যুক্ত করা।** যার জন্য ব্যালটে নির্দিষ্ট ছক বরাদ্দ করা। এ সুপারিশ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও করেছেন।

৭.৩.১.১.৩ রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা।

(ঙ) **গণতান্ত্রিক চর্চা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যে-কোনো রাষ্ট্রীয় পদে জনপ্রতিনিধি হিসেবে (উপজেলা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় সংসদ) কেউ পরপর দুই মেয়াদের বেশি থাকতে না পারার বিধান রাখা।**
রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ প্রধান পদে দুই মেয়াদের বেশি কেউ থাকতে পারবে না।

(চ) **রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ৩০শতাংশ পদে নারীদের রাখার যে বিধান আরপিও-তে রয়েছে,** তা পালিত হচ্ছে কি না, পরিবীক্ষণ করা এবং নিশ্চিত করা। এটি নিশ্চিত না হলে সে দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।

(ছ) **রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা** (২ বছরের বেশি কেউ কেউ কোনো প্রধান পদে না থাকা, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের কমিটিতে সদস্য নির্বাচন, আরপিও-র নিয়ম মেনে চলা)।
দলের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন করার যোগ্যতা হিসেবে এটিকে নির্বাচন কমিশন বিবেচনা করবে।

৭.৩.১.১.৪ স্থানীয় সরকার-পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ বৃক্ষি করা।

(জ) **স্থানীয় সরকার নির্বাচন (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর ও সিটি কর্পোরেশন-পর্যায়ে) নির্দলীয় ভিত্তিতে** হতে হবে, যাতে তা জাতীয় নির্বাচনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। এটি আরও বৃহত্তর পরিসরে নারীদেরকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম করবে।

(ঝ) **ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে জন্য একটি সমন্বিত ও একীভূত স্থানীয় সরকার আইন** প্রণয়ন ও অনুমোদন, যা এ সংস্থাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে। এ সমস্ত সংস্থায় নারী-নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের বেশ কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: শহরস্তরের সমষ্টি-কমিটি^{৮৬} যেখানে নারী ও দরিদ্র নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা রয়েছে। স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে এমন বিধান রাখা। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেটে নারীর অংশগ্রহণের জন্য বিদ্যমান বিধানগুলো স্থানীয় সরকার-সংস্থার সর্বস্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

^{৮৬} Town Level Coordination Committee (TLCC)

৭.৩.১.১.৫ পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা করা।

- (ঞ্চ) পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা স্থানীয় সরকার-কাঠামোর সাথে একীভূত করা এবং এসব প্রতিষ্ঠানে অতত এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- (ট) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী নারীদের জন্য পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে স্থানীয় আদিবাসী নারী-প্রতিনিধিদের সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যথাযথভাবে উল্লেখ করা।
- (ঠ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদে নারীদের আসন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- (ড) সংসদে সংরক্ষিত নারী-আসন বহাল রাখা এবং তন্মধ্যে পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করা।
- (ঢ) পার্বত্য চট্টগ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কমিটিতে নারী-কারবারি অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৭.৩.১.২.১ রাজনীতিতে নারীদের সামাজিক ও দুর্নীতি বিষয়ক বাধার ক্ষেত্রে নীতি-প্রণয়ন করা।

- (ক) নারীর প্রতি ‘অসমানজনক উক্তি, বৈষম্যমূলক আচরণ’ ও ‘যৌন হয়রানি ও হেনস্টা’-রোধে রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি তৈরি করতে হবে এবং এটার লঙ্ঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখতে হবে। একইভাবে সংসদের জন্যও এ ধরনের আচরণবিধি তৈরি করতে হবে।
- (খ) যেহেতু রাজনীতিতে দুর্নীতি নারীর অংশগ্রহণে একটি বড়ো বাধা, তাই দলীয় কার্যক্রমে ও নির্বাচনে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নীতি জোরদার করতে হবে।

৭.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৭.৩.১.৩.১ রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

- (ক) এক নেতা দলীয় কোনো পদে দুবারের বেশি থাকতে পারবে না এই মর্মে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ^{৮৭} এ বাধ্যবাধকতা আরোপের মাধ্যমে দলে নেতৃত্বের বিকাশ নিশ্চিত করার পথ তৈরি করা।
- (খ) নারীর অংশগ্রহণ-সংক্রান্ত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর বিধান বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রবিধান অনুসরণ না করার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এ শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন: এ বিধান অনুসরণ না হলে দল নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না; অথবা দলকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে আর্থিক জরিমানা দিতে হবে।

৭.৩.১.৩.২ স্থানীয় সরকার-কাঠামো শক্তিশালী করা।

- (গ) একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন, যা সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে গঠিত হবে। এটি জাতীয় সরকার ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীনভাবে কাজ করবে। তাতে নারীর স্বার্থ আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ করা সহজ হবে।
- (ঘ) নির্বাচিত সকল স্থানীয় সরকার-প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, যা চেয়ারপার্সনকে সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করবে এবং সদস্য ও চেয়ারপার্সনের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দূর করবে। এতে নির্বাচিত নারী ও পুরুষ সদস্যরা তাঁদের দায়-দায়িত্ব আরও ভালোভাবে

^{৮৭} The Representation of the People Order (RPO)

পালন করতে পারবেন এবং ভোটারদের কাছে বেশি দায়বন্ধ হবেন। নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দক্ষতা তৈরি করতে সাহায্য করবে।

৭.৩.১.৩.৩ স্থানীয় সরকার-পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

- (ঙ) বর্তমান আইনে ইউনিয়ন পরিষদের ৯টি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসন ও একটি সংরক্ষিত নারী-আসন থাকবে। এ ব্যবস্থা আগামী তিনটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রযোজ্য হবে। স্থানীয় সরকার কমিশনের একটি প্রস্তাব হচ্ছে ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানো, সে ক্ষেত্রে নারী-আসন সংখ্যা সাধারণ আসন সংখ্যার সমান হবে।⁸⁸
- (চ) অন্যান্য স্থানীয় সরকার-প্রতিষ্ঠানেও পরপর তিনটি নির্বাচন এ পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে হবে এবং এক-তৃতীয়াংশ পদ নারী-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
- (ছ) স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে উপজেলার মতো দুজন সহ-সভাপ্রধানের বিধান থাকবে।
- (জ) বর্তমান বিধান চালু থাকলে স্থানীয় সরকার-প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের জন্য নারী-কমিশনার/সদস্যদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৭.৩.১.৩.৪ স্থানীয় সরকার-সংস্থা ও কমিটিগুলোতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।

- (ঝ) পৌরসভা-শহর/ইউনিয়ন/সিটি কর্পোরেশন স্তরের সমষ্টি-কমিটি এবং ওয়ার্ড স্তরের সমষ্টি-কমিটির জন্য আইনে এক-তৃতীয়াংশ নারী এবং এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র ও সুবিধাবাস্তিতদের অন্তর্ভুক্তির বিধান একীভূত করা।
- (ট) ওয়ার্ড ও ইউপি-পৌরসভা-সিটি কর্পোরেশন সকল পর্যায়ে বাজেট-প্রণয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ; অংশগ্রহণকারীদের এক-তৃতীয়াংশ নারী থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৭.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৭.৩.১.৪.১ সংসদে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

- (ক) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনয়নসংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচনে প্রার্থিতা, জয় ইত্যাদি সব তথ্য লিঙ্গ-বিভাজিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করবে।
- (খ) সংসদ নির্বাচনে নারী-প্রার্থীদেরকে সক্ষমতা-উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তার⁸⁹ মাধ্যমে সহায়তা করবে যথাক্রমে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন, যা নির্বাচন সংস্কার কমিশনও সুপারিশ করেছেন।⁹⁰
- (গ) অনগ্রসর, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য এবং পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকারের ব্যাপারে প্রচারণা চালানোয় সহায়তা দেওয়া।

⁸⁸ স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব হলো: এক-তৃতীয়াংশ পদ ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে নারীদের জন্য সংরক্ষিত হবে। তবে এতে এলাকার নারী বা পুরুষের নেতৃত্ব তৈরি কঠিন হবে।

⁸⁹ See example of Emily's List used by the Democratic Party in the US.

⁹⁰ নির্বাচন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছেন নির্বাচনে নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কমিশন নারী-প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি চালু করা। এ ছাড়াও, নারী-ভোটারদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়ন বৃক্ষিক লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নারী-প্রার্থীদের ও ভোটারদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃক্ষিক উদ্যোগ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পথ সূর্যম করতে সহায়ক হবে।

- (ঘ) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী-ভোটার ও প্রার্থীর প্রতি হমকি ও সহিংসতার হমকি প্রতিরোধ করা এবং এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। রাষ্ট্র-কর্তৃক সকল রাজনৈতিক প্রার্থী, বিশেষ করে নারী-প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যা নির্বাচন সংস্কার কমিশনও সুপারিশ করেছে।⁹¹

৭.৩.১.৪.২ স্থানীয় সরকারে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

- (ঙ) জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের আগে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন আয়োজন করা, যাতে স্থানীয় নির্বাচনে জাতীয় ফলাফলের কোনো প্রভাব না পড়ে। যেমন করে তা পুরুষ-প্রার্থীদের প্রভাবিত করবে, নারী-প্রার্থীদের তা আরও বেশি প্রভাবিত করবে।
- (চ) স্থানীয় সরকারে নারী-ভোটার ও প্রার্থীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। রাষ্ট্র-কর্তৃক সকল রাজনৈতিক প্রার্থী, বিশেষ করে নারী-প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যা নির্বাচন সংস্কার কমিশনও সুপারিশ করেছে।⁹²
- (ছ) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী-প্রার্থীদের সক্ষমতা-উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সহায়তা করবে যথাক্রমে স্থানীয় সরকার বিষয়ক জাতীয় ইন্সটিউট ও নির্বাচন কমিশন।
- (জ) দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী ভোটারদের জন্য এবং যে সকল নারী ভোট দেওয়ার জন্য সহিংসতার হমকিতে থাকে, তাদের জন্য ডাক-মাধ্যমে ভোটপ্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৭.৩.২.১ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ৭.৩.২.১.১ নারী-সংসদ সদস্যদের স্বর/প্রতিনিধিত্বকে ও নির্বাচনী এলাকা/নারী-সমাজের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করা।

- (ক) নারীর উন্নয়ন ও অধিকারের প্রশ্নে আন্তঃদলীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে একটি সর্বদলীয় নারী-সংসদ সদস্যদের নেটওয়ার্ক বা মোর্চা প্রতিষ্ঠা করা। নেপালে এটির উদাহরণ আছে।
- (খ) সংসদ-কর্তৃক সংসদে নারীর স্বরকে/প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করা, নির্বাচিত নারী-প্রতিনিধিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং নারী-সংসদ সদস্যদের নারী-সমাজের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি ফোরাম তৈরি করা, যেখানে নারী-সংসদ সদস্য ও নারী-অধিকার সংগঠন, বিভিন্ন নারী-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময়ের ব্যবস্থা হবে।

৭.৩.২.১.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও চর্চা।

- (গ) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অরাজনৈতিক ছাত্র সংসদ উৎসাহিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, যাতে নেতৃত্বের বিকাশ ও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি চর্চা করা হয়।

⁹¹ নির্বাচন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: কমিশন নির্বাচন চলাকালীন ও নির্বাচনী প্রচারণার সময় নারীদের নিরাপত্তা জোরদার করার সুপারিশ করেছে, যাতে তারা নির্বিশেষ ভোট দিতে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

⁹² নির্বাচন সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: কমিশন নির্বাচন চলাকালীন ও নির্বাচনী প্রচারণার সময় নারীদের নিরাপত্তা জোরদার করার সুপারিশ করেছে, যাতে তারা নির্বিশেষ ভোট দিতে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন। নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৭.৩.২.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- (ক) রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীদের উদ্বৃক্ষ করতে গণমাধ্যমকে প্রচারণা চালাতে উৎসাহিত করবে নির্বাচন কমিশন।
নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজ ও নারী-সংগঠনসমূহের সাথে নিয়মিত
সংলাপ আয়োজন করা এবং যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- (খ) অধিক সংখ্যক নারীকে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন-কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগ প্রদান করা।
- (গ) বৈষম্যমূলক আচরণ ও মৌন হেনস্টা ও নিপীড়ন প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশন একটি সক্রিয় ও শক্তিশালী সেল
স্থাপন করবে, তা পরিবীক্ষণ করবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে।
- (ঘ) নারীদের (ও পুরুষদের) ওয়ার্ড-সভা ও বাজেট-সভাতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের
উন্নয়ন-বাজেটের মধ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ রাখা।

৭.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

- ক) স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নারীরা নির্ভয়ে ও বৈষম্যহীন ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নারীর স্বার্থ
রক্ষায় সক্রিয় হবে।

অষ্টম অধ্যায়ঃ জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ

যকল বঁধা ভঙ্গো, যম অধিকার আনো

৮.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও প্রশাসনিক বিষয়, যা নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষের সমতা ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তাঁর পর্যবেক্ষণ। বিগত দশকগুলোয় বিশ্বব্যাপী জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, তবে এখনো তা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নীতিনির্ধারণী পদসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের অংশগ্রহণ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীরা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্বপালন করছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও নিরাপত্তাবাহিনীতেও অবদান রাখছেন, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের অংশগ্রহণ প্রশাসন থেকে আইনপ্রণয়ন, মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন, আইনপ্রয়োগ, উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৃটনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত; যেমন—তাঁরা সচিব, রাষ্ট্রদুত, উপাচার্য, জেলাপ্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পুলিশ-কর্মকর্তা ইত্যাদি পদে আসীন হয়েছেন। দেশে সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো চাকরিক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নিয়োগকর্তা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে প্রশাসনে সিনিয়র সচিব, সচিব ও সমর্যাদার ৮৫ জন কর্মকর্তার মধ্যে নারী ছিলেন ১০ জন^{৯৩} এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনে গ্রেড ১ স্তরে ৫৮৫ জনের মধ্যে ৭৫ জন নারী কর্মরত ছিলেন^{৯৪}। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে কর্মকর্তা পর্যায়ে (১ম-৯ম গ্রেড) মোট ৪২৭৮ জনের মধ্যে ৯১২ জন (প্রায় ২১ শতাংশ) নারী ছিলেন।^{৯৫}

বিগত কয়েক দশকে নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের সাথে জনপ্রশাসনে যোগদানের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৬ সালে সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য কোটা-প্রস্তাবনা চালু হয়েছিল, যা ২০১৮ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (কর্মকর্তা পর্যায়ে ১০ শতাংশ এবং কর্মচারি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ)। দেশে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে এ সরকারি নীতিমালা কার্যকর করায় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ে। প্রশাসনে বর্তমানে সচিব/সিনিয়র পদে মোট কর্মকর্তা ৭৭ জন, যার মধ্যে ১৩ জন রয়েছেন নারী।^{৯৬} এছাড়া, মোট ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসক পদে নারী ১৮ জন। দেশের নিয়ম আদালতে মোট ২১৭৯ জন বিচারকের মধ্যে ৬২৫ নারী-বিচারক এবং উচ্চ আদালতে প্রায় ১০০ বিচারপতির মধ্যে বর্তমানে ১০ জন নারী-বিচারপতি রয়েছেন।^{৯৭}

৮.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকর্তা এবং চ্যালেঞ্জ

জনপ্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও এখনো তা পুরুষদের তুলনায় কম, বিশেষত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নেতৃত্ব পর্যায়ে। ২০২৩ সালে মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগীয় ও জেলাপ্রশাসন এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪,৪৩,৫১৮ জন কর্মীর মধ্যে ৪,০৯,০৬৮ (২৮ শতাংশ) জন নারী।^{৯৮} বিভাগীয় বা জেলা-কার্যালয়ে ১০-১২ গ্রেডের পদে নারীদের অংশগ্রহণ ২০২৩ সালে ছিল মাত্র ৭.৬৭ শতাংশ। একইভাবে, মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরে ১৭-২০ গ্রেডের পদে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ১৬ শতাংশ-এর নিচে। মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে ১৩-১৬ গ্রেডের পদে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ১৩.৩৮ শতাংশ এবং ১৭-২০ গ্রেডের পদে মাত্র ১২.৭ শতাংশ। অর্থাৎ এসব পদে সাধারণত উচ্চ বা প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনগুলোর ক্ষেত্রে এ গ্রেডগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ আরও কম ছিল। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিয়োগকৃত ও অন্যান্য পদগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ সব কার্যালয়ে কম দেখা গেছে, শুধু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছাড়া। অনেক সময়ই এর কারণ নারীদের বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া। একই কারণে বেসরকারি খাতের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণও কম।

^{৯৩} Rana, 2025.

^{৯৪} MoPA, 2023.

^{৯৫} সরকারি কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ২০২২, ২০২৩; ২০২৪ এর পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নাই। ibid.

^{৯৬} See footnote 94.

^{৯৭} ডালিম, ২০২৫.

^{৯৮} See footnote 94.

ফুটনোট ৯৪-৯৫ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

নীতিগত প্রতিশুতি ও অগ্রগতির পরেও, জেন্ডারভিন্নিক বাধা, বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা নারীদের কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া, ক্যারিয়ার বাছাই ও সিন্দ্রাত্তগ্রহণ পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

সামাজিক রীতি ও ধ্যান-ধারণা: প্রাথমিকভাবে নারীদের গার্হস্থ্য ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করতে হয়, যা তাদের কর্মজীবনে অংশ গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে। কর্মজীবনে স্বাস্থ্যসেবিকা, চিকিৎসক ও শিক্ষক প্রভৃতি সেবামূলক কাজ নারীরা ভালো পারবেন বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই এসব ক্ষেত্রে নারীরা নিজেরা বেশি যান এবং তাদের যেতে উৎসাহিত করা হয়। যার ফলে এ সকল ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা প্রায় পুরুষের সমান। কিন্তু কারিগরি, নির্মাণ, প্রকৌশল ও ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পুরুষেরা বেশি দক্ষ—এ ধারণার ফলে সেখানে নারীর অংশগ্রহণ করা। এমনকি কর্মক্ষেত্রে বেশির ভাগ নেতৃত্ব, নীতিনির্ধারণ ও সিন্দ্রাত্তগ্রহণমূলক কাজকে পুরুষদের জন্য উপযুক্ত ধরে নিয়ে নারীদেরকে সে সব পদে প্রায়শই বিবেচনা করা হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রম হলেও তা এখনো করা।

সিন্দ্রাত্তগ্রহণ পর্যায়ে সীমিত প্রতিনিধিত্ব: নীতি নির্ধারণী কমিটিগুলোতে নারীদের উপস্থিতি সীমিত, কারণ জনপ্রশাসনে দেরিতে আসায় নারীরা পদমর্যাদা ও জ্যোত্তায় পিছিয়ে আছেন। এ ছাড়া নারী-নেতৃত্বকে অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়, ফলে তাদের কার্যকারিতা ও কর্তৃত বাধাগ্রস্ত হয়।

কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও বৈষম্য: কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় নারীরা মৌখিক বা যৌন হয়রানির সম্মুখীন হন। হয়রানি প্রতিরোধে বিদ্যমান নীতিমালা ও ব্যবস্থার অভাব এবং সচেতনতার ঘাটতি থাকায় অনেক নারী অভিযোগ করতে ভয় পান। "বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি আইন, ২০১৮"-এ সরকারি কর্মচারীদের চাকরি, আচরণ, শৃঙ্খলা ও অন্যান্য সেবা-সংক্রান্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তবে, এ আইনে নারীর অধিকার, নারীপুরুষ সমতা বা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কোনো স্পষ্ট বিধান নেই; যদিও "সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯" কর্মচারীদের নৈতিক আচরণ সম্পর্কে ও নারী-সহকর্মীদের প্রতি আচরণের নির্দেশনা প্রদান করে, কিন্তু যৌন হয়রানি প্রতিরোধের বিষয়ে এতে সরাসরি উল্লেখ নেই।

জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা ও অবকাঠামোর অভাব: অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালার অভাব রয়েছে, যেমন: নমনীয়⁹⁹ কর্মঘণ্টা, পিতৃত্বকালীন ছুটি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ। বেশির ভাগ অফিসে নারীদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার, শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র বা মাতৃদুর্ক্ষেপণ করানোর জায়গা না থাকায় নারীরা অফিস ও পারিবারিক দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষা করতে হিমশিম থান। এসব কারণে তারা অনেক সময় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, এতে নারীদের পেশাগত উন্নয়নেও নেতৃত্বাচক প্রভাব পড়ে। নিরাপদ পরিবহণ ও আবাসন সুবিধার অভাবে অনেক নারী দূরবর্তী স্থানে কর্মসূলে যেতে আগ্রহী হন না।

পদায়নে বৈষম্য: অনেক ক্ষেত্রে নারীরা দায়িত্বশীল বা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদের কাজ সামলাতে পারবেন না ধরে নিয়ে সে সব পদে তাদের পদায়ন করা হয় না। ফলে পুরুষ-সহকর্মীদের তুলনায় তাদের পেশাগত অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। চাকরিতে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পাওয়ার জন্য নারীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রদর্শন করতে হয়। প্রমাণ করতে হয় যে, তারা পুরুষদের সমান দক্ষ।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা: পুরুষ-প্রধান অফিস সংস্কৃতির কারণে নারীরা নেটওয়ার্কিংয়ে পিছিয়ে পড়েন, নারীরা মতামত প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেন এবং কৌশলগত সিন্দ্রাত্তগ্রহণ-প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হন। অধিকাংশ মন্ত্রণালয় ও সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় নারীপুরুষ সমতা তদারকির জন্য বিশেষ ইউনিট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। কোনো শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় নারীর অগ্রগতি শ্লথ হয়ে পড়ে।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অভাব: মাঠপর্যায়ে কাজ করা চাকরিজীবী নারীরা অনেক সময় নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে থাকেন, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রকৌশল ও প্রশাসনিক কাজে। যেমন—সড়ক ও জনপথ বিভাগে কর্মরত একজন নারী-কর্মকর্তা কাজ-তদারকির সময় স্থানীয় গুন্ডা বা ডাকাতদলের সম্মুখীন হতে পারেন, যা ব্যক্তিগত

⁹⁹ flexible

নিরাপত্তার ঝুঁকি; আবার ঠিকাদাররা টেন্ডার পাওয়া নিয়ে অনেক ধরনের আক্রমণাত্মক আচরণ করে থাকে, যা সামলাতে গিয়ে উপজেলা বা জেলার প্রকৌশল কর্মকর্তা নারী হলে ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারেন।

আউটসোর্সিংয়ে নারীর জন্য ব্যবস্থা না থাকা: সরকারি পদের নিয়ন্ত্রণে—বিশেষ করে ফিল্ড বা আউটসোর্সিং পদগুলোতে—৫,১০৩টি পদের মধ্যে নারী-কর্মীদের সংখ্যা মাত্র ৮১৪ জন (প্রায় ১৬ শতাংশ)।¹⁰⁰ অথচ প্রায়শই এসব কাজে উচ্চ অথবা বিশেষায়িত শিক্ষার প্রয়োজন করা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদগুলোর অধিকাংশ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এ আউটসোর্সিং নীতিমালায় নারীর নিয়োগের জন্য কোন ইতিবাচক নির্দেশনা না-থাকায় নারীর নিয়োগ কম হয়েছে।

৮.৩ প্রতিবন্ধকর্তা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৮.৩.১ অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

বাংলাদেশে জেন্ডার-সংবেদনশীল জনপ্রশাসন গড়ে তোলার জন্য আইনি, নীতিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও কর্মসূচিভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিম্নে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো:

৮.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) সরকারি, বেসরকারি ও সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ২ সপ্তাহ পিতৃকালীন ছুটি প্রচলনের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

৮.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৮.৩.১.২.১ বিধিমালা সংশোধন

ক) ‘সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯’ এবং ‘শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা ২০১৮’ পর্যালোচনা ও সংশোধন: ২০০৯ সালে উচ্চ আদালতের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গ্রহণযোগ্য আচরণ ও জবাবদিহির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) সংশোধিত সরকারি কর্মচারী আচরণবিধিতে নারী-সহকর্মীদের প্রতি পেশাদার ও সম্মানজনক আচরণের সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা, যাতে কোন আচরণ হয়রানি, নির্যাতন বা নিপীড়ন হিসেবে গণ্য হবে, তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। অনুরূপভাবে ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮’-তে, যেন ভূত্তভোগীদের জন্য প্রতিকার ব্যবস্থা ও অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করা হয় এবং সন্তাব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে এবং এখানে দড়ের ভিত্তির ক্ষেত্রে কর্মস্থলে যৌন হয়রানি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ) বেসরকারি খাত ও কর্পোরেট সকল প্রতিষ্ঠানে ছয়মাস প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি চালুর জন্য অধ্যাদেশ জারি করা।

৮.৩.১.২.২ আউটসোর্স নীতিমালা পর্যালোচনা ও নারী-কর্মী নিয়োগের জন্য ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া।

ক) অর্থ মন্ত্রণালয়-প্রণীত আউটসোর্স বিষয়ক নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংশোধন করা, যাতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।¹⁰¹ যদিও এ নিয়োগগুলো সেবাচুক্তির আওতায়, তবুও এতে প্রদেয় সেবার ধরন উল্লেখ করার পাশাপাশি, যেসব কর্মীর ক্ষেত্রে মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে, কী মানবসম্পদ লাগবে এবং তাতে

¹⁰⁰ MoPA, 2023. তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ হচ্ছিব্য।

¹⁰¹ নীতিমালাটি এই বছর পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে বলে অর্থ বিভাগের সাথে বৈঠকে জানা যায়।

নারীর জন্য কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ব্যবস্থা, কর্মপরিবেশ, মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণের প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

৮.৩.১.২.৩ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি মোকাবিলা করা।

- ক) মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানকে একটি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং নারী-কর্মকর্তাকে প্রধান করে অভিযোগ কমিটি গঠন ও কার্যকর করার নির্দেশনা দান করা।

৮.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৮.৩.১.৩.১ জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন তদারকি ব্যবস্থা।

- ক) জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধিমালার বাস্তবায়ন তদারকির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- খ) জনপ্রশাসনে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, সরকারি ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল পর্যায়ে কর্মীদের পুরুষ, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল কাজের পরিবেশ পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে একটি তদারকি ও পর্যবেক্ষণ সেল স্থাপন করা।
- গ) কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

৮.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৮.৩.১.৪.১ নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

- ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কর্মরত নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মস্থলে উপযুক্ত সুবিধা; যেমন—কাজের স্থান, ট্যালেট, আবাসন, শিশু-দিবায়ন্ত্র ব্যাবস্থা, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, পরিবহণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলকে নির্দেশ দেওয়া।

৮.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৮.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) ‘বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’, সরকারি কর্মচারী ছুটি ও অন্যান্য আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করে এবং ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশ ও আন্তর্জাতিক নীতিমালার আলোকে নারী-পুরুষ সমতা, বৈষম্য নিরসন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারা পরিবর্তন বা অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।
- খ) জনপ্রশাসনের সকল আইন ও নীতি সংস্কারের সময় বিদ্যমান জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং নারীপুরুষ সমতার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা।
- গ) বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন: মৃত সন্তান প্রসব, সন্তানের মৃত্যু অথবা দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে সন্তান হলে, নারীদের জন্য দুইবার মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান শিথিল করার (৪ বার পর্যন্ত) ব্যবস্থা রাখা। এ ছাড়া সন্তান দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান রাখা।

৮. ৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ¹⁰² গ্রহণ করা।
সরকারি ও বেসরকারি সকল বোর্ড ও কমিশনে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন ও জারি করা।
- খ) বিসিএস সহ সকল সরকারি চাকরিতে নারী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সুবিধাবপ্রিয়তদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ ও পদোন্নতিতে নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮. ৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৮. ৩.২.৩.১ জনপ্রশাসনে নারীদের নিয়োগ বৃদ্ধি করা।

- ক) সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, সরকারি ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রেড অনুসারে সকল পর্যায়ে কর্মীদের পুরুষ-নারী বিভাজনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা। যেখানে নারীদের উপস্থিতি কম, সেখানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করে সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া।
- খ) অগ্রাধিকারভিত্তিতে সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহে শূন্যস্থানসমূহ পূরণ করা ও এ-ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা। আগে ঘটে যাওয়া বৈষম্য/অসমতা সংশোধন করে নারীর অগ্রগতির জন্য অস্থায়ী সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় কেবল নারীদের নিয়োগ দেওয়া।
- গ) নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ-সংক্রান্ত সকল তথ্যের লিঙ্গ-বিভাজিত বিন্যাসকরণ; অন্তত ০৩ বছরের তুলনামূলক বিবরণীসহ নিয়মিত তথ্য প্রকাশ বহাল রাখা এবং ওয়েবসাইটে ও বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা।
- ঘ) যেসব খাত/প্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নয়, সেখানে বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া।
- ঙ) সচিব, জেলাপ্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রভৃতি সকল উচ্চপর্যায়ে প্রশাসন, মন্ত্রণালয়ের নীতি-নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য অধিক হারে নারী-কর্মকর্তার পদায়ন করা।

৮. ৩.২.৩.২ জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনসংক্রান্ত নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন তদারকি ব্যবস্থা করা।

- ক) সরকারি চাকরিতে নারীদের টিকে থাকা নিশ্চিত করা। কোভিড ১৯-এর অভিজ্ঞতার আলোকে বাড়ি থেকে কাজ ও নমনীয় কর্মসময় সুবিধা চাকুরি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- খ) সরকারি নীতিমালা অনুসারে স্বামী ও স্ত্রীর কাছাকাছি জায়গায় পদায়নের বিদ্যমান নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- গ) মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে যৌন হয়রানি-রোধে অভিযোগ কমিটির কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যালোচনা করা।

¹⁰² Affirmative Action Policy

৮.৩.২.৩ জনপ্রশাসনের সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

- ক) সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর ও অধিদপ্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং ল্যাটারেল এন্ট্রির বিধান রাখা। চাকরির বিধানাবলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।
- খ) জনপ্রশাসনের উচ্চপর্যায় সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কমিটিগুলোতে অন্তত ৩০শতাংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৮.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৮.৩.২.৪.১ জনপ্রশাসনে কর্মক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রকাশ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি করা।

- ক) কর্মক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহী করার জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- খ) চাকরির বিজ্ঞাপনে “নারীদেরকে আবেদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে” বাক্যটি যুক্ত করা।
- গ) কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কর্মরত সকল নারীর কাজের অনুকূল পরিবেশ, যথা: শিশু-দিবাযন্ত্র ব্যবস্থা, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, আলাদা টয়লেট, আবাসিক ব্যবস্থা ও নিরাপদ পরিবহণ-সুবিধার বাস্তবায়ন তদারকি করা।

৮.৩.২.৪.২ নারী-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব বিকাশ।

- ক) সকল সরকারি প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণব্যবস্থা গ্রহণ করা; বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন (প্রযুক্তি ব্যবহার, শিখনপদ্ধতি) করা এবং অন্তত ০৩ বছরে সকলের একবার ঝালাই পাঠ করা।
- খ) নতুন নিয়োজিত সকল কর্মীর জন্য বিভিন্ন শাখায় কাজ করার সুযোগ, মেন্টরশিপ কর্মসূচি চালু করা, যাতে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের পরামর্শ দিতে পারেন।
- গ) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে পেশাগত আচরণ ও উপস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- ঘ) নারীদের জন্য নেতৃত্ব-প্রশিক্ষণ: সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক ভূমিকার জন্য প্রবেশ, মধ্য ও সিনিয়র পর্যায়ের নারীদের জন্য বিশেষায়িত নেতৃত্ব-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ঙ) নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম (interagency network): বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের নারী-কর্মকর্তাদের জন্য এমন একটি ফোরাম তৈরি করা, যেখানে তারা অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন এবং নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক নীতির পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারেন। প্রত্যেক বিভাগ ও সংস্থায় বা পেশার নারীদের জন্য নেটওয়ার্ক করতে উৎসাহ দেওয়া, যাতে পারম্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষা লাভ করা যায়।

৮.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

- ক) জনপ্রশাসনে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ হবে সমান, দক্ষ ও মর্যাদা সম্পন্ন।

নবম অধ্যায়: নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা

বৃদ্ধি

শিক্ষায় মুক্তি, শিক্ষাই নারীর মুক্তি

৯.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বৈষম্যমূলক প্রথা ও কাঠামোগত বাধাগুলো মোকাবিলায় এবং সামাজিক মর্যাদা ও নারী-পুরুষ সমতা-প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা নারীর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সম্ভব করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে গতানুগতিক ধ্যান-ধারণাকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষায় ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, জাতিগত পরিচয়, ভৌগলিক অবস্থান ও শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

বিগত সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন-নীতিমালা গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ফলে নারীশিক্ষায় অনেক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে স্কুলসমূহে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার নারী ৯৭.৮১ শতাংশ ও পুরুষ ৯৭.৫২ শতাংশ এবং শিক্ষার্থীর বারে পড়ার হার হাস পেয়ে যথাক্রমে ১৩.১৯ শতাংশ ও ১৪.৮৮ শতাংশ।¹⁰³ এছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ নারী-শিক্ষক নিয়োগের নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে নারীদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী-শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী-শিক্ষার্থীদের হার ৫০ ভাগের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট, ২০২৩ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডারসমতা অর্জন করেছে। মাধ্যমিকে ভর্তির হার নারী ৮৬.২৭ শতাংশ ও পুরুষ ৬৫.১৯ শতাংশ। এ ছাড়া ‘বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২’ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের মধ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৭৩.০ শতাংশ ও ৭৮.২ শতাংশ।¹⁰⁴ এ ছাড়া, প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে নারী পলিটেকনিক ইন্সটিউট ও বিভাগীয় সদরে ৮টি নারী কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশ-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

নারীশিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনো সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ হয়নি এবং বিভিন্ন প্রান্তিক নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ সহজ ও সুলভ হয়নি। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট(২০২৩) অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে ম্লাতক ডিগ্রীধারীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নারী-পুরুষের মধ্যে দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।¹⁰⁵ উচ্চ শিক্ষায় নারী-শিক্ষার্থী ভর্তির হার ১৬.৫১ শতাংশ ও পুরুষ-শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২৪.৭৮ শতাংশ।¹⁰⁶ অপরদিকে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতে ম্লাতক ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ৭৯.৪ শতাংশ পুরুষের বিপরীতে নারী রয়েছে মাত্র ২০.৬ শতাংশ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে নারীদের পাশের হার ভালো থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী-শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম।¹⁰⁷ এছাড়া ‘বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২২’ অনুযায়ী মাধ্যমিকে ৩৩.২৫ শতাংশ পুরুষ-শিক্ষার্থী ঝরে-পড়া হারের বিপরীতে নারী-শিক্ষার্থী ঝরে-পড়ার হার ৪০.৭৮ শতাংশ।¹⁰⁸ একই প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার পুরুষ ২০.১ শতাংশ ও নারী ১৭.২ শতাংশ। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি ও মাধ্যমিকে ঝরে-পড়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারী।

বিভিন্ন নীতিমালা ও উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষায় নারীদের এ পিছিয়ে পড়ার কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের কারণে শিক্ষা থেকে মেয়েশিশুর ঝরে পড়ার হার সব থেকে বেশি, তবে বাল্যবিবাহ একক কোনো কারণ নয়। এর সাথে সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

¹⁰³ BANBEIS, 2023.

¹⁰⁴ ibid.

¹⁰⁵ World Economic Forum, 2023.

¹⁰⁶ BANBEIS, 2023

¹⁰⁷ Siddiqa & Braga, 2019.

¹⁰⁸ BANBEIS, 2023.

ফুটনোট ১০৩-১০৮ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্ত ১০ দ্রষ্টব্য।

নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নেই। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর নিরাপত্তার অভাব রয়েছে এবং নারীর উপর যৌন হয়রানি ও যৌন সহিংসতা একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে অনেক মা-বাবা মেয়েশিশুদের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। যদিও বা এটি কোনোভাবেই নারী ও মেয়েশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। এ ছাড়া, পড়াশোনা শেষে কর্মক্ষেত্রের সুযোগের অভাব ও সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র-সম্পর্কে ধারণা না থাকায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার পেছনে মা-বাবা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। আবার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস এলাকার নিকটস্থ পর্যাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব থাকায় অনেকেই মেয়েশিশুদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আগ্রহী হয় না এবং সমাধান হিসেবে বিয়ে দিয়ে দেয়।

রাস্তা-ঘাট ও জনসমাগমস্থলে নারী ও মেয়েশিশুদের চলাফেরার নিরাপত্তার অভাব একটি গুরুতর সমস্যা। জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের (২০১৯) একটি গবেষণা অনুযায়ী, ৯৮ শতাংশ নারী ও মেয়েশিশু জনপরিসরে যৌন হেনস্টা ও উত্যঙ্করণের শিকার হয়েছে। আবার ইউএনডিপি-র ২০২২-এর একটি অনলাইন জরিপে পাওয়া গিয়েছে, ৮৭ শতাংশ নারী জনপরিসরে যৌন হেনস্টা ও উত্যঙ্করণের শিকার হয় এবং এর মাঝে ৩৬ শতাংশ গণপরিবহনে নিয়মিত যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকে। আবার অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার ছেলে ও পুরুষেরা রাস্তায় আড়ত দেয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া আসার পথে নারী ও কন্যাশিশুদের উত্যঙ্ক ও হেনস্টা করে থাকে, যা শিক্ষা থেকে নারীদের ঝরে পড়তে ভূমিকা পালন করে।

দারিদ্র্য ও প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় নারীর শিক্ষার পেছনে পরিবারের অর্থ ব্যয় করার অনিষ্ট ঝরে পড়ার আরেকটি কারণ। ধরে নেওয়া হয়, নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ নেই এবং সে অর্থ উপার্জন করে পরিবারের ব্যয় বহন করতে সক্ষম নয়। আবার মেয়েসন্তান উপার্জন করে পরিবারের খরচ বহন করবে—এটা প্রত্যাশিত নয়; ধরে নেওয়া হয়, এ দায়িত্ব পুত্রসন্তানদের।

শিক্ষায় সুযোগ ও অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার মান সেভাবে উন্নত হয়নি। বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা একজন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যত কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ করে তুলতে পারছে না। পাশাপাশি শ্রমবাজারের চাহিদা, উপার্জন ও উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও জ্ঞান তৈরি করতে পারছে না।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশলসংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষায় নারীদের উৎসাহিত করা হয় না। ধরে নেওয়া হয়, নারীরা এসব বিষয় পারবে না। আবার এ বিষয়ক বিদ্যমান শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ কম এবং যেসব নারী আছে, তাদের উদাহরণ সামনে নিয়ে আসা হয় না। এ ছাড়াও বিজ্ঞানশিক্ষা থেকে কী ধরনের উপার্জনক্ষম কাজে নারী যুক্ত হতে পারবে, সে সম্পর্কেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলোচনা হয় না।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান ওয়াশরুকগুলো ব্যবহার যোগ্য নয়। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নারী ও শিশুদের জন্য ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো একেবারে অপ্রতুল। আবার যাদের বসবাসের এলাকার কাছাকাছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই, তাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।

নারী-শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং তাদের নিরাপত্তা—যথা: যৌন হেনস্টা, পর্নোগ্রাফি, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে রক্ষা—এ সকল বিষয়ের উপর বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে নারীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষার আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে। বর্তমানে যে পরিমাণ উপবৃত্তি দেওয়া হয়, তা দিয়ে এ খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাবৃত্তি ও অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ ও সমাপন এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ থাকলেও পরিবেশ ও অবকাঠামো নারীবাদ্ধব নয়। আবার কারিগরি ও মাদ্রাসা-শিক্ষায় নারী-শিক্ষকের সংখ্যা কম। কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে নারী-শিক্ষক কম থাকায় নারীদেরকে এসব বিষয়ে পড়াশোনা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়।

পার্বত্য এলাকার আদিবাসি শিশু ও চা-বাগানের শ্রমিকদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই। ফলে বিদ্যালয়ের শুরুতেই তারা একটি প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে যায় এবং পড়াশোর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ৫টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় পাঠ্যবই থাকলেও বেশির ভাগ জায়গায় পড়ানোর জন্য কোনো শিক্ষক নেই। আবার বিভিন্ন আদিবাসি/নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য-সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা ও ধারণা না থাকায় তারা মূলধারার বিদ্যালয়ে যুক্ত হয়ে থাপ খাওয়াতে পারে না। বিভিন্ন প্রাণ্টিক এলাকা অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও ভৌগলিকভাবে দুর্গম এলাকা (যেমন—হাওর, চর, বন্যাপ্রবণ), পার্বত্য এলাকা ও চা-বাগানের নারীদের চলাফেরার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহণব্যবস্থা নেই এবং এসব এলাকায় পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই।

মানসম্মত ও পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের অভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় উক্ত এলাকা থেকে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের¹⁰⁹ শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়ায় কৃতকার্য হয় না। দেশের শহরাঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অথচ পাহাড়ি বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে কিছু দিন পরেই তাঁরা বদলি নিয়ে চলে যান অথবা নিয়োগপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন না। ফলে এ সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংকট থেকেই যায়। নারীর কর্মক্ষেত্রে শিশু-দিবায়ন্ন সুবিধা প্রদান খুবই জরুরি।

৯.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

৯.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

৯.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’-এর বিশেষ বিধান অপসারণ করা।

৯.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

৯.৩.১.২.১ শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমসংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।

- ক) শ্রমবাজারের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং জীবনমুখী আধুনিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাব্যবস্থার মান আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন।
- খ) শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকদের ‘কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২’ বাস্তবায়ন করা।
- গ) কোভিড-১৯ ও নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে যারা বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে, বিশেষ বিবেচনায় তাদের উপবৃত্তি বহাল রাখা এবং যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। কারে পড়া শ্রমজীবি শিশুদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ঘ) ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১’ বাস্তবায়নকল্পে ‘জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০’-তে বর্ণিত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নতি সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

¹⁰⁹ Non-Government Teachers Registration and Certification Authority (NTRCA)

৯. ৩.১. ৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৯. ৩.১. ৩.১ পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ও পাঠ্যসূচিতে নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর জন্য নিরাপদ সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্তি।

- ক) সকল ধর্ম, বর্ণ, জাতিসভা ও লিঙ্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শিক্ষা-পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা।
- খ) মুক্তিযুক্তিসহ দেশ ও সমাজ গঠনে নারীদের অবদান, স্বীকৃতি এবং নারীদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বীরাঞ্জানাসহ বিভিন্ন মহিলাসী নারীর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যনিরসন ও সমতাপ্রতিষ্ঠার বিষয়সমূহ ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন।
- গ) শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, ডিজিটাল সাক্ষরতা, অনলাইন ও সাইবার নিরাপত্তা, অনলাইন ও সাইবার পরিসরে সহিংসতা, অনলাইন মাধ্যম ও প্রযুক্তির দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার, বিভিন্ন অপ্রচলিত পেশায় (যেমন—প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, ক্রীড়া ইত্যাদি) নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান, নারী নেতৃত্বের গুরুত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশসুরক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- ঘ) সামাজিক সহনশীলতা এবং সকলের অধিকারের প্রতি সম্মান তৈরির জন্য আদিবাসি ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলো ইতিবাচকভাবে শেখানো নিশ্চিত করা।
- ঙ) বয়সের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমন্বিত যৌন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা। সমন্বিত যৌন শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি ও জরায়ু ক্যান্সার ইত্যাদি বিষয় মেয়ে ও ছেলে-শিক্ষার্থী, উভয়ের সাথেই আলাদা করে আলোচনা করা। যৌন শিক্ষার বিষয়ে মেয়ে-শিক্ষার্থীদের নারী-শিক্ষক এবং ছেলে-শিক্ষার্থীদের পুরুষ-শিক্ষক কর্তৃক পাঠ্যদানের ব্যবস্থা করা। এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাছাইকৃত কমপক্ষে ৪ জন শিক্ষককে যৌন শিক্ষা প্রদান-সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, পুরুষ ও নারী শিক্ষকদের আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষক-অভিভাবক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা।
- চ) শিক্ষা-পাঠ্যক্রম সংস্কারের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন ও হয়রানি কী এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হয়রানি থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া (৬. ৩.১.৪. ৩ তে বিস্তারিত দেখুন)।

৯. ৩.১. ৩.২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-কাঠামোতে নারী-পুরুষের সমতা।

- ক) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলো দলীয় রাজনীতিমুক্ত করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে জনসম্প্রত্তি, বিশেষ করে ৫০শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- খ) স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা; কমিশনের সদস্য হিসেবে নারী-শিক্ষাবিদ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ও নারী-সংগঠক অন্তর্ভুক্ত করা এবং সরকারি, বেসরকারি, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

৯. ৩.১. ৩.৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর নিরাপত্তা।

- ক) কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) নির্দেশনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং অভিযোগ প্রতিকার-প্রক্রিয়া চালু রাখা। এ জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে গঠিত অভিযোগ কমিটিকে কার্যকর করা।
- খ) মেয়েশিশুর বিদ্যালয়ে এবং আসা-যাওয়ার পথে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরা এবং এ জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার, এলাকাবাসীদের দায়িত্ব দেওয়া; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-অভিভাবক কমিটি এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করা।

গ) ইউনিয়নভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক-জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ সেল / কমিটি গঠন করা।

৯.৩.১.৩.৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নারীবাক্স করা।

- ক) শিক্ষার্থীদের মাসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা তৈরি এবং মাসিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পানিসহ পরিষ্কার শৌচাগার ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের চাহিদা পূরণ করা। এ সংক্রান্ত মানদণ্ড অনুসরণ করে যেখানে প্রয়োজন ও আবশ্যিক, সে সকল প্রতিষ্ঠানের ফ্যাসিলিটিজ কক্ষ ও ওয়াশেলক উন্নত করা।
- খ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদাসম্পর্ক শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী করা।

৯.৩.১.৩.৫ নারী-শিক্ষার্থীদের বাবে পড়া রোধে বিশেষ পদক্ষেপ।

- ক) জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে পরিবীক্ষণ বা তদারকি জোরদার করা।
- খ) কিশোরী-শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষা কার্যক্রম (নাচ, গান, আবৃত্তি, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, গার্ল গাইডস, রেঞ্জার, স্কাউট ইত্যাদি) চালু রাখা ও আত্মরক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ রাখা।
- গ) নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য অপ্রচলিত, উপর্যুক্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত ও কর্মসংস্থানযোগ্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং এ সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা।
- ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি, শিখন, কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেয়েদের এবং বালিকা বিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৯.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

৯.৩.১.৪.১ আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।

- ক) বৃত্তি ও উপবৃত্তি-কার্যক্রম চালু রাখা ও জীবনযাপনের ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী অর্থবছর থেকে উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- খ) আর্থিকভাবে দুর্বল নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির জন্য আর্থিক সহায়তা করা এবং এ জন্য প্রশাসনিক দপ্তরে অর্থ বরাদ্দ রাখা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এ বিষয়ে ভর্তিছু শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকদের তথ্য দান অপরিহার্য করা। প্রান্তিক ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে পৃথক ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করা।
- গ) দারিদ্র্যপীড়িত, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী-অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার দেওয়া কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।

৯.৩.১.৪.২ দক্ষতা উন্নয়ন এবং কারিগরি ও জীবনমুখী শিক্ষা জোরদারকরণ।

- ক) প্রাথমিকের পর ঝরে পড়া নারীদের কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদের প্রযুক্তিগত কাজে যুক্ত করা; পাশাপাশি ভাসমান মেয়েশিশু ও

কর্মজীবী মেয়েশিশু, যাদের শিক্ষায় ছেদ পড়েছে, তাদের চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষায় প্রবেশের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

- খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রাখা, নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য অপ্রচলিত, উপার্জনক্ষম, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সনদপ্রাপ্ত ও কর্মসংস্থানযোগ্য কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং এ সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করা।
- গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার আওতায় কর্মজীবীদের শিল্পের চাহিদা ও আধুনিকায়নে শ্রমবাজারে যে প্রভাব পড়ছে ও শ্রমিকরা চাকরি হারাচ্ছে, তা মোকাবিলা করতে আপ স্কিলিং কাজ-সম্পর্কে ধারণা দেয়া ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ঘ) নারী-গৃহশ্রমিকদের জন্য বয়স ও কর্ম-উপযোগী যথাযথ শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হবে।
- ঙ) পূর্ব শিক্ষার স্বীকৃতি (আরপিএল¹¹⁰) পরীক্ষা পদ্ধতি সহজ ও কর্মীবান্ধব করা।
- চ) অভিবাসন-পূর্ব সময় থেকেই প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে পূর্ব শিক্ষার স্বীকৃতি এর ব্যাপক প্রচারনা চালানো।
- ছ) অন্যান্য দেশের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে এবং পাশাপাশি দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের কথা বিবেচনায় রেখে পূর্ব শিক্ষার স্বীকৃতি এর শিক্ষা সুচি তৈরি করা।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা-পরিকল্পনায় শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখা।

৯.৩.১.৪.৩ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচি।

- ক) বাল্যবিয়ের কারণে ঝরে পড়া কিশোরী-শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষ, পরিবার ও সমাজ (ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় ক্ষমতাশীল, তরুণ অধিকারকর্মী ও উদ্যোক্তা) কর্তৃক সমন্বিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এ কার্যক্রমে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ, নারীপাচার, মাদকপ্রবেশের অপব্যবহার, যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিডিক সহিংসতা, সড়ক-নিরাপত্তা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ ধরনের জনসচেতনতা কার্যক্রমগুলোকে শক্তিশালী করা।

৯.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

৯.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) ‘শিক্ষা আইন ২০২০’-এর খসড়া চূড়ান্ত ও অনুমোদন করে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া।

৯.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

৯.৩.২.২.১ শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে গুরুত্ব দেওয়া।

- ক) মানসিক স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা এবং ক্রমান্বয়ে একটি প্রফেশনাল কাউন্সেলর পদ তৈরি করা ও নিয়োগ দেওয়া।
- খ) শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে মাসিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করে স্কুল হেলথ ক্লিনিক কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

¹¹⁰ Recognition of prior learning (RPL)

৯.৩.২.২.২ প্রাণিক নারী ও মেয়েশিশুদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ।

- ক) দুর্যোগকালে, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে দূরবর্তী ও ডিজিটাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য যথাযথ ও পর্যাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ডিজিটাল কাঠামো তৈরি ও ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- খ) পাহাড় ও সমতলের দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদে যাতায়াতের জন্য নিরাপদ পরিবহণব্যবস্থা—যেমন: নৌকা, নৌযান ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা, চিকিৎসাব্যবস্থা রাখা। দুর্যোগকালে প্রয়োজনে সরকারিভাবে আবাসনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ করে প্রাণিক ও দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের আবাসন সুবিধা ও জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান।
- ঘ) বিভিন্ন প্রাণিক এলাকা অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও ভৌগলিকভাবে দুর্গম এলাকা (যেমন—হাওর, চর, বন্যাপ্রবণ), পার্বত্য এলাকা এবং চা-বাগানের নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও কারে পড়া প্রতিরোধে এ সকল শিক্ষার্থীর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। উদাহরণ: মনোধর আবাসিক স্কুল, রাঙামাটি।
- ঙ) শিক্ষাদান ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাণিক ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করা। এ ক্ষেত্রে মনোধর বিদ্যালয়¹¹¹ ও রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাসেবা-উদ্যোগকে উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯.৩.২.২.৩ শিক্ষাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

- ক) শিক্ষাব্যবস্থায় নারী-পুরুষের একিভূত শিক্ষায়¹¹² অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। তৃতীয় শ্রেণি থেকেই পাঠ্যপুস্তকে নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদাসম্পন্ন করে উপস্থাপন করা।
- খ) বিভিন্ন ভাষাভাষী—যেমন: পার্বত্য এলাকা ও চা-বাগান এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা-পর্যায়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরি; সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী প্রথমে অনুমোদিত ভাষায় এবং পর্যায়ক্রমে সকল ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করা এবং উক্ত ভাষাসমূহে পাঠদান নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গ) জাতীয় পর্যায়ের জরিপে আদিবাসী ও অন্যান্য প্রাণিক জনগোষ্ঠীর সকল শিশুদের বিস্তারিত তথ্য পেতে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- ঘ) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সকল শিক্ষার্থীর জন্য, বিশেষত নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে বিশেষায়িত কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা।

৯.৩.২.২.৪ প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার মান উন্নয়ন।

- ক) পার্বত্য এলাকা বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষকনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক নারী-শিক্ষকের নিয়োগ প্রদান। শিক্ষকনিয়োগে দুর্নীতি ও প্রাণিক অঞ্চল থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শহর-এলাকায় বদলি রোধে আইনের বাস্তবায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা; নিয়োগ ও কোনো এলাকায় পোস্টিং-পরবর্তী বদলির জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া, উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, যথাযথ আবাসন-সুবিধা প্রদান করা।

¹¹¹ এসব প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির পূর্বে নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পড়াশোনার কাজে সহায়তা করা

¹¹² Co-Education

৯.৩.২.২.৫ বিজ্ঞানশিক্ষায় নারী-শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা ও উচ্চ শিক্ষায় নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

- ক) উচ্চ শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও উৎসাহিত করার জন্য মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতসংক্রান্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় নারীদের জন্য আর্থিক বরাদ্দ, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে ধারণা ও বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিনিময় কর্মসূচি (এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম) চালু করা।
- খ) আর্থিকভাবে দুর্বল নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষায় খণ্ডকালীন কাজের ক্ষেত্রে ও সুযোগ তৈরি করা, যা তাকে পরবর্তীতে শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ করে তুলবে।
- গ) বিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শিশু-দিবায়ের ব্যবস্থা করা।

৯.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় নারীর যথাযথ অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, যথাযথ বরাদ্দ ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- খ) শ্রমবাজারের চাহিদা, বর্তমান অবস্থা ও শ্রমশক্তি প্রক্ষেপণ বিষয়ে গবেষণা করা এবং প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে সম্ভাব্য কর্মসংস্থান সম্পর্কে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সাথে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা। যেহেতু আমাদের দেশে অনেক শিক্ষার্থীই দুট কর্মসংস্থানে প্রবেশ করে, তাই ক্রমান্বয়ে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ের প্রচলন করা।
- গ) যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কম, সেখানে শিক্ষা চলমান রাখতে স্কুল ও কলেজে ‘মাল্টিগ্রেড’ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।¹¹³

৯.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

৯.৩.৩.১ প্রতিষ্ঠান- সংক্রান্ত

- ক) সকল বিষয়ে এ যাবৎ কালের সফল কর্মসূচি ও উদ্যোগের পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।

৯.৩.৩.২ কর্মসূচি- সংক্রান্ত

- ক) নারী পুরুষ নির্বিশেষে গুণগত শিক্ষায় সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে।
- খ) বিশেষ চাহিদাসম্পর্ক শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সাধারণ শিক্ষায় ক্রমান্বয়ে একীভূতকরণ।

¹¹³ ‘মাল্টিগ্রেড’ শিখনপক্ষতত্ত্বে একজন শিক্ষককে একটি সময়সূচির মধ্যে একাধিক পাঠ্যক্রমের গ্রেড জুড়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের দায়িত্ব নিতে হয়।

দশম অধ্যায়ঃ সকল বয়সী নারীর জন্য সুস্থান্ত্য

শয়ীর আমার, মিদ্বান্ত আমার

১০.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

একজন মানুষের সুস্থিতা ও সুস্থান্ত্য তার জীবনচক্রজুড়ে বিবেচ্য হলেও নারীস্বাস্থ্য- সাধারণত তার ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। নারী নিজ ঘর থেকে শুরু করে এলাকা, গোষ্ঠী, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে নারীর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি তার প্রতিআচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য-প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হয়।¹¹⁴

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত ঘোন সহিংসতা নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে গভীর প্রভাব ফেলে, যা সংঘাত-জনিত ঘোন সহিংসতার পর নারীর জন্য ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে।¹¹⁵ এরপর সরকার ও এনজিওগুলো প্রজনন স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেয়। বিশেষ করে ১৯৯৪ সালের কায়রো সম্মেলনে¹¹⁶ ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়, যেখানে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার করে।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বহু চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এ উন্নয়নকে অনেক গবেষক ‘উন্নয়ন-প্যারাডক্স’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।¹¹⁷ ১৯৭৫ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের কিছু লিঙ্গ-বিভাজিত অগ্রগতি নীচে উপস্থাপিত হয়েছে।

সারণি ১: ১৯৭৫ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য

সূচক	পুরুষ		নারী	
	১৯৭৫	বর্তমান	১৯৭৫	বর্তমান
মৃত্যুহার	২৬৪/১০০০ প্রাপ্তবয়ক পুরুষ	১৪৭/১০০০ প্রাপ্তবয়ক পুরুষ	৩০৮/১০০০ প্রাপ্তবয়ক নারী	১২১/১০০০ প্রাপ্তবয়ক নারী
প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল	৫১ বছর	৭২ বছর	৪৯ বছর	৭৬ বছর
নবজাতক মৃত্যুহার	১৬০/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে	২৬/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে	১৩৮/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে	২৩/১০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে
শুধু নারীদের পরিসংখ্যান				
	১৯৭৫	বর্তমান		
প্রসূতি মৃত্যুহার	৬২০/১০০,০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে ¹¹⁸	১৯৬/১০০,০০০ জীবিত শিশুজন্মের ক্ষেত্রে		
মোট জন্মশীলতার হার ¹¹⁹	৬.৩	১.৯৫		
জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার	৮ শতাংশ	৬২ শতাংশ		

সূত্রঃ World Bank 2022¹²⁰ and BBS 2024¹²¹

¹¹⁴ Heise et al., 2019.

¹¹⁵ Conflict-Related Sexual Violence (CRSV).

¹¹⁶ International Conference on Population and Development (ICPD)

¹¹⁷ Chowdhury et al., 2013.

¹¹⁸ WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDP (MMEIG)

¹¹⁹ Bangladesh Maternal Mortality Survey 2016.

¹²⁰ World Bank Open Data.

¹²¹ Bangladesh Sample Vital Statistics 2022.

ফুটনোট ১১৮, ১১৭-১১১ পর্যন্ত সকল তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্ত ১০ দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য-কর্মসূচি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিশুতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। জাতীয় কর্মসূচিতে যথাযথ পদক্ষেপ-গ্রহণের ফলে সহস্রাদের উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা (২০০০-২০১৫)-তে উল্লেখজনক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলো টেকসই উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রার কাঠামোর মধ্যে একীভূত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা, নিঙ্গা, বসবাসের স্থান নির্বিশেষে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ৮০ শতাংশ-এ অর্জনের বিষয়ে বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিশুতিবদ্ধ।¹²²

১০.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে অনেক আইন, নীতি, ও কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, তথাপি গৃহীত পদক্ষেপে বয়স ও ইস্যুভিতিক বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় নারীর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা রয়ে গিয়েছে।

নারী ও কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে অন্যান্য কৌশলের মধ্যে সমন্বিত করে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৯৯৪-এর অঙ্গীকারগুলো অনেকটাই বিস্মৃত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ও ICPD কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় নেই।

২০২১ সালের জাতীয় ঝুতুকালীন স্বাস্থ্য কৌশল থাকলেও বাস্তবায়ন হয়নি। সমাজে প্রচলিত প্রথা, কুসংস্কার ও মাসিক-সম্পর্কে ভ্রান্ত ও নেতৃত্বাচক ধ্যান-ধারণা নারী ও কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা। সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্যের অভাব, সচেতনতার ঘাটতি, পানি এবং স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবও সমস্যাকে জটিল করে তোলে।

বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ২০১৭-২০৩০-এ কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, তাদের পুষ্টি, তাদের উপর সহিংসতা ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিলেও কার্যকর বাস্তবায়ন নেই। কিশোর-কিশোরীরা তাদের নিজ শরীর, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা তাদের জন্য সহজলভ্য নয়। অবিবাহিত ত্রুণতরুণীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারের বিষয়টি সমাজে নিষিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত যা তাদের যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য এবং এ সম্পর্কিত সেবা প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করে।

মেয়েদের বিষয়ের বয়স আইনত ১৮ বছর হলেও বাংলাদেশে এখনো ৫১শতাংশ মেয়ের বিষয়ে তার আগেই হয়।¹²³ ফলে কৈশোরকালীন, অনাকাঙ্গিত ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভধারণ হয়। মোট গর্ভধারণের ৪৮শতাংশ অনাকাঙ্গিত।¹²⁴, মাসিক নিয়মিতকরণ-সেবা অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও অনিরাপদ গর্ভপাতের শিকার হয়ে অনেক নারী স্বাস্থ্য ও মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছেন। মাসিক নিয়মিতকরণের অনুমোদিত ও মুখ্য সহজপ্রাপ্য হলেও ওষুধের সঠিক ব্যবহারবিধি সম্পর্কে যথাযথ নির্দেশনার অভাবে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় না।

বর্তমানে দেশে সন্তানপ্রসবের ৪০ শতাংশই সি- সেকশনের মাধ্যমে হচ্ছে যার অনেকগুলোই অপ্রয়োজনীয়।¹²⁵ অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান কমাতে উচ্চ আদালতের দেওয়া ২০২৩ সালের নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। বাড়িতে স্বাভাবিক সন্তানপ্রসবের (নেরমাল ডেলিভারি) মধ্যে ৫০ শতাংশই অদক্ষ প্রশিক্ষণহীন ধাত্রীর সহায়তায় হয়েছে।¹²⁶ বাড়িতে নিরাপদে স্বাভাবিক প্রসবে সহায়তার জন্য সাম্প্রতিক ক্যাডার প্রোগ্রামভুক্ত ডিপ্লোমা সম্পন্ন করা মিডওয়াইফদের

¹²² Adams et al., 2018; Boerma, et al., 2014; Rahman et al., 2018.

¹²³ UNICEF, 2020.

¹²⁴ BAPSA, 2017.

¹²⁵ BBS, 2024.

¹²⁶ Fatima et al., 2024.

ফুটনোট ১২২-১২৬ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্ত ১০ দ্রষ্টব্য।

সংখ্যা অপর্যাপ্ত। বাড়িতে নিরাপদ প্রসব-সেবার সাথে জড়িত প্রশিক্ষিত প্রসব-সহায়তাকারী¹²⁷ ও কমিউনিটি স্কিলড বার্থ এটেভেন্ট¹²⁸, প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি ক্রমান্বয়ে বাতিল হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রসূতি ও নবজাতক মৃত্যু পর্যালোচনা কার্যক্রমটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে মৃতের পরিবারের সদস্যসহ কমিটির মাধ্যমে পরিচালনার কথা থাকলেও এটি কার্যকর নয়।¹²⁹ সাধারণ মানুষ এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানে না, এবং এটি স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনায়ও অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রতিবন্ধী নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা কম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব নয় এবং সেবানকারীদের দক্ষতাও সীমিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষ ঝুঁকি ও প্রাপ্তিকর্তা স্বীকার করা হয়নি। এ বিষয়ে কোনো বিশেষ পদক্ষেপের উল্লেখ নেই। জাতীয় স্বাস্থ্য-বাজেটেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা নারীদের জন্য আলাদা বরাদ্দ নেই। কেয়ারগিভারদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা নেই।

জীবনচক্রের সকল পর্যায়ে নারীর প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন। অসংক্রামক রোগে নারীদের ঝুঁকি- গুরুত পায় না। অথচ পুরুষের (১৭ শতাংশ) তুলনায় নারীদের (২৩ শতাংশ) উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি।¹³⁰ ডায়াবেটিসে ১৭ শতাংশ নারী ঝুঁকিতে থাকে। হৃদরোগ, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে ৩০-৭০ বছর বয়সী নারীদের মৃত্যুহার ২০০০ সালে ছিল ১৮.৪ এবং ২০১৯-এ ১৬.২। নারীদের মধ্যে স্তন ও জরায়ুমুখ ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি।¹³¹ এ বিষয়ে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী ও সেবাপ্রদানকারীরা যথেষ্ট সচেতন নয়। ফলে এক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ ও বিতরণ নেই। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়ন কৌশল ২০১২-২০৩২-এ নারীদের বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকর্তা বিবেচনা করে এজন্য কোনো বিশেষ পদক্ষেপ রাখা হয়নি।

অগুষ্ঠি একটি গুরুতপূর্ণ সমস্যা, বিশেষ করে শিশু ও নারীদের মধ্যে। পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুদের ২৮ শতাংশ খর্বকায়তায় ভুগছে। দরিদ্র পরিবার, বাবা-মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম এবং শিশুজন্মের মধ্যে কম সময়ের ব্যবধান হলে খর্বকায়তার ঝুঁকি বেশি থাকে। প্রসূতিকালে পুষ্টিহীনতা, অতিরিক্ত রক্তস্পন্দনা ও মাইক্রোনিউট্রিয়েটের অভাবে জন্মের পর শিশুরা অপুষ্টিজনিত অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

পার্বত্য এলাকার বিভূতির তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্র কম। অনেকেই সেবাকেন্দ্র থেকে দূরে বাস করেন। দুর্বল যোগাযোগব্যবস্থার ফলে আদিবাসী নারীরা, বিশেষত প্রসূতিরা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারেন না। যারা আসে তাদের মাতৃভাষায় সেবানকারী না থাকায় তারা ভাষাগত বাধার মুখে পড়ে। এর ফলে অনেকে সেবা নিতে আগ্রহ হারায়। এতে আদিবাসী নারীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রতিরোধযোগ্য অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

নারীর উপর সহিংসতার তথ্য-উপাত্তে প্রবীণ নারীরা উপেক্ষিত থাকে, কারণ তারা সমাজে দৃশ্যমান নয়। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এ তাদের উপর বিশেষ সুরক্ষার বিধান থাকলেও একটি গবেষণায় দেখা গেছে গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ ঘাটোধ নারী, বিশেষ করে বিধবারা সহিংসতার শিকার হন। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩-তে নারী-পুরুষের সমতা ও সেবার নিশ্চয়তা থাকলেও তা বাস্তবে কার্যকর নয়।

বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮, নীতিমালা ২০১৯ এবং জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০৩০ রয়েছে। আইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় একজন নারী-সদস্যসহ একটি মানসিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি থাকবে। কৌশলে উল্লেখ আছে, পুরুষদের (১৫.৭ শতাংশ) তুলনায় নারীদের (২১.৫ শতাংশ) মানসিক স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশি। তবে নারী কী ধরনের প্রতিবন্ধকর্তার মুখে পড়ে এবং কীভাবে সেবা পেতে পারে, সে বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই।

¹²⁷ Traditional Birth Attendant (TBA).

¹²⁸ Community Skilled Birth Attendant (CSBA).

¹²⁹ এ কমিটিতে নারী বা মৃতের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আবার তথ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় না এবং নারীর উপর সহিংসতা ও নারী-পুরুষের বেষ্যমাস অন্যান্য সামাজিক ও পারিবারিক ধূরক বাদ দিয়ে শুধু চিকিৎসাজনিত কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

¹³⁰ NIPORT & ICF, 2023.

¹³¹ Globocan, 2022.

ফুটনোট ১৩০-১৩১ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত কারণে নারী ও কিশোরীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা প্রায়শই অবহেলিত থাকে। যেমন: কাঠের চুলায় রান্নাজনিত বায়ুদূষণ, ঝুঁকিপূর্ণ কারখানায় কাজ, লবণাত্তুর কারণে উচ্চ রক্তচাপ ও বন্ধ্যাত্, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে সহিংসতা, খরাপবণ-এলাকায় সুপেয় পানির জন্য দীর্ঘ পথ হাটা ইত্যাদি সমস্যায় তারা জর্জরিত। এ সম্পর্কে তথ্য সীমিত, তাই গবেষণা করে তথ্য সংগ্রহ ও প্রমাণভিত্তিক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩টি অধিদপ্তর—স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার-পরিকল্পনা এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি। আবার ২টি বিভাগ - স্বাস্থ্যসেবা এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ। এদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিশৃঙ্খলা, পুনরাবৃত্তি ও অদক্ষতা সৃষ্টি হয়েছে, যা নারীদের কার্যকর সেবাপ্রদানকে বাধাগ্রস্ত করছে।

অকার্যকর সরবরাহ ব্যবস্থাপনা¹³² এবং পরিবার-পরিকল্পনা পণ্যের (যেমন: ইনজেকশন, আইইউডি) ঘাটতির কারণে সেবা প্রায়ই ব্যাহত হয়। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগে স্বাস্থ্যসমস্যার লিঙ্গ-বিভাজিত ও সমন্বিত তথ্যের অভাবে নারীরা এসব অসুখে কী পরিমাণে আক্রান্ত হচ্ছেন এবংকেমন ভুগছেন, এ সম্পর্কে সঠিক জানা ও বোৰা যায়না।

স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরের অধীনে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্র ও হাসপাতালের অনুমোদন, স্বীকৃতি ও লাইসেন্স প্রদানের শর্তসহ একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর খসড়া তৈরি হলেও এখনো কার্যকর নয়। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং সেবার ব্যয় নির্ধারিত না থাকায় রোগীরা, বিশেষ করে নারীরা শোষণের শিকার হয়। সি-সেকশন ও মাসিক নিয়মিতকরণ বেশির ভাগই বেসরকারি ক্লিনিকে হয়, যেখানে স্বাভাবিক প্রসবের পরিবর্তে নারীদের সি-সেকশন করাতে বাধ্য করা হয়। এতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

নারী চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক, মিডওয়াইফ ও ল্যাব টেকনিশিয়ানর সংখ্যা অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ নারীরা নারী সেবাদানকারীর কাছ থেকে সেবা নিতে চায়। কমিউনিটি ক্লিনিকে সাধারণত পুরুষ সেবাপ্রদানকারী¹³³ থাকেন। এদের মাত্র তিন মাসের প্রশিক্ষণ থাকে, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় তাদের দক্ষতা সীমিত।

স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রগুলোতে সেবাপ্রদানকারীরা প্রায়ই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও অসম্মানজনক আচরণ করে ও গোপনীয়তা বজায় রাখে না। সেবা-কেন্দ্রের অবকাঠামো নারীবাস্তব নয়; পর্যাপ্ত টয়লেট ও অপেক্ষা করার স্থান নেই।

২০০১ সালের জাতীয় প্রসূতি-স্বাস্থ্য কৌশলপত্রে - নারীবাস্তব হাসপাতাল কর্মসূচি¹³⁴ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্বাস্থ্যখাত কর্মসূচির মাতৃস্বাস্থ্য অংশে নারীবাস্তব কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়, যা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে নারীপক্ষ ও অবস্ত্রেটিক্যাল এন্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ।¹³⁵ ২২টি হাসপাতালে কার্যকর এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ সূচক দিয়ে পরিবীক্ষণ করা হতো, কিন্তু করোনা মহামারির সময় এটি সংকুচিত হয়ে যায়।

বেসরকারি উন্নয়নসংস্থাগুলো পরিবার-পরিকল্পনা ও সংক্রামক রোগ- ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে প্রাতিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাপূরণে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়েছে। তবে তহবিলসংকটে অনেক সংস্থা কর্মসূচি সঞ্চুচিত বা বন্ধ করেছে। সরকারি কার্যক্রম এ শূন্যতা পূরণ না করলে একটি বড় শূন্যতা সৃষ্টি হবে।

হাইকোর্ট রায়ে কিছু ক্ষেত্রে অনান্তীয়দের মধ্যে অঙ্গদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং ২০১৯ সালে সরকারকে মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে আরও মানুষ অঙ্গপ্রদানে আগ্রহী হয় এবং দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে নারীর প্রাধান্য নিশ্চিত হয়।

¹³² supply chain management

¹³³ Community Health Care Provider (CHCP)

¹³⁴ Women Friendly Hospital Initiative (WFHI)

¹³⁵ Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB)

১০.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১০.৩.১ অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১০.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) স্বাস্থ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকারের আওতাভুক্ত করতে সংবিধান সংশোধন করা (এ প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।
- খ) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭-এর বিশেষ বিধান বাতিল করে মেয়েদের বিষয়ের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর নিশ্চিত করা।
- গ) অনাত্মীয় ব্যক্তি অঙ্গদাতা হতে পারবেন, এ বিষয়ে ২০১৯ সালের আদালতের (হাইকোর্ট) নির্দেশনা অনুযায়ী আইন সংশোধন করা।¹³⁶

১০.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে ২০২৩ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা¹³⁷ অনুসারে নীতিমালা প্রণয়ন, এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে তা মেনে চলা পরিবীক্ষণ করা।
- খ) কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত করে বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ২০১৭-২০৩০ পর্যালোচনা করা।
- গ) নারী-চিকিৎসকসহ যে সকল চিকিৎসক দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ন্যূনতম ২ বছর সেবা প্রদান করবে, তাদের উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- ঘ) যাবতীয় নির্দেশিকা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে নীতি পরিবর্তন করা।
- ঙ) ১৯৮২ সালে প্রণীত জাতীয় ঔষধ নীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা।

১০.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১০.৩.১.৩.১ হাসপাতাল-ব্যবস্থাপনা কাঠামো নারীবন্ধব করা।

- ক) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক হাসপাতাল-ব্যবস্থাপনা কমিটি সচল ও সক্রিয় করা।
- খ) বিশেষ পারদর্শী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য-কর্মসূচি পরিকল্পনা করা এবং তাদের অংশগ্রহণসহ পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও কার্যকর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- গ) নারীদের সার্বক্ষণিক সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বেসরকারি ও সরকারি সেবাদান সমন্বয় করা; অংশীজন নির্বাচন প্রক্রিয়া জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ রাখা।

১০.৩.১.৩.২ হাসপাতাল অবকাঠামো উন্নয়ন।

- ক) নারী-রোগীর জন্য সকল হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- খ) দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য-ক্লিনিক স্থাপন করা, অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং সেবার মান উন্নত করা।
- গ) যেসব বিশেষ ১০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল, অথচ অকেজো, সেগুলোকে সচল করা।

¹³⁶ The Business Standard. (2019, December 5). সম্পূর্ণ সূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য

¹³⁷ গর্ভবতী নারীদের অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ঃ <https://blast.org.bd/2023/10/17/6101/>

১০.৩.১.৩.৩ আদিবাসী ও প্রাণিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- ক) প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠী, বিশেষত আদিবাসী নারী ও মেয়েদের জন্য মাতৃ ও প্রজনন-স্বাস্থ্যসহ পর্যাপ্ত ও সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা; আদিবাসী অঞ্চলের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভাষাগত বাধা দূর করতে দোভাষী নিয়োগ বা স্থানীয় নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দোভাষী হিসেবে গড়ে তোলা।
- খ) আদিবাসী ও অন্যান্য প্রাণিক নারীদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণোদনাসহ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১০.৩.১.৩.৪ নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান এবং নারীর প্রতি সংবেদনশীল সেবাব্যবস্থা।

- ক) চিকিৎসকদের কর্মসূলে অনুপস্থিতি-রোধে শূন্য সহনশীলতা-নীতি গ্রহণ করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।
- খ) যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীর ওপর দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার বাস্তবায়ন এবং “Medical report and Examination form for female survivors” ফর্মে ১৬(গ) কলাম বাদ দিয়ে সংশোধিত ফর্ম সকল মেডিকো-লিগ্যাল অফিসারের কাছে পৌছানো নিশ্চিত করা।

১০.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১০.৩.১.৪.১ নারীর স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি।

- ক) বাল্যবিবাহ, বয়ঃসন্ধিকালে সন্তান জন্য, প্রজননক্ষমতা ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার মতো সমস্যায় জনসচেতনতা ও সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের স্বাস্থ্যসংস্থা, বেসরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- খ) নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যবুঝি সহ নারীর পূর্ণ জীবনচক্রের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা-চাহিদা, ও স্বাস্থ্যবুঝি বিষয়ে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী ও স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সামগ্রিক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- ঘ) নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচির সাফল্য ও প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
- ঙ) এসডিজি ও আইসিপিডি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বহুমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচির নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং সহযোগী মন্ত্রণালয় ও অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।
- চ) মাসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জাতীয় ব্যবস্থাপনা বিধি ও কোশল ২০২১ কার্যকর করা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং এ সকল প্রক্রিয়ায় নারী ও কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত রাখা।

১০.৩.১.৪.২ স্বাস্থ্য-বিষয়ক গবেষণা ও লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ।

- ক) অসংক্রামক ও সংক্রামক রোগে নারীদের আক্রান্তের কারণ, হার ও মৃত্যুহার তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে জানা ও প্রচার করা এবং তা ভিত্তি করে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- খ) স্বাস্থ্য ও রোগসংক্রান্ত গবেষণা ও সমীক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ-বিভাজিত উপাত্ত সংগ্রহ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সংরক্ষণ ও সকলের জন্য উন্নত করা। বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালগুলোর নিয়মিত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য প্রদান এবং তথ্যগুলো একটি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণব্যবস্থা তৈরি করা।

গ) প্রবীণ নারীদের উপর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা।

১০.৩.১.৪.৩ স্বাভাবিক প্রসব নিরাপদ করা এবং অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসব করাতে উৎসাহিত করা।

- ক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সকল পর্যায়ে দক্ষ মিডওয়াইফ নিয়োগ, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সেবার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং কার্যকর রেফারেল-ব্যবস্থা চালু করা।
- খ) মিডওয়াইফসহ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে স্বাভাবিক প্রসবের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং জরুরি প্রসব-সেবায় উপযুক্ত রেফারেল-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- গ) নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসবের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা।
- ঘ) সকল ধাত্রীকে গর্ভবতী নারীর যত্ন ও সময়মতো রেফারাল প্রশিক্ষণ দেয়া ও তাদের জন্য সম্মানজনক পদবি নির্ধারণ করা।
- ঙ) নিরবিচ্ছিন্ন সেবা চালু রাখতে ওষুধ ও উপকরণের চাহিদা সময়মতো পেশ করে তা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বুঝে পাওয়া নিশ্চিত করা; অন্যথায় এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

১০.৩.১.৪.৪ প্রাণ্তিক এলাকার নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি।

- ক) প্রাণ্তিক এলাকাসহ সকল নারীর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ও মাসিক নিয়মিতকরণ (সার্জিক্যাল MR ও ওষুধ MRM উভয় মাধ্যমে) চিকিৎসা সেবা প্রদানে মানসম্পর্ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ সেবাদানকারী তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা। সকল সেবাদানকারীর MR ও MRM সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।
- খ) নারী, ওষুধের দোকানদার ও সেবাদানকারীদের মাঝে MRM-এর যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলি বিতরণ করা এবং সচেতনতা তৈরি।
- গ) MRM ওষুধের ঘাটতি এড়াতে পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সময়মতো ফার্মেসিতে কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহ থাকা।

১০.৩.১.৪.৫ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির পরিকল্পনা সংশোধন।

- ক) নারীদের স্বাস্থ্যসেবা-সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ৫ম স্বাস্থ্যখাত কর্মসূচির পরিকল্পনা সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করা, এ সংশোধন-প্রক্রিয়ায় নারী-অধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রাখা।
- খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার এনজিও স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন ইউনিট (জিএনএসপিইউ)-এর “Health Sector response to gender Based Violence: protocol for Health care providers”-শীর্ষক নির্দেশিকা অনুসরণ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

১০.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১০.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১০.৩.২.১.১ নারীর স্বাস্থ্য-বিষয়ক সকল আইন, কৌশল ও কাঠামো-পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা, আইন সংস্কার করা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

- ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী নারীদের বিশেষ চাহিদাসমূহ উল্লেখ করে আইন সংশোধন করা।

- খ) বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকাঠামোয় নারীর জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে পর্যালোচনা, সংশোধন ও অনুমোদন করে তার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

১০.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক ১৯৯৪ সালের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিশুতি অনুযায়ী ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন, নীতি নির্ধারক ও কর্মসূচি পরিচালকদের প্রতিশুতি সম্পর্কে সচেতনকরণ এবং নীতিমালা প্রণয়নে নারী ও তরুণ প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।
- খ) নারীদের চাহিদা ও প্রয়োজন শনাক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশলপত্র ২০১২-২০৩২ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা এবং এ প্রক্রিয়ায় নারী-সদস্য রাখা।
- গ) প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্য-চাহিদার স্বীকৃতি ও অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ সংশোধন করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পরিবেক্ষণ ও জবাবদিহির ব্যবস্থা করা; এবং ডিমেনশিয়া, বয়স্কদের জন্য বিশেষ সেবা, প্যালিয়েটিভ কেয়ারসহ উন্নত স্বাস্থ্যসেবা-কর্মসূচি চালু করা।
- ঘ) মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮ কার্যকর করা; নারীর মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা-ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন শনাক্ত করে মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০৩০ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা।

১০.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১০.৩.২.৩.১ স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঝরে-পড়া রোধ করা।

- ক) স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীর (চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য) সংখ্যা বাড়ানো এবং নারী টেকনোলজিস্ট ও প্যারামেডিকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, চাকরির নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।
- খ) নারী-চিকিৎসকদের ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং তা রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০.৩.২.৩.২ মাতৃমৃত্যু-প্রতিরোধে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা।

- ক) অন্তঃস্ত্রী নারীদের দায়িত্ব কেবল পরিবারের নয়, পুরো সমাজের এবং স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থারও। দেশব্যাপী প্রসূতি ও নবজাতক-মৃত্যু পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে, মৃত্যুর কারণ শনাক্ত ও সেবার ঘাটতি চিহ্নিত করতে হবে।
- খ) প্রসূতি ও নবজাতক-মৃত্যু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীসহ স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- গ) নীতিমালা অনুযায়ী, প্রসূতি ও নবজাতক-মৃত্যু পর্যবেক্ষণ কমিটিতে স্থানীয় নারী-সংগঠনের প্রতিনিধি ও মৃতের পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক; কমিটির অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।

১০.৩.২.৩.৩ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের পুনর্গঠন করা।

- ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর তিনটির পৃথকীকরণ ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০.৩.২.৩.৪ নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি।

- ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচির প্রটোকল পর্যালোচনা করে শিখন অন্তর্ভুক্ত করে নারীবান্ধব অবকাঠামো সহ হালনাগাদ করে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রে কার্যকর করা।¹³⁸

১০.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) নারীর স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা-বৃদ্ধি কর্মসূচি চলমান রাখা।
খ) মানসিক স্বাস্থ্য-শিক্ষা স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় আনা।

১০.৩.২.৪.১ মাসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা।

- ক) পরিবেশবান্ধব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও মানসম্পন্ন স্যানিটারি পণ্য (যেমন: ন্যাপকিন, মেন্ট্রুয়াল কাপ) সাশ্রয়ী মূল্যে সহজলভ্য করা।
খ) প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম (পার্বত্য, চর, হাওর, বন্যাপ্রবণ) এলাকায় মাসিকের বিভিন্ন দিনের চক্র বিবেচনায় পরিবেশবান্ধব পণ্যের প্যাকেজ প্রস্তুত ও বিতরণ, বিশেষত দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণে তা অন্তর্ভুক্ত করা।
গ) সামাজিক কুসংস্কার ও নেতৃত্বাচকতা দূর করতে মাসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করা।
ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, আশ্রয়কেন্দ্র, রেল/বাস স্টেশনসহ জনসমাগমস্থলে ভেঙ্গিং মেশিন বা অন্যান্য উপায়ে সুলভে মাসিক স্বাস্থ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

১০.৩.২.৪.২ স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিবন্ধী নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা।

- ক) সেবাপ্রদানকারীদের প্রশিক্ষণে ও মেডিকেল কলেজের পাঠ্যক্রমে প্রতিবন্ধী-বিষয়ক অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা।
খ) স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের উপযোগী অবকাঠামো (ওয়াশরুম, র্যাম্প, নির্দেশনা) ও যোগাযোগব্যবস্থা (ইশারা-ভাষা, ব্রেইল) নিশ্চিত করা; প্রতিটি কেন্দ্রে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফোকাল পারসন নিয়োগ দেওয়া।
গ) স্বাস্থ্যসেবা-সংক্রান্ত সব পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে একজন প্রতিবন্ধী নারী-প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।
ঘ) বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী কিশোরীদের জন্য উপযোগী মাসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা।
ঙ) প্রতিবন্ধী নারী গর্ভবতী হলে তাঁকে প্রতিবন্ধী ভাতা ও মাতৃত্বকালীন ভাতা—উভয়ই দেওয়া।
চ) প্রতিবন্ধক সম্পর্কিত তথ্য-ব্যবস্থাপনা তৈরি ও লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
ছ) স্বাস্থ্য-বাজেটে প্রতিবন্ধীদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।

১০.৩.২.৪.৩ প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা।

- ক) প্রবীণ নারীদের উপর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার তথ্যগুলো কর্মসূচির পরিকল্পনায় ব্যবহার করা।
খ) মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবীণদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করা (যা বর্তমানে মাত্র ৫০০ টাকা)।

১০.৩.২.৪.৪ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নারী-স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ।

- ক) দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ প্রদানে প্রজননস্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্য বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা।

¹³⁸ যেমন—পর্যাপ্ত পানি-সরবরাহ থাকা, যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখা, প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য র্যাম্প, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল-ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি

- খ) দুর্যোগে আশ্রয়স্থল নারীবাঞ্চ ও নিরাপদ করা, যৌন নির্ধারণ প্রতিরোধে নারীদের জন্য পৃথক স্থান নির্ধারণ করা।
- গ) দুর্যোগকালে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা খালি করার সময় গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
- ঘ) লবণ্যাত্মক পানির কারণে নারীদের জরায়ু রোগের ঝুঁকি বিবেচনায় বিশেষ স্বাস্থ্য-কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১০.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১০.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) নারী-স্বাস্থ্য মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হবে ও আইন, কৌশল ও কাঠামো সংশোধন করা হবে।

১০.৩.৩.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ক) বাংলাদেশে ডিমেনশিয়ার বর্তমান অভিজ্ঞতা ও ব্যাপকতা বিবেচনায় ডিমেনশিয়া আক্রান্তদের জন্য আবাসিক/প্রাতিষ্ঠানিক যত্ন, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ও যত্নশীল প্রস্তুতকরণ, এবং জ্ঞানভিত্তিক সেবা উভাবনে গবেষণা ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজ, কমিউনিটি ও পরিবার-সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সমর্পিত বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- খ) প্রত্যেক বিভাগে নারীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে নারীর জন্য মান সম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে।
- গ) জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা চালু করে সকল নাগরিককে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে।

একাদশ অধ্যায়ঃ অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার

যমান হিম্মা, যমান অধিকার

১১.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মূলত কৃষিতে স্বকর্মসংস্থানের কারণে হয়েছে। ২০০০ সালে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ছিল ২৪ শতাংশ, যা ২০১০ সালে ৩৬ শতাংশ এবং ২০২২ সালে ৪২.৮ শতাংশ-এ পৌছেছে।¹³⁹ বিপরীতে, পুরুষ-শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ ৮০ শতাংশের আশপাশে স্থির রয়েছে। কৃষিখাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ‘কৃষিতে নারীর’ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি¹⁴⁰ নির্দেশ করে। ২০০০ সালে যেখানে ৪৬ শতাংশ নারী কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল, ২০২২ সালে তা বেড়ে ৭৪ শতাংশ হয়েছে।¹⁴¹ যদিও জাতীয়ভাবে নারী-শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার¹⁴² বৃদ্ধি পেয়েছে, শহরাঞ্চলে তা কমছে।

বাংলাদেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থান অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক খাতে। প্রায় ৫০ শতাংশ নারী-শ্রমশক্তি স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা ২০১০ সালের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি।¹⁴³ তবে, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে নারীদের জন্য অকৃষিপেশার সুযোগ তৈরি-পোশাকখাত ছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বাঢ়েনি।

বাংলাদেশে প্রায় ১১.৮ কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ¹⁴⁴ রয়েছে, যার মধ্যে নারী-উদ্যোগারা ৭.৮ শতাংশের মালিক, যা প্রায় ৬০,৮৪,০০০ প্রতিষ্ঠান।¹⁴⁵ এ উদ্যোগগুলো কর্মসংস্থান-সৃষ্টি, উন্নয়ন-চালনা ও জাতীয় জিডিপির ২৫ শতাংশে অবদান রাখছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশকে নিয়োগ দেয় এবং শিল্পখাতের ৮০ শতাংশের বেশি চাকরি প্রদান করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি।

বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন ব্যবসার প্রসারের ফলে নারী-উদ্যোগারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে নারী-উদ্যোগার সংখ্যা ২ লাখ ছাড়িয়েছে, যা ২০০২-০৩ অর্থবছরের ২১ হাজারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।¹⁴⁶ বিশেষত, কোভিড-১৯ মহামারির সময় ই-কমার্স খাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে।

১১.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

অর্থনৈতিক মন্দা, উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও আয়-বৈষম্যের বৃদ্ধি নারীদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। পাশাপাশি, নারী-শ্রমশক্তির প্রকৃত অংশগ্রহণ নিরূপণে চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, বিশেষ করে তথ্যসংগ্রহের সীমাবন্ধনের কারণে অনানুষ্ঠানিক ও গৃহস্থালি শ্রম যথাযথভাবে হিসাব না হওয়ায়। দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো নারীদের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

নারীর কৃষি খাতে অবদান ও স্বীকৃতির অভাব: বাংলাদেশে কর্মক্ষম নারীদের বড়ো অংশই কৃষিখাতে নিযুক্ত এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিএস শ্রমশক্তি জরিপ (২০২২) অনুসারে, দেশের কৃষি-শ্রমশক্তির ৫৮ শতাংশ নারী এবং মোট নারী-শ্রমশক্তির ৭৪ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। ‘জাতীয় কৃষি মীতি’ (২০১৮) ও ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন মীতি’ (২০১১) নারী-কৃষকদের সংজ্ঞায়িত না করে নারীকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে সরকারি কৃষিসেবা ও প্রশেদনা, কৃষিধরণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত। সরকারি কৃষি-তথ্যসেবার উপাত্ত অনুযায়ী, কৃষিক্ষেত্রে নারী-শ্রমের ৪৫.৭ শতাংশের ক্ষেত্রে তারা কোনো পারিশ্রমিক পান না।¹⁴⁷ অবশিষ্ট ৫৪.৩ শতাংশের ক্ষেত্রে তারা যে পারিশ্রমিক পান, তা বাজারমূল্যের চেয়ে কম।

¹³⁹ BBS, 2023b

¹⁴⁰ feminisation of agriculture

¹⁴¹ BBS, 2023b

¹⁴² Female Labour Force Participation Rate (FLFPR)

¹⁴³ ibid

¹⁴⁴ Small and Medium Enterprises (SMEs)

¹⁴⁵ BBS, 2023b

¹⁴⁶ BBS, 2020

¹⁴⁷ The Daily Star, 2025

ফুটনোট ১৩৯-১৪৭ পর্যন্ত তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

মৎস্যখাতে নারীর অবদান ও সীমাবদ্ধতা: বিশ্বের জলজ চাষ-উৎপাদনে আনুমানিক ১.৭৮ কোটি কর্মসংস্থানের মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ চাকরিতে নারীরা আছে।¹⁴⁸ নারীরা মাছ-বাহাই, শুটকি-তৈরি, পোনামাছ সংগ্রহ ও জাল তৈরি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও জেলে বা মৎস্যজীবী হিসেবে স্বীকৃতি পান না। উপকূলীয় অঞ্চলে তারা দীর্ঘ সময় কোমরসমান লবণাক্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পোনা সংগ্রহ করে, এতে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিচ্ছে উপরন্তু তারা হয়রানি ও নিয়াতনের শিকার হচ্ছেন।

শ্রমবাজারে নারীর দুর্বল অবস্থান: শিক্ষাব্যবস্থা তরুণ নারী ও পুরুষদের কর্মসংস্থান বা জীবিকায়নের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে পারছে না এবং অনেকে শিক্ষার সুযোগ পান না। ফলে তরুণদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব এবং NEET (Not in Employment, Education, or Training) পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ২০২২ সালে নারীর NEET হার ছিল ২৭ শতাংশ, যা পুরুষদের (১৬ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।¹⁴⁹ ১৫-২৯ বছর বয়সী NEET যুবদের মধ্যে ৬৫.৫ শতাংশ নারী। অর্থনীতির পুনঃকৌশল নির্ধারণে গঠিত টাঙ্কফোর্সের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, যুব বেকারত্ব মোট বেকারত্বের ৭৯ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষা-অর্জনকারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ (১৩.১১ শতাংশ), যেখানে নারীদের বেকারত্বের হার ২০.৬ শতাংশ ও পুরুষদের ১০.৪৬ শতাংশ।¹⁵⁰ ২০২২ সালে মোট বেকারদের মধ্যে ২৮ শতাংশ ছিলেন মাতক ডিগ্রিধারী।

নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিবন্ধকতা: নারীদের ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবায় অংশগ্রহণ এখনো কম। বিশ্বব্যাংকের Findex (২০২১) অনুযায়ী ব্যাংকের মোট জমা হিসাবের ৩৭.৫ শতাংশ, মাইক্রোফাইন্যান্স¹⁵¹ জমা হিসাবের ৩৩.৯ শতাংশ এবং মোবাইল আর্থিক সেবায়¹⁵² নারীদের জমা হিসাব ৪১.৭ শতাংশ। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারী-পুরুষের ব্যবধান পুরুষদের পক্ষে ৬.৯ শতাংশ বেশি।¹⁵³ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে নারী-পুরুষের ব্যবধান সবচেয়ে বেশি—৩৫.৪২। এ গবেষণাতে চিহ্নিত প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো: সামাজিক ও চলাচলের নিষেধাজ্ঞা, সম্পত্তির মালিকানা না থাকায় ঋণের জামানত দিতে অক্ষমতা, আর্থিক শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, ডিজিটাল বিভাজন—নারীদের মোবাইল অ্যাক্সেস সীমিত, নারীর আয় বা ঋণ পরিবারের পুরুষ-সদস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং নারীর জমির অধিকার ও প্রতিবন্ধকতা।

নারীরা পুরুষের জমির মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার: গ্রামাঞ্চলে কৃষি-উৎপাদনের সাথে জড়িত অধিকাংশ নারীই ভূমিহীন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যরো অনুযায়ী, ২০১৯ সালে প্রায় ৩২.০৪ শতাংশ নারী গৃহস্থালির সদস্যের জমির মালিকানা রয়েছে, যেখানে মুসলিম নারীদের মধ্যে মালিকানা (৩৪.২৬ শতাংশ) হিন্দু নারীদের (১১.৬৪ শতাংশ) তুলনায় বেশি। বেসরকারি গবেষণানুযায়ী, বাংলাদেশে পুরুষরা ৯৬ শতাংশ জমির মালিক; নারীদের মালিকানায় রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ জমি।¹⁵⁴ নারীদের ভূমি-অধিকার কম হওয়ার পেছনে গিত্ততান্ত্রিকতা, ভূমি-মালিকানা সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব, ভূমিদসূদনের কার্যকলাপ, ভূমি-প্রশাসনের দুর্নীতি, বৈষম্যমূলক উত্তরাধিকার আইন ও প্রাপ্ত অংশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে না পারা অন্যতম কারণ।

১৯৯৭ সালে প্রগতি খাসজমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা-নীতিমালায় উল্লিখিত কর্মক্ষম সন্তান থাকার শর্তের কারণে বিধবা বা একক নারীরা খাসজমি বন্দোবস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

নারীদের সরকারি ক্রয়ে অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা: সরকারি ক্রয়ে নারীদের উদ্যোগ হিসেবে অংশগ্রহণ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষ সমতার জন্য অপরিহার্য। নিবন্ধিত টেন্ডারদাতাদের মধ্যে মাত্র ৩.৩৮ শতাংশ নারী-

¹⁴⁸ Yi, 2022

¹⁴⁹ BBS, 2023a

¹⁵⁰ Task Force Committee, 2025

¹⁵¹ Micro-finance (MFI).

¹⁵² Mobile Financial Service Provider (MFSP).

¹⁵³ Yi, 2022.

¹⁵⁴ Enokwenw, Garner, & Karanja, 2024.

ফুটনোট ১৪৮-১৫৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্ত ১০ দৃষ্টব্য।

মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান রয়েছে¹⁵⁵। অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে সীমিত আর্থিক সক্ষমতা, জটিল ক্রয়-প্রক্রিয়া, সচেতনতার অভাব, প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবন্ধকতা ও সামাজিক বাধা।

নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা: নারীদের যে সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা পালন করতে হয়, তাতে তারা কর্মক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম সময় দিতে পারেন। জাতীয় পরিসংখ্যান (২০২৩) থেকে দেখা যায় যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা অবৈতনিক কাজের জন্য তিনগুণ বেশি সময় ব্যয় করেন। সন্তান লালন-পালনের জন্য নারীদের চাকরি থেকে বিরতি নিতে হয় বা অপ্রতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত হতে হয়। এসব কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে বা ব্যবসায় পিছিয়ে পড়েন।

১১.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঙ্গ মোকাবিলায় করণীয়

১১.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১১.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১১.৩.১.১.১ পারিবারিক সম্পত্তি নারীদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করা।

ক) নারীদের সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে মুসলিম ও হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করা জরুরি।

১১.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

১১.৩.১.২.১ খাস জমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা।

ক) দেশের অধিকাংশ জেলা-উপজেলাতে খাস জমি বিতরণ বন্ধ আছে। সেখানে অনতিবিলম্বে পুনরায় খাস জমি বিতরণ-কার্যক্রম শুরু করার নির্বাহী আদেশ প্রদান করা।

খ) খাস জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (১৯৯৭) জমির অগ্রাধিকার তালিকায় বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীর আবেদনের ক্ষেত্রে সক্ষম পুত্রসন্তান থাকার বিধান উপরিউক্ত নির্বাহী আদেশে বাতিল করা।

১১.৩.১.২.২ মৎস্যজীবী হিসেবে নারীদের স্বীকৃতি ও জলমহল বন্দোবস্ত নীতিমালার সংস্কার করা।

ক) জলমহল বন্দোবস্ত নীতিমালার সংস্কার করে নারীসহ সকল মৎস্যজীবীর সমিতির মাধ্যমে জলমহল বন্দোবস্ত নিশ্চিত করতে হবে। যারা মৎস্য-আহরণের ওপর নির্ভরশীল—প্রকৃতই খাল, বিল, নদী, হাওর, জলাধারে মৎস্য-আহরণসহ মৎস্যচাষ ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত—তাদের সকলকে শনাক্ত করে তালিকা তৈরির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে হবে। একই সাথে এসব পেশাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-নীতির আওতায় এনে সেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১.৩.১.২.৩ আনুষ্ঠানিক খাতে নারীদের জন্য অনুকূল কর্মসংস্থান নীতি।

ক) কর্মস্থলের নিয়ম ও শ্রম আইন সংশোধন করে নারী-কর্মীরা যাতে প্রয়োজনে সন্তান লালন-পালন করতে কর্মক্ষেত্রে বিরতি নিতে পারে এবং এর ফলে তাদের পদোন্নতি বিগর্ষণ না হয়, সে ব্যবস্থা নেওয়া। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নমনীয় কর্মস্থল চালু করা, যাতে তারা পেশাগত কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পারে। কোভিড-১৯-এ দেখা গেছে যে, বাড়ি থেকে কাজ করার মাধ্যমে খরচ কমানো, নমনীয়তা বাড়ানো ও কর্মীসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা সম্ভব।

¹⁵⁵ বিজনেস ইনিশয়োটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (BUILD) এর সাথে পরামর্শ সভা থেকে প্রাপ্ত

- খ) সমস্ত বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন, যাতে মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশিত ঘোষণা মুক্ত গ্রহণযোগ্য আচরণ ও ভাষা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় এবং এর ব্যতিক্রমী আচরণের ক্ষেত্রে অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

১১.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ক) আদিবাসী নারীসহ সকল নারীকৃষকের কৃষিজমি ব্যবহারের অধিকারকে সরকারি সেবা ও কৃষকের সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে স্থীরূপ দেওয়া। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও এভিএফ শস্য বহন্মুক্তীকরণ প্রকল্পে এর উদাহরণ আছে।

১১.৩.১.৩.১ নারী-উদ্যোগ্ন উন্নয়ন ও সহায়তায় ব্যবসায়িক সংগঠনের ভূমিকা শক্তিশালী করা।

- ক) ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো নারী-উদ্যোগ্নদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, অর্থায়নের সাথে সংযোগস্থাপন এবং নীতিগত পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার চালাতে পারে। ট্রেড লাইসেন্স পেতে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সংগঠনগুলো তা সহজ করার উদ্যোগ নিতে পারে, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে প্রবেশাধিকার সহজ করতে পারে এবং ব্যবসা আনুষ্ঠানিকীকরণে সহায়তা করতে পারে।
- খ) NASCIB, SME ফাউন্ডেশনের মতো সহায়ক সংস্থাগুলো সরকারি সেবা, বিধিমালা ও নিষেধ, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত তথ্যের একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও পরিচালনা করতে পারে এবং নারীদের কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে।
- গ) নারী ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর সদস্যপদ, প্রতিনিধিত্ব ও সেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সেবা ও সুবিধার বংটন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ জন্য জেলা পর্যায়ে ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা জরুরি।

১১.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১১.৩.১.৪.১ নারীর অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা।

- ক) ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস¹⁵⁶ প্রদানকারী, ফিনটেক কোম্পানি ও ক্ষুদ্রোক্ত-প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে নারীদের জন্য উপযোগী আর্থিক পণ্য ও সেবার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে, নীতিমালা প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়নের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- খ) ঋণের শর্তাবলি সহজ ও নারীবান্ধব করতে হবে। বর্তমানে জামানত, ভূমি বা সম্পত্তির মালিকানা ও স্বামীর স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা নারীদের জন্য বড়ো প্রতিবন্ধকতা। ঋণের ক্ষেত্রে এমন শর্ত নির্ধারণ করা উচিত, যা ব্যাংকের নিরাপত্তা-চাহিদা পূরণ করে এবং একইসঙ্গে যোগ্য নারী-উদ্যোগ্নার তাদের দক্ষতা ও ব্যবসার সম্ভাবনা প্রমাণ করে সহজে ঋণ পেতে পারেন।
- গ) নারীদের ঋণ পেতে পুরুষ-জামিনদাতার বাধ্যবাধকতা বাতিল করা। নারীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ অনুমোদিত হতে হবে। যদি কোনো নারী-আবেদনকারীকে ঋণ না দেওয়া হয়, তবে ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই লিখিতভাবে ঋণ-প্রত্যাখ্যানের কারণ জানাতে হবে। প্রয়োজনে তিনি আপিল করতে পারবেন এবং আদালতে যেতে পারবেন।
- ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকে নারীদের জন্য ঋণবরাদ্দ-সংক্রান্ত সার্কুলারগুলোর যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। যেই সকল ব্যাংক নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করছে, তাদের স্থীরূপ ও প্রগোদ্ধনা দেওয়া উচিত এবং যারা লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

¹⁵⁶ Mobile Financial Service (MFS)

- ঙ) ব্যাংকিং পরিবেশ নারীবান্ধব করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী সমস্ত ব্যাংক শাখায় ‘উইমেনস ডেঙ্ক’ চালু করতে হবে।

চ) নারী-উদ্যোগদের জন্য ঝণ-পণ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা কেবল প্রচলিত ও কম লাভজনক ব্যবসার (যেমন: বুটিক, খাদ্যপ্রক্রিয়াজাতকরণ) মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকেন। ব্যাংকগুলোকে আধুনিক আর্থিক ও ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে তারা নারী-উদ্যোগদের সম্ভাবনাকে সীমিত না করে যথাযথ দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

১১.৩.১.৪.২ বনজ সম্পদের ওপর নারীর অধিকার।

- ক) সামাজিক বনায়ন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এর অর্থনৈতিক সফল ভোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১১.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

୧୧. ୩.୨.୧ ଆଇନ ଓ ଆଇନଗତ କାଠାମୋ

১১.৩.২.১.১ নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- ক) নিবন্ধিত হতে হলে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার বোর্ড, সরকারি সংস্থা ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোকে নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০ শতাংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করা। এর উদাহরণ নরওয়েতে আছে।¹⁵⁷

খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে নারীদের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

১১.৩.২.১.২ ই-কমার্সের জন্য একটি আইনগত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো¹⁵⁸ তৈরি করা।

- ক) ই-কমার্সের ক্ষেত্রে নারীদের সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণকাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে ভোক্তা ও সরবরাহকারী উভয়ের অধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়।

খ) ট্রেড লাইসেন্স আইন সংশোধন করে অনলাইন ব্যবসাকে স্বীকৃতি প্রদান, লাইসেন্স পাওয়া ও নবায়নের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং অনলাইনে নবায়ন ব্যবস্থা নেওয়া।

୧୧. ୩. ୨. ୨ ନୀତିସଂକ୍ରାନ୍ତ

১১.৩.২.২.১ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নীতি

- ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলারে (২০১৯) নারী-উদ্যোক্তাদের বাধা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প¹⁵⁹ খাতে নারীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প একসাথে না রেখে কুটির ও মাইক্রো-শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আলাদা করা। কুটির ও মাইক্রো শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করলে অনেক নারীর জন্য সাধারণ সুন্দেখ্য সেবা প্রদান করা সহজ হবে, যা তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণ করার জন্য সহায়ক হবে।

¹⁵⁷ <https://svv.no/en/insights/gender-balance-in-norwegian-board-rooms> - Norway previously had this provision for government organisations and public companies. As of 2024 it has been expanded to private companies as well.

158 Regulatory Framework

¹⁵⁹ Cottage Micro Small and Medium Enterprise (CMSME)

- গ) জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (২০২১) নারীর প্রয়োজন ও প্রতিবন্ধকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া। নারীদের জন্য অর্থপূর্ণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনের জন্য একটি পৃথক নীতি প্রণয়ন করা।
- ঘ) নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য কর-বেয়াতসহ আর্থিক প্রগোদনা চালু করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ঙ) ছোটো নারী-উদ্যোক্তাদের আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এসক্রো অ্যাকাউন্ট¹⁶⁰ ব্যবস্থার নিশ্চিত করা।
- চ) স্টার্টআপ ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে উদ্যোক্তারা একত্রে কাজ করতে পারে এবং তাদের ব্যবসা সুরক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পায়।
- ছ) যেহেতু অনলাইন মাধ্যমের ব্যবসা বা ই-কমার্স ব্যবসা যাচাই ও মূল্যায়ন করা কঠিন, তথ্য-প্রযুক্তি সম্বলিত পরিষেবায়¹⁶¹ নিবন্ধন আইসিটি ব্যবসাকে একটি স্বীকৃত খাত হিসেবে ব্যবসা নিবন্ধন করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

১১.৩.২.২.২ নারী-উদ্যোক্তা সংজ্ঞায় একক সংজ্ঞা/মান গ্রহণের প্রস্তাব।

- ক) বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মান গ্রহণ করে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করলে তা নারীদের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ স্বীকৃতি, নীতি, আর্থিক অভিগম্যতা ও সহায়তা-কর্মসূচিগুলোয় প্রবেশে সহায়ক হবে। এ আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য ব্যবসায়ী সমিতিগুলো বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ও টেস্টিং ইনসিটিউশন¹⁶² এর সঙ্গে কাজ করে একটি নারী-উদ্যোক্তা সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে, যা নারীদের ব্যবসাকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত ও স্বীকৃত করতে সহায়ক হবে।

১১.৩.২.২.৩ কর ও মূল্যসংযোজন কর সহজীকরণ।

- ক) কর-নির্ধারণ ও জমাপ্রক্রিয়া সহজীকরণ, মূল্যসংযোজন কর এর তথ্য জমার সময়সীমা বৃদ্ধি এবং প্রদত্ত ছাড়ের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১১.৩.২.২.৪ নারীর সেবামূলক কাজের আর্থিক মূল্যায়ন করা।

- ক) নারীদের সেবা মূলক কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য, ‘স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্টস’¹⁶³ এর মাধ্যমে এর আর্থিক মূল্যায়ন করা উচিত, যা তাদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করবে।

১১.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১১.৩.২.৩.১ নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- ক) বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই-এর মতো ব্যবসায়ীদের সংগঠনসমূহে কমিটি গঠনের সময় নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- খ) নারী-উদ্যোক্তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অফ গভর্নরসে নারী-সংগঠন ও ব্যবসায়ী-সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।

¹⁶⁰ Escrow Account: একটি এসক্রো অ্যাকাউন্ট হল এমন একটি চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে দুই বা ততোধিক পক্ষ লেনদেন সম্পর্ক করার সময় একটি বিশ্বস্ত তৃতীয় পক্ষের তহবিল ট্রান্সেক্ষন কার্যকর রাখে এবং তৃতীয় পক্ষ টাকা বিতরণ করে।

¹⁶¹ Information Technology Enabled Services (ITES)

¹⁶² Bangladesh Standard and Testing Institute (BSTI)

¹⁶³ A satellite account is an extension of a central national or regional account, designed to provide detailed information on a specific area or aspect of the economy or society.

- গ) ব্যাক্তি মালিকানা খাতের বোর্ড ও পরিচালক পদে নারীদের দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ী-সংগঠন থেকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১.৩.২.৩.২ সরকারি ক্রয়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

- ক) সরকারি ক্রয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে (দরখাস্ত ফর্মে প্রতিষ্ঠানের মালিকের লিঙ্গ উল্লেখ করে) তা উন্মুক্ত তথ্যভান্ডারে রাখা। লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ-ব্যবস্থা চালু করা এবং একটি শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-কাঠামো প্রয়োজন।
- খ) নারীদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা এবং এর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন করা।

১১.৩.২.৩.৩ নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় প্রবেশ সহজ করা।

- ক) ডিজিটাল ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করা।
- খ) বাড়িভিত্তিক ই-কমার্স ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার সময় বাণিজ্যিক এলাকা শনাক্ত করার শর্ত বাতিল করা উচিত, বিশেষ করে যেসব ব্যবসা পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়।
- গ) ই-কমার্স ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর¹⁶⁴ ও ট্রেড লাইসেন্স উভয়ই ব্যবসা পরিচালনা ও খণ্ড পাওয়ার জন্য প্রয়োজন।
- ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই সবুজ ও নীল সম্পদথাতে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য পৃথক সহায়তা-কর্মসূচি ও ইনকিউবেশন পরিষেবা প্রদান করা এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম-সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করা।

১১.৩.২.৩.৪ নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সহায়তা নিশ্চিত করা।

- ক) সকল বৈষম্য দূর করে কুটির, মাইক্রো, ছোটো ও মাঝারি নারী-উদ্যোক্তাদের (ব্যবসায়ী/শিল্পপতি) জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং ৫ বছরের মধ্যে ২৫ শতাংশ ব্যাংক ঋণ নারীদের কাছে যাওয়া নিশ্চিত করা।
- খ) নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য স্টার্টআপ এবং ভেঙ্গার ক্যাপিটালের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা, যাতে নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ নারী হন।
- গ) পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নারীদের নিয়ন্ত্রণ বাঢ়ানো। উদাহরণস্বরূপ: ভারত সরকার নারীদের জন্য নিবন্ধন খরচ কমানোর পর নারীদের নামে সম্পত্তি নিবন্ধন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১.৩.২.৩.৫ যুব-নারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ করা।

- ক) তরুণদের, বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা থেকে জীবিকার্জনের সফল সংযুক্তি নিশ্চিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গবেষণা সেল স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সেলগুলো ভবিষ্যতের শিল্প ও অর্থনীতির (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) মানবসম্পদ ও দক্ষতার চাহিদা যাচাই করবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডসহ অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে তাগাদা দেবে।

¹⁶⁴ Digital Business Identification Number (DBID)

- খ) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থী, বিশেষ করে তরুণ নারী ও পুরুষদের জন্য ক্যারিয়ার বিকল্প, চাকরির সুযোগ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা-সংক্রান্ত তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা তাদের শিক্ষাগত ও পেশাগত পথ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
- গ) নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সম্প্রসারণে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা জরুরি, যা উচ্চ আয়ের ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। (অধ্যায় ৯ দেখুন)
- ঘ) আগামী চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কারণে নারীদের বেকারত্বের সম্ভাবনা হ্রাস ও নতুন চাকরিক্ষেত্রে সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি-দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তির জন্য নিয়োগকারী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উভয়েরই ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১.৩.২.৩.৬ নারীদের জন্য ক্যারিয়ার-পথ ও অগ্রগতির সুযোগ নির্ধারণ করা।

- ক) প্রতিটি খাতে কাজের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য ক্যারিয়ার-পথ ও অগ্রগতির স্পষ্ট দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এতে ব্যবস্থাপনা-কর্তৃপক্ষ ও নারী-কর্মীরা নিজেদের ক্যারিয়ার গঠনের সম্ভাব্য পথগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন এবং সে পথগুলোতে এগিয়ে যেতে কী প্রয়োজন, তা বুঝতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারবেন।
- খ) নারী ও পুরুষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থান-সংযোগকারী এজেন্সি স্থাপন করা।

১১.৩.২.৩.৭ গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোৰা কমানো, স্বীকৃতি দান ও পুনর্বংটন করা।

- ক) গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোৰা কমাতে এবং তা নারী-পুরুষের মধ্যে সমানভাবে বংটন করতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। গৃহস্থালি কাজে সময় ও শ্রম কমানোর জন্য শ্রমসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রসার করা।

১১.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১১.৩.২.৪.১ সকল স্তরে ও সকল শ্রেণির শিশুর জন্য এলাকাভিত্তিক শিশুদ্বিবায়ন-কেন্দ্র স্থাপন করা।

- ক) নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার বা বেসরকারি প্রদানকারীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণির পরিবারের জন্য কর্মস্থল ও কমিউনিটি-ভিত্তিক মানসম্পন্ন শিশুয়ন্ত-সেবা নিশ্চিত করা, যার মান, DIFE ও DWA পরিবীক্ষণ করবে।

১১.৩.২.৪.২ নারী-উদ্যোক্তাদের সরকারি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করা।

- ক) কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায়ে নারীদেরকে সমস্যোগ ও অংশীদারি দেওয়ার লক্ষ্যে BSCIC শিল্পনগরী, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ইপিজেডসমূহে নারীদের জন্যে স্থান বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- খ) বাণিজ্যমেলা, ব্যবসায়িক ডেলিগেশন ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো।

১১.৩.২.৪.৩ নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা।

- ক) জেলা চেম্বার অব কমার্স ও অন্যান্য বাণিজ্যসংগঠনকে নারী-উদ্যোক্তাদের সদস্যপদ দিতে উৎসাহিত করা। তাদের সহায়তার জন্য বিশেষ সেল গঠন করা ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নিতে উৎসাহিত করা।

১১.৩.২.৪.৪ নারীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে সহায়তা করা।

- ক) নারী-কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের জন্য প্রতিটি স্থানীয় বাজারে নারীদের জন্য উপযোগী একটি নিরাপদ বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন বা স্থান বরাদ্দ করতে হবে। সুরক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি এবং পৃথক পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরি।

১১.৩.২.৪.৫ ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ই-কমার্স ব্যবহারে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিতকরণ।

- ক) ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে নারীবান্ধব প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা জরুরি।
খ) নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য একটি নিরাপদ ও সুবিধাজনক ই-কমার্স পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। ই-কমার্সের সফলতার জন্য সবার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে নারী-উদ্যোক্তাদের সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষা প্রদান করার জন্য তাদের সতর্কীকরণ ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

১১.৩.২.৪.৬ নারীদের কৃষিখাতে অন্তর্ভুক্তি সহজ করা।

- ক) ভৌগোলিক পার্থক্যের ভিত্তিতে নারীদের কৃষিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় জলবায়ু পরিস্থিতি অনুযায়ী নারীদের কৃষিতে অন্তর্ভুক্তি বাঢ়াতে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণসহিষ্ণু এবং শুষ্ক অঞ্চলে খরাপ্রতিরোধী ফসলের চাষে উৎসাহিত করতে হবে। এ ছাড়া, নারীদের জলবায়ু-স্মার্ট কৃষিপ্রযুক্তি, টেকসই বীজ, সেচব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

১১.৩.২.৪.৭ বনজ সম্পদের ওপর নারীর অধিকার।

- ক) সামাজিক বনায়ন ও সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করতে হবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এর অর্থনৈতিক সুফল ভোগ নিশ্চিত করতে হবে।

১১.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১১.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) সকল ধর্ম, সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা, যা ধর্ম, সম্প্রদায় ও সামাজিক গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের জন্য একই নীতি ও শর্ত নির্ধারণ করবে, যা নারীদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার অধিকারে সুরক্ষা প্রদান করবে এবং নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সমাজে সম্মান বৃদ্ধি করবে।
খ) অর্থনৈতির সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্পদে নারীর সমান অধিকার ও উত্তরাধিকার নিশ্চিত হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান

নিজের হাতে কাজ করি, নিজের ভাগ্য নিজে গড়ি

১২.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

২০২৩ সালের প্রথম তিনমাসের হিসাব অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল প্রায় ৭.৬৩ কোটি, যার মধ্যে ২.৫৪ কোটি ছিল নারী-শ্রমিক। এ সংখ্যা নারী-শ্রমশক্তির ৩৪.৫ শতাংশ অংশগ্রহণের হারকে প্রতিনিধিত্ব করে। কর্মরত নারীদের প্রায় ৭৪.১ শতাংশ কৃষিখাতে নিযুক্ত, ৮.৭ শতাংশ শিল্পখাতে (উৎপাদন, নির্মাণ ও গ্যাস, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ) এবং প্রায় ১৭.২ শতাংশ সেবাখাতে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ২০১৬-১৭ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৩৬.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৪২.৭ শতাংশ হয়েছে, তবুও নারী-কর্মসংস্থানের একটি বড়ো অংশ প্রায় ৯৬.৬ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে রয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে ২০১৭ সালে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ নারী-কর্মী ছিল, কিন্তু ২০২২ সালে এ সংখ্যা কমে ১ কোটি ৭৩ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।¹⁶⁵ এ হাস আংশিকভাবে তৈরি-পোশাকখাতে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি গ্রহণের কারণে হয়েছে, যার ফলে শহরাঞ্চলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-আয়কারী তৈরি-পোশাক ও প্রবাসী শ্রমিক—এ দুই খাতে নারী-শ্রমিকদের অবদান অসামান্য। দেশের প্রশাসন ও প্রতিরক্ষাখাতেও নারী সমানতালে কাজ করে যাচ্ছে, যা দেশের মর্যাদা ও অর্থনৈতিকে সমৃদ্ধ করছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে দেশের প্রবৃদ্ধিতে নারীর এ অংশগ্রহণের পুরুষের সমান স্বীকৃতি ও সম্মান নেই।

১২.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

আধুনিক সমাজব্যবস্থায়ও নারীর কাজকে যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান দিতে না চাওয়ার বাধাগুলো সমাজ ও কখনো কখনো রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্টি। এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা হলে তা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে। নারীর প্রতি বৈষম্য, হয়রানি, অবহেলা, কুসংস্কারগুলো দূর করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিকভাবে নারীদের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সকল পর্যায়ের সংস্কার অপরিহার্য।

পেশা নির্বিশেষে নারীরা যখন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হন, সেসব পেশায় নারীরা প্রতিনিয়ত হয়রানি, বৈষম্য, কম মজুরি, সহিংসতা, যৌন হয়রানি, সঠিক প্রশিক্ষণ না-পাওয়াসহ নানা ধরনের নিগ্রহ ও বঞ্চনার শিকার হন। এ সকল বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার কারণে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নারীরা কাজে আসতে পারছেন না অথবা উৎসাহিত হচ্ছেন না।

মজুরি-বৈষম্য: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের সম কাজে সম মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না বা থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, একজন নারী-শ্রমিকের যোগ্যতা পুরুষ শ্রমিকের সমান থাকলেও নারীকে সুপারভাইজার/তদারকি অথবা আরও উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া হয় না। নারীর যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করে তাকে নিয়ন্ত্রণ পদে ও কম বেতনে নিয়োগ দেওয়া হয়। নারীর যোগ্যতার অবমূল্যায়ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে সবচেয়ে বেশি। নারী-শ্রমিকদের অনেক কাজকে কম গুরুত্বপূর্ণ বা গোঁ কাজ হিসেবে দেখা হয়, যার ফলে তাদের মজুরি কম নির্ধারিত হয়। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের মজুরির পার্থক্য নির্ধারণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। শিল্পখাতে শ্রমিকদের স্বল্প মজুরী¹⁶⁶, কৃষিখাতের শ্রমিকদের মজুরি-বৈষম্য প্রকট, চা-শ্রমিকদের মজুরি প্রায় বৰ্কি-শ্রমিকের মতো। কম বা অসম মজুরির এ চিত্র প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটির অপ্রতুলতা: সরকারি চাকরিজীবি নারীদের জন্য ছয় মাসের প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি বিদ্যমান থাকলেও বেসরকারি খাতে তা চার মাস এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী-শ্রমিকদের জন্য এ সুবিধা প্রায় অনুপস্থিত। বেসরকারি ও কারখানা-শ্রমিকরা প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি পান না অথবা আংশিক পান। অনেক প্রতিষ্ঠান শ্রম আইনের বিধান অনুসরণ না করায় নারী-শ্রমিকরা পর্যাপ্ত প্রসূতি ও প্রসবজনিত সুবিধা পান না। পিতৃত্বকালীন ছুটির ধারণা নেই বললেই চলে।

শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র এবং ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্য: সরকারি প্রতিষ্ঠানে কিছু শিশু-দিবায়ন সুবিধা থাকলেও বেসরকারি খাতে এটি খুবই সীমিত। আইনে থাকলেও শুধু বৃহৎ সংস্থাগুলো ছাড়া অধিকাংশ ছেটো ও মাঝারি কারখানায়

¹⁶⁵ Hasan & Das, 2025. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

¹⁶⁶ Starving Wage or Poverty Wage

কর্মজীবী নারী-পুরুষের জন্য কোনো শিশু-দিবায়ত্ত কেন্দ্র নেই। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই স্তন্য পান করানোর সুবিধা নেই। সমাজের সকল স্তরের (উচ্চ ও নিম্ন আয়ের) অনেক নারী-কর্মী ও শ্রমিক শিশুদের দেখভাল করার জন্য বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে দেন, যা নারীর আর্থিক স্বাবলম্বন ও নারীর ভাবনাকে সংকুচিত করে।

কর্মক্ষেত্র জেন্ডার-সংবেদনশীল না হওয়ায় নারীরা সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, ঘোন ও প্রজনন স্বাস্থ্য-অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে মাসিক ব্যবস্থাপনায়, মাতৃকল্যাণ সুবিধায় ও অধিকার আদায়ে নারীরা ট্রেড ইউনিয়নে অংশগ্রহণ এবং ঘোন দরকষাকষি-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে বঞ্চিত হন।

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, ঘোন হয়রানি ও নারীর চলাচলে নিরাপত্তাহীনতা: কর্মস্থলে সহিংসতা, ঘোন হয়রানির ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে। উচ্চ-আদালতের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ঘোন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি নেই।¹⁶⁷ সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় সহিংসতা ও ঘোন হয়রানি প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। অনেক নারী অভিযোগ জানাতে ভয় পান, কারণ তদন্তপ্রক্রিয়ায় প্রায়শই নারীদের হয়রানি করা হয় এবং চাকরি হারানোর ভয় থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কমিটি থাকলেও তা কার্যকর নয়।

যাতায়াতের জন্য নারীবাদ্ব যানবাহন না থাকায় বিশেষ করে রাত্রিকালে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় থাকে। একটি গবেষণায় দেখা যায়, ৭৯ শতাংশ নারী গণপরিবহণে ঘোন হেনস্টার শিকার হন, প্রতি ৬ জন নারীর মধ্যে প্রতিদিন ১ জন ঘোন হেনস্টার সম্মুখীন হন।¹⁶⁸ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী-শ্রমিকদের অবস্থা আরও করুণ; অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী-শ্রমিকরা প্রায়শই সহিংসতা ও ঘোন হয়রানির শিকার হন।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ: আসন্ন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বাংলাদেশের নারী-শ্রমিকদের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে, কারণ এটি শ্রমবাজারে স্বয়ংক্রিয়তা, কৃতিম বুদ্ধিমত্তা¹⁶⁹, রোবটিক্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করছে। এতে বাংলাদেশের নারী-শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং পিছিয়ে পড়ছেন। নারীদের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব চতুর্থ শিল্প বিপ্লব¹⁷⁰ এ সফল হতে ডিজিটাল লিটারেসি, প্রোগ্রামিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স ইত্যাদি দক্ষতা প্রয়োজন। অনেক নারী-শ্রমিক এসব দক্ষতার অভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না। পোশাকশিল্পের মতো শ্রমনির্ভর খাত, যেখানে নারীদের উপস্থিতি বেশি, সেখানে স্বয়ংক্রিয়তা ও রোবটিক্সের কারণে চাকরির সুযোগ কমছে। কম দক্ষ শ্রমিকদের কাজ রোবট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে, যা নারীদের চাকরি হারানোর অন্যতম কারণ। একই সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাও উল্লেখ্যযোগ্য। নারীরা এখনো পরিবারের ভেতরে ও বাইরে বৈষম্যের শিকার হন, যা তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ কম পাওয়া এবং কর্মস্থলে ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত কাজে কম নিয়োজিত থাকা তাদের পিছিয়ে রাখছে। অনেক প্রযুক্তিভিত্তিক কর্মস্থলে নারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়নি, যা তাদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে।

ঘোনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি না থাকা: বাংলাদেশে ঘোনকর্মীদের আইনগত স্বীকৃতি নেই, তবে ঘোন পেশা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট আইনও নেই। আইন না থাকায় ঘোনকর্মীরা পুলিশের হয়রানি ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হন। আর্থিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে তারা আরও ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি না থাকায় তারা আইনি সহায়তা ও নিরাপত্তা পান না।

¹⁶⁷ Hossain & Siddiqui, 2009. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

¹⁶⁸ Rabbi, 2024. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

¹⁶⁹ Artificial Intelligence (AI)

¹⁷⁰ 4th Industrial Revolution (4IR)

নারী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে কম অংশগ্রহণ: কর্মক্ষেত্র ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে নারী-কর্মী তথা নারী-শ্রমিকের পদগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অলংকারিক। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সংগঠনগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ কম, ফলে তারা নিজেদের অধিকার বিষয়ে দাবি তুলতে পারেন না এবং আদায়ে পিছিয়ে থাকেন।

চা-শ্রমিক: দেশে চা-শিল্পের বয়স ২০০ বছরের বেশি এবং চায়ের মূল্য ও মূল্যায়ন শতভাগ বাড়লেও চা-শ্রমিকদের জীবনমানের কোনো উন্নতি হয়নি। একজন চা-শ্রমিকের মজুরি এতই কম যে, তার একদিনের মজুরিতে পরিবারের সকলের একবেলা খাবারের জন্য যথেষ্ট না। কাজের জায়গায় কোনো টয়লেট-সুবিধা নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, চাকুরি থেকে অবসরের পরে বাসস্থান বা ভূমির অধিকার নেই। বহু চা-শ্রমিক সন্তানজন্মের সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর শিকার হন অথবা মৃত সন্তান জন্ম দেন। প্রজন্ম ধরে চা-বাগানে কাজ করানোর স্বার্থে বাগানমালিকরা শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়া করানোর ব্যবস্থা না রেখে তাদেরকে নেশায় (মদ) বুঁদ করে রাখে। এতে নারী ও শিশুরা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তাদেরকে প্রজন্ম-পরম্পরায় চা-শ্রমিকের শোষণ ও বঝন্নার জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

১২.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১২.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১২.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩¹⁷¹ সংশোধন করে সকল খাতে ছয় মাস বা ২৪ সপ্তাহ বাধ্যতামূলক পূর্ণ বেতনে প্রসূতি, প্রসবজনিত ও দত্তকজনিত ছুটি নিশ্চিত করা। শ্রম আইনে ‘প্রসূতি কল্যাণ’ শব্দ পরিবর্তন করে ‘প্রসূতি অধিকার’ করা এবং গৰ্ভধারণ থেকে প্রসবোত্তর ছুটিতে থাকাকালীন সময় চাকরিচুক্তি নিয়ন্ত্রণ করাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা।
- খ) সংশোধিত আইনে পিতৃতজনিত ছুটি অন্তর্ভুক্ত করা, যা দুই সপ্তাহের কম নয়। শিশু দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ছুটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রসূতি, প্রসবজনিত ও দত্তক গ্রহণের ছুটি ও সুবিধার জন্য আইনে সংযোজন করা।
- ঘ) ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃক্ষিকরণে আইনে শতকরা হার নির্ধারণ করা।
- ঙ) শ্রম আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে নারীর প্রজননস্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্তকরণ।
- চ) বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধন করে কার্যকরভাবে শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- ছ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় আনা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯¹⁷² অনুস্বাক্ষর করে আইন প্রণয়ন করা।
- জ) শ্রম আইনে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
- ঝ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর কাজকে স্বীকৃতি প্রদান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৃষিখাতে কাজ করা নারীকে কৃষক এবং মাছধরার কাজে নিয়োজিত নারীকে জেলে হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।
- ঞ) সরকারি খাস জমিতে চা-শ্রমিকের আবাসন সুবিধার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া।

¹⁷¹ https://mole.gov.bd/site/view/legislative_information/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE

¹⁷² https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

- ট) কর্মসূলে লিঙ্গবৈষম্য ও যৌন হয়রানি-প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৯০¹⁷³ অনুস্বাক্ষর করা এবং সুপারিশ ২০৬¹⁷⁴ অনুসরণ করা।

১২.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের জন্য সরকারি হাসপাতালে প্রসূতি ও প্রসবজনিত সুবিধা নিশ্চিত করা। শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র পরিবীক্ষণের জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি সমষ্টিয়ে ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা। শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র পরিচালনার আইনের আলোকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, তার প্রয়োগ এবং তদারকি করা।
- খ) শ্রম নীতি, ২০১২-¹⁷⁵ পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা।
- গ) সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (মহামারি, বন্যা) ও শিল্পায়নে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্তকরণে নারীদের সুরক্ষার জন্য অগ্রাধিকার নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।

১২.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ক) সকল কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনের সমষ্টিয়ে পরিবীক্ষণ কোষ গঠন। মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় সরকারি ও বেসরকারি খাতে সরকারি ভর্তুকি ও বীমার ব্যবস্থা করা।¹⁷⁶
- খ) পুরুষ-শ্রমিক ও কর্মীগণ তাদের শিশুদের দিবায়ন-কেন্দ্রে রাখতে পারবেন, তা স্পষ্ট করে আইনে বলা এবং প্রয়োগ করা।
- গ) শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ৩৪৫-এ সম কাজের জন্য সম মজুরি প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে এ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি নিশ্চিত করা।
- ঘ) আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার নীতিমালা প্রণয়ন করা। নারীদের শ্রমঘন এলাকায় যাতায়াতের জন্য পৃথক বাস সার্ভিসের নীতিমালা গ্রহণ করা।
- চ) যৌনকর্মীদের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার নিশ্চিত করা।
- ছ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছ জবাবদিহিতা আওতায় আনা।

১২.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা।
- খ) কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।
- গ) প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য বিশেষ কার্ড সরবরাহ করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।
- ঘ) নারীদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা।

¹⁷³ https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

¹⁷⁴ https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206

¹⁷⁵ <https://mole.portal.gov.bd/site/elibrary/13cb6351-21cd-4abc-9077-f313f8668235>

¹⁷⁶ <https://socialprotection.gov.bd/wp-content/uploads/2025/01/NSSS-Action-Plan-Progress-Report-2024.pdf> (page 42)

- ঙ) যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা, তাদের সন্তানদের শিক্ষা, দক্ষতা-প্রশিক্ষণ, আর্থিক পরিষেবা, আইনি পরিষেবা নিশ্চিতকরণে দৃশ্যমান ফলাফলভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- ঢ) সহিংসতা নিরসনে প্রচারাভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

১২.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১২.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) বাংলাদেশ শ্রম আইনে দত্তক নেওয়ার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা। যাতে করে সন্তান দত্তক নেয়া পিতামাতারা প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটির সুবিধা ভোগ করতে পারেন তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।
- খ) কর্মস্থলে নারী-পুরুষ বৈষম্য ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর ও সুপারিশ ২০৬ অনুসরণ করে আলাদা আইন প্রণয়নসহ বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। যেহেতু শ্রম আইনে নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক কোনো অধ্যায় নেই, তাই শ্রম আইনে এ বিষয়ক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা; নারীর উপর সহিংসতা, বৈষম্য, অশালীন আচরণ, শ্লীলতাহানি, যৌন হয়রানি সংজ্ঞায়িত করা এবং প্রতিকার নিশ্চিত করা।
- গ) যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গণপরিবহণ আইনে সহিংসতা ও যৌন হয়রানি নিরসনে সুনির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার প্রয়োগ তদারকি করা।

১২.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) প্রতিটি খাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা, যাতে মজুরির বৈষম্য কমে। মজুরি-নির্ধারণে নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে হবে। জাতীয় মজুরিকাঠামো নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ন্যূনতম মজুরি বৈশিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে প্রতি বছর পুনর্মূল্যায়ন করা এবং মানসম্মত বাঁচার মত মজুরির জন্য নীতি প্রণয়ন করা।
- খ) চিংড়ির ঘের ও কারখানায় শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় ধরে পানি ও ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, যা নারীদের প্রজননসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবুঝির মধ্যে ফেলে। তাই এ বিষয়ে কর্মঘণ্টা, বিরতি, উপকরণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা।
- গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য কর্ম-এলাকা ও আবাস এলাকায় শিশু-দিবায়ন্ত্র কেন্দ্রের জন্য নীতিমালা, তার বাস্তবায়ন ও কঠোর তদারকি নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবীদের শিশুর স্বাস্থ্যসুরক্ষা-নিশ্চিতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সেবাপ্রদানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা। সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশু-দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র স্থাপন করা। শিশু-দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র সামাজিক ব্যবসায় রূপ দেওয়া; এতে করে সমাজের সকল পর্যায়ের নারীরা তাদের শিশুকে নিরাপদে রেখে শ্রম-কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারবেন।
- ঘ) চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা। চা-বাগানগুলোতে টয়লেট, সুপেয় পানি, নারী-শ্রমিকদের মাসিককালে মাসিক ব্যবস্থাপনার উপকরণ প্রদান ও সমতলে কাজ করতে দেওয়া, স্বাস্থ্যসেবা, চা-শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করা।

১২.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে শিশুদের স্তন্যপানের বিশেষ স্থান রাখতে হবে।

- খ) ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে আনুপাতিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। নারী-শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের অধিকার-সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং মজুরিসহ অন্যান্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে।
- গ) শ্রম-পরিদর্শন জোরদার করা। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে¹⁷⁷ আরও সক্রিয় করে শ্রমিকদের মজুরি, কর্মপরিবেশ, সুবিধা ভোগ করতে পারছে কি না ও বৈষম্য থাকলে, তার কারণ চিহ্নিত করা এবং তার প্রতিকার করা।
- ঘ) যৌনকর্মীদের শ্রম-অধিকার, নিরাপদ আবাসস্থল, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, শিশুদের অভিভাবকত্ব ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

১২.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) শোভন কাজের প্রচার: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ‘শোভন কাজ’-ধারণা অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মসূচি, নারী-শ্রমিকদের অধিকার, নারীর অংশগ্রহণ, সম মজুরির জন্য কর্মসূচি আয়োজন করা।
- খ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমস্থল এলাকায় নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য-অধিকার উন্নয়নে কার্যকর পাবলিক প্রাইভেট কর্মসূচি চালু করা, যেখানে শ্রমিকগণ তাদের সুবিধামতো সময়ে গিয়ে সেবা নিতে পারবেন। নারীদের মাসিক ব্যবস্থাপনায় সবেতনে ছুটি উল্লেখকরণ এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান।
- গ) যৌন হয়রানি বিষয়ে গোপন অভিযোগ জানানো এবং প্রতিকার পাওয়ার জন্য হেল্পলাইন কার্যক্রম জোরদার করা। শ্রমস্থল এলাকায় নারী-নির্যাতন রোধে বহুমুখী কর্মসূচির আদলে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা।
- ঘ) নারীদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। বিশেষ করে কৃতিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, কোডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঙ) নারীদের জন্য কর্মস্থলে প্রযুক্তিগত সুযোগ ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং কর্মপরিবেশ উন্নত করা। নারী-উদ্যোগাদের জন্য সহজ শর্তে খাণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা।
- চ) নারীদের জন্য বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি ও অনলাইন প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা। নারীদের শুধু পোশাকশিল্পের ওপর নির্ভরশীল না রেখে অন্য রপ্তানিখাতে, প্রযুক্তি, ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং, অ্যাপ্লিকেশন ও অন্যান্য আধুনিক শিল্পখাতে নিয়োজিত করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- ছ) সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একসঙ্গে কাজ করে নারীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে উপযোগী দক্ষতা প্রদান করতে হবে। কর্মসংস্থানের নতুন মডেল তৈরি করতে হবে, যেখানে নারীরা নতুন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন।

১২.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১২.৩.৩.১ নীতিসংক্রান্ত

- ক) নারী এবং পুরুষের সম্মানজনক কাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

¹⁷⁷ [https://dife.gov.bd/site/page/b2ef53e5-3049-4913-bc29-5ddcc015b712/-](https://dife.gov.bd/site/page/b2ef53e5-3049-4913-bc29-5ddcc015b712/)

- খ) মহামারি ও আপদকালে শ্রমিক যেন তার পরিবার নিয়ে ক্ষুধার্ত না থাকতে হয়, তার জন্য আপদকালীন তহবিল সর্বদা প্রস্তুত রাখা। কেন্দ্রীয় তহবিলে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশনা দিয়ে রাখা।
- খ) বেকারত ও কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ও বীমা-নীতি প্রগয়ন এবং প্রয়োগ করা।

১২.৩.৩.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) আপাঞ্চিলিৎ, বড়ো ও প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট মেশিন চালানো এবং সেবাখাতে নারীরা যাতে কাজ করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করা।
- খ) স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও অঙ্ক বিষয়ে অধ্যায়নে উৎসাহিত করা এবং দৃশ্যমান ফলাফলভিত্তিক কর্মসূচি প্রগয়ন ও বাস্তবায়ন করা। (এ প্রতিবেদনের নবম অধ্যায়ে দেখুন)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ নারী-শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন

নারী আভিযাসী শ্রমিকের অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায় ধিচার

১৩.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বিশ্বায়নের এ যুগে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা, বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়ে বহুগুণ। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল সতেরো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, যা ২০২৪ সালে পাঁচিশ কোটি ছাড়িয়েছে। মূলত ১৯৯১ সাল থেকে নারী-অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণভাবে দৃশ্যমান হতে শুরু করে। বাংলাদেশের নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা ২০০৪ সালে মোট অভিবাসনের মাত্র ১ শতাংশ ছিল, যা ২০১০ সালে ৬.৪২ শতাংশ-এ পৌছায়।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যৱৰো¹⁷⁸-এর তথ্য অনুসারে, ২০০৪ থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বিভিন্ন দেশে মোট ১২,৩৪,৩১০ জন নারী-শ্রমিক প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুরেত, ওমান, কাতার, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ইতালি, জাপান, হংকং, সাইপ্রাস, বুনাই, মরিসাসহ অন্যান্য দেশে নারী-শ্রমিক প্রেরণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে সৌদি আরব, জর্ডান ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের উপর বাংলাদেশি নারী-অভিবাসীদের নির্ভরশীলতা বেশি রয়েছে।¹⁷⁹ যদিও আন্তর্জাতিকভাবে নারীদের অভিবাসনের গড় হার প্রায় ৪৯ শতাংশ, তবে ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কায় এটি ৭০-৯০ শতাংশ। আমাদের দেশে এ সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও, নারীদের এ অংশগ্রহণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।¹⁸⁰

বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের চারটি দক্ষতার স্তর বিদ্যমান, যেমন: পেশাদার, দক্ষ, আধা-দক্ষ ও কম দক্ষ। বাংলাদেশি কর্মীদের বেশির ভাগই আধা-দক্ষ ও কম দক্ষ স্তরে অস্তিত্ব করে। ২০২৩ সালে মোট অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে শুধু ৪ শতাংশ ছিলেন পেশাদার, ২৫ শতাংশ ছিলেন দক্ষ, ২১ শতাংশ ছিলেন আধা-দক্ষ এবং ৫০ শতাংশ ছিলেন কম দক্ষ।¹⁸¹

বাংলাদেশি নারী-অভিবাসী কর্মীরা পরিবারের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। গবেষণা অনুযায়ী, নারী-শ্রমিকরা তাদের আয়ের ৭০-৮০ শতাংশ দেশে পাঠান, যা পুরুষদের তুলনায় বেশি।¹⁸² এই অর্থ শুধু অভিবাসী পরিবারের জীবনমানই উন্নত করছে না, বরং সামাজিক পরিবর্তন, নারী-পুরুষ সমতা এবং নারীর স্বাবলম্বী হয়ে উঠাতে ভূমিকা রাখছে। নারী-অভিবাসীদের সামাজিক মূলধন, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান, সংযোগ ও নেটওয়ার্ক দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার প্রসারে সহায়ক। নতুন আয়ের সুযোগ একজন অভিবাসী নারীর সামাজিক মর্যাদা বাড়ায় এবং তার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।¹⁸³

বাংলাদেশে শ্রমিক-সুরক্ষায় একাধিক আইন, নীতি ও পরিকল্পনা রয়েছে, যা দেশি ও বিদেশি শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা বিধান করে। এতে নিয়োগকারী এজেন্সি ও গৃহকর্মী নারীদের নিয়োগকৃত কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য আচরণবিধি ও শ্রমিকদের দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।¹⁸⁴

১৩.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ:

আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রক্রিয়া বৈচিত্র্যময়, জটিল ও পরস্পর সংযুক্ত। আন্তর্জাতিক অভিবাসী শ্রমিকরা অভিবাসন-প্রক্রিয়া শুরু থেকে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত বিভিন্ন সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

¹⁷⁸ Bureau of Manpower, Employment, and Training (BMET)

¹⁷⁹ Islam, 2010. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

¹⁸⁰ Islam, 2008. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

¹⁸¹https://drive.google.com/file/d/1arg2JtpYaol00Bf2hiBsIErXnOyTma/view?fbclid=IwY2xjawG71fhleHRuA2FlbQlxMQABHeSED7Qpa_JngiOeG80Q5hyOzSf6xj4Z1bMCPVtkuHsNcajqF2xQZszmxQ_aem_PB3YbeVlochncqu15EKz5g

¹⁸² Shamim & Holliday, 2018. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

¹⁸³ ibid

¹⁸⁴ ibid

নারী-অভিবাসনে বৈষম্য: পুরুষদের তুলনায় নারী-অভিবাসী শ্রমিকরা লিঙ্গাভিত্তিক বৈষম্য, বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, কম মজুরি ও ঘোন নিপীড়নের শিকার হন। সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে আসা নারী-শ্রমিকদের অধিকাংশই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারীরা গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করায় নিয়োগকর্তার সাথে তাদের শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে বিধায় শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা বেশি।

অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা ও কর্মপরিবেশ: নারী-অভিবাসী গৃহকর্মীগণের দৈনিক ১৫ থেকে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ভারী পরিশ্রম করা সাধারণ ব্যাপার।¹⁸⁵ বাহরাইন, কুয়েত, লেবানন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত নিয়ে করা গবেষণায় দেখা যায় যে, গড়ে নারী-অভিবাসী গৃহকর্মীরা প্রতি সপ্তাহে ১০০ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন, যা প্রচলিত ৪০/৪৮ ঘণ্টার মানদণ্ডের দ্বিগুণেরও বেশি।¹⁸⁶ ভারী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা-সরঞ্জামের ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

নির্যাতনের শিকার: অভিবাসী নারী-শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে মৌখিক, শারীরিক ও ঘোন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন। সম্প্রতি ঢাকা ট্রিবিউন-এর একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে মোট ২,৩১৫ জন নারী-অভিবাসী শ্রমিক সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরেছেন এবং তাদের বেশির ভাগই তাদের নিয়োগকর্তাদের দ্বারা কোনো-না-কোনো ধরনের ঘোন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন—ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রামের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়েছে।¹⁸⁷

ভাষা-সমস্যা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা: ভাষা জানা না থাকার কারণে বাংলাদেশি শ্রমিকরা সঠিকভাবে প্রকাশ ও যোগাযোগ করতে পারেন না, যা তাদের কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ঘটায়। তা ছাড়া, ভিন্ন সংস্কৃতিতে নিজেকে খাপ খাওয়ানোটাও একটা সমস্যা। যেহেতু নারীরা বেশির ভাগ গৃহকর্মে নিয়োজিত, সেহেতু তাদের উপর শোষণের মাত্রা বেশি।

স্বাস্থ্যসমস্যা: ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৪,৫০,০০০-এর বেশি বাংলাদেশি নারী বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসন করেছেন। এদের প্রায় ৯৫ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গৃহকর্মে নিযুক্ত।¹⁸⁸ অধিকাংশ শ্রমগ্রহণকারী দেশে নারী-গৃহকর্মীদের শ্রম আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়। এ নারী-অভিবাসী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও শোষণের সাথে শারীরিক, মানসিক, ঘোন ও প্রজনন-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হন।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের নারীদের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় প্রকার অভিবাসন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ুজনিত দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নারীরা নিরাপত্তাহীনতা ও লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার (৬.২ শতাংশ) শিকার হচ্ছেন, যার মধ্যে ৪৫.১৬ শতাংশ নারী কোনো আইনি পদক্ষেপ নেননি। প্রায় ৯০ শতাংশ নারী জানেনই না যে, নারী-শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় কোনো সংস্থা নিয়োজিত আছে।¹⁸⁹

অভিবাসী নারী-শ্রমিকের মৃত্যু: ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা যায়, মোট হত্যার ঘটনায় সৌদি আরবের অবস্থান শীর্ষে, যা ৩৩ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে লেবানন (২৫ শতাংশ) ও কুয়েত (১৭ শতাংশ)। এসব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সাধারণত নিয়োগকর্তারা জড়িত থাকে। প্রতিবেদনে ৯৮ জন নারী-অভিবাসীর মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা মোট মৃত্যুর ১৪ শতাংশ। গন্তব্য দেশগুলো থেকে পাওয়া প্রাপ্ত চিকিৎসা সনদ অনুযায়ী, ৬৮ শতাংশ মৃত্যুকে ‘স্বাভাবিক মৃত্যু’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। শারীরিক, মানসিক ও ঘোন নির্যাতনের কারণে অনেক সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে, যাকে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবে দেখানো যায়।¹⁹⁰

¹⁸⁵ Siddiqui, 2008.

¹⁸⁶ Barkat & Ahsan, 2014; Siddiqui 2008.

¹⁸⁷ Dhali, 2020.

¹⁸⁸ OKUP, 2019.

¹⁸⁹ Khan & Rabbi, 2021.

¹⁹⁰ Siddiqui, 2023.

ফুটনোট ১৮৫-১৯০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

১৩.৩ প্রতিবন্ধকর্তা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ:

১৩.৩.১ অন্তর্ভূকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৩.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৩.৩.১.১.১ আইনে অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

- ক) অভিবাসী নারী-শ্রমিক ও প্রত্যাগত নারী-শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান অভিবাসন আইন, বিধি ও নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা; তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, সম্মান ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- খ) সৌদি আরবসহ সকল দেশে নারী-অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে নিয়োগসংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া।

১৩.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

১৩.৩.১.২.১ শ্রম ও অভিবাসন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করা।

- ক) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সনদ ১৮৯ (গৃহশ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ কাজ) এবং ১৯০ (কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন ও হয়রানি মুক্ত করা) সরকার কর্তৃক অনুস্বাক্ষর করা।
- খ) অভিবাসী নারী-কর্মীদের মানবাধিকার সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আন্তর্জাতিক দলিলে অনুমোদন করা, বিশেষ করে সকল অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার-সুরক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহে।

১৩.৩.১.২.২ প্রবাসী কল্যাণ নীতিতে শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

- ক) নারী-শ্রমিকগণ যেন ব্যাংকে নিজে টাকা পাঠাতে পারেন, সে সুযোগ দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা।
- খ) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের সময় দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে তাদের স্বাস্থ্য, অধিকার ও সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।
- গ) বিদেশে কাজ করার সময়ে নারী-শ্রমিকদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি নিশ্চিত করা।
- ঘ) গান্ধৰ্ভুক্ত দেশে কর্মরত কোনো শ্রমিক নিয়োগকর্তার বাড়িতে না থাকা। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক-প্রেরণকারী দেশে নারী-শ্রমিকদের রাতে থাকার জন্য হোষ্টেলের ব্যবস্থা রাখা।
- ঙ) নারী-শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে কাফালা সিস্টেম¹⁹¹ বিলুপ্ত করা, যাতে অভিবাসী শ্রমিক কর্মের ও চলাচলের স্বাধীনতা পাবেন, যার ফলে রেমিটান্স বৃক্ষিসহ মানবাধিকার রক্ষা হবে।
- চ) যারা আজীয়-স্বজনের পাঠানো ভিসাতে বিদেশ যাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ভিসা-প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ রাখা, যেটা ২০০৮ সাল পর্যন্ত ছিল। অবৈধভাবে কোনো এজেন্সির নাম ব্যবহার করা বন্ধ করা।
- ছ) অভিবাসনের ক্ষেত্রে অভিবাসী নারীদের অভিবাসনের দেশে জেন্ডার-সংবেদনশীল, নিরাপদ, তথ্যভিত্তিক ও বৈষম্যহীন জেন্ডার-নীতি প্রণয়ন করার জন্য দেনদরবার করা।
- জ) অভিবাসী শ্রমিককে ডাকযোগে ভোটের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- ঝ) পুনঃএকত্রীকরণ নীতির খসড়া অনুমোদন করা।

¹⁹¹ কাফালা পদ্ধতি, যাতে অভিবাসী শ্রমিকদের একটি দেশে বসবাসের সময়কালজুড়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়োগকর্তার সাথে আবদ্ধ করে।

১৩.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৩.৩.১.৩.১ প্রবাসে ও প্রত্যাবাসনে সহায়তা দান।

- ক) নারী-অভিবাসী শ্রমিক শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হলে দৃতাবাস থেকে তৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- খ) দৃতাবাসে শ্রমকর্তাদের (লেবার এট্যাশেদের) নারী-অভিবাসী কর্মীর কল্যাণে আরও তৎপর করা।
- গ) অনিবার্জিত অভিবাসীদের জন্য কুটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থা করা।
- ঘ) নারীদের উপর সহিংসতারোধে সকল দৃতাবাসে ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস স্থাপন এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও দৃতাবাসের মাধ্যমে অভিযোগ পর্যবেক্ষণ ও দুট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।¹⁹²
- ঙ) অসদাচরণ ও নির্যাতনের ঘটনারোধে অভিযোগ দায়ের ও পরিবিক্ষণ জোরদার করার জন্য এ বিষয় বিভিন্ন দেশের সাথে সমর্থোত্তা স্মারক ও দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মধ্যে অর্থভূক্ত করা।
- চ) ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জন, দক্ষতার স্বীকৃতি, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও টেকসই উদ্যোগাবৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত খসড়া পুনঃএকত্রীকরণ নীতি অবিলম্বে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা।
- ছ) নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে নিয়মিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৩.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৩.৩.১.৪.১ প্রাক-অভিবাসন প্রস্তুতিতে সহায়তা।

- ক) অভিবাসন-ব্যয় কমানোর জন্য সরকার-নির্ধারিত সকল ফি ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যয়ের সুযোগ বন্ধ করা।
- খ) বিদেশে গমনকারী নারী-শ্রমিকের নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খোলা নিশ্চিত করা।
- গ) শ্রমিক-গ্রহণকারী দেশের সাথে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে যে সকল শর্ত নারী-শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে, সেগুলো প্রাক-অভিবাসন পর্যায়ে তাদের জানিয়ে দেওয়া।
- ঘ) বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা ও কাজের উপর অভিবাসী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ফেরত আসা শ্রমিকদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে, যাতে তাদেরও কর্মসংস্থানও হয়।
- ঙ) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যৱৰ্তো এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নিজ দেশ ও গন্তব্যদেশ—দুই দেশেই ২৪/৭ হেল্পলাইন পরিষেবা কার্যকরভাবে চালু করা।

১৩.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৩.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) আইনগত ব্যবস্থাসহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণের মাধ্যমে পাচার, শোষণ-বঞ্চনা ও যৌন হয়রানি থেকে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

¹⁹² ২০২২ সালে জর্জান দৃতাবাস ওয়ান-স্টপ-শপ স্থাপন করেছিল।

১৩.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

১৩.৩.২.২.১ অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে চুক্তি ও নীতি।

- ক) নারী-শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে যেন অধিকার-বঞ্চিত ও নির্যাতনের শিকার না হন এবং অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে, সে বিষয়ে গন্তব্য-দেশগুলোর সাথে সরকারের চুক্তি স্বাক্ষর করা এবং প্রচার করা।
- খ) নারী-শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের পূর্বে তাদের বীমাব্যবস্থা নিশ্চিত করা। মৃত্যু ও আঘাত্যাকে বীমার আওতায় রাখা।

১৩.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৩.৩.২.৩.১ সেবাব্যবস্থা জোরদার করা।

- ক) ফেরত আসা নারী-শ্রমিকরা যাতে সহজে কাজ খুঁজে পেতে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণ-প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে, সে লক্ষ্যে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যৱে এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড তাদের মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে কর্মসংস্থান-সংযোগ সেবা চালু করা।
- খ) নারীদের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা থেকে রক্ষায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ে¹⁹³ সালিশ-ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিবাসন-সম্পর্কিত অভিযোগগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা।
- গ) অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা ও ডিজিটাল মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা।
- ঘ) জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের অধীনে নারীদের জন্য যে সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে, সেগুলোর প্রশিক্ষণের মান ও বিষয়-মূল্যায়ন করে বৈচিত্র্যময় ও বৈশিক চাহিদা আছে—এমন সব পেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ঙ) দূতাবাসগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য যে সকল সেবা চালু আছে, সেগুলোর মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

১৩.৩.২.৩.২ তদারকি ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

- ক) অভিবাসী নারী-শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য প্রেরণকারী দল¹⁹⁴ এবং গন্তব্য দেশ¹⁹⁵ যৌথ কারিগরী কমিটি¹⁹⁶ নিয়মিত সভা করা।
- খ) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা মর্যাদাপূর্ণভাবে সেবাপ্রদান নিশ্চিত করা। সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যদি নারী-শ্রমিকদের কোনো রকমের হয়রানি করে, সে ক্ষেত্রে তদন্ত করে তৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- গ) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড দ্বারা তাদের কার্যবিধি অনুযায়ী অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- ঘ) বিদেশে নারী-শ্রমিক পাঠানোর পর তাদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিয়মিত খোঁজখবর রাখার জন্য তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ বিষয় অবশ্যই দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

¹⁹³ District Employment and Manpower Office (DEMO)

¹⁹⁴ Country of Origin

¹⁹⁵ Country of Destination

¹⁹⁶ Joint Technical Committee

- ঙ) নিয়োগকারী সংস্থা ও সাব এজেন্টদের কার্যক্রম জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যরোর কঠোর পরিবীক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা।

১৩.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৩.৩.২.৪.১ নিরাপদ অভিবাসনের জন্য তথ্য ও বহুমুখী সহায়তা।

- ক) অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের অধিকার-বিষয়ক একটি প্রাক-প্রস্থান ওরিয়েন্টেশন মডিউল তৈরি করা, যা অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশি পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব তথ্য সরবরাহ করবে।
- খ) সরকারি অভিবাসন নীতিগুলো-সম্পর্কে অভিবাসী নারীদের অবহিত করা।
- গ) বিদেশে নারী-শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে বৈদেশিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নারী-শ্রমিকদের জন্য বহুমুখী শ্রমবাজারের বিস্তার ঘটানো। বিভিন্ন দেশে নারীদের গৃহকর্মী পেশা ছাড়াও অন্য পেশায় নিয়োজিত করার জন্য গবেষণা-কার্যক্রম ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো। নির্দিষ্ট দেশভিত্তিক পেশাগত বাজার গবেষণা করে নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।
- ঘ) ‘ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড’ দ্বারা নারী-অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তার জন্য অর্থ সহায়তা নিশ্চিত করা।

১৩.৩.২.৪.২ ফিরে আসা শ্রমিকদের মর্যাদা, সামাজিক সুরক্ষা ও সহায়ক মনোসামাজিক সেবা প্রদান।

- ক) বিদেশফেরত নারী-শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।
- খ) বিদেশ থেকে ফিরে আসা ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা এ ক্ষেত্রে শোষণ বা সহিংসতার শিকার, স্বাস্থ্যবুঁকিতে থাকা, পাচার হওয়া ও যৌন সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া।
- গ) বিদেশফেরত নারীদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় দিবস উদযাপনে নারী-অভিবাসীদের অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করা।
- ঘ) প্রতিবন্ধিতা নিয়ে ফিরে আসা নারী-শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, সাথে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৩.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৩.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৩.৩.৩.১.১ শ্রম আইনে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা।

- ক) শ্রম আইন সংস্কার করে একক শ্রমিককে ফেডারেশনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিয়ে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত হবে।

১৩.৩.৩.২ নীতিসংক্রান্ত

১৩.৩.৩.২.১ শ্রম-অভিবাসন প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক মান রক্ষা।

- ক) শ্রম-অভিবাসন প্রক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্রে সরকার ও অন্যান্য অংশীজনদের আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার মাল্টিলেটারাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ নিয়মিত তদারকি করা।

- খ) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদে নারী-অভিবাসী কর্মীদের জন্য সাধারণ সুপারিশ ২৬, অনুচ্ছেদ ৫¹⁹⁷ এর বাস্তবায়ন করা।
- গ) দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে বাংলাদেশের নারী-শ্রমিকদের বিদেশে সমিতি করার সুযোগ রাখা, যাতে তারা তাদের সমস্যা, সমাধানের উপায় ও নায় দাবি উপস্থাপন করার সুযোগ পায়।

১৩.৩.৩.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৩.৩.৩.৩.১ দৃতাবাসের ভূমিকা শক্তিশালী করা।

- ক) বাংলাদেশের দৃতাবাসগুলোতে নারী-গৃহশ্রমিকদের জন্য মাসে একটি নির্ধারিত দিন রাখা, যাতে তারা অনলাইনে উপস্থিত হয়ে সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করতে পারে, যেমনটা ফিলিপাইন দৃতাবাস প্রতি মাসে করে।
- খ) শ্রম আইন অনুযায়ী, কোনো শ্রমিক এককভাবে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারে না। শ্রম আইনের সংক্ষার করে শ্রমিককে ফেডারেশনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দেওয়া, যাতে করে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো সরকার ও প্রযোজ্য সংগঠনগুলোর সাথে একক ও সংঘবন্ধ শ্রমিকদের পক্ষে যৌথ দরকার্যবাক্সির মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে পারে।
- গ) সকল খাতে ভালো মজুরিসহ অধিক সংখ্যক নারী-অভিবাসনের ব্যবস্থা নেওয়া, যেখানে তাদের কর্মপরিবেশ ও মর্যাদা বর্তমানের চেয়ে অনেক উন্নত হবে। তারা আন্তর্জাতিক শ্রম ও অভিবাসন আইনের সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
- ঘ) নারী অভিবাসীদের জন্য বহুমাত্রিক, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত হবে।

১৩.৩.৩.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৩.৩.৩.৪.১ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন।

- ক) নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ অভিবাসনের জন্য প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়া।
- খ) নিয়োগকারী সংস্থা ও সরকারের সাথে এক জোটে কাজ করার মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসনের পথকে সুগম রাখা।
- গ) অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় বেসরকারি সংগঠনগুলো, নিয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা শক্তিশালী করা।

¹⁹⁷ নারীদের উপর অভিবাসনের সুনির্দিষ্ট প্রভাব বিশ্লেষণ করতে হলে, নারী অভিবাসনকে লিঙ্গ বৈষম্য, প্রচলিত জেন্ডার রোল, জেন্ডারড শ্রম বাজার, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার সার্বজনীন বিভৃতি এবং বিশ্বায়াগী দারিদ্র্য ও শ্রম অভিবাসনে নারীর অংশগ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করতে হবে।

চতুর্দশ অধ্যায়: দারিদ্র্য-হ্রাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা

থাদ, বন্ধ, যামস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হ্রেক মৌলিক অধিকার

১৪.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশ দারিদ্র্য-হাসে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার জাতীয় পর্যায়ে ছিল ১৮.৭ শতাংশ, গ্রামীণ এলাকায় ২০.৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ১৪.৭ শতাংশ।¹⁹⁸ নিম্ন দারিদ্র্যসীমা অনুযায়ী এ হার জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৫.৬ শতাংশ, গ্রামীণ এলাকায় ৬.৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৩.৮ শতাংশ। শহরে দারিদ্র্যের হার কম হলেও দরিদ্র মানুষের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার একটি কারণ হলো দৃত নগরায়ন। ২০২২ সালে শহরের জনসংখ্যা প্রায় ৫.২ কোটিতে পৌছেছে, যা ২০১১ সালে ছিল ৩.৪ কোটি।¹⁹⁹ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতৃত্বাচক প্রভাবও অর্থনৈতি ও দারিদ্র্যের উপর প্রভাব ফেলছে।

কোডিড-১৯ ও একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দারিদ্র্য-হাসের গতি মন্তব্য হয়েছে এবং অনেক বেশি মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পড়েছে। কোডিড-১৯ মহামারির ফলে বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০২৪ সালের বন্যা প্রমাণ করেছে যে, উপকূলীয় অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র্যের কারণ হতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিকে ২০২৪ সালে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ ছিল উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি; নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির বার্ষিক হার ১১.৩৮ শতাংশ-এ পৌছায়, যা গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। নভেম্বর, ২০২৪-এ খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১৩.৮০ শতাংশ, যা দরিদ্রদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় ফেলে তাদের জীবনযাত্রাকে কষ্টকর করে তুলেছে।²⁰⁰ সংকটের প্রভাব কমাতে এবং পরিবারগুলোকে অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করতে সামাজিক সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

দারিদ্র্য-হাসে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি: সামাজিক সুরক্ষা বিদ্যমান থাকলেও তা অনেকটা এড হক/ অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। ২০১৫ সালে অনুমোদিত জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল²⁰¹ একটি জীবনচক্রভিত্তিক (শৈশব, কর্মজীবন, মাতৃত্ব, বার্ধক্য) সমৰ্পিত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। এতে প্রতিবন্ধিতা, নগর-দারিদ্র্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নারীদের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে ২০১৮-তে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাও প্রণীত হয়। সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচিতে দরিদ্র ও নারীদের শোভন কর্মসংস্থান, দক্ষতা-উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, আর্থিক সেবা এবং জীবিকার সুরক্ষা ও অভিযোজনের সুযোগ দিয়ে তাদের দারিদ্র্য-হাস, ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন করা এবং বৈষম্য কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচিতে রয়েছে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, তালাকপ্রাপ্ত/পরিত্যক্ত নারীদের ও মাতৃত্বকালীন ভাতাত; শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি; খাদ্য নিরাপত্তা; দুর্যোগ-সহায়তা; দরিদ্রদের কর্মসংস্থান; জলবায়ু-অভিযোজন; মানব-উন্নয়ন; দক্ষতা ও জীবিকায়ন কর্মসূচি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাস্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষাখাতে মোট ১,২৬,০৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, যা মোট বাজেটের ১৬.৪৮ শতাংশ ও জিডিপির ২.৫০ শতাংশ।²⁰² এখানে ১৪০টি কর্মসূচির আওতায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ উপকারভোগী রয়েছে। নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি থেকে ৪১ লক্ষ জন উপকারভোগী সহায়তা পান। তবে আরও বেশ কিছু কর্মসূচিতে নিঙ্গা-বিভাজিত উপাত্তের অভাবে নারীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ ব্যাংকের মাধ্যমে, ৩৪ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এবং ১৯ শতাংশ

¹⁹⁸ BBS, 2023a.

¹⁹⁹ BBS, 2022.

²⁰⁰ WFP, 2025.

²⁰¹ National Social Security Strategy (NSSS).

²⁰² Finance Division, 2024.

ফুটনোট ১৯৮-২০২ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্ত ১০ দৃষ্টব্য।

সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের সুবিধা গ্রহণ করেন।²⁰³ অর্থ বিভাগের কাছে ২৬টি সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থায়²⁰⁴ অভিগম্যতা আছে, তাই সরকারের কাছ থেকে সরাসরি অর্থ ছাড় হয়।

১৪.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষিখাতের ও শিল্পখাতের জিডিপি-গ্রুপে ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা কমে গেছে²⁰⁵, এতে কর্মসংস্থান সংকোচনের ঝুঁকি ও বেকারত্বের সম্ভাবনা বেড়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্দেগ শ্রমবাজারের ওপর নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে নারীরা বিশেষত তৈরি-পোশাকশিল্পে এ মন্দার প্রধান শিকার হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্য ও সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে।²⁰⁶ মুদ্রাস্ফীতির কারণে পারিবারিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য ব্যায় কঠিন হয়ে উঠেছে। সামাজিক সুরক্ষা-কৌশল থাকলেও কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনেক ত্রুটি রয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা ভাতার পরিমাণ কম: সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির আওতায় ব্যক্তিকে যে পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয়, তা নগণ্য। মুদ্রাস্ফীতির ফলে এ ভাতার ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়ে সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির কার্যকারিতা হাস পেয়েছে। কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা বাড়াতে অতিরিক্ত তহবিল প্রয়োজন, যা মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থসংকটের কারণে বরাদ্দ করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

সামাজিক সুরক্ষা-বরাদ্দের ত্রুটিগুরু হিসাব: সরকারি কর্মচারীদের অবসরভাতা, ভর্তুকি ও কিছু অবকাঠামোগত ব্যয়কে সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে হিসাব করা এবং কিছু অপ্রাসঙ্গিক কর্মসূচি তালিকায় থাকায় সামাজিক সুরক্ষা-বাজেটকে বড়ে দেখা যায়, যাতে প্রকৃত সামাজিক সুরক্ষাব্যয় ও বরাদ্দ হিসাব বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

সামাজিক সুরক্ষা-সুবিধাভোগী বাছাইতে ত্রুটি: উপকারভোগী নির্বাচনে বাদ দেয়া ও অন্তর্ভুক্তি উভয় প্রকার ত্রুটি রয়েছে। একদিকে, যারা সামাজিক সুরক্ষার প্রকৃত হকদার, তারা বাদ পড়ছেন; অন্য দিকে, যারা এর যোগ্য নন, তারা সহায়তা পাচ্ছেন। বিভিন্ন ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রাপ্তিক মানুষ, বিধবা ও অসহায় নারী, এতিম শিশু, প্রাপ্তিক জনগণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রদত্ত ভাতা সকল যোগ্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অপ্রতুল। কিন্তু অন্য দিকে যারা দারিদ্র্যসীমার উপরে আছেন, তারা তালিকাভুক্ত হয়ে সুবিধা পাচ্ছেন। ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান ও সদস্যরা উপকারভোগীর তালিকা-প্রণয়নে প্রায়ই ভোটারদের রাজনৈতিক সমর্থন বিবেচনা করেন, ফলে পক্ষপাতিত ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় অনেক প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন। সঠিক লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের অভাব কর্মসূচির সুবিধাভোগী বাছাই ও প্রভাব মূল্যায়নে সমস্যা তৈরি করছে এবং কর্মসূচির তহবিলের অপব্যবহার ঘটাচ্ছে।

শহর-গ্রাম বিভাজন: সামাজিক সুরক্ষাসেবা-সহায়তার ক্ষেত্রে শহর-গ্রাম বিভাজন স্পষ্ট এবং শহরে নিম্ন আয়ের এলাকার বাসিন্দারা পর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা পান না। সামাজিক সুরক্ষাসেবা প্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র ২০ ভাগ শহরের বাসিন্দা।²⁰⁷ দ্রুত নগরায়ন শহরের নারীদের মধ্যে বহুমুখী অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করছে। তাদের অস্থায়ী বাসস্থান, অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার নিরীক্ষানের কারণে বিভিন্নমুখী সামাজিক সুরক্ষা বেশি প্রয়োজন।

নারীর জন্য সমস্যা: বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা-নীতিমালা ও কর্মসূচির কাঠামোগত দুর্বলতা, জেন্ডার-সংবেদনশীলতার অভাব নারীদের জন্য দেওয়া কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সামাজিক ও প্রাপ্তিষ্ঠানিক পক্ষপাত, তথ্যের ঘাটতি ও চলাচলে বাধা নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা-সুবিধাতে অংশগ্রহণ সীমিত করছে। সামাজিক নিরাপত্তা-কর্মসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দক্ষতা-উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেরকে গতানুগতিক

²⁰³ BBS, 2023a. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দফ্ট।

²⁰⁴ Management Information System (MIS)

²⁰⁵ The Business Standard, 2025.

²⁰⁶ Mridha, 2024.

²⁰⁷ Task Force Committee, 2025.

ফুটনোট ২০৫-২০৭ সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দফ্ট।

পেশায় সীমাবদ্ধ রাখছে এবং এতে কোনো রকম উত্তরন-পরিকল্পনার অভাবে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ কম। সামাজিক সুরক্ষায় নারীর উপর সহিংসতা, পারিবারিক নির্যাতন, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত নেই। জেন্ডার-সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়, ফলে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও কর্মসূচিতে বিনিয়োগ সীমিত। সহিংসতার শিকার নারীরা সামাজিক নিরাপত্তা বা জরুরি সহায়তা পান না, যার ফলে তারা আরও দারিদ্র্য ও সমস্যার মধ্যে পড়েন।

সমন্বয়হীনতা: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয়হীনতা থাকায় একাধিক সংস্থা একই ধরনের প্রকল্প পরিচালনা করছে যাতে অর্থ-অপচয় ঘটছে।

সেবা ও বীমাব্যবস্থা না থাকা: অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত পুরুষ ও নারীরা সামাজিক সুরক্ষার আওতার বাইরে থাকায় তারা স্বাস্থ্যসেবা, অবসর-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা-কৌশলে প্রস্তাবিত জাতীয় সামাজিক বীমা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি এখনো খুব সীমিত। এখনো সাধারণভাবে অবদানভিত্তিক²⁰⁸ সামাজিক বীমাব্যবস্থা নেই, যার ফলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেকারত, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার ঝুঁকির ক্ষেত্রে কোনো সুরক্ষা সহায়তা পান না।

সরকার থেকে সরাসরি ব্যক্তিতে অর্থপ্রদানের ঝুঁকি: ব্যক্তিপর্যায় পর্যন্ত ই-ট্রান্সফার ব্যবস্থাটি ভালো উদ্যোগ। তবে আবেদন ও ভাতাপ্রাপ্তি অনলাইনে হওয়াতে কিছু মানুষের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক নারীর নিজস্ব মুঠোফোন না থাকায় বা তা ব্যবহার করতে না পারায় তাদের আবেদন, নিবন্ধন ও প্রাপ্তির জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে হয়, যাতে অনেক সময় অন্যের কাছে অর্থ চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তদের কিছু ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হওয়ার কথা জানা গেছে। এতে নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে অনেকে শংকা প্রকাশ করেছেন।

জলবায়ুর অভিঘাত বিবেচনায় অপ্রতুলতা: বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি জলবায়ুর অভিঘাত বিবেচনায় অপ্রতুল। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙ্গনের কারণে অনেক পরিবার বাস্তুচুত হন, ফলে দারিদ্র্য, খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা ও নারীর উপর সহিংসতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া দুর্যোগে ও পরবর্তী সময়ে পরিবার বা পুরুষ স্থানান্তর হলে অপর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা তাদের সংকট আরও বাঢ়িয়ে দেয়। এতে অনেক সময় নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বেড়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদি অভিযোজন ও সহনশীলতা গঠনের কৌশল এখনো কার্যকর হয়নি।

১৪.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৪.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৪.৩.১.১ নীতিসংক্রান্ত

১৪.৩.১.১.১ সামাজিক সুরক্ষা-প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক কি না, তা নিশ্চিত করা।

- ক) বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/ভাতাপ্রাপ্তির মানদণ্ড পর্যালোচনা করে কিছু প্রাপ্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্যমূলক বিধান সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া।
- খ) শহরে বসবাসকারী যারা নগর-ভোটার নন, যৌনকর্মী, বেদে-সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া।
- গ) বার্ধক্যভাবে পাওয়ার জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা পুনর্বিবেচনা করা, কারণ কিছু জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রা বা পেশার কারণে দ্রুত বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং অন্যদের তুলনায় বেশি অসুস্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

²⁰⁸ contributory

- ঘ) পরিমার্জিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা-কৌশলে বেকারত্ব-বীমা চালু করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা ও সারাদেশে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বীমা (EIS) সম্প্রসারণ, অফিস ও কারখানায় কাজ করা নারীদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক বীমা চালু করা এবং বিধবা ও বয়ঞ্চ নারীদেরকে সর্বজনীন অবসরভাত্তা-ব্যবস্থায় আনার ও প্রয়োজনে ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া।

১৪.৩.১.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৪.৩.১.২.১ আগামী বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ বৃক্ষি করা।

- ক) ২০২৫/২৬ সালের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা-সুবিধার হিসাবের জন্য মূল্যস্ফীতির প্রভাব সকল ভাতা/কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে করে মাথাপিছু বরাদ্দ একটি গ্রহণযোগ্য পরিমাণ হয়।
- খ) বিশেষ করে ভর্তুকি দিয়ে খাদ্য-বিক্রয়সহ যে-কোনো সামাজিক নিরাপত্তা-সহায়তা মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ্ধতিতে সরবরাহ করা উচিত। খাদ্যসহায়তা-কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য করতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে,
- i. খাদ্য-বিক্রয়ের স্থানের সংখ্যা ও কার্যদিবস বৃক্ষি করা,
 - ii. বিভিন্ন কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর কাজের সময় অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খাদ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা,
 - iii. নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা সারিয়ে ব্যবস্থা করা,
 - iv. উন্মুক্ত স্থানে নয় বরং নির্ধারিত দোকানের মাধ্যমে খাদ্যসহায়তা সরবরাহ করা, এবং
 - v. কম দামে খাদ্য-বিক্রির পরিবর্তে নগদ ভাতা বা ভাট্টাচার-ব্যবস্থা চালু করা, যাতে মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করতে পারে।

১৪.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৪.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৪.৩.২.১.১ জেন্ডার-সংবেদনশীল জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা আইন।

- ক) সকল নাগরিকের জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার আইন প্রণয়ন, বিশেষ করে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী ও প্রবীণদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশু-সহায়তা ও বয়ঞ্চ-সেবাসহ জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা থাকবে।

১৪.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

১৪.৩.২.২.১ আসন্ন পরিমার্জিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা-কৌশলে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।

- ক) গৃহস্থালি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিযুক্ত নারীদের জন্য একটি বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে তারা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা ও প্রসূতি ও প্রসবজনিত মাতৃত্বকালীন বীমা-সুবিধা, বেকারত্ব-ভাতা ও অবসর-ভাতা সুবিধা পেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনে সরকার থেকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- খ) বর্তমান প্রসূতি ও গর্ভবতী নারীর জন্য প্রচলিত ভাতাকে প্রসূতি, গর্ভবতী নারী ও নবজাতকদের জন্য একটি প্রসূতি ও প্রসবজনিত সহায়তা প্যাকেজে আনার বিধান করা, যাতে সমন্বিত অর্থ সহায়তা, পুষ্টিকর খাবার ও প্রসূতিসেবা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

- গ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসকারী মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোতে জলবায়ু-সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জীবিকা, অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ, আগাম সতর্কতা প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেওয়া।
- ঘ) নীতিগত নির্দেশনার মাধ্যমে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকার জনগণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা-সুবিধা সহজলভ্য করার জন্য জরিপ, তথ্য ও আবশ্যক পণ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা।

১৪.৩.২.২ সামাজিক সুরক্ষা উপকারভোগিদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা।

- ক) নিম্ন আয়ের শহরে এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধে সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। ‘বস্তি’ শব্দের ব্যবহার পরিহার করা এবং নির্দিষ্ট এলাকার নাম বা ‘নিম্ন-আয়ের শহর এলাকা’ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। স্থানীয় ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করতে বাসিন্দাদের উৎসাহিত করা, যাতে তারা প্রতিনিধিত্ব পায় এবং তাদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়। ভাড়টিয়াসহ নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাসকারীদের বৈধ বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, যাতে তারা নাগরিক অধিকার (যেমন: পাসপোর্ট ও সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি) পেতে পারে।

১৪.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৪.৩.২.৩.১ উপকারভোগী নির্বাচন ও ভাতাপ্রদান-প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ।

- ক) সামাজিক নিরাপত্তায় সুবিধাভোগীদের সঠিকভাবে সনাক্ত করার জন্য একিভূত নিবন্ধন-ব্যবস্থাপনায় তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াজাত ব্যবস্থা চালু করা। অধিকতর তথ্য সমৃদ্ধ সম্ভাব্য উপকারভোগী বাছাই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা জনগণ বাছাইতে অন্তর্ভুক্ত হন।
- খ) সামাজিক সুরক্ষার আর্থিক ও অন্যান্য তথ্য জাতীয় পরিচয় পত্রের সাথে সংযুক্ত করা, যাতে উপকারভোগী শনাক্তকরণ ও বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হয়।
- গ) সরকার থেকে ব্যক্তিকে সরাসরি অর্থপ্রদানের জন্য ই-ট্রান্সফার ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি ও আরও শক্তিশালী করা। এ ব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া। যাতে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা জোরদার হয়।

১৪.৩.২.৩.২ অনুমোদিত কৌশল অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ ও সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং ভাতার পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা।

- ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ-প্রযুক্তির একিভূতকরণ ও সামাজিক সুরক্ষা-কৌশল অনুসারে পরিকল্পিত সেবার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- খ) সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির উভাবন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন-সহযোগীদের সাথে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারি স্থাপন।
- গ) প্রতি বছর বাজেট-প্রণয়নকালে মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস ও তা মোকাবিলায় ভাতার পরিমাণ পুনর্বিন্যাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪.৩.২.৩.৩ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ও অভিযোগ-প্রতিকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

- ক) সামাজিক সুরক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় নারীসহ স্থানীয় জনগণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ-সংগঠন ও সুবিধাভোগীদের সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।

- খ) সামাজিক সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সিন্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, কর্মসূচি-ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্বের ভূমিকা বৃদ্ধি করা এবং নারীদের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত জেন্ডার-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা।
- গ) সেবাদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সহজ অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। স্থানীয় পর্যায়ে নারী-কেন্দ্রিক হেল্পডেক্স, মোবাইলভিত্তিক অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা ও স্থানীয় নাগরিক-সমষ্টিয়ে কমিটি করে একটি স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাড়ানো।
- ঘ) নিবন্ধন, অভিযোগ-নিষ্পত্তি ও তথ্যপ্রচারের জন্য সহজ ডিজিটাল ও মোবাইল প্ল্যাটফর্ম তৈরি।

১৪.৩.২.৩.৩ সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচি সমষ্টিয়ে একীভূতকরণ।

- ক) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মসূচির মধ্যে তথ্য বিনিময় ও সমষ্টিয়ে ব্যবস্থা জোরদার করা, যাতে সামাজিক সুরক্ষা-কার্যক্রম একটি সুসংহত কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- খ) জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ২০১৫-এর সুপারিশ অনুসারে, সকল ঝুঁকিগ্রস্ত নারী কল্যাণ-কর্মসূচি একীভূত করে একটি কর্মসূচিতে পরিণত করা, যাতে একই ব্যক্তির একাধিক সুবিধা ও দ্বৈতকরণ বন্ধ হয়। দক্ষতা-উন্নয়ন, জীবিকা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করার জন্য সকল দক্ষতা-উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করে বাজার-চাহিদা অনুসারে আধুনিকায়ন করা।

১৪.৩.২.৩.৪ নারীদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান।

- ক) সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচিতে নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে জরুরি সেবার জন্য একটি বিশেষ জরুরি সহায়তা তহবিল তৈরি করা, যা সহিংসতার শিকার নারীদের আইনি সহায়তা, চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা পুনর্বাসন ও নিরাপদ আশ্রয় দিতে ব্যবহার করা হবে। এ তহবিল যেন সরকারি সেবাকেন্দ্র ও স্থানীয় নারী-সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সরাসরি বিতরণ করা হয়, তা নিশ্চিত করা। উন্নত ডিজিটাল ট্র্যাকিং-ব্যবস্থা চালু এবং নাগরিক তদারকির মাধ্যমে তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
- খ) সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের কর্মসূচিলে শিশু-দিবায়ন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। কর্মসূচিতে এ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে সহায়তা ও তদারকি জোরদার করতে হবে। এটি নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে করা যেতে পারে, কারণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশে শিশু-দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র পরিচালনার জন্য ২০২১ সালে ‘শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র আইন’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৪.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৪.৩.২.৪.১ বিশেষ অবস্থার জন্য কার্যকর সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- ক) মহামারি বা অন্য কোনো সংকটের কারণে নিম্ন-আয়ের সহায়তা শুধু নগদ অর্থ প্রদান, উপকরণ সহায়তা বা কম দামে খাদ্য-বিক্রিতে সীমাবদ্ধ না রেখে এতে জীবিকার পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবেলার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং সামগ্রিক সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা রাখা, যেমন:
- বেকারত বীমা ও অন্যান্য সুরক্ষাব্যবস্থা চালু করা;
 - জীবিকার উন্নয়নে বাজার-চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা;
 - নতুন উদ্যোগদের জন্য অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা।

- খ) শুধু পোশাক শ্রমিকদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা বীমা সংক্রান্ত কর্মসূচি²⁰⁹ অন্যান্য খাতেও সম্প্রসারিত করা। এ ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক খাত থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য চালু করা।
- গ) নীল অর্থনীতি ও সামাজিক সুরক্ষার সাথে এর সংযোগ, নগর ও জলবায়ু-প্রভাবজনিত শ্রমজীবিদের আঘাত বা দুর্যোগ-প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক সুরক্ষা এবং “কেউ পিছিয়ে থাকবে না”—পদ্ধতির সমষ্টিয়ে ২০২৬-এর পরবর্তী সামাজিক সুরক্ষার জন্য একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচিত করা।

১৪.৩.২.৪.২ সামাজিক সুরক্ষা-বাজেটে বরাদ্দ বৃক্ষি করা।

- ক) সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দ জীবনচক্রভিত্তিক প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যাতে সময়মতো সুরক্ষা, উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। গর্ভধারণ, প্রাথমিক, শৈশব ও স্কুল বয়সের জন্য বরাদ্দ বৃক্ষি করা, যাতে শিশু মানবসম্পদ হিসেবে উন্নত হয়ে কর্মক্ষম বয়সের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে এবং ভবিষ্যতে নিজেদের বার্ধক্যকালীন যত্ন নিশ্চিত করতে পারে।

১৪.৩.২.৪.৩ শহরে নমনীয় সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- ক) যেহেতু নগর-দারিদ্র্য বহুমাত্রিক ও গতিশীল, নগর-দারিদ্র্যের জীবনচক্রভিত্তিক চাহিদাগুলো মোকাবিলায় বিভিন্ন নগর-প্রেক্ষাপটে মানানসই নমনীয় ও পদক্ষেপ গতিশীল করা। শহরের দারিদ্র্য ও অভিবাসনে মনোযোগ রেখে ভাসমান নারী, কিশোরী, যৌনকর্মী, ও অন্যান্যদের উপযোগী আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়ক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।
- খ) সামাজিক সুরক্ষার আওতায় দরিদ্র নারীদেরকে এলাকাভিত্তিক জনসম্পৃক্ত মানসম্মত সেবা, কম খরচে শিশু ও প্রবীণদের সেবায় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া,²¹⁰ যাতে নারীরা নিশ্চিতে কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারে। এতে দরিদ্র নারীদের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা হবে।

১৪.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

- ক) সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ধাপে ধাপে একটি সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তি²¹¹ নির্মাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া, যা জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবা ও আয়-নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এতে ধীরে ধীরে এমন একটি সামাজিক সুরক্ষা স্তরে পৌছানো যাতে জীবনচক্রভিত্তিক মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবা ও আয়-নিরাপত্তায় সর্বজনীন প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়।
- খ) সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

²⁰⁹ Employment Injury Scheme (EIS)

²¹⁰ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদারকিতে বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিতে

²¹¹ social protection floor

পঞ্চদশ অধ্যায়: গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ণ ও প্রকাশ

গণমাধ্যম হেক মারী পুঁজুষের মন্তব্যিকার প্রতিষ্ঠায় হাতিয়ায়

১৫.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

গণমাধ্যম সমাজের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত করে এবং এখানে উপস্থাপিত বিষয়গুলোর কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আচার-আচরণ ও ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করে। তাই গণমাধ্যমে নারী ও পুরুষের বৈষম্যমূলক উপস্থাপন অথবা নারীদের হেয় করে উপস্থাপন পরিবার, সমাজ, কর্মস্কেত্র, রাজনৈতিক পরিম্পলসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতাকে উৎসাহিত করে।²¹² সুতরাং গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন, নারী-পুরুষের সমতার চিত্রায়ণ এবং সর্বোপরি জেন্ডার-সংবেদনশীল উপস্থাপনা নারীর অধিকার, মর্যাদা ও জেন্ডার-সমতা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত সময়ে গণমাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতা, এসিড-সহিংসতা ও নারীর উপর সহিংসতার অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে ইতিবাচক বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা, জনপ্রিসরে মেয়েদের নিরাপদ অংশগ্রহণ এবং পরিবারে মেয়ে ও ছেলেশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার জন্য একটি অসাধারণ প্রয়াস ছিল ‘মীনা’ চরিত্র নির্মাণ এবং পুস্তকাকারে ও এনিমেশন সম্প্রচার। বিভিন্ন সংবাদপত্র নারী-বিষয়ক আলাদা বিভাগ ও পাতা প্রকাশ করে এবং প্রথম সারিয়ে অনেক পত্রিকা নারী-অধিকার ও সফল নারীদের নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা সমাজে তাঁদের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন টেলিভিশন বিজ্ঞাপন ও ক্যাম্পেইনে নারীদের মাসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনায় উৎসাহিত করেছে। হাতেগোনা হলেও নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র, যেমন—মেঘমল্লার, রেহানা মরিয়ম নূর নারীদের প্রতিকূল পরিবেশের সংগ্রামের গল্প বলেছে। গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্টের ২০২২ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায়, গণমাধ্যমে বিষয় ও সোর্স হিসেবে নারীর উপস্থাপন ২শতাংশ কমলেও রাজনীতি, শাসনকাঠামো ও অর্থনীতি বিষয়ক বিষয়বস্তুতে নারীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও তা এখনো ২৫শতাংশ-এর নিচে।²¹³

গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গণমাধ্যম-পেশায় নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ইতিহাসে নূরজাহান বেগম (বেগম পত্রিকার সম্পাদক) ও শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের মতো প্রথিতযশা নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তবুও, এ পেশায় নারীর অংশগ্রহণ প্রত্যাশার তুলনায় এখনো অনেক কম, বিশেষ করে শীর্ষ পর্যায়ের পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য ভাবে সীমিত। ম্যানেজমেন্ট অ্যাসুন্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ²¹⁴ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ১,০০০ নারী-সাংবাদিক রয়েছেন।²¹⁵ উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২১ সালের তথ্য অনুসারে ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মোট সদস্যের মধ্যে নারী-সদস্য ১০ শতাংশেরও কম।²¹⁶ এ ছাড়া, মাত্র একজন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি টেলিভিশন নিউজরুমে কাজ করছিলেন। যদিও দেশে সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে কোনো লিঙ্গ-বিভাজিত পরিসংখ্যান নেই, তবে উপরোক্ত গবেষণা অনুসারে সারা দেশে সাংবাদিকদের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ নারী-প্রতিবেদক ও ১৪ শতাংশ সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার রয়েছেন।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধ ও ক্রীড়া সাংবাদিকতায় বেশ কয়েকজন সাহসী নারী-সাংবাদিক রয়েছেন, যাঁরা অপরাধ, মানবাধিকার ও নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ে প্রতিবেদকের কাজ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক মাধ্যমেও কাজ করেছেন। এ ছাড়া ক্রীড়াসাংবাদিকতা পুরুষপ্রধান ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত হলেও সেখানেও এখন নারী-ক্রীড়াসাংবাদিকরা কাজ করছেন। তাঁরা ক্রিকেট, ফুটবলসহ বিভিন্ন খেলার বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন, সরাসরি প্রতিবেদন ও ক্রীড়াজ্ঞানে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে কাজ করেন।

²¹² Djerf-Pierre & Edström 2020

²¹³ MRDI, 2022

²¹⁴ Management and Resource Development Initiative (MRDI)

²¹⁵ MRDI, 2023

²¹⁶ Ibid

সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দৃষ্টব্য।

এ সকল অগ্রগতির পরেও গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন বিষয়ক অনেক বৈষম্য বিদ্যমান। এ অধ্যায়ে বিদ্যমান বৈষম্য এবং তা দূরীকরণে সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সুপারিশসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা, নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন অরাধিত করা, গণমাধ্যমে জেন্ডার-সংবেদনশীলতার চর্চা উৎসাহিত করা এবং একটি স্বাধীন, দক্ষ ও নীতিনিষ্ঠ গণমাধ্যম গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের কম নিয়োগ: বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতায় ১০-১২ জন পুরুষ-প্রতিবেদকের বিপরীতে মাত্র ১-২ জন নারী-সাংবাদিক রয়েছেন। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা, যেখানে নারীরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন না বলে মনে করা হয়। একইসঙ্গে, সংবাদ সংস্থাগুলো নারী-সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা দেখায়, যা নারীদের এ পেশায় টিকে থাকা কঠিন করে তোলে। ফলে অনেক নারী সাংবাদিকতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন অথবা প্রবেশ করতে পারেন না।

নারী-সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা: যেসব নারী-সাংবাদিক পেশায় যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সাধারণত নারী, শিশু বা স্বাস্থ্য-বিষয়ক সংবাদ পরিবেশন করার সুযোগ দেওয়া হয়। অর্থনীতি, রাজনীতি, অপরাধ ও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায় নারীদের কাজ করার সুযোগ সীমিত। এর কারণ ধরেই নেওয়া হয় যে, নারীরা এসব চ্যালেঞ্জিং বিটে কাজ করতে পারবেন না, যা মূলত পেশাগত সক্ষমতা বিবেচনার পরিবর্তে লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতারে প্রতিফলন। এখানেও নিরাপত্তার অজুহাত দেওয়া হয়। নারীদের সংখ্যা কম থাকায় নারী ও শিশুদের সমস্যা (যেমন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকালে নারী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা), নারী-পুরুষ সমতা বিষয়গুলো উপস্থাপনে গুরুত্ব পায় না এবং যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয় না।

উচ্চপদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর উপস্থিতি কম: সংবাদ সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত সীমিত। নিউজরুমে কোন সংবাদ কীভাবে ও কোথায় প্রকাশিত হবে, সেই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা নগণ্য। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা, পরিচালনা বোর্ড, সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারণ এবং প্রযোজক পদগুলোতে নারীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনশিয়োটিভ (২০২৩)-এর গবেষণা অনুযায়ী, যখন কোনো গণমাধ্যমে নারী বা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি প্রযোজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তখন ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রে সংবাদে নারীদেরকে প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ সীমিত: সাধারণভাবে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ কম। যেসব পদে নারীরা কাজ করছেন, যেমন ডেক্স জব, সংবাদ-সঞ্চালনা বা উপস্থাপনা সেখানে তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত। পুরুষ সাংবাদিকরা বিভিন্ন নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারলেও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীরা একই সুযোগ পান না। প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য বিদ্যমান।

বেসরকারি খাতে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর অনুপস্থিতি: বেসরকারি খাতে সাংবাদিকদের বেতনের কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো নেই। জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের বেতন কাঠামো থাকলেও টেলিভিশন ও অনলাইন পত্রিকার জন্য কোনো বেতন কাঠামো নেই। বেতন কাঠামো না থাকায় যে ধরনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়, তা এ পেশায় নারীর প্রবেশকে বাধাগ্রস্ত করে।

নিয়োগপত্র ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার অভাব: নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকরিচুতির ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেখানে নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি বাধ্যতামূলক হন।

নিরাপদ ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের অভাব: বেসরকারি খাতের গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রম আইন যথাযথভাবে মানা হয় না, ফলে নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা প্রকাশ করলে তাদের দুর্বল মনে করা হয় এবং ‘চ্যালেঞ্জিং’ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র, প্রসূতি ও প্রসূতীকালীন ছুটি, নারীদের জন্য আলাদা ওয়াশরুমসহ প্রয়োজনীয় সুবিধার অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীর বয়স, চেহারা ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে তার যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা পুরুষ সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

গণমাধ্যম সম্পর্কিত পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব: যথাযথ ও পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়ার কারণে নারীর উপস্থাপন, গণমাধ্যম-পেশায় নারী-পুরুষের সমতার অবস্থা, নারী-দর্শকের চাহিদা এবং পেশাগত ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জিত হয় না। ফলস্বরূপ যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগ নেই।

দুর্নীতি: রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক লাভের জন্য আইন বা নীতি অনুসরণ না করেই পত্রিকার লাইসেন্স ও বিজ্ঞাপন সার্টিফিকেশন দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ মাধ্যমগুলোর কোনো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির জায়গা তৈরি হয় না। পাশাপাশি অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই। ফলে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সম্মান, মর্যাদা এ বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং যথেচ্ছভাবে উপস্থাপন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি: অনেক প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কার্যকর নীতি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেই, ফলে ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার পান না এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার নারী-কর্মীরা প্রতিবাদ করলে তাদের পেশাগতভাবে হমকির মুখে পড়তে হয় অথবা চাকরি হারানোর ঝুঁকি থাকে।

নারীর উপস্থাপন বিষয়ক সমস্যা: গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নারীর উপস্থাপনায় এখনো বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিবরাজমান, যা নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাকে নেতৃত্বাচকভাবে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই নারীর নিজস্ব গল্লকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বরং তাকে যৌনবস্তু, পুরুষের উপর নির্ভরশীল কিংবা দুর্বল হিসেবে চিত্রিত করা হয়। বিজ্ঞাপন, বিনোদন বিষয়বস্তু, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও ধারাবাহিক নাটকে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা উপস্থাপন করা হয় না, যা নারী-সম্পর্কে প্রচলিত নেতৃত্বাচক ধারণাকে আরও সুসংহত করে এবং বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যকে প্রশংস্য দেয়।

যদিও মূলধারার সংবাদমাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব কিছুটা বেড়েছে, তবুও অনলাইন সংবাদ-পোর্টাল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীর প্রতি অবমাননাকর বিষয়বস্তুর প্রবণতা লক্ষ করা যায়। দর্শকসংখ্যা ও বিজ্ঞাপন-রাজস্ব বৃক্ষির লক্ষ্যে পারিবারিক ও যৌন সহিংসতা-সম্পর্কিত সংবাদ সংবেদনশীলতা ছাড়াই উপস্থাপন করা হয়, যেখানে ভুক্তভোগী নারীর নাম, ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা হলেও অভিযুক্তের তথ্য অনেক ক্ষেত্রে গোপন রাখা হয়। যদিও নীতিমালা অনুসারে, সহিংসতার শিকার নারীর ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আছে। এ ধরনের অনুশীলন শুধু ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে না, বরং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা শক্তিশালী করে।

এ ছাড়া, নারীদের পেশাগত ও সামাজিক অবদান যথাযথভাবে প্রচার করা হয় না, বিশেষত অভিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে তাদের শ্রম ও অর্জনকে উপেক্ষা করে মনগড়া বিষয় উপস্থাপন করা হয়, যেমন অভিবাসী নারী-শ্রমিক মাত্রাই বিদেশে যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করে। বিজ্ঞাপনে নারীর চিত্রায়ণও প্রায়শই সনাতনী লিঙ্গভিত্তিক ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেখানে তাকে কেবল সেবাদানকারী, দক্ষ রাঁধুনি বা শারীরিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে মূল্যায়িত কর্মজীবী হিসেবে দেখানো হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নারীরা নানাবিধি সহিংসতার শিকার হচ্ছেন, যার মধ্যে সাইবার হয়রানি, বিদ্রেষমূলক বক্তব্য, ব্যক্তিগত ছবি বা তথ্যের অপব্যবহার অন্যতম। মিডিয়া তারকা কিংবা অন্যান্য পেশার নারীদের ব্যক্তিজীবনকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা এবং তাদের সম্মানহানিকর বিষয়বস্তু তৈরি করাও একটি প্রচলিত প্রবণতা। এগুলো নারী ও বিভিন্ন পেশায় নারীর ভূমিকা নিয়ে সমাজে নেতৃত্বাচক মনোভাব তৈরি করে। অনলাইন গণমাধ্যমে এ ধরনের সহিংসতা, হয়রানি, ও সম্মানহানিকর আচরণের প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। বিদ্যমান “সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩”, যা একটি কালো আইন হিসেবে বিবেচিত, একদিকে যেমন বিষয়গুলো মোকাবিলার জন্য কার্যকর নয়, অপরদিকে উক্ত আইনটি রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এবং মানুষের বাকস্বাধীনতা রোধ করতে বহু ব্যবহৃত। তাই উক্ত আইনের আলোকে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া বা নেওয়ার সুপারিশ করা আইনটিকে বৈধতা দেওয়ার সামিল, যা কাম্য নয়।

১৫.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৫.৩.১ অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৫.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৫.৩.১.১.১ গণমাধ্যম-চাকরি বিধিমালায় নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

- ক) গণমাধ্যমকর্মী আইন ২০২২²¹⁷ এর খসড়া পর্যালোচনা করে বৈষম্যমূলক বিষয়বস্তু সংস্কার করা এবং নতুন আইন বাস্তবায়ন করা, যা সরকারি ও বেসরকারি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উক্ত আইনে কর্মীর নিয়োগপত্র, কর্মী ও নিয়োগদাতার মধ্যকার সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্মঘণ্টা, নৃন্যতম মজুরি ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা (প্রভিডেন্ট ফান্ড, প্রসূতি ও প্রসবজনিত ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, বিশ্রাম, অসুস্থতাজনিত ছুটি, চিকিৎসা-ভাতা, কর্মী এসোসিয়েশন ইত্যাদি) সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহের উল্লেখ রয়েছে²¹⁸ এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় ও সুরক্ষাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।
- খ) গণমাধ্যমকর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য মজুরি বোর্ড গঠন এবং বর্তমান অর্থনীতিতে জীবনযাপনের ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা। অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যমের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো তৈরি অথবা বিদ্যমান মজুরি বোর্ডের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করা।
- গ) সরকারি ও বেসরকারি সকল গণমাধ্যমকর্মী (টেলিভিশন, অনলাইন পোর্টাল, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, পত্রিকা) সকলের চাকরির সুরক্ষার জন্য তাঁদের শ্রম আইন অথবা গণমাধ্যমকর্মী আইনের আওতায় আনা।
- ঘ) গণমাধ্যমের জন্য যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করা।

১৫.৩.১.২ অনলাইন গণমাধ্যমের সুরক্ষা ও বাকস্বাধীনতা।

- ক) গণমাধ্যমের নতুন দিকগুলোকে যেমন: সাইবার বা ডিজিটাল স্পেস, একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা। বিদ্যমান ‘জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭’-কে পর্যালোচনা ও সংস্কার করা।
- খ) গণমাধ্যমে ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রচারণা রোধের ব্যবস্থা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা।

²¹⁷ Mass Media Employees (Conditions of Service) Act, 2022.

²¹⁸ Dr. Iftekharuzzaman. (2022). সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দেখুন।

গ) সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ এবং বাকস্বাধীনতা রোধ করে এ রকম আইন, যেমন ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩’ বাতিল করা। তবে অনলাইন গণমাধ্যমে সাইবার বুলিহঁ, যৌন হয়রানি ও অন্যান্য জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ ও আলাদা আইন প্রণয়ন করা।

১৫.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

- ক) জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪ কে সম্প্রসার করে সকল ধরণের গণমাধ্যমকে এই নীতিমালার আওতায় আনা।
- খ) এই নীতিমালা পর্যালোচনার মাধ্যমে অস্পষ্ট পরিভাষা²¹⁹ যা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে তা পরিহার করা এবং এমন বিধান বাদ দিয়ে হালনাগাদ করা।
- খ) এ ছাড়া উক্ত নীতিমালায় সকল লিঙ্গ, বয়স, পেশা, ধর্ম, গোষ্ঠী, শারীরিক সক্ষমতা ও পরিচয়ের নারীদের সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ উপস্থাপনের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের উল্লেখ করা।
- গ) সকল ধরনের নীতিমালায় নারী-পুরুষ সমতা ও সংবেদনশীলতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং খেয়াল রাখা, যেন যে-কোনো অংশগ্রহণ ও সম্প্রচার নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক না হয়।
- ঘ) সকল লিঙ্গের সমান অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক চিত্রায়ণ নিশ্চিত করতে লাইসেন্স প্রাপ্ত গণমাধ্যম সংস্থাগুলোতে সমতা, বৈষম্যহীনতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া।
- ঙ) ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩’ সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণ করা। এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান অধ্যায়ের সুপারিশ দ্রষ্টব্য।

১৫.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৫.৩.১.৩.১ কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

- ক) কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের হাইকোর্ট নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটি গঠন করা।
- খ) যৌন হয়রানি ছাড়াও কর্মক্ষেত্রসংক্রান্ত অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- গ) আইন অনুযায়ী নারীবাদ্ধব কর্মপরিবেশ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা—প্রসূতি ও প্রসবজনিত ছুটি নিশ্চিত করা, শিশু-দিবায়ন্নের ব্যবস্থা রাখা, নারীদেরকে দক্ষতা অনুসারে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা, নিয়মিত দক্ষতা-বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্রের সব উপাদান প্রতিষ্ঠা করা।

১৫.৩.১.৩.২ গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন নিশ্চিত করা।

- ক) নারী ও অন্যান্য লিঙ্গের বিদ্রেফী উপস্থাপনা, নেতৃত্বাচক ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে—এমন ভাষা পরিহার করার লক্ষ্যে উপস্থাপনের ভাষা ও ধরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পর্যায় থেকে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।
- খ) বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থাপন সংক্রান্ত একটি মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, সে জন্য পরিবীক্ষণ করা।

²¹⁹ যেমন—নেতৃত্ব অবক্ষয়, সুস্থ বিনোদন, জনস্বার্থবিবোধী, অঞ্চল, ধর্মীয় অনুভূতি, রাজনৈতিক অনুভূতি, শালীনতাপূর্ণ পোশাক

- গ) নারী ও শিশুসহ যৌন বা লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার যেকোন লিঙ্গের ভুক্তভোগী এবং বিচারিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঝুকিপূর্ণ সাক্ষী বা অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশের উপর প্রতিবেদন সীমিত করতে বিচার বিভাগ কর্তৃক গণমাধ্যমের জন্য একটি অনুশীলন নির্দেশিকা জারি করা।
- ঘ) সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে সংবাদ বা অন্যান্য যে-কোনো উপস্থাপনায় ভাষার ব্যবহারে সতর্ক থাকা;²²⁰ জেনার স্টেরিওটাইপ আচরণ, যেমন: ঘরের কাজ নারীর অথবা নারীরা ধূমপান করে না—এ ধরনের উপস্থাপনা করা থেকে বিরত থাকা।
- ঙ) যে-কোনো উপস্থাপনায় অহেতুক নারীর প্রসঙ্গ টেনে নারীবিদ্রোহী বয়ান, বক্তব্য, ধারণা বা ছবি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা।
- চ) গণমাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য অথবা কাজ পাওয়ার জন্য নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহার না করা; নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা করা, কাস্টিং কাউচ পরিহার করা এবং এ জন্য শাস্তির বিধান রাখা।

১৫.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৫.৩.১.৪.১ নারী-সম্পর্কে সমাজে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে গণমাধ্যম।

- ক) ‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪’ অনুসরণ করে সকল ধরনের গণমাধ্যমে নারীর নেতৃত্বাচক উপস্থাপন বন্ধ করা এবং নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক উপস্থাপন বৃদ্ধি করা।²²¹
- খ) গণমাধ্যমে ভাষার ব্যবহার ও নারীর চিত্রায়ণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে নিয়মিত এ বিষয়ক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা এবং অহেতুক নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা।
- গ) সমাজে নারীর প্রতি যে বৈষম্য বিরাজ করছে এবং নারী যে নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, সে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা।
- ঘ) অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে তাদের কাজ, জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান ও নিজ জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা।
- ঙ) সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী গোষ্ঠীদের ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিবাচক উপস্থাপন করা।
- চ) প্রতিবন্ধী নারী ও অন্যান্য প্রাণিক নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, অবস্থান ও প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করা এবং উপস্থাপনার ভাষা যেন তাদের প্রতি সম্মানজনক ও সংবেদনশীল হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

১৫.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৫.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

- ক) খবরের সত্যতা যাচাই করার নিয়ম করা; মিথ্যা খবর উপস্থানের জন্য শাস্তির বিধান রাখা।

²²⁰ যেমন—ধর্মিতা না লিখে ধর্মণের শিকার লেখা, মহিলার বদলে নারী বলা

²²¹ যেমন - সমাজে নারীর সফল অবদানের স্থীরূপ এবং প্রচার, ক্রীড়া ও গণমাধ্যম পেশাসহ অন্যান্য পেশায় জড়িত নারীদের সাফল্য, অভিবাসী নারী শ্রমিকের কাজ ও অবদান সম্পর্কে বিশ্লেষণাধর্মী উপস্থাপন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নারীদের উপর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণাধর্মী উপস্থাপন

১৫.৩.২.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৫.৩.২.২.১ গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

- ক) ব্যবস্থাপনা ও সকল পর্যায়ের কর্মীদের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নিয়মিত যাচাই করার পদ্ধতি প্রণয়ন করা। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের চর্চাকে উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
- খ) গণমাধ্যমের প্রত্যেক শাখা ও স্তরে অন্তত ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- গ) নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫.৩.২.২.২ গণমাধ্যম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ নারীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

- ক) বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীর নেতৃত্বাচক উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের জন্য একটি অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকাঠামো তৈরি করা।
- খ) সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন: প্রেস ইনসিটিউট বাংলাদেশ, তথ্য অধিদপ্তর, প্রেস কাউন্সিল ইত্যাদিকে আরও জেন্ডার-সংবেদনশীল করা। কর্তৃত কাঠামো (চেইন অফ কমান্ড) অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা তৈরি ও নিশ্চিত করা।
- গ) নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক বিভিন্ন নীতিমালার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ‘সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪’ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে—এমন প্রতিষ্ঠানের ভালো চর্চা অনুসরণ করা যেতে পারে।
- ঘ) জেন্ডার-সংবেদনশীল আচরণ-বিধি প্রণয়ন করা।
- ঙ) নারীর ভাষায় নারীদের গল্প উপস্থাপন, নারীকেন্দ্রিক চরিত্র উপস্থাপন এবং কাস্টিং কাউচ কমানোর লক্ষ্যে নারী-নির্মাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ জন্যে প্রগোদ্ধনা প্রদান, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন, প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা।

১৫.৩.২.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়িত করা।
- খ) স্বচ্ছ ও স্বাধীন প্রচারমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও প্রযুক্তি স্থাপন।
- গ) নিয়মিত অভিযন্তা/ দর্শক-পাঠক সমীক্ষা করা (প্রেস, টিভি, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, প্রেস ইনসিটিউট, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ)।
- ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিম্ণলে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির দক্ষ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীদের অবদান উপস্থাপন।
- ঙ) গণমাধ্যমকে শুধু বিনোদন নয়, শিখার ও তথ্যপ্রচারণার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের—যেমন: কৃষি, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, প্রযুক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান সময়োপযোগী করে তৈরি করা।

১৫.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৫.৩.৩.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

ক) প্রযুক্তিভিত্তিক গণমাধ্যম বিস্তৃতি লাভ করতেই থাকবে। এ প্রেক্ষাপটে আইনের কার্যকারিতা নিয়মিত ঘাচাই করে সময় উপযোগী করে সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা।

১৫.৩.৩.২ নীতি, প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

ক) গণমাধ্যমের সকল ক্ষেত্রে নারীর বৈচিত্র্যময় উপন্থিতি ও ইতিবাচক চিত্রায়ন নিশ্চিত হবে।

যোড়শ অধ্যায়: ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ

সমাজ মর্যাদায় হেক ক্রীড়া ও মাংস্কৃতিক পরিমলে নারীর অংশগ্রহণ

১৬.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। খেলাধুলা ও সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ নারীর মানসিক বিকাশ, আন্নাবিশ্বাস তৈরি ও নেতৃত্বের দক্ষতা তৈরিতে সহায়ক এবং সমাজে নারীদের চলাচল ও জনপরিসরে তাদের উপস্থিতিকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে, জনপরিসরে নারীকে দৃশ্যমান করে এবং তরুণী ও কিশোরীরা লিঙ্গভিত্তিক বাধা অতিক্রমে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের কিছু সাফল্য ও ভালো উদ্যোগ রয়েছে। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলকে ‘একুশে পদক’ প্রদান এবং নারী ক্রিকেট দলকে ‘অদ্য নারী’ পুরস্কার প্রদান নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল দুইবার দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল ফেডারেশন (সাফ) নারী চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা জয় করেছে। অন্যান্য পর্যায়ের ফুটবলেও একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয়েছে। নারী ফুটবল দল ও ক্রিকেট দল ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করছে। তা ছাড়া ২০২৫ সালে এশিয়ান কাবাড়ি প্রতিযোগিতায় নারী দল ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। অন্যান্য দলগত ও ব্যক্তিগত খেলা, যেমন—ক্রিকেট, আর্চারি, ভারোত্তোলন, শ্যুটিং ও অ্যাথলেটিসে নারীরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছে।

সংগীত, নৃত্যকলা ও নাট্যকলায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে সাহিত্য, চিত্রকলা, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা এ সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি না পেলেও দৃশ্যমান হয়েছে। গত এক দশকে নারীকে মূল ভূমিকায় রেখে আভার কপ্ট্রাকশন, রেহানা মরিয়ম নূর, শিমু-মেইড ইন বাংলাদেশ-এর মতো চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। ২০২০-২০২৪ এই ৫ বছরে মোট ১১ জন নারী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৩ জন নারী একুশে পদক পেয়েছেন।

১৬.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পূর্বের তুলনায় কমে গিয়েছে। অনেক নাচ, গান, ছবি আঁকা শেখার প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ সভায় জানা যায়, বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হ্রাস পেয়েছে, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। যেসব সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে সেখানে মুসলিম ধর্মের বাচ্চাদের সংখ্যা এবং ছেলে বাচ্চাদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে কমেছে। বাচ্চারা যদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে পুরোপুরি বিছিন্ন থাকে তাহলে সামাজিক দক্ষতা, বৈচিত্র্যময়তা, সহানুভূতি এবং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে না এবং সমাজের বৈষম্যের কাঠামো পরিবর্তিত হয় না।

বেতন বৈষম্য ও বেতন কাঠামোর অভাব: ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য-অর্জনের পরেও নারী-ক্রীড়াবিদরা পুরুষ-ক্রীড়াবিদদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বেতন পান এবং পুরস্কারের অর্থের পরিমাণেও বৈষম্য বিদ্যমান। ২০২৪ সালে দক্ষিণ এশিয়ার নারী-ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ছিল বাংলাদেশের। কিন্তু সেই নারী-ফুটবলাররা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ও মাস ছিলেন বেতনহীন। তাঁদেরকে নিয়মিত বেতন দেওয়া হয় নাই। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুকে) নতুন চুক্তিতে একাদশে থাকলে ১০ হাজার টাকা ম্যাচ ফি নির্ধারণ করেছে, কিন্তু সেই ফি-ও বাকি ছিল দীর্ঘদিন (যুথী, ২০২২)। আবার ক্লাব-ফুটবলে নারী-খেলোয়াড়রা অনেক কম পারিশ্রমিক পান; ক্লাব-পর্যায়ে একজন শীর্ষ পর্যায়ের পুরুষ-ফুটবলারের বার্ষিক আয় ৫০-৬০ লাখ টাকা। সেখানে নারী-ফুটবলাররা সর্বোচ্চ ৩-৪ লাখ টাকা আয় করেন। বেতন-

বৈষম্যের একই চিত্র পাওয়া যায় সংস্কৃতি-অঙ্গনেও। এখানে নারী ও পুরুষ সংস্কৃতিকর্মীর মধ্যে পারিশ্রমিকের বৈষম্য বিদ্যমান এবং এখানে দরকারাকষির সুযোগ নেই।²²²

নারী ক্রীড়াবিদদের অর্জন কে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না এবং প্রাপ্য সম্মান দেয়া হয় না। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, যখন পুরুষ ক্রীড়াদল কোন শিরোপা জয় করে তখন তাদের অনেক সম্মাননা দিয়ে, আলংকারিত যানবাহনে করে গন্তব্যস্থলে পৌছানো হয়; তাদের বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কিন্তু নারী ফুটবল দলের ক্ষেত্রে একই আচরণ দেখা যায় নি। অনুর্ধ্ব-১৬ দলের খেলোয়াড়দের সাধারণ লোকাল বাসে করেই বাড়ি ফিরতে হয়েছে। আবার যখন শিরোপা জয় উদ্যাপন করা হয়েছে সেখানে গাফেলতি ও নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।²²³

নারীদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ও আর্থিক অনিশ্চয়তা: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি—উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাব রয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদেরকে গুরুত প্রদানের প্রতিশুতি দেওয়া হলেও পুরুষ-ক্রীড়াবিদদের সাথে তুলনামূলক বিচারে নারী-ক্রীড়াবিদরা সুযোগ-সুবিধা ও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন না। নারীদের জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রকে পেশাদারি মঞ্চ হিসেবে এখনো ভাবা হয় না। পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধা পার হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করলেও পর্যাপ্ত বেতনকাঠামো ও প্রশংসন না থাকার কারণে অনেককেই ক্রীড়াজ্ঞান ছেড়ে দিতে হয়। যে বেতন তাঁরা পান, সেটা দিয়ে একজন ক্রীড়াবিদের পর্যাপ্ত পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয় না এবং তার জীবনযাপনের অন্যান্য খরচ বহন করাও সম্ভব হয় না। এমনকি চাকরিত খেলোয়াড় ব্যতীত গর্ভাবস্থায় খেলোয়াড়রা কোনো ভাতা পান না, যা দিয়ে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির খরচ বহন করতে পারবেন।²²⁴ আর এ কম বেতন ও প্রশংসন পেছনের কারণ হিসেবে দেখানো হয় যে, নারীদের ম্যাচে দর্শক কম হয়, পৃষ্ঠপোষক কম পাওয়া যায়। আবার, ক্রিকেটের প্রতি বেশি মনোযোগের কারণে অন্যান্য খেলায় আর্থিক বরাদ্দ ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা যথাযথ নয়।²²⁵ খেলোয়াড় হিসেবে যাঁরা চাকরি পান, তাঁদের বেতন ও আয় একজন ক্রীড়াবিদের প্রয়োজনীয় জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়, যা ক্রীড়াক্ষেত্রে টিকে থাকতে নিরুৎসাহিত করে।²²⁶ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে জেলা মহিলা ক্রীড়াসংস্থাগুলোকে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হয় না। অপর্যাপ্ত বার্ষিক অনুদানের কারণে কোনো বড়ো ক্রীড়া অনুষ্ঠান করতে গেলে জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ কিংবা কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কাছে স্পন্সরশিপের জন্য ধরনা দিতে হয়।

নারী-সংস্কৃতিকর্মীদের জন্যও যথেষ্ট আর্থিক প্রশংসন ও পৃষ্ঠপোষকতা নেই। ফলে এটিকে উপর্যুক্ত পেশা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং দেখা হয় শখ বা অতিরিক্ত একটি গুণ হিসেবে, যা নারীকে বিয়ের পাত্রী হিসেবে আরও বেশি যোগ্য করবে। যারা প্রতিবন্ধকতা পার করে টিকে থাকে তাদের সকলের উপর্যুক্ত, বিশেষ করে জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে, জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। আবার যথেষ্ট প্রশংসন না থাকার কারণে অনেক সময় নিজের খরচে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়। এটি অনেক নারীর জন্যই সম্ভব হয় না।

সাংগঠনিক কাঠামোতে পুরুষের আধিপত্য: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সকল প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটিগুলোতে পুরুষ-সদস্যদের আধিপত্য রয়েছে। বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক পদগুলোতে নারীদের অবস্থান নগণ্য বা নেই বললেই চলে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে বেশির ভাগ পুরুষ, দুয়েকজন নারী-সদস্য থাকেন, যাদের আলংকারিক রূপে রাখা হয়। নারী-সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা বা নারীদের বিষয় নিয়ে কথা বলার সুযোগ নেই, যা নারীদের সমান অংশগ্রহণের পথে একটি প্রতিবন্ধকতা।

²²² সংস্কৃতিকর্মী ও ব্যক্তিত্বের সাথে আলোচনা সভা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

²²³ Zaman, 2022.

²²⁴ অর্থের অভাবে যথাযথ চিকিৎসা না পেয়ে নারী ফুটবলারের মৃত্যুর উদাহরণ রয়েছে (Sardar, 2024)। সংযুক্ত ৪ দফ্তর।

²²⁵ আহমেদ, ২০২৪a.

²²⁶ আহমেদ, ২০২৪b.

ক্রীড়াসংগঠনগুলোতেও একই চিত্র দেখা যায়। অলিম্পিক গেমসের অন্তর্ভুক্ত যে সকল খেলা রয়েছে, তাদের আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি²²⁷ এর নির্দেশনা মেনে চলার একটা দায়বদ্ধতা আছে। সকল খেলায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালে IOC নির্দেশনা দেয় যে, প্রতিটি খেলার ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ৩০শতাংশ নারী রাখতে হবে। যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়, তবে মানা উচিত হলেও মানা হচ্ছে না।

রাজনৈতিক নিয়োগ ও পদায়ন: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন²²⁸ অনুযায়ী সভাপতিসহ কমিটির বেশির ভাগ সদস্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবেন। এর বাইরে খেলোয়াড় বা ক্রীড়ার সাথে যুক্ত যৌবান সদস্য হতে পারবেন, তাঁদের সংখ্যা নগণ্য এবং মাত্র দুজন নারী-সদস্য থাকার কথা উল্লেখ আছে। আবার এ পদগুলোতে সদস্য হিসেবে রাজনৈতিক দল বা ব্যবসায়িক সুবিধা পাওয়া যাবে—এমন মানুষদের নেওয়া হয়। ফলে একদিকে তারা ক্রীড়ার উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করেন না, অপরদিকে তৃণমূল পর্যায় থেকে নারী-খেলোয়াড় আসতে উৎসাহিত হয় না। কারণ প্রশাসনিক ব্যক্তি স্থানীয় খেলোয়াড়দের সাথে সেই সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না, যেখানে খেলোয়াড় তার ভালো-মন্দ আলোচনা করতে পারবে। অপরদিকে পরিবার থেকে নারীদের ক্রীড়াতে অংশগ্রহণের বাধা দূর করার ক্ষেত্রেও প্রশাসন ভূমিকা রাখতে পারে না। একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় অথবা একজন সংগঠক যেভাবে ক্রীড়ার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাস্তবিক উদাহরণ দিতে পারেন, উপর্যুক্ত মাধ্যম ব্যাখ্যা করতে ও ভালো উদাহরণগুলো পরিবার ও সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তা প্রশাসনের মানুষ পারে না। সে জন্যে এ পদগুলোতে প্রাক্তন খেলোয়াড়, সংগঠক নিয়োগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি ফেডারেশনে ও এসোসিয়েশনে অখেলোয়াড় নারী ও পুরুষদের নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা ওতপ্রোতভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। ফলে একদিকে তারা খেলোয়াড়দের সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োজন বুঝতে পারে না, অপরদিকে নিবেদিতপ্রাণ সংগঠকেরা বঞ্চিত হয়।

নারী-ক্রীড়া দলের সাথে নারী-ম্যানেজার ও ফিজিওথেরাপিস্টের অভাব: নারী-ক্রীড়াদলের সাথে পুরুষ-ম্যানেজার দিলে নারী-খেলোয়াড়রা তাদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার কথা খুলে বলতে পারে না। ফিজিওথেরাপিস্ট পুরুষ হলে এবং কোনো নারী-ম্যানেজার না থাকলে তখন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। দলের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে সেটাও বলতে পারে না। এ ছাড়া দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফিজিওথেরাপিস্ট নেই এবং ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগের জন্য দেশের বাইরে শরণাপন হতে হয়।²²⁹

প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড় ও সংস্কৃতিকর্মীরা অবহেলিত: আর্থ-সামাজিকভাবে প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড়রা পিছিয়ে থাকে। তাদের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল এবং যা আছে, তা রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্তরা পেয়ে থাকে। প্রাক্তন সংস্কৃতিকর্মীরাও কোনো ধরনের ভাতা বা সুযোগ-সুবিধা পান না। অনেকের কাজের স্থীরতা নেই।

নারী ও পুরুষ ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে সক্ষমতার ঘাটতি ও ভারসাম্যের অভাব: জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থাকে ফেডারেশন হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর গঠনতন্ত্র অন্য সকল ফেডারেশনের মতো। সকল ক্রীড়া ফেডারেশন জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আন্তঃজেলা ও আন্তঃবিভাগীয় টুর্নামেন্ট অথবা বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারলেও জাতীয় পর্যায়ে তাদের আয়োজনের সক্ষমতা নেই। আবার সমন্বয়ের অভাব থাকায় জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রায়শই টুর্নামেন্টে নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড় পাঠিয়ে দেয়। ফলে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার আওতায় থাকা অনেক মানসম্পর্ক খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

উভয় ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে নেতৃত্বাচক ধারণা এবং নিরাপত্তার অভাব: ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি। নিজ গ্রাম/মহল্লা/শহরের বাইরে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গেলে নারী-ক্রীড়াবিদ্র অনিরাপত্তায় ভোগেন। বিশেষ করে পার্বত্য ও অন্যান্য প্রান্তিক এলাকার নারীদের প্রতিযোগিতা বা প্রশিক্ষণের জন্য

²²⁷ International Olympic Committee (IOC)

²²⁸ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮।

²²⁹ আহমেদ, ২০২৪a. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্ত ১০ দস্তব্য।

নিজ এলাকা থেকে দূরে যেতে দিতে পরিবার রাজি হয় না। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নারী-ক্রীড়াবিদদের জন্য নিরাপদ আবাসনব্যবস্থা নেই।

সাংস্কৃতিক অঞ্চনে নারীর নিরাপদ কর্মপরিবেশ নেই এবং নারীর উপর সহিংসতা ও নির্যাতন সাধারণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার এ ক্ষেত্রের কাজের ধারা অনুযায়ী কাজ শেষ করে ফিরতে প্রায়শই অনেক রাত হয়ে যায়। রাস্তাঘাট, গণপরিবহণ ও জনপরিসরে নারীর নিরাপত্তা না থাকায় এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং পেশায় আসতে পরিবার থেকে নারীকে বাধা দেওয়া বা নিরুৎসাহিত করা হয়।

দুইটি পেশাতেই নারীকে পুরুষ আধিপত্যের ধ্যানধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহত্তর জনপরিসরে চলাফেরা ও মেলামেশা করতে হয়। ফলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির নারী-সম্পর্কে প্রায়শই নেতৃত্বাচক ধারণা করা হয়। তাদের চরিত্র হনন করে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীল ভাষায় (মিমস, ট্রুল) আক্রমণ এবং ধর্মীয় ও নৈতিক খবরদারি করা হয়। এ ছাড়া নারীদের অংশগ্রহণে বাধা প্রদানের জন্য দলবদ্ধ সম্মাস করে শারীরিক আঘাতও করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় অনুশাসনের নামে এলাকাভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। আবার গণমাধ্যমে নারীদের যৌনবস্তু হিসেবে এবং নারীবিদ্বেষী উপস্থাপন নারী-ক্রীড়াবিদ ও সংস্কৃতিকর্মী-সম্পর্কে নেতৃত্বাচক ধারণা তৈরি করতে সাহায্য করে।

উভয় ক্ষেত্রে নারীর অবদান ও অর্জন সম্পর্কে প্রচারণার অভাব: ক্রীড়াতে নারীর অর্জন নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আলোচনা হলেও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর অর্জন ও অবদান-সম্পর্কে প্রচারণা নেই। ফলস্বরূপ নারী এ সকল ক্ষেত্রে কী কাজ করে থাকে সে বিষয়ে জনসচেতনতা নেই। এ সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব থাকায় লিঙ্গাবিভাজিত তথ্য, এলাকাবিভাজিত তথ্য, প্রয়োজন ও ঘাটতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান নেই।

উপরিউক্ত সবগুলো কারণই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য টেকসই করে।

১৬.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৬.৩.১ অন্তর্ভূতিকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৬.৩.১.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৬.৩.১.১.১ ক্রীড়া পরিষদ ও ক্রীড়া আইনে নারী-পুরুষের সমতা।

- ক) সকল পর্যায়ের ক্রীড়া কর্মকাণ্ড ও কাঠামোতে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে উল্লেখ করে ‘জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮’ সংশোধন করা।
- খ) জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া পরিষদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থায় নারী-প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির বিধান প্রণয়ন।
- গ) পার্বত্য এলাকা ও অন্যান্য প্রান্তিক (ভোগলিকভাবে দুর্গম ও প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ) এলাকার কিশোরীদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিধান রেখে ‘বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০’ সংশোধন করা।

১৬.৩.১.১.২ সাংস্কৃতিক চর্চা বৈষম্যহীন ও স্বাধীন করা।

- ক) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাংস্কৃতিক চর্চায় নারীর অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক অঞ্চনের নারীদের উপস্থাপন এবং নারী-শিল্পীদের উপস্থিতি যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং হয়রানি, ঘণ্টা বক্রব্য ও সহিংসতার সম্মুখীন হলে তার প্রতিকার পাওয়ার জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কিংবা অনলাইন মাধ্যমে নারীর সুরক্ষার জন্য আইন করা। একই আইনে আদিবাসী সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি যেন নিরাপদ ও বৈষম্যহীন হয়, তা অন্তর্ভুক্ত

করা। গণমাধ্যম অধ্যায়ের আইনগত সুপারিশমালায় বর্ণিত অনলাইন মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা-প্রতিরোধে বিশেষ আইনে এ সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১৬.৩.১.২ নীতিসংক্রান্ত

১৬.৩.১.২.১ ক্রীড়াসংস্থাগুলোর কাঠামোগত পরিবর্তন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন।

- ক) সকল ক্রীড়া ফেডারেশন ও সংস্থায় সদস্য হিসেবে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্তি বন্ধ করতে নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- খ) ‘জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩’-এর খসড়া অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করা, যাতে ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং নীতিমালায় বর্ণিত বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে মানসম্পন্ন ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি হয়।
- গ) মহিলা ক্রীড়া সংস্থাকে জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্ট পরিচালনা ও আয়োজনের ক্ষমতা দিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা, যাতে এ সংস্থার আওতায় থাকা মানসম্পন্ন খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

১৬.৩.১.২.২ সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে নীতিমালা সংশোধন।

- ক) সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সকল ধর্ম, বয়স, জনগোষ্ঠী ও পরিচয়ের নারী ও মেয়েশিশুদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিরাপদ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের পরিসর বৃদ্ধি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহনশীলতা তৈরির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রযুক্তিভিত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা-বিষয়ক নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর সংস্কৃতি-সম্পর্কিত অংশের ভাষা পরিমার্জন করে ‘জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬’ সংশোধন করা।
- খ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন, যাতে কর্মক্ষেত্র নারীবাক্ষ হয় এবং বিভিন্ন বৈষম্য নির্মূল করা যায়।

১৬.৩.১.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৬.৩.১.৩.১ ক্রীড়াসংস্থার কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতা।

- ক) সকল ক্রীড়াতে নারী ও পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যকার বেতনবৈষম্য দূর করা; বর্তমান বেতনকাঠামো পর্যালোচনা ও খেলোয়াড়দের জীবনমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধন করে জাতীয় বেতনকাঠামো তৈরি করা।
- খ) খেলোয়াড় নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে ফেডারেশনের সদস্য হিসেবে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠকদের অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য গ্রহণ ও কমিটি তৈরি করা।
- গ) পেশাদার শিল্পীদের জন্য চুক্তিপত্র আবশ্যিক করা, যেখানে তাদের দায়িত্ব, কার্যপরিধি, অধিকার ও আইনি সুরক্ষা বর্ণিত থাকবে।
- ঘ) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় অলিম্পিক পরিষদ ও অন্যান্য পর্যায়ের ক্রীড়া পরিষদের কাঠামোতে ৩০শতাংশ নারী-প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করা।
- ঙ) এডহক কমিটিগুলোকে ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা এবং এ ক্ষেত্রে প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড় ও ক্রীড়াসংগঠকদের অগ্রাধিকার দেওয়া, যাতে তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমান খেলোয়াড়রা শিখতে ও সুবিধা পেতে পারে।

- চ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কমিটিতে, বিশেষ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ-পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ছ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা পর্যায়ের ফেডারেশনের সাথে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সমন্বয় বৃদ্ধি করা, যাতে মানসম্পন্ন ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসতে পারে।

১৬.৩.১.৩.২ ক্রীড়াতে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া।

- ক) ক্রিকেট ও ফুটবলের বাইরের খেলায়, বিশেষ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টের খেলায়—যেমন: আর্চারি, সাঁতার, ভারোত্তলন, টেনিস, এখেলোটিক্সে নারী-খেলোয়াড় টিকিয়ে রাখা এবং উন্নয়নের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে খেলোয়াড়দের জন্য প্রগোদনার ব্যবস্থা করা।
- খ) সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় পর্যায়ের নারী-খেলোয়াড়দের মাসিক ভাতা প্রদান এবং তাদের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করা।
- গ) ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে নারীদের বিনামূল্যে খেলার সরঞ্জাম ও পোশাক প্রদান।
- ঘ) বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, স্বীকৃতি, সহায়তা—এসব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যকার বৈষম্য দূর করা।

১৬.৩.১.৩.৩ ক্রীড়াক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা এবং নারীবান্ধব ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি।

- ক) নারীর জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে সকল পর্যায়ের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি অভিযোগ কমিটি গঠন এবং সেটি কার্যকর হয়েছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- খ) স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের টুর্নামেন্ট আয়োজনে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সংঘবন্ধ সন্ত্রাসের মাধ্যমে নারীদের টুর্নামেন্ট বন্ধ করার প্রচেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করা।

১৬.৩.১.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৬.৩.১.৪.১ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারী-পুরুষ সমতা।

- ক) নারী ক্রীড়া দলের জন্য বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া।
- খ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া, যেমন—জুড়ো, কারাতে, ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা। প্রয়োজনে এলাকার ক্রীড়া ক্লাবের সাথে সমন্বয় করে এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ ব্যবহার করা এবং এজন্য সাম্প্রাহিক তালিকা করে নারী ও মেয়েশিশুদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি এটি মানা হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গ) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বাংলা, ইংরেজি, মাদ্রাসা) সংস্কৃতিচর্চা বাধ্যতামূলক করা; এটি পাঠ্যক্রমের অংশ হতে পারে, যা উচ্চ শিক্ষায় ভর্তিতে মূল্যায়িত হবে এবং এমপিও বরাদ্দ পাওয়ার শর্ত হিসেবে বিদ্যালয়সমূহে এ চর্চা নিশ্চিত করা।
- ঘ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক নারী-ক্রীড়া টুর্নামেন্ট চালু রাখা এবং টুর্নামেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা; এ জন্য সরকার থেকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা।
- ঙ) শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমি কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং এ জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।

- চ) এলাকাভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরিতে কর্মসূচি গ্রহণ করা; এ সংগঠনগুলো এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাল, যেমন—পথনাটক, শীতকালীন নাটক, নাচের অনুষ্ঠান, বইপড়া কর্মসূচি ইত্যাদি আয়োজন করবে এবং কার্যক্রমে নারী, শিশুসহ সকলের অংশগ্রহণকে উদ্বৃদ্ধ করবে। এতে সামাজিক সহনশীলতা তৈরি হবে। সংস্কৃতিসংক্রান্ত সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা।
- ছ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে নারী-নির্মাতা, নারী লেখক (সংলাপ রচয়িতা, নাটক-নাটিকা ইত্যাদি) ও নারী-শিল্পীদের প্রগোদ্ধনা ও অনুদান প্রদান।

১৬.৩.১.৮.২ ক্রীড়াক্ষেত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক করা।

- ক) আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক এলাকার নারীদের জন্য বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।
- খ) বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী মেয়েশিশুদের জন্য ক্রীড়া-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গ) বয়স্ক নারী²³⁰, প্রতিবন্ধী মেয়েশিশু, কিশোরী ও তরুণীদের জন্য বিশেষ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

১৬.৩.১.৮.৩ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ-সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

- ক) গণমাধ্যমে (প্রিন্ট, ডিজিটাল ও অনলাইন) সফল নারী-ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের নারীদের সাফল্যের গল্প তুলে ধরা।
- খ) নারীদের খেলাধূলার গুরুত্ব ও উপকারিতা-সম্পর্কে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
- গ) প্রশিক্ষিত নারী-ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ও সাফল্য অর্জনকারীদের জন্য সরকারি স্বীকৃতি, সার্টিফিকেশন ও নিবন্ধন প্রদান করা।

১৬.৩.১.৮.৪ আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীলতা ও সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।

- ক) আদিবাসী ও মূলধারার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়ে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি পরিচালনা, যেখানে একে অপরের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ নিয়ে কাজ করবে।²³¹
- খ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আদিবাসী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি এবং আদিবাসী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৬.৩.১.৮.৫ অন্যান্য প্রান্তিক নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তি ও বিশেষ সুবিধা প্রদান।

- ক) সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েশিশুদের অভিগমন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা প্রদান ও সচেতনতা তৈরি।
- খ) দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও আহত নারী-সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা/ভাতা প্রদান।
- গ) নারী-পরিচয়ের সকলকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত রাখা ও অন্তর্ভুক্তিচর্চার বিষয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরা, যাতে সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

²³⁰ বয়স্ক নারীদের জন্য কোন ধরণের শারীরিক ব্যায়াম, খেলাধূলা কর্মসূচি নেই; ফলে তারা সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে বিছিন্ন হয়ে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি হয়ে যায়। এটি শুধু যে নারীর চলাফেরা বন্ধ করে তা নয়, পাশাপাশি তাদের আস্থা ঝুঁকি বৃক্ষি করে। হন্দরোগ, ডায়াবেটিস এর মত অসুখে আক্রান্তের সংখ্যা বৃক্ষি পায়।

²³¹ যেমন—বাঙালি চাকমা ভাষার গান গাইবে, আবার আদিবাসী একজন শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত গাইবে

১৬.৩.১.৪.৬ বৈষম্য ও নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ।

- ক) নারীর উপর সহিংসতা, যৌন হয়রানি ও যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে সরব হওয়ার জন্য ইতিবাচক সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) প্রচার ও চর্চা।
- খ) সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং তাঁদের সম্পর্কে নেতৃত্বাচক ধারণা তৈরি করে এমন বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে প্রচারণা এবং নারীদের ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা।

১৬.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৬.৩.২.১ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৬.৩.২.১.১ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ।

- ক) জেলা পর্যায়ে, বিশেষ করে পার্বত্য ও অন্যান্য প্রান্তিক এলাকায় নারীবান্ধব ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং নারী-খেলোয়াড়দের জন্য খাওয়াখরচসহ নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা;²³² এ জন্যে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
- খ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েশিশু ও নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন এবং নারী-কোচ নিয়োগ বৃদ্ধি করা।
- গ) নারীদের জন্য বিশেষায়িত ক্রীড়া ক্লাব তৈরি করা।
- ঘ) প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারী-ক্রীড়াশিক্ষক নিয়োগ।
- ঙ) শিল্পকলা একাডেমি বা শিশু একাডেমি ভবনগুলো ব্যবহার করে প্রতিটি জেলায় সংস্কৃতিচর্চাকেন্দ্র তৈরি। যেখানে অবকাঠামো রয়েছে, সেগুলো চালু করা; যেখানে নেই, সেখানে তৈরি করা এবং পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা।

১৬.৩.২.১.২ ক্রীড়াক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা ও নারীবান্ধব ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি করা।

- ক) নারী ক্রীড়া দলের সাথে নারী-ম্যানেজার দেওয়া আবশ্যক করা এবং দলের সাথে বিদেশের টুর্নামেন্টে প্রাক্তন নারী-খেলোয়াড় ও সংগঠকদের অগ্রাধিকার দেওয়া।
- খ) প্রতিটি নারী ক্রীড়া দলের সাথে অন্তত একজন নারী- ফিজিওথেরাপিস্ট রাখা আবশ্যক করা এবং এজন্যে খেলাধুলা বিষয়ে দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- গ) ক্রীড়ার অবকাঠামো যেমন – স্টেডিয়াম, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নারীবান্ধব করা, নারীদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম ও শাওয়ার, আলাদা ড্রেসিং রুম, বিশ্বামৈর জায়গা ইত্যাদি।
- ঘ) সকল ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের নারী ও মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা, নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

১৬.৩.২.১.৩ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

- ক) স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে সফল নারী ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সফল নারীদের সম্পর্কে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা।

²³² এ ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটির ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়কে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, যেখানে খাদ্যখরচসহ আবাসনের ব্যবস্থা করায় জাতীয় নারী ফুটবল দলে খেলোয়াড়রা উঠে আসতে পেরেছে।

- খ) ক্রীড়াক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য, অবদান এবং অংশগ্রহণের ফলে ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ গণমাধ্যমে উপস্থাপন করা।

১৬.৩.২.২ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৬.৩.২.২.১ ক্রীড়াক্ষেত্র ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ-সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

- ক) পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে মেয়েশিশুদের ক্রীড়াচর্চায় উদ্বৃক্ত করতে স্কুল-কর্তৃপক্ষ, পরিবার, সমাজ (ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় ক্ষমতাশীল, তরুণ অধিকারকর্মী ও উদ্যোক্তা) ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে নিয়ে সমন্বিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- খ) সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বয়স্ক পুরুষ শিল্পীদের অংশগ্রহণের অধিকতর সুযোগ থাকলেও বয়স্ক নারী শিল্পীদের সুযোগ সীমিত। তাই বয়স্ক নারী শিল্পীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কর্মসূচি গ্রহণ এবং অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- গ) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সকল অংশীজনের সময়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
- ঘ) একজন একাকী (সিঙ্গেল) নারীর জীবন সংগ্রামের গল্প ইতিবাচকভাবে চিত্রায়ন করা। যেমন — রেহানা মরিয়ম নূর চলচ্চিত্র।
- ঙ) তাংক্ষণিক পরিকল্পনার আওতায় নেওয়া কর্মসূচি চলমান রাখা এবং পরিসর বৃদ্ধি করা।

১৬.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৬.৩.৩.১ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

- ক) যে সমস্ত জেলা ও উপজেলায় নারীদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা আছে সে সমস্ত জেলা বা উপজেলায় নারী ক্রীড়াবিদদের জন্য পর্যায়ক্রমে খাদ্যসহ আবাসনের ব্যবস্থা এবং তাদের অনুশীলনের জন্য মাঠ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নারীর উজ্জ্বল, অবাধ ও নিরাপদ অংশগ্রহণ, অবদান ও স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে।

সপ্তদশ অধ্যায়: নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের
প্রভাব ও করণীয়

জলবায়ু ন্যায়বিচারে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক

১৭.১ ভূমিকা ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির দিক থেকে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে, তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ-সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে কাজ হচ্ছে।²³³ ২০০৯ সালে গৃহীত ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা’²³⁴ তৈরির পর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেশ কিছু নীতিমালা ও কৌশল নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা²³⁵, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা²³⁶, জাতীয় জীববৈচিত্র্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা²³⁷ সহ বেশ কয়েকটি নীতি ও কৌশল।

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা কেবল একটি লক্ষ্য নয়, বরং নারীরা জলবায়ু-সহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের চালিকাশক্তি—এ উপলক্ষের ভিত্তিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়²³⁸ ২০১৩ সালে প্রথম ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনা’²³⁹ প্রণয়ন করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, পানিসম্পদ, জালানি, স্বাস্থ্য ও জীবিকাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে লিঙ্গ-সংবেদনশীল দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ২০২৪ সালে দ্বিতীয় জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ ২০০০ সালের পর থেকে দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনায় প্রতিক্রিয়াশীল (Reactive) পদ্ধতি থেকে দুর্যোগ-ঝুঁকি হাস²⁴⁰ কৌশলে পরিবর্তন এনেছে। বহু দাতাসংস্থা-সমর্থিত সমন্বিত দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি²⁴¹ দুটি পর্যায়ে (২০০৮-২০১০) পরিচালিত হয়, যা দুর্যোগ-ঝুঁকি হাসের ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো তৈরিতে ভূমিকা রাখে। দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে দুর্যোগে নারীদের ভূমিকার বিষয়টি সংযোজন করা হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে “দুর্যোগে নারী” নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। তবে, বেশির ভাগ নীতিমালায় নারীদের শুধু দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও নবাই দশকের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দুর্যোগের সময় পরিবারের টিকে থাকা ও পুনরুদ্ধারে নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।²⁴² দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা নীতিতে জেন্ডার-বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপক পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে লেখা একটি নিরবন্ধে বলা হয়েছে যে, দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা নীতিতে জেন্ডার-বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বিষয় এখনো প্রয়োজন।²⁴³

দুর্যোগ-মোকাবিলায় নারীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের টিকে থাকার এবং জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা শুধু দুর্যোগের শিকার নন, বরং তারা সংকট-মোকাবিলা ও জীবনধারণের জন্য প্রধান অবদানকারী।

হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন (২০০৫-২০১৫)²⁴⁴ গৃহীত হওয়ার সাথে বাংলাদেশের দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনায় নতুন দিক উন্মোচিত হয়। তবে, এ কাঠামোতে নারীদের বা জেন্ডারভিত্তিক বিষয়গুলো অগ্রগত্য হয়নি। পরবর্তীতে সেন্টার ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্ট্রার রিডাকশন (২০১৬-২০৩০)²⁴⁵ -এ জেন্ডার ও দুর্যোগ-ঝুঁকি হাস বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশও SDRR-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাগুলো সংশোধন

²³³ Eckstein, Künzel, & Schäfer, 2021. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

²³⁴ Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP).

²³⁵ National Adaptation Plan.

²³⁶ National Plan for Disaster Management.

²³⁷ National Biodiversity Strategy and Action Plan.

²³⁸ Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEFCC).

²³⁹ Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan (BCCGAP).

²⁴⁰ Disaster Risk Reduction (DRR).

²⁴¹ Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP).

²⁴² Nasreen, 1995. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

²⁴³ Hasan, Nasreen, & Chowdhury 2019. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দ্রষ্টব্য।

²⁴⁴ Hyogo Framework for Action 2005-2015.

²⁴⁵ Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2016-2030.

করেছে। ২০১৯ সালে সংশোধিত দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি²⁴⁶ এ জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচিত হয়।

১৭.২ বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা এবং চ্যালেঞ্জ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি, যেখানে ২০০৯ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ১৮৫টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটেছে।²⁴⁷ জলবায়ু পরিবর্তন দুই প্রকার: ১) যা ধীরে ধীরে শুরু হওয়া পরিবর্তন এবং ২) যা জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সৃষ্টি চরম দুর্যোগ-অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উভয়ই দেশটির কষ্টার্জিত উন্নয়ন-সফলতাকে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। পূর্বাভাস আছে যে, ২০৫০ সালের মধ্যে কৃষির জিডিপির এক-তৃতীয়াংশ হারিয়ে যাবে, এক কোটি ট্রিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে পারে এবং একটি গড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বছরে প্রায় একশ কোটি ডলার ক্ষতি হতে পারে।²⁴⁸ এসব পরিবর্তনের পাশাপাশি—চরম অবস্থা ও দুর্যোগ—আকস্মিক বন্যা ও তাপপ্রবাহ ছাড়াও অনেক কম ঘটনাবহল, ধীরগতির, বৃদ্ধিপ্রাপ্তি এবং প্রায়শই অগোচর জলবায়ুর পরিবর্তন—যেমন শহরে তাপাধিক্য এলাকা, ঘন ঘন বন্যা, উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ এবং বাংলাদেশের জলাবন্ধনের সম্মিলিত প্রভাব মানবকল্যাণের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।²⁴⁹ জলবায়ু পরিবর্তনের রয়েছে বহুমুখী হমকি, যা নারীদের, মেয়েদের ও সবচেয়ে বিছিন্ন গোষ্ঠীগুলোর জীবনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলে। নারী-পুরুষ বৈষম্য, অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে মিলিত হয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে। জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়; নারীদের ওপর অবৈতনিক যত্নের কাজের চাপ বাড়ে এবং পুরুষদের স্থানান্তরের কারণে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই, জেন্ডারভিত্তিক ঝুঁকি ও অর্থবর্তীকালীন দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত ও মোকাবিলা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

নারী ও পুরুষের উপর জলবায়ু ঝুঁকি ছয় ধরণের লিঙ্গভিত্তিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।²⁵⁰ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: ক) লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা ও সাংস্কৃতিক চর্চা, যা দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নারী-পুরুষের শিক্ষা লাভ ও চলাফেরার স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে; খ) নারীদের শারীরিক ও প্রজনন ক্ষমতার পার্থক্য, যা জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের নিরাপত্তা ও শারীরিক ক্ষমতাকে ঝুঁকিতে ফেলে, যেমন: সাঁতার-শেখা; গ) নারী-পুরুষের শ্রমের বিভাজন ও জীবিকার ব্যবস্থা এবং নারীদের বহুমুখী কাজ, যাতে আছে খাদ্য-উৎপাদন ও বিতরণ, পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাপ্রদান ইত্যাদি; যা নারী ও পুরুষদের জীবিকা, অবস্থান ও বাসস্থানের পছন্দ ও অবস্থাকে প্রভাবিত করে; ঘ) আয় ও সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের পার্থক্য, যা মূলধন বা সম্পত্তিতে মালিকানা এবং তার ব্যবস্থাপনায় জেন্ডারভিত্তিক পার্থক্য সৃষ্টি করে; �ঙ) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে পক্ষপাত, যা নারীদের আগাম ও প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে; এবং চ) লিঙ্গভিত্তিক উপাত্ত ও সূচকের অভাব, প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার-সংবেদনশীল অভিযোজন নীতি ও কোশল তৈরি করার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এবং বাধা সৃষ্টি করে।²⁵¹

যদিও দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্থানীয় পর্যায়ের কমিটিগুলোতে নারী ও প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তবে এর বাস্তবায়নে দুর্বলতা রয়েছে। ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হলেও নারীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় প্রায়ই অংশগ্রহণ করেন না। এছাড়া আদেশাবলির জেন্ডার ও সামাজিক খাতে কাজের বন্টন নির্দিষ্ট করা নেই। নিরাপদ পানি পাওয়া, বিশেষ করে দুরবর্তী এলাকায় এখনো বড়ো সমস্যা। বৃক্ষ ও প্রতিবন্ধীদের যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

²⁴⁶ Standing Orders on Disaster (SOD).

²⁴⁷ Eckstein et al., 2021.

²⁴⁸ World Bank, 2022.

²⁴⁹ Moser et al., 2010.

²⁵⁰ Jabeen, 2014.

²⁵¹ Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan. ফুটনোট ২৪৬-২৫১ পর্যন্ত সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্ত ১০ দফ্টব্য

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পুরোপুরি বোঝা, নথিভুক্ত করা বা মোকাবিলা করা হয়নি। কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, যেসব নারী লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় বাস করেন এবং যাদের নিরাপদ পানির উৎসের অভাব আছে, তারা মাসিক বন্ধ রাখতে গর্ভনিরোধক ব্যবহার করছেন এবং প্রায়ই “নীল শিশু” (অর্থাৎ অঙ্গিজেনের অভাব নিয়ে জন্মানো শিশু) এর সংখ্যা বাঢ়ছে। এসব এলাকায় নারীরা সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন এবং তাদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে ৬ জন “নীল শিশু” জন্ম দেয়। বেশ কিছু গবেষণায় পানীয় জলের লবণাক্ততার সাথে উচ্চ রক্তচাপ, (প্রাক) এক্লাম্পসিয়া, হৃদরোগ, কিডনির কার্যকারিতার প্রতিবন্ধকতা, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি-রোগ, হক ও গ্যাস্ট্রোইন্টেন্টাইনাল সমস্যা, শিশুমৃত্যু, গর্ভাশয়ের ভ্রুনের বেড়ে ওঠায় প্রতিবন্ধকতা ও অকাল জন্মের সম্পর্ক দেখা গেছে।²⁵² যদিও বড়ো সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব যাচাই²⁵³ বাধ্যতামূলক, তবে এগুলো কখনো কখনো পক্ষপাতদুষ্ট হয়। এর ফলাফল সাধারণ জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয় না এবং নারীদের সাথে পরামর্শ করা হয় না।

১৭.৩ প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

১৭.৩.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৭.৩.১.১ নীতিসংক্রান্ত

- ক) যেসব লবণাক্ততাপ্রবণ ও খরা-আক্রান্ত এলাকায় নারীদের পানিসংগ্রহের জন্য বহুদূর যেতে হয়, ‘পানি আইন, ২০১৩’-এর অধীনে, সেগুলোকে ‘পানি সংকটপূর্ণ’ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা উচিত, যা সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করবে।

১৭.৩.১.২ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৭.৩.১.২.১ নারী-পুরুষ বিষয় তদারকি বৃদ্ধি।

- ক) জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন-সম্পর্কিত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ ও বিতরণ বৃদ্ধি করা।
- খ) পরিবেশ, বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার-সম্পর্কিত বিদ্যমান গবেষণা, লেখা, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও উদ্যোগের একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার তৈরি ও সংরক্ষণ করা।
- গ) পরিবেশ-অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল সবুজায়ন প্রহড়া কৌশল তৈরি করা এবং তার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য বিশেষ পুলিশ ইউনিট গঠন করা।
- ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ১৪ একটি জাতীয় সমষ্টি দল গঠনের প্রস্তাব করেছে যেখানে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

১৭.৩.১.৩ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

- ক) প্রাথমিক সতর্কতাব্যবস্থা নারীদের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা। এ ব্যবস্থা এমন হতে হবে, যা নারীদের কাছে সহজে তথ্য পৌঁছাতে সক্ষম, বিশেষত যারা সাধারণত জনপরিসরের তুলনায় পারিবারিক পরিমণ্ডলে বেশি সময় কাটান। নারীদেরকে উদ্বার-কার্যক্রমের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া, কারণ নারীরা দুর্যোগের সময়

²⁵² A population-based study, conducted in Dacope Upazilla, showed a significant association between consumption of drinking water with high sodium levels and the risk of (pre)eclampsia and gestational hypertension among pregnant women (Khan 2014). Drinking water sources had exceptionally high sodium levels (mean 516.6 mg/L), and women who consumed tube-well water were at a higher disease risk than rainwater users. Khan 2011, Khan 2014, Scheelbeek 2016, Shammi, 2019; Rahman 2023; Costopoulos.

²⁵³ Environmental Impact Assessment (EIA)

বাড়িতেই থাকার সন্তাননা বেশি (যদিও এ বিষয়টি দুর্যোগের স্থায়ী আদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না)।²⁵⁴

১৭.৩.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মেয়াদে করণীয়

১৭.৩.২.১ আইন ও আইনগত কাঠামো

১৭.৩.২.১.১ বর্তমান পরিবেশগত আইনগুলোকে জলবায়ু ও জেন্ডার-ন্যায়বিচার একীভূত করার জন্য পর্যালোচনা ও সংস্কার করা যার কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ: পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি; বন আইন, জৈব বৈচিত্র্য আইন, পানি আইন ইত্যাদি। এ ছাড়া, বিভিন্ন খাতে বিধি—যেমন: বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধি, অতিরিক্ত তাপদাহে ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস ও শিল্পকারখানায় করণীয়²⁵⁵, কঠিন বর্জ্যবস্থাপনা বিধি—এগুলোকেও পুনরায় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। যেহেতু অনেক আইন স্বাস্থকে গুরুত্ব দেয়, সে ক্ষেত্রে নারীদের স্বাস্থ্যকেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ: পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে, এগুলোকে জেন্ডারভিত্তিক প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করতে পুনঃসংস্করণ করা উচিত।

১৭.৩.২.২ নীতিসংক্রান্ত

১৭.৩.২.২.১ বিভিন্ন নীতির সমর্পিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

- ক) বিদ্যমান পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগসংক্রান্ত নীতিগুলো জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমর্পিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা।
- খ) জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান আছে, তবে একটি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রয়োজন, যা পরিবেশ, জলবায়ু ও জেন্ডারের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিবেচনায় নিয়ে এতে ভূমির অধিকার, বনসম্পদ অধিকার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত করবে।
- গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাপদাহ বৃদ্ধি, হঠাত বন্যা মোকাবেলায় অভিযোজন তহবিল তৈরি-নির্দেশনা এবং অংশীজনের জন্য এ তহবিল সহজলভ্য করা।

১৭.৩.২.২.২ নারীদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করে বিভিন্ন নীতি সংস্কার করা।

- ক) সামাজিক বনায়ন-সম্পর্কিত নীতিমালায় নারীদের বনরক্ষা ও চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।
- খ) একটি জাতীয় তাপনিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যা সকলের জন্য শীতল ও সবুজ স্থান তৈরি এবং সেগুলোতে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।
- গ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২-এর খারা ৪(বি)-এর অধীনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা অথবা অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং ঘরের বায়ুর গুণমান উন্নত করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।
- ঘ) নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা বৃদ্ধি করা, বিশেষত যারা অনিরাপদ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে—যেমন: প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার, ইটভাটা, জাহাজভাঙা, ব্যাটারিভাঙা ইত্যাদিতে কাজ করেন তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান এবং মজুরি বৈষম্য দূর করা।

²⁵⁴Gender and disaster early warning systems in Bangladesh. সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ১০ দল।

²⁵⁵Heat stress measures and response

- ঙ) কৃষিজমির মালিক বা ব্যবহারকারী নারীদের জন্য খণ্ড ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি নীতিগত কাঠামো তৈরি করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে জলবায়ু ও সবুজায়ন বিনিয়োগে নারীর জন্য অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।
- চ) জলবায়ুজনিত সহিংসতা ও শিশু-কিশোরী বিবাহের ঝুঁকি-বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দুর্যোগ মোকাবিলার নীতিগুলো সংস্কার করা।

১৭.৩.২.৩ প্রতিষ্ঠান-সংক্রান্ত

১৭.৩.২.৩.১ নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ এবং নাগরিকদের প্রতি জবাবদিহি বৃদ্ধি।

- ক) নারীদের অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা’ অনুযায়ী প্রতিটি জলবায়ু-প্রকল্পের জন্য একটি জেন্ডার চেকলিস্ট প্রবর্তন করা।
- খ) ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনার’ অধীনে কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে নারী ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন—কর্মপরিকল্পনার অধীনে নারীদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ অংশে একটি জেন্ডার, জলবায়ু পরিবর্তন ও শিক্ষা নিয়ে কর্মদল (সূচক ১.১, অধ্যায় ৪ কর্মপরিকল্পনা)-এর ব্যবস্থা আছে, যা জেন্ডার-সংবেদনশীল জলবায়ু পরিবর্তন পাঠ্যক্রম তৈরি করবে, যার মধ্যে নারীদের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন ও এসম্পর্কিত জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- গ) ‘পরিবেশগত প্রভাব যাচাই’ সমীক্ষার সময় বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের সাথে পরামর্শের ব্যবস্থা থাকা, যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশগত প্রভাব যাচাই এর ফলাফল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা।
- ঘ) নারীদের স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

১৭.৩.২.৩.২ পরিবেশ ও জলবায়ু প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্তিশালী করা।

- ক) জেন্ডার-বিষয়ক সূচক অন্তর্ভুক্ত করে সকল প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো তৈরি করা।
- খ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, যাতে তাদের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা যায়।

১৭.৩.২.৩.৩ কৃষক নারীদের জলবায়ু-সহিষ্ণুতা ও অভিযোজনক্ষমতা সৃষ্টি।

- ক) বাংলাদেশে কৃষি-শ্রমশক্তির অর্ধেকের বেশি নারী। জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিখাতে সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি ও প্রযুক্তি-স্থানান্তর দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে: খরাসহিষ্ণু ফসল, সেচে পানির কার্যকারিতা, জৈব কৃষি, অ্যাপ্রো-ভোলটাইকস ও যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ।
- খ) বিশেষভাবে জলবায়ু সহিষ্ণু ও দ্রুত ফলনশীল বীজ বা কার্যকর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য নারীদের ভর্তুকি প্রদান।
- গ) কার্যকর সেচ ও কৃষি-উৎপাদনে সৌরশক্তি যুক্ত করার জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি।
- ঘ) কৃষিভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য বিশেষ আর্থিক পরিকল্পনা, প্রগোদনা-সুবিধা ও অন্যান্য সম্প্রসারণ-সেবা চালু করা।

- ঙ) জৈব সার-উদ্যোগ ও অ্যাগ্রোইকোলজি নিয়ে প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা, আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য মূলধন সরবরাহ করা। কারণ অ্যাগ্রোইকোলজির নীতি রাসায়নিক সার থেকে সরে আসতে এবং দূষণ কমাতে সাহায্য করে, যা মানবস্বাস্থ্যের ওপর নেতৃবাচক প্রভাব কমায়, মাটিক্ষয় রোধ করে ও জীববৈচিত্রের ক্ষতি প্রতিরোধ করে।

১৭.৩.২.৩.৪ নারীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিতকরণ।

- ক) নদীভাঙ্গন ও উপকূলীয় ভূমিক্ষয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
- খ) নারীদের নামে জমির রেকর্ড সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা এবং নারীদের মালিকানাধীন কৃষিখামারের জন্য সম্প্রসারণসেবা প্রদান করা (একাদশ অধ্যায়ে দেখুন)।
- গ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য পতিত/খাস ভূমি বরাদ্দ করা এবং নারীপ্রধান পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- ঘ) যেখানে প্রয়োজন, সেখানে নারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপকরণ কিংবা সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমি বা অন্যান্য অধিকার-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইনগত ও নীতি-সহায়তা প্রদান।

১৭.৩.২.৩.৫ নারীদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ বা ইন্টারসেকশনাল দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা; বিশেষভাবে ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া।

- ক) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জেন্ডার-কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন ঝুঁকিগ্রস্ত গোষ্ঠী ও তাদের চ্যালেঞ্জগুলো অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন: বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর ফলে বিধবা, জেলেদের মৃত্যুর ফলে বিধবা, আদিবাসী নারী, প্রতিবন্ধী নারী, চর ও হাওরাঞ্জলের বাসিন্দা, চা-শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক শ্রমিক ও মৎসজীবী নারী।

১৭.৩.২.৪ কর্মসূচি-সংক্রান্ত

১৭.৩.২.৪.১ প্রযুক্তি ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার এবং প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা।

- ক) সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে সবুজ জ্বালানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নারীর জন্য বিশেষ বরাদ্দের তথ্য প্রচার করা এবং ঋণপ্রাপ্তি সহজতর করতে হবে। নবায়নযোগ্য শক্তির পণ্য কেনার জন্য প্রগোদ্ধনা, ভর্তুকি বা আর্থিক ক্ষিম, যেমন: অ্যাগ্রো-ভোলটাইকস ও সোলার সেচ পাম্প প্রদান করা।
- খ) কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জলবায়ু-উন্নত স্মার্ট প্রযুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত শিক্ষাকোর্স প্রণয়ন করে সেগুলো প্রান্তিক জনগণের কাছে, বিশেষ করে নারীদের জন্য সহজলভ্য করা।
- গ) বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড²⁵⁶ এর বৃহত্ম সোলার হোম সিস্টেম²⁵⁷ বিতরণব্যবস্থা আছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারীদের নবায়নযোগ্য শক্তিতে প্রবেশাধিকারের জন্য বিশেষ কর্মসূচি তৈরি করা; আধুনিক সোলার হোম সিস্টেম তৈরি করা এবং নারীদেরকে তাদের শক্তির চাহিদা-সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।
- ঘ) সৌর-শক্তিচালিত পণ্য স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া—নারীদের দক্ষতা সৃষ্টি এবং অবশেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। উদাহরণস্বরূপ, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট

²⁵⁶ Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)

²⁵⁷ Solar Home System (SHS)

কোম্পানি লিমিটেড নারীদেরকে যন্ত্র-স্থাপন ও মেরামতের কাজে আসতে সহায়তা করতে পারে, যেমন:
সোলার সিস্টার প্রোগ্রাম।²⁵⁸

- ঙ) অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষণ নারীদের উপর ব্যাপকভাবে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে, তাই পরিচ্ছন্ন রান্নার চুলার প্রচার করা; বিদ্যমান কর্মসূচিগুলো আরও সম্প্রসারিত করা।

১৭.৩.২.৪.২ নারীদের প্রযুক্তি সক্ষমতা তথা জ্ঞান ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

- ক) পরিবেশ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত ক্ষেত্র গুলিতে যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি এবং অন্যান্য প্রাসঞ্জিক বিষয়, বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত ক্ষেত্রগুলিতে নারীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ও দেশীয় একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে বৃত্তি প্রদান করা।
- খ) আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনা, দর কষাকষি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য পরিবেশগত আন্দোলনের সরকারি এবং বেসরকারি কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১৭.৩.২.৪.৩ নারীর উপর সহিংসতা মোকাবিলা করা।

- ক) প্রাকৃতিক বা জলবায়ু বিপর্যয়কালে যখন পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়, তখন নারীদের জন্য সরকারের আইনি সহায়তা-প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি আইনি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আইনি ও কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা।
- খ) দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকালে যাতে সহিংসতা, হয়রানি ও শোষণ না ঘটে, সে জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির বিধানগুলো খুবই সাধারণ; এগুলোকে আরও বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- গ) দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলির নির্দেশ মোতাবেক আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করা।
যেমন: নারীদের জন্য আলাদা কক্ষ বা জায়গা রাখতে হবে।

১৭.৩.২.৪.৪ নারীদের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে শিক্ষা প্রচলন করা।

- ক) জাতীয় পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন-শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে। আদিবাসী ভাষা ও ব্রেইল ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত উপকরণ তৈরি করা।
- খ) গ্রামাঞ্চলে নারীদের জন্য জলবায়ু ও পরিবেশ-সম্পর্কিত সাক্ষরতা কর্মসূচি প্রচলন করা।
- গ) নারীদের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময়, সহায়ক নেটওয়ার্ক ও দেনদরবারের জন্য এলাকাভিত্তিক সহায়কদল তৈরি করা।

১৭.৩.২.৪.৫ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা-প্রয়োজনীয়তা মেটানো।

- ক) ত্রাণকার্যক্রমে প্রজননস্বাস্থ্য, মাসিক স্বাস্থ্য ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য-বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া এবং বিতরণের জন্য ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রাখা। দুর্যোগের সময় ও পুনর্বাসনকালে গর্ভবতী নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। ঘূর্ণিবড়-কেন্দ্র, বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য অস্থায়ী আশ্রয়ে দুর্যোগের সময় যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন সুবিধা ও নিরাপদ পানির প্রবাহ নিশ্চিত করা।

²⁵⁸সোলার সিস্টার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এখানে যান: <https://solarsister.org/>

খ) দৃষ্টিপানি নারীদের উপর অসম প্রভাব ফেলে এবং লবণাক্ত পানিপ্রবাহের কারণে জরায়ুর অসুখের ঝুঁকি বেড়ে যায়—এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এ সমস্যার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা জনস্বাস্থ্য-কর্মসূচির অগ্রাধিকার দেওয়া।

১৭.৩.২.৪.৬ বিপর্যয় বা জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাস্তুভিটা হারানো নারী ও তাদের পরিবারের জন্য জীবিকা-সহায়তা।

ক) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাস্তুভিটা হারানো নারীদের এবং যে পরিবারের পুরুষ পরিবারকে রেখে অন্যত্র গেছে, সে সব পরিবারের নারীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে জীবিকা-সহায়তা প্রদান করা।

খ) দুর্যোগের পর নারীদের আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করতে এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা। অভিযোজিত সামাজিক সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্তি এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে ব্যয়ের পরিমাণ করাতে এবং অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। (চতুর্দশ অধ্যায় দেখুন)।

১৭.৩.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

১৭.৩.৩.১ নীতি ও কর্মসূচি

ক) দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা নারীদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা ও অভিযোজন ক্ষমতা নিশ্চিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি ১: পরামর্শ সভার তালিকা

সংযুক্তি ১ (ক): ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন অংশীজন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের পরামর্শ সভার তালিকা:-

ক্রম. নং	অংশীজন/ প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সভার আলোচ্য বিষয়	তারিখ	স্থান
১.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২২ ডিসেম্বর ২০২৪	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সভাকক্ষ, ঢাকা।
২.	বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেতৃত্বন্দের সাথে পরামর্শ সভা	২৩ ডিসেম্বর ২০২৪	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সভাকক্ষ, ঢাকা।
৩.	বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভা	০৬ জানুয়ারি ২০২৫	সভাকক্ষ, বিআইডিএস
৪.	বিভিন্ন এনজিও/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভা	০৮ জানুয়ারি ২০২৫	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সভাকক্ষ, ঢাকা।
৫.	স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ সভা-১	১৩ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬.	স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ সভা-২	১৩ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭.	সংবিধান, আইন ও বিধিবিধান সমূহে নারী অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ক পরামর্শ সভা	১৮ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৮.	নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২০ জানুয়ারি ২০২৫	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সভাকক্ষ, ঢাকা
৯.	শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২১ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১০.	যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২২ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১১.	শিক্ষার্থী সমন্বয়ক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২৩ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১২.	প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ সভা	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।

ক্রম. নং	অংশীজন/ প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সভার আলোচ্য বিষয়	তারিখ	স্থান
১৩.	বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২৮ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১৫.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ সভা	৩০ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১৬.	নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক পরামর্শ সভা	০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১৭.	জয়িতা ফাউন্ডেশন ও কুইক রেসপন্স টিম বিষয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১৮.	ক্রীড়াজ্ঞানের নারী প্রতিনিধিগণের সঙ্গে পরামর্শ সভা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
১৯.	সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নারীদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২০.	নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত পরামর্শ সভা	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২১.	আদিবাসী সংজ্ঞা বিষয়ে পরামর্শ সভা	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২২.	আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	০২ মার্চ ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২৩.	তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ও নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে পরামর্শ সভা	১৩ মার্চ ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।

সংযুক্তি ১ (খ): নতুন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের নবগঠিত বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের সঙ্গে নারী বিষয়ক পরামর্শ সভা/ কর্মশালার তালিকা:-

ক্রম. নং	সংস্কার কমিশনের নাম	তারিখ ও সময়	স্থান
১.	পুলিশ সংস্কার কমিশন	২৩ ডিসেম্বর ২০২৪	পুলিশ সংস্কার কমিশনের অফিস
২.	দুর্বোধ্য দমন কমিশন সংস্কার কমিশন	০১ জানুয়ারি ২০২৫	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কার্যালয়, ঢাকা
৩.	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন	১২ জানুয়ারি ২০২৫	নির্বাচন সংস্কার কমিশনের অফিস
৪.	জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন	১৩ জানুয়ারি ২০২৫	বাংলাদেশ বিমান সদর দপ্তর
৫.	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	২০ জানুয়ারি ২০২৫	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের অফিস
৬.	স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের অফিস
৭.	শ্রম সংস্কার কমিশন	৩০ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৮.	গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৯.	স্বাস্থ্যথাত সংস্কার কমিশন	০৩ মার্চ ২০২৫	স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশনের অফিস

সংযুক্তি ১ (গ): নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্থানে বিষয়ভিত্তিক সভার তালিকা:-

ক্রম. নং	অংশীজন/ প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সভার আলোচ্য বিষয়	তারিখ ও সময়	স্থান
১.	পার্বত্য এলাকার আদিবাসী নারীদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২৮ ডিসেম্বর ২০২৪	রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সভাকক্ষ, রাঙামাটি
২.	শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২৯ ডিসেম্বর ২০২৪	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম
৩.	শ্রমিক ও নারী অধিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	১০ জানুয়ারি ২০২৫	বিভাগীয় সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর সভাকক্ষ, খুলনা
৪.	অংশীজন পরামর্শ সভা	১১ জানুয়ারি ২০২৫	খুলনা
৫.	অংশীজন পরামর্শ সভা	১৬ জানুয়ারি ২০২৫	সার্কিট হাউজ সভাকক্ষ, রংপুর
৬.	নারী অধিকার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	২৫ জানুয়ারি ২০২৫	সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, মৌলভীবাজার
৭.	সমতলের আদিবাসী নারীদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	৩০ জানুয়ারি ২০২৫	ময়মনসিংহ

সংযুক্তি ২: বিশেষজ্ঞ ও পর্যালোচকদের তালিকা

যে সকল ব্যক্তিগত তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করতে অবদান রেখেছেন তাদের নামের তালিকা (বর্ণানুক্রমিকভাবে)।

ক্রম. নং	নাম	পদবি
১.	ইলিরা দেওয়ান	লেখক ও মানবাধিকারকর্মী
২.	এ্যাডভোকেট ইউ এম হাবিবুন নেছা	আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী এবং সদস্য, নারীপক্ষ
৩.	ড. তাসনীম আজীম	নারী স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক দলনেতা, নারীপক্ষ; এবং সহযোগী অধ্যাপক, জেমস পি. গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ
৪.	ড. ফিরদৌস আজীম	অধ্যাপক, ইংরেজি ও মানবিক বিভাগ, ব্যাক বিশ্ববিদ্যালয়; এবং চেয়ারপারসন ও বোর্ড অফ ট্রাস্টি, প্রেস ইনসিটিউট বাংলাদেশ
৫.	ড. মাহবুবা নাসরীন	উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; এবং সহ প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও অধ্যাপক, ইনসিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬.	ড. শারমিন্দ নীলমো	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৭.	ড. শাহনাজ হৃদা	অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৮.	ডাঃ ইয়াসমিন হেমায়েত আহমেদ	জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
৯.	ডাঃ জুলিয়া আহমেদ	যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
১০.	ডাঃ নায়লা জামান	অধ্যাপক, পেডিয়াট্রিক নিউরোসায়েন্স বিভাগ, ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং সদস্য, স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন
১১.	নাওমি হোসেন	অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS), ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন

ক্রম. নং	নাম	পদবি
১২.	ফেরদৌস আরা বেগম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (BUILD)
১৩.	বারিশ হাসান চৌধুরী	পলিসি এন্ড ক্যাম্পেইন সমষ্টিক, বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লহিয়ারস এসোসিয়েশন (BELA) এবং রিজিওনাল ফ্যাসিলিটেটর, এশিয়া প্যাসিফিক – ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ ইন্টারন্যাশনাল
১৪.	ব্যারিষ্টার সারা হোসেন	অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (BLAST)
১৫.	রাশেদা কে চৌধুরী	নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান
১৬.	রীতা দাস রায়	উপদেষ্টা, জাস্টিস এন্ড গুড গভর্ন্যান্স (ডিসপিউট রেজুলশন), জার্মান উন্নয়ন সংস্থা এবং সদস্য, নারীপক্ষ
১৭.	রুচিরা তাবাসসুম নভেদ	ইমিরেটাস বৈজ্ঞানিক, আইসিডিডিআরবি
১৮.	সাদাফ সাজ সিদ্দিকী	উদ্যোক্তা এবং নির্বাহী পরিচালক, এস্কেজেন (EskeGen)
১৯.	সামিয়া আফরীন	প্রকল্প পরিচালক, অধিকার এখানে এখনই এবং সদস্য, নারীপক্ষ
২০.	সোহেলা নাজনীন	সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ইনসিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স

সংযুক্তি ৩: সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা

প্রতিবেদন তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য, বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং সুপারিশ জানিয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিদের নামের তালিকা (বর্ণানুক্রমিকভাবে)।

নং	নাম	পদবি
১.	আবুল বাশার মো. আমির উদ্দিন	যুগ্ম সচিব, বাজেট-৩, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
২.	আমিনুল আরেফিন	জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক সোশাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম, ইউএনডিপি-বাংলাদেশ
৩.	কেয়া খান	মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.	দিলারা বেগম	যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	ড. আবুল হোসেন	নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি এন্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এবং সাবেক প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬.	ড. নুরুন নাহার	অতিরিক্ত সচিব, এনইসি-একনেক ও সমষ্টি অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৭.	ড. ফারহিনা আহমেদ	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৮.	ড. মুনিরা বেগম	অতিরিক্ত সচিব, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
৯.	ড. মো: আল আমিন সরকার	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১০.	নায়লা কবীর	ইমিরেটাস অধ্যাপক, জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস এন্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স

নং	নাম	পদবি
১১.	নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকি	উপপ্রধান, মাল্টি সেক্টরাল ইস্যুজ ও সমষ্ট অনুবিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
১২.	বিলকিস জাহান রিমি	অতিরিক্ত সচিব, বাজেট-১, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
১৩.	মোহাম্মদ খালেদ হাসান	অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৪.	মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী	অতিরিক্ত সচিব, মাল্টি সেক্টরাল ইস্যুজ ও সমষ্ট অনুবিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

সংযুক্তি ৪: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম

ক্রম. নং	সভার তারিখ	বিষয়	কার সাথে	স্থান
১.	২ ডিসেম্বর ২০২৪	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
২.	০৯ ডিসেম্বর ২০২৪	শেয়ারনেট বাংলাদেশ ও রেড অরেঞ্জ কমিউনিকেশনস এর সাথে সভা	শেয়ারনেট বাংলাদেশ ও রেড অরেঞ্জ কমিউনিকেশনস এর কর্মীবৃন্দ	শেয়ারনেট বাংলাদেশ কার্যালয়, ঢাকা।
৩.	১১ ডিসেম্বর ২০২৪	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
৪.	১৪ ডিসেম্বর ২০২৪	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
৫.	২২ ডিসেম্বর ২০২৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ সভা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সঙ্গে	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
৬.	২৩ ডিসেম্বর ২০২৪	নারী সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	নারী সংগঠন	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭.	২৩ ডিসেম্বর ২০২৪	পুলিশ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	পুলিশ সংস্কার কমিশন	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিউট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৮.	২৮ ডিসেম্বর ২০২৪	তিন পার্বত্য জেলার নারী সংগঠন ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	তিন পার্বত্য জেলার পার্বত্য নারী সংগঠন ও অন্যান্য প্রতিনিধি	রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সভাকক্ষ, রাঙামাটি
৯.	২৯ ডিসেম্বর ২০২৪	শ্রমিক ও নারী অধিকার সংগঠন প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	শ্রমিক ও নারী অধিকার সংগঠন	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম
১০.	৩০ ডিসেম্বর ২০২৪	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন
১১.	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন
১২.	১ জানুয়ারি ২০২৫	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন	চিআইবি, মাইডাস ভবন, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৩.	২ জানুয়ারি ২০২৫	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প প্রতিনিধি	বিএমআরাসি, ঢাকা।

ক্রম. নং	সভার তারিখ	বিষয়	কার সাথে	স্থান
১৪.	৫ জানুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন
১৫.	৬ জানুয়ারী ২০২৫	গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি	সভাকক্ষ, বিআইডিএস
১৬.	৮ জানুয়ারি ২০২৫	উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সভাকক্ষ, ঢাকা।
১৭.	৯ জানুয়ারি ২০২৫	সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে কেবিনেট ডিভিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	কেবিনেট ডিভিশন এর প্রতিনিধি	বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮.	১০ জানুয়ারি ২০২৫	শ্রমিক ও নারী অধিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	শ্রমিক ও নারী অধিকার প্রতিনিধি	সমাজসেবা অধিদপ্তর সভাকক্ষ, খুলনা।
১৯.	১১ জানুয়ারি ২০২৫	অংশীজন পরামর্শ সভা	অংশীজন	সমাজসেবা অধিদপ্তর সভাকক্ষ, খুলনা।
২০.	১২ জানুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২১.	১২ জানুয়ারি ২০২৫	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রতিনিধি	সভাকক্ষ, জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্স, ঢাকা।
২২.	১৩ জানুয়ারি ২০২৫	স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ সভা-১	স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২৩.	১৩ জানুয়ারি ২০২৫	স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ সভা-২	স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২৪.	১৩ জানুয়ারি ২০২৫	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সঙ্গে সভা	জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান	বিমান বাংলাদেশ, বলাকা ভবন, নিকুঞ্জ।
২৫.	১৬ জানুয়ারি ২০২৫	অংশীজন পরামর্শ সভা	অংশীজন	সার্কিট হাউজ হল রুম, রংপুর
২৬.	১৮ জানুয়ারি ২০২৫	স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ	নারীপক্ষ, ঢাকা।
২৭.	১৮ জানুয়ারি ২০২৫	সংবিধান, আইন ও বিধি-বিধানসমূহে নারী অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ক পরামর্শ সভা	সংবিধান ও আইন বিষয়ে সম্পত্তি ব্যক্তিবর্গ	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।

ক্রম. নং	সভার তারিখ	বিষয়	কার সাথে	স্থান
২৮.	১৯ জানুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
২৯.	২০ জানুয়ারি ২০২৫	বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের সঙ্গে সভা	নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টগণ	মাল্টিপারপাস হল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৩০.	২০ জানুয়ারি ২০২৫	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন প্রতিনিধি	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনসিটিউট, ঢাকা।
৩১.	২১ জানুয়ারি ২০২৫	গবেষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	গবেষক প্রতিনিধি	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৩২.	২১ জানুয়ারি ২০২৫	নারী অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক অধিকার সংগঠন প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	নারী অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক অধিকার সংগঠন	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৩৩.	২২ জানুয়ারি ২০২৫	নারী অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় যুব অধিকার সংগঠন প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	যুব অধিকার সংগঠন প্রতিনিধিদের সঙ্গে	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৩৪.	২২ জানুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৩৫.	২৩ জানুয়ারি ২০২৫	শিক্ষার্থী সমন্বয়ক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	শিক্ষার্থী সমন্বয়ক প্রতিনিধি	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৩৬.	২৫ জানুয়ারি, ২০২৫	শ্রমিক অধিকার সংগঠন, নারী অধিকার সংগঠন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	শ্রমিক অধিকার সংগঠন, নারী অধিকার সংগঠন ও সরকারি কর্মকর্তা	সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, মৌলভীবাজার
৩৭.	২৬ জানুয়ারি, ২০২৫	মাননীয় উপদেষ্টা জনাব শারমিন এস মুরশিদ মহোদয়ের সঙ্গে সভা	মাননীয় উপদেষ্টা জনাব শারমিন এস মুরশিদ	বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮.	২৭ জানুয়ারী ২০২৫	বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	বেসরকারি খাতে সম্পৃক্ত নারী	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৩৯.	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন প্রতিনিধি	এনআইএলজি ভবনে সভাকক্ষ, ঢাকা।
৪০.	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সঙ্গে পরামর্শ সভা	প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি প্রতিনিধি	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।

ক্রম. নং	সভার তারিখ	বিষয়	কার সাথে	স্থান
৪১.	১৮ জানুয়ারি ২০২৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ সভা	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৪২.	১৯ জানুয়ারি ২০২৫	অর্থ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ সভা	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩.	৩০ জানুয়ারি ২০২৫	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ সভা	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৪৪.	৩০ জানুয়ারি ২০২৫	শ্রম সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	শ্রম সংস্কার কমিশন সদস্যবৃন্দ	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৪৫.	৩০ জানুয়ারি ২০২৫	আদিবাসী নারীদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	সমতলের আদিবাসী নারী	জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষ, ময়মনসিংহ
৪৬.	২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৪৭.	২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারীর উপর সহিংসতা ও বহমাত্রিক সেবা বিষয়ে সম্পৃক্ত সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	নারীর উপর সহিংসতা ও বহমাত্রিক সেবা বিষয়ে সম্পৃক্ত সংগঠন	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৪৮.	৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন ও কুইক রেসপন্স টিম বিষয়ে পরামর্শ সভা	জয়িতা ফাউন্ডেশন ও কুইক রেসপন্স টিম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৪৯.	৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	একনেক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	একনেক প্রতিনিধি	আগারগাঁও, ঢাকা।
৫০.	৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্যবৃন্দ	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৫১.	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন
৫২.	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	ক্রীড়াজাগে সম্পৃক্ত নারীদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	ক্রীড়াজাগে সম্পৃক্ত নারী	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৫৩.	১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	সাংস্কৃতিক অঞ্চলে সম্পৃক্ত নারীদের সঙ্গে পরামর্শ সভা	সাংস্কৃতিক অঞ্চলে সম্পৃক্ত নারী	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৫৪.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত পরামর্শ সভা	জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৫৫.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা	ড. আবুল হোসেন, সাবেক প্রকল্প পরিচালক, নারী	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।

ক্রম. নং	সভার তারিখ	বিষয়	কার সাথে	স্থান
			নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম	
৫৬.	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন
৫৭.	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৫৮.	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৫৯.	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬০.	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ক গবেষণা	রুচিরা তাবাসসুম নভেদ, ইমিরেটাস বৈজ্ঞানিক, আইসিডিডিআর, বি	অনলাইন
৬১.	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬২.	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা সার্কেল প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ সভা	রাজা দেবাশীষ রায় ও সহকর্মীবৃন্দ	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬৩.	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬৪.	২ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬৫.	২ মার্চ ২০২৫	আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬৬.	৩ মার্চ ২০২৫	স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ সভা	স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের প্রতিনিধি	কনভেনশন হল, বিএসএমএমইউ, ঢাকা।
৬৭.	৪ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬৮.	৬ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৬৯.	৬ মার্চ ২০২৫	মাননীয় উপদেষ্টা জনাব শারমিন এস মুরশিদ মহোদয়ের সঙ্গে সভা	মাননীয় উপদেষ্টা জনাব শারমিন এস মুরশিদ	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা।
৭০.	৯ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭১.	১১ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়তা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।

ক্রম. নং	সভার তারিখ	বিষয়	কার সাথে	স্থান
৭২.	১৩ মার্চ ২০২৫	তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও নারী স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ সভা	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এর প্রতিনিধি	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭৩.	১৬ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭৪.	১৭ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭৫.	১৮ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭৬.	১৯ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭৭.	২০ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭৮.	২৩ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৭৯.	২৪ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৮০.	২৫ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।
৮১.	২৭ মার্চ ২০২৫	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের নিয়মিত সভা	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সদস্য	জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা।

সংযুক্তি ৫: সুপারিশমালা

৫.১ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদে করণীয়

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
অধ্যায় ৩: সংবিধান, আইন ও নারী অধিকার: সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি			
	সংবিধান ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> সংবিধান সংশোধন: সংবিধানে পরিবর্তন এনে নারী অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতার পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান। নারীদের অধিকার রক্ষায় একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী নারী বিষয়ক কমিশন প্রতিষ্ঠা করার জন্য অধ্যাদেশ জারী করা। অভিন্ন পারিবারিক আইন (Uniform Family Code): সকল ধর্মের নারীদের জন্য বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণে সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য অধ্যাদেশ জারী করা। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন, ২০১০ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ: আইনটির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি, বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাগুলোর নিষ্পত্তি ও বছরের মধ্যে নিশ্চিত করা। সন্তানের উপরে নারীর অধিকার: অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ সংশোধন করে সন্তানের উপর নারীর জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা। যৌন হ্যারানি প্রতিরোধ আইন: ২০০৯ সালের মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুসারে এবং বিভ্রান্তি এড়াতে একটি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী আইন প্রণয়ন করা। ধর্মণ আইন সংস্কার: লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, জাতীয়তা, ভাষা ও প্রতিবন্ধিতার পার্থক্য নির্বিশেষে নিরপেক্ষ বিচার ও আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। ভিকটিম-বান্ধব বিচার ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। নাগরিকত্ব আইন সংশোধন: বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ (Bangladesh Citizenship Act, 1951) সংশোধন করে বিদেশি নাগরিকের সাথে বিবাহিত বাংলাদেশি নারীদের বিদেশী স্বামীকে নাগরিকত্ব প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করা। অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন: সাক্ষী ও ভুক্তভোগী নারীদের পরিচয় গোপন রাখা এবং তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (Rights and Protection of Persons with Disabilities Act, 2013) কার্যকর করে নারীদের সমান সুযোগ ও সুরক্ষা প্রদান করা। যৌনকর্মীদের অধিকার: যৌনপেশাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত না করা এবং শ্রম আইন সংশোধন করে যৌনকর্মীদের মর্যাদা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করা। 	৩.২.১.৪
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> CEDAW সংক্রান্ত সংরক্ষণ প্রত্যাহার: আন্তর্জাতিক চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক সংরক্ষণগুলো প্রত্যাহার করা। 	৩.২.১.৫

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর: আইএলও কনভেনশন ১৮৯ ও ১৯০ (ILO Conventions 189 & 190) অনুস্বাক্ষর করা। 	

অধ্যায় ৪: নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা

	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> জাতীয় পর্যায়ে নারী অধিকার রক্ষা বিষয়ে নজরদারি ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা তৈরি ও রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক অধ্যাদেশ জারী করা। নারী উন্নয়ন বিষয়ক জাতীয় পরিষদ (NCWCD) পুনর্গঠন ও এর কর্ম পরিধি সংশোধন করা। মন্ত্রণালয়ের নারী অধিকার বিষয়ে নেতৃত্ব দান ও পরিবীক্ষণকারী ভূমিকা শক্তিশালীকরণ ও পুনর্গঠন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় করা ও এর কার্যপরিধি সংশোধন করে নারীর উন্নয়নে ও নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বদান, সমন্বয় ও পর্যালোচনাকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে এর ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করা। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শক্তিশালীকরণ, বাজেট বৃদ্ধিকরণ ও নারী ও শিশু বিষয়ে দুটি আলাদা উইং স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পলিসি-লিডারশীপ-এন্ড-এডভোকেসি ইউনিট (PLAU), নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ অনুশাখা শক্তিশালীকরণ এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটিগুলো পুনর্গঠন/কার্যকর করা। মন্ত্রণালয়ের সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সুসংহতকরণে জাতীয় মহিলা সংস্থা বিলুপ্ত করা, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন একাডেমীকে উন্নত প্রশিক্ষণ একাডেমীতে পরিণত করা ও ডিএনএ পরিকল্পনাগার ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেওয়া। নারী বিষয়ক অধিদপ্তর পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণে মাঠ পর্যায়ে জনবল, বাজেট ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কাজের বিবরণ তৈরি করা ও অধিদপ্তরে একটি নির্দিষ্ট ইউনিটকে মাঠ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান করা। সরকারি কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সকল মন্ত্রণালয়ের ও বিভাগের কার্যপরিধি সংশোধন; সমতা বিষয়ক ইউনিট/সেল প্রতিষ্ঠা; এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন নির্দেশনায় নারী-পুরুষ সমতার প্রতিশুতি, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক অন্তর্ভুক্ত করা। জেন্ডার বাজেটিংয়ের অংশ হিসেবে ব্যয়ের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা ও ব্যয় ট্র্যাকিংয়ের জন্য iBAS++ সিস্টেমে কোড দেয়া। সরকারি কাঠামোতে জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্প প্রণয়নের নির্দেশিকা এবং ছক, এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০০৯) প্রশিক্ষণ জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্প পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা করার নির্দেশিকা হালনাগাদ করা। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই 	৪.৩.১.৩
--	------------	---	---------

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>সমীক্ষার নির্দেশিকা এবং ছকে সামাজিক ও নারীপুরুষ সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারন অর্থনীতি বিভাগে এবং বাস্তবায়ণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে নারী-পুরুষ সমতা সেল স্থাপন এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টরাল বিভাগে জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা। নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নারীদের জন্য নিরাপদ ও সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সকল কর্মসূচি এবং আবাসস্থলে এলাকাভিত্তিক শিশু দিবায়ত্র কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা এবং কর্মজীবী নারীদের জন্য আবাসিক হোষ্টেল স্থাপন এবং মান-সম্পর্কভাবে বাস্তবায়নের উপর নজরদারিয়ের ব্যবস্থা করা। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে বহুখাতভিত্তিক কর্মসূচিগুলোকে শক্তিশালী করা। 	৪.৩.১.৩
অধ্যায় ৫: নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচন রাহিত করা। পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বলৱৎ থাকবে এবং হেড ম্যান ও কারবারিদের প্রতিনিধি স্থানীয় সরকার কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। এসব প্রতিষ্ঠানে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত আইন সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীন ও স্থায়ী স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা, সকল আইনে ‘মহিলা’ শব্দকে ‘নারী’ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। সকল আইনে মেয়র/সভাপ্রধান ও সদস্য/কাউন্সিলর নাম পরিবর্তন করে এক রকম করা। 	৫.৩.১.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> স্থানীয় সরকার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে অনুষ্ঠিত করা এবং সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন সরাসরি নির্বাচনের বদলে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত করা। সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নারীকে প্রথম ভাইস-চেয়ারপার্সন ও নারীদেরকে এক-তৃতীয়াংশ স্থায়ী কমিটির সভাপতিত্ব করার বিধান করা। 	৫.৩.১.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি বৃদ্ধি করার জন্য সকল অভিযোগ-প্রতিকারে সহজ ব্যবস্থা তৈরি করা যার মাধ্যমে সহজে ও দুট প্রতিকার পাওয়া যাবে। জবাবদিহি ব্যবস্থার মধ্যে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন—নারী-সংগঠন, যারা নারীদের স্বার্থ ও প্রয়োজনের পক্ষে কথা বলতে পারে। নারীর উপর সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ করা এবং তা ঘটলে প্রতিকার করা। নারী-জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে তারা সুস্থুভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহায়ক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা। স্থানীয় সরকার 	৫.৩.১.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (NILG)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ করা।	
অধ্যায় ৬: নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতামুক্ত সমাজ			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> আইন সংস্কার করা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও পক্ষাদপদ আইনসমূহ সংস্কার করে নারীর পারিবারিক ও জনপরিসরে সমত্বাধিকার নিশ্চিত করতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী নির্বিশেষে অভিন্ন পারিবারিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা। অভিন্ন পারিবারিক আইন (Uniform Family Code) সব সম্প্রদায়ের জন্য একত্রিকভাবে প্রযোজ্য হবে। কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ২০০৯ সালের উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) রায়ের আলোকে যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও হেনস্থার সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করাঃ(তৃতীয় অধ্যায় দেখুন)। 	৬.৩.১.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ (পরিবহণ-মালিক সমিতি, দোকানমালিক সমিতিসহ) তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও অধিকতর সংবেদনশীল আচরণ নিশ্চিত করতে যথাযথ আচরণ-বিধিমালা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা। 	৬.৩.১.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার সরকারি বিভাগের সম্পূর্ণ অংশীদারি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহজ বাংলায় প্রটোকল তৈরি করা। রাজস্ব-বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সমর্থিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যাবলির সাথে নারীর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধ কর্মসূচিকে একীভূত করা। সহিংসতা-রোধে নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল ও সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, কর্পোরেটসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অভিযোগ কমিটি গঠন ও সক্রিয় করা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা। নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা-প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ পর্যালোচনা করে যুগেযোগী করা, বাস্তবায়নের জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং বাজেটে খাতওয়ারি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা। পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক, চিকিৎসকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবাপ্রদানকারীর জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী পরিবীক্ষণ-ব্যবস্থা কার্যকর করা। রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রাদিতে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শব্দচয়নে, লিখনে, বলনে, ভাষণে নারীর প্রতি তথ্য যে-কোনো ব্যক্তির প্রতি মর্যাদাহানিকর 	৬.৩.১.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>ভাষা ব্যবহার বন্ধ করা, যেমন: ধর্ষিতা না বলে ধর্ষণের শিকার এবং নির্যাতিতা না বলে নির্যাতনের শিকার বলা।²⁵⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে সকল আদালত ও থানায় নারী, শিশু, বয়ঙ্কসহ বিশেষ চাহিদাসম্পর্ক ব্যক্তিদের জন্য হেল্প ডেক্স চালু ও সক্রিয় করা এবং সকল আদালত ও আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যালয়ের জন্য প্রতিবন্ধী সহায়ক অবকাঠামো ব্যবস্থা করা এবং ইশারা-ভাষা জানা ব্যক্তি, অনুবাদক ও দোভাস্তির তালিকা করা, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ি সেবা নিশ্চিত করা যায়। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য নারীর উপর সহিংসতা সংক্রান্ত প্রদত্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা সুনির্দিষ্ট করে সহজে বোধগম্য ও বাস্তবায়নযোগ্য করা। যেমন: দুই অঙ্গুলি পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ-বিষয়ক রায়।²⁶⁰ দেশব্যাপী একটি সমষ্টিত বিনা খরচে (টোল ফ্রি) কার্যকর হটলাইন স্থাপন, পুলিশ, আইনজীবী, বিচারকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবাপ্রদানকারীদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। সশন্ত বাহিনী, বার এসোসিয়েশন, বার কাউন্সিলের সদস্যদেরও এ জাতীয় প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা। শিক্ষা-পাঠ্যক্রম সংক্ষারের মাধ্যমে সম্মতি বিষয় ধারণা, যৌন নির্যাতন ও হয়রানি কী এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও হয়রানি থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। নারীর প্রতি সম্মানজনক, মর্যাদাপূর্ণ ও যথাযথ সংবেদনশীল আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা। যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ নারীর লজ্জার বিষয় না, বরং নির্যাতনকারী ও ধর্ষকের লজ্জা, তাই নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার নারীকে দোষারোপ করার রীতির অবসানকল্পে সচেতনতা সৃষ্টি করা। 	৬.৩.১.৪
অধ্যায় ৭: জনপরিসরে নারীর ভূমিকা (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে)			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো। সংসদে পুরুষের সমান সংখ্যক নারী প্রতিনিধি সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে আসবেন। সংসদীয় আসন সংখ্যা ৬০০-তে বৃদ্ধি করা, যেখানে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য একটি সরাসরি 	৭.৩.১.১

²⁵⁹ 'ধর্ষিতা' বা 'নির্যাতিতা' নয় ধর্ষণের শিকার বা নির্যাতনের শিকার সঠিক শব্দ চয়ন কারণ 'ধর্ষিতা' বা 'নির্যাতিতা' শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে ধর্ষণ অপরাধের ভুক্তিভোগী তাঁকে পরিচিত করা হয় এই অপরাধ দিয়ে। ধর্ষণের শিকার নারীকে এই বিশেষণ জীবনব্যাপী বহন করতে হয়, তাই ধর্ষিতা বা নির্যাতিতা সংঘোধন করে তাঁকে চিরতরে এই ঘণ্ট অপরাধের সাথে যুক্ত করা মোটেও ন্যায় সংগত না। তেমনি ধর্ষণের কারণ হিসেবে ধর্ষণের শিকার নারীকে দোষারোপ করাটা ও অন্যায়। (লেড়াইটা ভাষারও-পোস্টাৱ উন্মোচন উপলক্ষ্যে নারীপক্ষ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন, ৫ ডিসেম্বর ২০২০)

²⁶⁰ WRIT PETITION No. 10663 of 2013, Judgment on 12.04.2018, ক্লান্ত বনাম বাংলাদেশ (২০২৪) ২৯ বিএলসি ২৫৬

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>নির্বাচিত সংরক্ষিত আসন থাকবে। উভয় আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> উচ্চ কক্ষে ৫০% আসনে আনুপাতিক হারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে প্রার্থী মনোনয়ন দেবেন তা পুরুষ নারী পর্যায়ক্রমে জিপার (zipper) পদ্ধতিতে দেয়া যাতে প্রত্যেক দল থেকে সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ মনোনীত হয়। জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষে ৫০% আসনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে নারী কমিশনের সম্পূরক প্রস্তাব হল নারী সংগঠনের প্রতিনিধিত্বের জন্য কমপক্ষে ৫ টি আসন বরাদ্দ করা। জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতি অনাস্থা প্রকাশে ব্যালটে “না” ভোটের বিধান যুক্ত করা। এই সুপারিশ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও করছেন। রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করার জন্য নেতৃত্ব বদল নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ৩০% পদে নারীদের রাখার যে বিধান আরপিও-তে রয়েছে তার বাস্তবায়ন পরিবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। এর জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য স্থানীয় সরকার নির্বাচন (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌর এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে) নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠান করা। ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে জন্য একটি সমষ্টি ও একীভূত স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন এবং অনুমোদন করা যা এই সংস্থাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে এবং এ সমস্ত সংস্থায় নারী নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণের যে বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে তা স্থানীয় সরকার সংস্থার সর্বস্তরে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিশেষ ব্যবস্থা করা। 	
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> নারীর প্রতি ‘অসমানজনক উক্তি, বৈষম্যমূলক আচরণ’ এবং ‘যৌন হয়রানি ও হেনস্থা’ রোধে রাজনৈতিক দলের আচরণবিধি তৈরি করা এবং তার লঙ্ঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা। একই উপায়ে সংসদের জন্যও এই ধরনের আচরণবিধি তৈরি করা। দলীয় কার্যক্রমে এবং নির্বাচনে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সেই ব্যক্তির বিরুক্তে দৃষ্টান্ত মূলক ব্যবস্থা নেয়ার নীতি জোরদার করা। 	৭.৩.১.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশগ্রহনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। এক নেতা দলীয় কোন পদে দুই বারের বেশি থাকতে পারবে না-RPO তে এই বাধ্যবাধকতা আরোপের মাধ্যমে দলে নেতৃত্বের বিকাশ নিশ্চিত করার পথ তৈরি করা। নারী অংশগ্রহণ সংক্রান্ত RPO বিধান বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রবিধান অনুসরণ না করার জন্য RPO-তে শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্ত করা। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি সাধারণ আসন এবং একটি নারী আসন থাকবে। এই ব্যবস্থা আগামি তিনটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 	৭.৩.১.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>প্রযোজ্য হবে। ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হলে সে ক্ষেত্রেও নারী আসন সংখ্যা সাধারণ আসন সংখ্যার সমান করা। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেও পরপর তিনটি নির্বাচন এ পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে হবে ও এক-তৃতীয়াংশ পদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। স্থানীয় সরকার সকল স্তরের উপজেলার মত দুইজন সহ-সভাপ্রধানের বিধান থাকবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> • স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং কমিটিগুলোতে নারীর অংশগ্রহণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। পৌরসভা শহর/ইউনিয়ন/সিটি কর্পোরেশন স্তরের সমন্বয় কমিটি এবং ওয়ার্ড স্তরের সমন্বয় কমিটির জন্য আইনে এক- চতুর্থাংশ নারী এবং এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র ও সুবিধাবণ্ণিতদের (সকলেই ওভারল্যাপ করতে পারে) অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা। এই সকলস্ত রে বাজেট প্রণয়নে নাগরিক অংশগ্রহণকারীদের এক- তৃতীয়াংশ নারী থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। 	
	কর্মসূচি বিষয়ক	<ul style="list-style-type: none"> • সংসদে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। যেমন রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশন সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সহযোগিতা করা নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলসমূহের ও নির্বাচনের সব তথ্য লিঙ্গ - বিভাজিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সম্বিবেশ করা। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী ভোটার ও প্রার্থীর প্রতি হমকি, সহিংসতার হমকি প্রতিরোধ করা এবং এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। রাষ্ট্র কর্তৃক সকল রাজনৈতিক প্রার্থী, বিশেষ করে নারী প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। • স্থানীয় সরকারে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেমন জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের আগে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন আয়োজন করা। স্থানীয় সরকারে নারী ভোটার ও প্রার্থীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ করা এবং এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া। রাষ্ট্র কর্তৃক সকল রাজনৈতিক প্রার্থী, বিশেষ করে নারী প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। স্থানীয় সরকার বিষয়ক জাতীয় ইলাস্টিটিউট (NILG) ও নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের সক্ষমতা উন্নয়ন ও আর্থিক সহায়তা করা। • দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী ভোটারদের জন্য এবং যে সকল নারী ভোট দেওয়ার জন্য সহিংসতার হমকিতে থাকে তাদের জন্য ডাক মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা। 	৭.৩.১.৪
অধ্যায় ৮: জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ			
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> • ‘সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ১৯৭৯’ এবং ‘শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা, ২০১৮’ হাইকোর্টের ঘোষণা হয়েছে প্রতিরোধসংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে সংশোধন করা। • অর্থ মন্ত্রণালয়-প্রশাসন আউটসোর্স নীতিমালা পর্যালোচনা করে নারী-কর্মী নিয়োগ ও কর্মসংস্থানে নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ, কর্মপরিবেশ, মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ঘোষণার প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা। 	৮.৩.১.১

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> কর্মক্ষেত্র ঘোন হয়রানির মোকাবিলায় মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানকে একটি sexual harassment নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং নারী-অফিসারকে প্রধান করে অভিযোগ কর্মিটি গঠন ও কার্যকর করার নির্দেশনা প্রদান। 	
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসন বিষয়ে সকল আইন ও বিধিমালার বাস্তবায়ন তদারকির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সকল মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে পুরুষ, নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কর্মীদের জন্য অনুকূল কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি তদারকি ও পর্যবেক্ষণ সেল স্থাপন করা। কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যসংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক অভিযোগ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। 	৮.৩.১.২
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাতে স্থানীয় হতে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুবিধা কাজের স্থান, টায়লেট, আবাসন, শিশু-দিবায়ন্ন, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, পরিবহণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া। 	৮.৩.১.৩

অধ্যায় ৯: নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃক্ষি

	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> শ্রমবাজারের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জীবনমুখী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তাতে নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান নিশ্চিত করা এবং শিক্ষকদের কোচিংবাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা ২০১২ বাস্তবায়ন করা। কোডিড-১৯। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্য কারণে যারা বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে, বিশেষ বিবেচনায় তাদের উপরুক্তি বহাল রাখা এবং যথাযথ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা। করে পড়া শ্রমজীবি শিশুদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০৩০-তে বর্ণিত শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নতি সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। 	৯.৩.১.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> সকল ধর্ম, বর্গ, জাতিসম্পত্তি ও লিঙ্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে শিক্ষা-পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা। মুক্তিযুক্তসহ দেশ ও সমাজ গঠনে নারীদের অবদান, স্বীকৃতি এবং নারীদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বীরাজনাসহ বিভিন্ন মহিয়সী নারীর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন ও সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়সমূহ ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা। 	৯.৩.১.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> ● মানসিক স্বাস্থ্য, ডিজিটাল সাক্ষরতা, সাইবার নিরাপত্তা, প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার, বিভিন্ন অপ্রচলিত পেশায় নারীর অংশগ্রহণ, নারী নেতৃত্বের গুরুত্ব, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা। ● সামাজিক সহনশীলতা এবং সকলের অধিকারের প্রতি সম্মান তৈরির জন্য আদিবাসি ও অন্যান্য প্রাণিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেগুলো ইতিবাচকভাবে শেখানো নিশ্চিত করা। ● বয়সের সাথে সংগতিপূর্ণ সমন্বিত যৌন শিক্ষা নিশ্চিত করা। সমন্বিত যৌন শিক্ষা পাঠ্যসূচিতে বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি ও জরায়ু ক্যানসার ইত্যাদি বিষয় মেয়ে ও ছেলে-শিক্ষার্থী, উভয়ের সাথেই আলাদা করে আলোচনা করা। এটি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাছাইকৃত কমপক্ষে ৪ জন শিক্ষককে যৌন শিক্ষা প্রদান-সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া, এবং শিক্ষক-অভিভাবক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা। ● সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিগুলো রাজনীতিমুক্ত করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কমিটিতে জনসম্প্রত্ততা, বিশেষ করে ৫০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ● স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা; কমিশনের সদস্য হিসেবে নারী-শিক্ষাবিদ, জেন্ডার বিশেষজ্ঞ ও নারী-সংগঠক অন্তর্ভুক্ত করা; ও সরকারি, বেসরকারি, ইংরেজি ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ● মেয়েশিশুর বিদ্যালয়ে এবং আসা-যাওয়ার পথে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরা এবং এ জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও সরকার, এলাকাবাসীদের দায়িত্ব দেওয়া। ইউনিয়নভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক-জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কার্যকর পরিবীক্ষণ সেল/কমিটি গঠন করা। ● শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নারীবন্ধন করাতে শিক্ষার্থীদের মাসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কে সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা তৈরি এবং মাসিক স্বাস্থ্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পানিসহ পরিস্কার বাথরুম ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের চাহিদা পূরণ করা। ● সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা প্রতিবন্ধী/বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য উপযোগী করা। ● নারী-শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিগুলোকে সক্রিয় করে পরিবীক্ষণ বা তদারকি জোরদার করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> ● শিক্ষাখাতে বৃত্তি ও উপবৃত্তি-কার্যক্রম চালু রাখা ও জীবনযাপনের ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তী অর্থবছর থেকে উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ● আর্থিকভাবে দুর্বল নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির জন্য আর্থিক সহায়তা করা এবং এজন্য প্রশাসনিক দপ্তরে আর্থিক বরাদ্দ রাখা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এ বিষয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবকদের জানানো অপরিহার্য করা। প্রাণিক ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য 	৯.৩.১.৮

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বৃক্ষি করে পৃথক ও এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রাথমিকের পর বরে পড়া নারীদের কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনযুগী দক্ষতা বৃক্ষি করে তাদের প্রযুক্তিগত কাজে যুক্ত করা। ভাসমান কন্যাশিশু ও কর্মজীবী কন্যাশিশু, যাদের শিক্ষায় হৈদ পড়েছে, তাদের চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষায় প্রবেশের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা। নারী গৃহশ্রমিকদের জন্য বয়স ও কর্ম-উপযোগী যথাযথ শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃতির ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা-পরিকল্পনায় শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখা। বাল্যবিয়ের কারণে বরে পড়া কিশোরী-শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষ, পরিবার ও সমাজ কর্তৃক সমন্বিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এ কার্যক্রমে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ, নারীগাঁচার, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, ঘোন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা, সড়ক-নিরাপত্তা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ ধরনের জনসচেতনতা কার্যক্রমগুলোকে শক্তিশালী করা। 	
অধ্যায় ১০: সকল বয়সী নারীর জন্য সুস্থান্ত্য			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> স্বাস্থ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকারের আওতাভুক্ত করতে সংবিধান সংশোধন করা (এ প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। মেয়েদের বিয়ের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর নিশ্চিত করা এবং তদারকি করা। 	১০.৩.১.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> মাসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় ব্যবস্থাপনা বিধি ও কৌশল ২০২১ কার্যকর করা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং এ সকল প্রক্রিয়ায় নারী ও কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত রাখা। বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা বুঝতে বয়সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ২০১৭-২০৩০-কে পর্যালোচনা করা এবং পর্যালোচনা কমিটিতে কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত করা। অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণে ২০২৩ সালের উচ্চ আদালতের নির্দেশনা²⁶¹ অনুসারে নীতিমালা প্রণয়ন এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে মেনে চলা পরিবীক্ষণ করা। নারী-চিকিৎসকসহ যে সকল চিকিৎসক দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকায় ন্যূনতম ২ বছর সেবা প্রদান করবে, তাদের উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিষয়টি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাতে তাঁরা প্রাণিক এলাকায় সেবাপ্রদানে উৎসাহিত হয়। 	১০.৩.১.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> হাসপাতাল-ব্যবস্থাপনা কাঠামো নারীবাস্তব করা: স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক হাসপাতাল-ব্যবস্থাপনা কমিটি সচল ও সক্রিয় করা। নারীদের 	১০.৩.১.৩

²⁶¹ <https://blast.org.bd/2023/10/17/6101/>

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>সার্বক্ষণিক সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বেসরকারি ও সরকারি সেবাদান সমন্বয় করা; অংশীজন নির্বাচন প্রক্রিয়া জৰাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ রাখা।</p> <ul style="list-style-type: none"> নারী-রোগীর জন্য সকল হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা। দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্য-ক্লিনিক স্থাপন করা, অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং সেবার মান উন্নত করা। প্রাণ্তিক ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠী, বিশেষত আদিবাসী নারী ও মেয়েদের, কাছে পর্যাপ্ত সেবা পৌছানো বিশেষ করে মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে আদিবাসী অধ্যয়িত এলাকার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান এবং নারীর প্রতি সংবেদনশীল সেবাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের কর্মসূলে অনুপস্থিতি-রোধে শুন্য সহনশীলতা-নীতি গ্রহণ করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> বাল্যবিবাহ, বয়ঃসন্ধিকালে সন্তান জন্মদান, প্রজননক্ষমতা, লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার মতো সমস্যায় জনসচেতনতা ও সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জাতিসংঘের স্বাস্থ্যসংস্থা, বেসরকারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা। নারীর পূর্ণ জীবনচক্রের সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা-চাহিদার বিষয়ে নীতিনির্ধারক, বাস্তবায়নকারী ও স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীদের মধ্যে এবং সামগ্রিক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যকুঁকি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নারীবাস্তব হাসপাতাল কর্মসূচির সাফল্য ও প্রয়োজনীয়তা-সম্পর্কে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। স্বাস্থ্য-বিষয়ক গবেষণা ও লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সকল পর্যায়ে দক্ষ মিডওয়াইফ নিয়োগ, পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সেবার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এবং রেফারেল-ব্যবস্থা সংক্রিয় করা। মিডওয়াইফ পদায়নসহ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে স্বাভাবিক প্রসবের উপযোগী করা এবং সেই সঙ্গে জরুরি প্রসব-সেবা মোকাবিলায় যথাযথ রেফারেল-ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসবের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা। সকল দাই বা ধাত্রীর গর্ভবতী নারীর প্রয়োজনীয় যত্ন ও সেবা প্রদানে এবং সময়মতো চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার করার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে তাদের নতুন সম্মানজনক পদবি-প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রাণ্তিক এলাকাসহ সকল নারীর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ও মাসিক নিয়মিতকরণ (সার্জিক্যাল MR ও ওষুধ MRM উভয় মাধ্যমে) চিকিৎসা সেবা প্রদানে মানসম্পর্ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ সেবাদানকারী তৈরি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা। নারী, ওষুধের দোকানদার ও সেবাদানকারীদের মাঝে MRM-এর যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলি বিতরণ করা এবং সচেতনতা তৈরি। নারী, ওষুধের দোকানদার ও 	১০.৩.১.৪

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>সেবাদানকারীদের মাঝে MRM-এর যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশাবলি বিতরণ করা এবং সচেতনতা তৈরি করা। MRM ওষুধের ঘাটতি এড়াতে পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সময়মতো ফার্মেসিতে কমিউনিটি ক্লিনিকে সরবরাহ থাকা।</p> <ul style="list-style-type: none"> নারীদের স্বাস্থসেবা-সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ৫ম স্বাস্থ্যখাত কর্মসূচির পরিবহন সংশোধন/পুনর্বিবেচনা করা, এ সংশোধন-প্রক্রিয়ায় নারী-অধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত রাখা। 	

অধ্যায় ১১: অর্থনৈতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার

	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> খাস জমিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা। নারী কৃষকদের স্বীকৃতি দেওয়া ও সকল সহায়তার অন্তর্ভুক্ত করা। জলমহল বন্দোবস্ত নীতিমালার সংক্ষার করে নারীসহ সকল মৎস্যজীবীর সমিতির মাধ্যমে জলমহল বন্দোবস্ত নিশ্চিত করতে হবে। যারা প্রকৃতই খাল, বিল, নদী, হাওর, জলাধারে মৎস্য-আহরণসহ মৎস্যচাষ ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত—তাদেরকে শনাক্ত করে তালিকা তৈরির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে হবে। একই সাথে এসব পেশাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা-নীতির আওতায় এনে সেবা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে হবে। কর্মসূলের নিয়ম ও শ্রম আইন সংশোধন করে নারী-কর্মীরা যাতে প্রয়োজনে সন্তান লালন-পালন করতে কর্মক্ষেত্রে বিরতি নিতে পারে এবং এর ফলে তাদের পদোন্নতি বিপর্যস্ত না হয়, সে ব্যবস্থা নেওয়া। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নমনীয় কর্মবন্টা চালু করা, যাতে তারা পেশাগত কাজ ও পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে সমন্বয় করতে পারে। বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ রাখা। সমস্ত বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করা, যাতে মহামান্য হাইকোর্ট নির্দেশিত ঘোন হয়রানি মুক্ত গ্রহণযোগ্য আচরণ ও ভাষা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় এবং এর ব্যতিক্রমী আচরণের ক্ষেত্রে অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। 	১১.৩.১.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> আদিবাসী নারীসহ কৃষিজমির ব্যবহারের অধিকারকে সরকারি সেবা ও কৃষকের সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও এডিবির শস্য বহুমুক্তির প্রকল্পে এর উদাহরণ আছে। নারী-উদ্যোগ্তা উন্নয়ন ও সহায়তায় ব্যবসায়িক সংগঠনের ভূমিকা শক্তিশালী করা। নারী ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর সদস্যপদ, প্রতিনিধিত্ব ও সেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সেবা ও সুবিধার বট্টন নিশ্চিত করা। এ জন্য জেলা পর্যায়ে ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা। 	১১.৩.১.২
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) প্রদানকারী, ফিনটেক কোম্পানি ও ক্ষুদ্রখণ্ড-প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে নারীদের জন্য উপযোগী আর্থিক পণ্য ও সেবার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। খণ্ডের শর্তাবলি সহজ ও নারীবান্ধব করতে হবে। নারীদের খণ্ড পেতে পুরুষ জামিনদাতার বাধ্যবাধকতা বাতিল সহ বাংলাদেশ ব্যাংকে নারীদের জন্য খণ্ডবরাদ-সংক্রান্ত সার্কুলারগুলোর যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করা। ব্যাংকিং 	১১.৩.১.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		পরিবেশ নারীবান্ধব করতে হবে এবং নারী-উদ্যোগাদের জন্য খণ-পণ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা কেবল গতানুগতিক ও কম লাভজনক ব্যবসার (যেমন: বুটিক, খাদ্যপ্রক্রিয়াজাতকরণ) মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকেন।	
অধ্যায় ১২: শ্রম ও কর্মসংস্থান			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩ সংশোধন করে সকল খাতে ছয় মাস বা ২৪ সপ্তাহ বাধ্যতামূলক পূর্ণ বেতনে প্রসূতি, প্রসব ও দত্তকজনিত ছুটি নিশ্চিত করা। শ্রম আইনে ‘প্রসূতি কল্যাণ’ পরিবর্তন করে ‘প্রসূতি অধিকার’ লেখা এবং প্রসূতিকালে এবং প্রসূতিজনিত ছুটির সময় চাকরিচুতি নিষিদ্ধ করাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা। সংশোধিত আইনে পিতৃজনিত ছুটি অন্তর্ভুক্ত করা। গর্ভধারন থেকে প্রসবোত্তর ছুটি থাকাকালীন সময়ে চাকরিচুতি নিষিদ্ধ করা সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রসূতিকালে ছুটি ও সুবিধার বিষয় আইনে সংযোজন করা। ট্রেড ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণে আইনে নারীর বর্ধিত অংশ নির্ধারণ করা। শ্রম আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে নারীর প্রজননস্বাস্থ্য-সুরক্ষা বিষয়ক সুস্পষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা। বাংলাদেশের শ্রম আইন সংশোধন করে কার্যকরভাবে শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র পরিচালনা করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় আনা। আইএলও কনভেনশন ১৮৯ অনুস্বাক্ষর করে আইন প্রণয়ন করা। শ্রম আইনে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে (কৃষি, মৎস্য, ও অন্যান্য খাতে) নারীর কাজতে স্বীকৃতি প্রদান করা ও-শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা। কর্মস্থলে নারীপুরুষ বৈষম্য ও যৌন হয়রানি-প্রতিরোধে আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা এবং সুপারিশ ২০৬ অনুসরণ করা। 	১২.৩.১.১ সময়
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের জন্য সরকারি হাসপাতালে মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা। শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র পরিবীক্ষণের জন্য ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা। শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র পরিচালনা আইনের আলোকে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, তার প্রয়োগ এবং তদারকি করা। শ্রম নীতি, ২০১২ পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা। সকল ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (মহামারি, বন্যা) ও শিল্পায়নে (আধুনিক প্রযুক্তি) নারীদের সুরক্ষার জন্য অগ্রাধিকার নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা। 	১২.৩.১.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> সকল কর্মক্ষেত্রে প্রসূতিকালীন ছুটি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সকল অংশীজনের সময়ে পরিবীক্ষণ সেল গঠন। প্রসূতিকালীন ছুটির সময় সরকারি ও বেসরকারি খাতে সরকারি ভর্তুকি ও বীমার ব্যবস্থা করা। পুরুষ- 	১২.৩.১.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>শ্রমিক ও কর্মীগণ তাদের শিশুদের দিবায়ত্ত-কেন্দ্রে রাখতে পারবেন, তার নির্দেশনা স্পষ্ট করে বলা এবং প্রয়োগ করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ৩৪৫-এ সম কাজের জন্য সম মজুরি প্রদানের বিধান কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শন ও নজরদারি করা। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জেন্ডার-সংবেদনশীল কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার নীতিমালা প্রণয়ন করা। নারীদের শ্রমঘন এলাকায় যাতায়াতের জন্য পৃথক বাস সার্ভিসের নীতিমালা গ্রহণ করা। যৌনকর্মীদের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার নিশ্চিত করা। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছ জবাবদিহির আওতায় আনা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> প্রসূতিকালীন ছুটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় করা। প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য বিশেষ কার্ড সরবরাহ করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। নারীদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তি-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে খণ্ড ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা। যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা, তাদের সন্তানদের শিক্ষা, দক্ষতা-প্রশিক্ষণ, আর্থিক পরিষেবা, আইনি পরিষেবা নিশ্চিতকরণে দৃশ্যমান ফলাফলভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। সহিংসতা নিরসনে প্রচারাভিযান ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। 	১২.৩.১.৪
অধ্যায় ১৩: নারী-শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> অভিবাসী ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা, সম্মান কল্যাণ এবং নিয়োগসংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আইন, ও বিধি সংশোধন করা। 	১৩.৩.১.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> আইএলও সনদের সি ১৮৯ এবং ১৯০ সহ অভিবাসী নারী-কর্মীদের মানবাধিকার সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক দলিলে অনুস্বাক্ষর করা। নারী-শ্রমিকগণের নিজে ব্যাংকে গিয়ে টাকা পাঠানো; তাদের স্বাস্থ্য, অধিকার, সুরক্ষা এবং সাংগীতিক ছুটির বিষয়গুলো দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা। গান্ধীভুক্ত দেশে কাফালা সিস্টেম²⁶² বিলুপ্ত করা। 	১৩.৩.১.২

262 কাফালা পক্ষতি, যাতে অভিবাসী শ্রমিকদের একটি দেশে বসবাসের সময়কালজুড়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়োগকর্তার সাথে আবদ্ধ করে।

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> যারা আত্মীয়-স্বজনের পাঠানো ভিসাতে বিদেশ যান, তাদের জন্য নিজে ভিসা-প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ রাখা ও অবৈধভাবে কোনো এজেন্সির নাম ব্যবহার করা বন্ধ করা। অভিবাসী শ্রমিককে পোস্টাল ভোটের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। প্রত্যাগতদের পুনঃএকট্রীকরণের জন্য খসড়া নীতি অনুমোদন করা। 	
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারী-অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ দুতাবাসে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আরও সক্রিয় করা, এবং কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে অনিবার্ক্তিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা। নারী নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সকল দুতাবাসে ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস স্থাপন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও দুতাবাসের মাধ্যমে দুট ব্যবস্থা গ্রহণ, রিপোর্টিং ও পরিবীক্ষণ জোরদারে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করা। ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও উদ্যোগ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। নিয়মিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তাকরা। 	১৩.৩.১.৩
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> অভিবাসন ব্যয় হাসে সরকার-নির্ধারিত ফি ব্যতীত অন্য সব খরচ বন্ধ করা। নারী-শ্রমিকদের নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খোলা নিশ্চিত করা; প্রাক-অভিবাসন পর্যায়ে তাদের অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য জানানো; এবং ভাষা ও কর্মসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা। নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য BMET ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে নিজ দেশ ও গন্তব্যদেশে ২৪/৭ হেল্পলাইন চালু করা। 	১৩.৩.১.৪
অধ্যায় ১৪: দারিদ্র্য-হ্লাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা			
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> সামাজিক সুরক্ষা-প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক কিনা, তা নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তির মানদণ্ড পর্যালোচনা ও বৈষম্যমূলক বিধান সংশোধন করা। শহরের দরিদ্র ও অসুবিধায় থাকা জনগণকে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বার্ধক্যভাবে জন্য বয়সসীমা পুনর্বিবেচনা করা। পরিমার্জিত NSSS-এ বেকারত-বীমা চালু, দুর্ঘটনা বীমা সম্প্রসারণ এবং নারীদের জন্য সামাজিক বীমা চালু করা। 	১৩.৩.১.১
	কর্মসূচি-বিষয়ক	<ul style="list-style-type: none"> আগামী সালের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার হিসাবে মূল্যস্ফীতির প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা। খাদ্য-বিক্রয়সহ সুরক্ষা সহায়তা মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ্ধতিতে সরবরাহ করা। 	১৩.৩.১.২
অধ্যায় ১৫: গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ণ ও প্রকাশ			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> গণমাধ্যমকর্মী আইন ২০২২ (Mass Media Employees (Conditions of Service) Act, 2022)-এর খসড়া পর্যালোচনা করে বৈষম্যমূলক বিষয়বস্তু সংক্ষার করা এবং নতুন আইন বাস্তবায়ন করা, যা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উক্ত আইনে কর্মীর 	১৫.৩.১.১

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>নিয়োগপত্র, কর্মী ও নিয়োগদাতার মধ্যকার সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্মঘণ্টা, নৃন্যতম মজুরি ও চাকরির সুযোগ-সুবিধা (প্রতিডেন্ট ফাস্ট, অসুস্থতাজনিত ছুটি, প্রসুতিকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, বিশ্রাম, চিকিৎসাভাতা, এসোসিয়েশন ইত্যাদি) সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ²⁶³ ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে করণীয় ও সুরক্ষাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● গণমাধ্যমকর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য মজুরি বোর্ড গঠন এবং বর্তমান অর্থনৈতিকে জীবনযাপনের ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতনকাঠামো নির্ধারণ করা। অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যমের জন্য আলাদা বেতনকাঠামো তৈরি অথবা বিদ্যমান মজুরি বোর্ডের আওতায় বেতনকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করা। ● সরকারি ও বেসরকারি সকল গণমাধ্যমকর্মী (টেলিভিশন, অনলাইন পোর্টাল, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, পত্রিকা) সকলের চাকরিসুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের শ্রম আইন অথবা গণমাধ্যমকর্মী আইনের আওতায় আনা। ● গণমাধ্যমের জন্য যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করা। ● অনলাইন গণমাধ্যমের সুরক্ষা ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নতুন দিকগুলোকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনা। ‘জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭’ পর্যালোচনা ও সংস্কার করা। ভুল ও মিথ্যা তথ্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা। বৈষম্যসৃষ্টি এবং বাকস্বাধীনতা রোধকারি আইন, যেমন ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩’ বাতিল করা। 	
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> ● জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪’ পর্যালোচনার করে অস্পষ্ট পরিভাষা²⁶⁴ পরিহার ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্কারি বিধান বাদ দিয়ে হালনাগাদ করা; নীতিমালা অনুযায়ী সংবাদ, বিনোদন, বিজ্ঞাপনসহ সব ক্ষেত্রে নারীবিদ্যেষী ও যা নারীর মর্যাদাহানিকর উপস্থাপনা নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান রাখা; ও সকল ধরনের গণমাধ্যমকে এ নীতিমালায় আওতায় আনা। ● এছাড়া উক্ত নীতিমালায় সকল লিঙ্গ, বয়স, পেশা, ধর্ম, গোষ্ঠী, শারীরিক সক্ষমতা ও পরিচয়ের নারীদের সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ উপস্থাপনের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের উল্লেখ করা। ● সকল ধরনের নীতিমালায় নারী-পুরুষ সমতা ও সংবেদনশীলতা অন্তর্ভুক্ত করা এবং খেয়াল রাখা, যেন কোনো অংশগ্রহণ ও সম্প্রচার নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক না হয়। ● ‘সকল লিঙ্গের সমান অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক চিত্রায়ণ নিশ্চিত করতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত গণমাধ্যম সংস্থাগুলোতে সমতা, বৈষম্যহীনতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন করা ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া। 	১৫.৩.১.২

²⁶³ Dr. Iftekharuzzaman. (2022). সম্পূর্ণ তথ্যসূত্রের জন্য সংযুক্তি ৪ দেখুন।

²⁶⁴ যেমন—নেতৃত্ব অবক্ষয়, সুস্থ বিনোদন, জনস্বাস্থবিরোধী, অঞ্চল, ধর্মীয় অনুভূতি, রাজনৈতিক অনুভূতি, শালীনতাপূর্ণ পোশাক

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> ‘জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩’ সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুসরণ করা। এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান অধ্যায়ের সুপারিশ দ্রষ্টব্য। 	
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালের হাইকোর্ট নির্দেশনা অনুযায়ী যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন; যৌন হয়রানি ছাড়াও অন্যান্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আইন অনুযায়ী নারীবাদ্বৰ কর্মপরিবেশ তৈরি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন—প্রসুতিকালীন ছুটি, শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র, দক্ষতা অনুসারে কাজে নিয়োগ, নিয়মিত দক্ষতা-বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ও জেন্ডার-সংবেদনশৈলী কর্মক্ষেত্রের সব উপাদান প্রতিষ্ঠা করা। গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন নিশ্চিত করা ও নারীবিদ্রোহী উপস্থাপনা, নেতৃত্বাচক ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে—এমন ভাষা পরিহার করার লক্ষ্যে উপস্থাপনের ভাষা ও ধরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পর্যায় থেকে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা। বিজ্ঞাপনে নারীর উপস্থাপন সংক্রান্ত একটি মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা। নারী ও শিশুসহ যৌন বা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার যেকোন লিঙ্গের ভুঙ্গভোগী এবং বিচারিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ঝুকিপূর্ণ সাক্ষী বা অভিযুক্তদের পরিচয় প্রকাশ করে প্রতিবেদন তৈরিকে সীমিত করতে বিচার বিভাগ কর্তৃক গণমাধ্যমের জন্য একটি অনুশীলন নির্দেশিকা জারি করা। সহিংসতার শিকার নারীদের নিয়ে সংবাদ বা অন্যান্য যে-কোনো উপস্থাপনায় ভাষার ব্যবহারে সতর্ক থাকা,²⁶⁵ সহিংসতার শিকার নারীর পরিচয়, ছবি প্রকাশ না করে অপরাধীর পরিচয় প্রকাশ করা; জেন্ডার স্টেরিওটাইপ আচরণ, যেমন: ঘরের কাজ নারীর অথবা নারীরা ধূমপান করে না—এ ধরনের উপস্থাপনা করা থেকে বিরত থাকা। যেকোনো উপস্থাপনায় অহেতুক নারীর প্রসঙ্গ টেনে নারীবিদ্রোহী বয়ান, বক্তব্য, ধারণা বা ছবি পরিবেশন থেকে বিরত থাকা। গণমাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহার না করা, কাউচ কাস্টিং পরিহার করা এবং এ জন্য শাস্তির বিধান রাখা। 	১৫.৩.১.৩
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> ‘জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪’ অনুসরণ করে সকল ধরনের গণমাধ্যমে নারীর নেতৃত্বাচক উপস্থাপন বন্ধ করা এবং নারীর অধিকার ও নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক উপস্থাপন বৃদ্ধি করা।²⁶⁶ গণমাধ্যমে ভাষার ব্যবহার ও নারীর চিত্তায়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে নিয়মিত এ বিষয়ক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা এবং অহেতুক নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা। সমাজে নারীর প্রতি যে বৈষম্য বিরাজ করছে এবং নারী যে নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে, সে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা। 	১৫.৩.১.৪

265 যেমন—ধর্মিতা না লিখে ধর্মনের শিকার লেখা, মহিলার বদলে নারী বলা

266 যেমন - সমাজে নারীর সফল অবদানের স্থীরূতি এবং প্রচার, ক্রীড়া ও গণমাধ্যম পেশাসহ অন্যান্য পেশায় জড়িত নারীদের সাফল্য, অভিবাসী নারী শ্রমিকের কাজ ও অবদান সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন, জলবায়ু পরিবর্তনে ফলে নারীদের উপর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> কর্মজীবী ও অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে তাদের কাজ, জাতীয় অর্থনৈতিতে তাদের অবদান ও নিজ জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা। সামাজিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী গোষ্ঠীদের ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিবাচক উপস্থাপন করা। সম্মানজনক ও সংবেদনশীল ভাবে প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রাণিক নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, অবস্থান ও প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ করা। 	
অধ্যায় ১৬: ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> ক্রীড়া পরিষদ ও ক্রীড়া আইনে নারী-পুরুষের সমতার জন্য সব পর্যায়ের ক্রীড়া কর্মকাণ্ড ও কাঠামোতে সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে উল্লেখ করে ‘জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৮’ সংশোধন করা। জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া পরিষদ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রীড়া সংস্থায় নারী-প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির বিধান প্রণয়ন করা। পার্বত্য ও অন্যান্য প্রাণিক (দুর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ) এলাকার কিশোরীদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থার বিধান রেখে ‘বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০’ সংশোধন করা। 	১৬.৩.১.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> সকল ক্রীড়া ফেডারেশন ও সংস্থায় সদস্য হিসেবে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্তি বৃক্ষ করতে নীতিমালা প্রণয়ন করা। ‘জাতীয় ক্রীড়ানীতি ২০২৩’-এর খসড়া অনুমোদন করে বাস্তবায়ন করা, যাতে ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং নীতিমালায় বর্ণিত বহমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে মানসম্পন্ন ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরি হয়। সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সকল ধর্ম, বয়স, জনগোষ্ঠী ও পরিচয়ের নারী ও মেয়েশিশুদের নিরাপদ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কর্মকাণ্ডের পরিসর বাড়ানো, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহনশীলতা তৈরিতে পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রযুক্তিভিত্তিক সাংস্কৃতিক চর্চা-বিষয়ক নতুন অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এবং আদিবাসী সংস্কৃতি-সম্পর্কিত ভাষা পরিমার্জনসহ ‘জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬’ সংশোধন করা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জেলার নীতিমালা প্রণয়ন, যাতে কর্মক্ষেত্র নারীবাস্ক হয় এবং বিভিন্ন বৈষম্য নির্মূল করা যায়। 	১৬.৩.১.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> সকল ক্রীড়াতে নারী ও পুরুষ খেলোয়াড়দের মধ্যকার বেতন বৈষম্য দূর করা; বর্তমান বেতন কাঠামো পর্যালোচনা ও খেলোয়ারদের জীবনমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধন করে জাতীয় বেতনকাঠামো তৈরি করা। পেশাদার শিল্পীদের জন্য চুক্তিপত্র আবশ্যিক করা, যেখানে তাদের দায়িত্ব, কার্যপরিধি, অধিকার ও আইনি সুরক্ষা বর্ণিত থাকবে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও কমিটিতে, বিশেষ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ-পর্যায়ে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা পর্যায়ের ফেডারেশনের সাথে জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সমন্বয় বৃদ্ধি করা, যাতে মানসম্পন্ন ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসতে পারে। 	১৬.৩.১.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> ক্রীড়াতে নারী-পুরুষ সমতা আনয়নে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় পর্যায়ের নারী-খেলোয়াড়দের মাসিক ভাতা প্রদান এবং তাদের পড়াশোনার ব্যয়ভার বহন করা। ক্রীড়াতে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে নারীদের বিনামূল্যে খেলার সরঞ্জাম ও পোশাক প্রদান করা। নারীর জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে সকল পর্যায়ের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং তার কার্যকরিতা পর্যবেক্ষণ করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের টুর্নামেন্ট আয়োজনে কঠোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সন্তাসের মাধ্যমে টুর্নামেন্ট বন্ধের প্রচেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমি কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং এজন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা। এলাকাভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরিতে কর্মসূচি গ্রহণ করা; যারা এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, যেমন—পথনাটক, শীতকালীন নাটক, নাচের অনুষ্ঠান, বইপড়া কর্মসূচি ইত্যাদি আয়োজন করবে এবং কার্যক্রমে নারী, শিশুসহ সকলের অংশগ্রহণকে উদ্বৃক্ষ করবে যাতে সামাজিক সহনশীলতা গড়ে ওঠে। সংস্কৃতিসংক্রান্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা। ক্রীড়াক্ষেত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী মেয়েশিশুদের জন্য ক্রীড়া-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীলতা ও সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আদিবাসী ও মূলধারার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়ে সাংস্কৃতিক বিনিময় (কালচারাল এক্সচেঞ্জ) কর্মসূচি পরিচালনা করা, যেখানে একে অপরের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ নিয়ে কাজ করবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আদিবাসী সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্তি এবং আদিবাসী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। অন্যান্য প্রাক্তির নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তির জন্য সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েশিশুদের অভিগমন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা প্রদান ও সচেতনতা তৈরি। দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও আহত নারী- সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা/ভাতা প্রদান করা। বৈষম্য ও নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নারীদের মর্যাদা ক্ষুঁত করে ও নেতৃত্বাচক ধারণা তৈরি করে—এ রকম বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে প্রচারণা এবং নারীদের ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা। 	১৬.৩.১.৮

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
অধ্যায় ১৭: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগে নারী			
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> যেসব এলাকায় নারীদের গানিসংগ্রহের জন্য (লবণাক্ততাপ্রবণ ও খরা-আক্রান্ত) বহুদূর যেতে হয়, ‘পানি আইন, ২০১৩’-এর অধীনে, সেগুলোকে ‘পানি সংকটপূর্ণ’ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 	১৭.৩.১.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন-সম্পর্কিত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ ও বিতরণ বৃক্ষি করা। এবিষয়ে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা। পরিবেশ-অপরাধ মোকাবেলায় জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রিন পুলিশিং কৌশল তৈরি ও বিশেষ পুলিশ ইউনিট গঠন, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ১৪ অনুসারে জাতীয় সমষ্টি-গুপ্তে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। 	১৭.৩.১.২
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> প্রাথমিক সতর্কতাব্যবস্থা নারীদের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা। 	১৭.৩.১.৩

৫.২ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের কর্মসূচী

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
অধ্যায় ৩: সংবিধান, আইন এবং নারী অধিকার: সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন: মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (Muslim Family Laws Ordinance, 1961) সংশোধন করে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। হিন্দু ও খ্রিস্টান পারিবারিক আইন সংস্কার: হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (Hindu Marriage Registration Act, 2012) ও খ্রিস্টান বিবাহ আইন, ১৮৭২ (Christian Marriage Act, 1872) সংশোধন করে নারীগুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা করা। উত্তরাধিকার আইন সংস্কার: মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে নারীদের সম্পত্তিতে ৫০-৫০ ভাগ নিশ্চিত করা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ: বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (Child Marriage Restraint Act, 2017) কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা এবং ধারা ১৭ বাতিল করা। পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২: পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (Pornography Control Act, 2012) সংশোধন করে নারীদের অনলাইন হয়রানি ও শোষণ রোধ করা। নারী বন্দিদের অধিকার: কারাবিধি, ১৮৯৪ (Prisons Act, 1894) সংশোধন করে নারী বন্দিদের জন্য আইনগত সুরক্ষা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম নিশ্চিত করা। সাক্ষ্য আইন সংস্কার: সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (Evidence Act, 1872) সংশোধন করে নারীদের স্বাক্ষ্যগ্রহণে বৈষম্য দূরীকরণ। সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ: সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ (Cyber Security Ordinance 2025) সংশোধন করে অনলাইন হয়রানি ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ করা। 	৪.৩.২.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারী-পুরুষ ভারসাম্যপূর্ণ বিচার বিভাগ: রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, দক্ষ ও লিঙ্গসমতা বজায় রেখে বিচারপতি নিয়োগ করা। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) প্রচার: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইন, ২০০১ (Alternative Dispute Resolution Act, 2001) প্রয়োগ করে নারীদের জন্য দুট ও ন্যায়সংক্রান্ত বিচার নিশ্চিত করা। যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রসিকিউটর নিয়োগ: অ্যাটর্নি জেনারেল ও সরকারি আইনজীবী নিয়োগ সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিশ্চিত করা। নারী ও শিশু-বাস্তব আদালত: বসার জায়গা, শিশুদের জন্য বিশ্রাম কক্ষ, বিশুদ্ধ পানি ও শৌচাগার সুবিধাসহ নারী ও শিশু-বাস্তব আদালত প্রতিষ্ঠা করা। 	৪.৩.২.২

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> আইনগত সহায়তা সম্প্রসারণ: আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (Legal Aid Services Act, 2000) কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, বাজেট বৃদ্ধি ও সেবা সম্প্রসারণ। প্যারালিগ্যাল সার্টিফিকেশন চালু: আইনি সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় পর্যায়ে প্যারালিগ্যাল প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন চালু করা। বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ডিজিটালাইজেশন: বিয়ে ও তালাকের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন চালু করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। নারীদের প্রতি বিদ্যমান আইনগত বৈষম্য দূর করা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক ও নিরাপদ বাংলাদেশ গঠনের জন্য প্রয়োজন সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কার, যেখানে প্রতিটি নারী তার অধিকার ও মর্যাদার নিশ্চয়তা পাবে এবং ভয় ও বৈষম্যমুক্ত পরিবেশে জীবনযাপন করতে পারবে। 	
অধ্যায় ৪: নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা			
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করে হালনাগাদ করা। 	৪.৩.২.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালীকরণঃ <ul style="list-style-type: none"> একজন পূর্ণ মন্ত্রীকে দায়িত্ব প্রদান করা। মন্ত্রণালয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য পৃথক দুটি উইং স্থাপন। পলিসি-লিডারশীপ-এন্ড-এডভোকেসি (PLAU) ইউনিটকে দক্ষ কারিগরি ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা। জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন একাডেমীকে পূর্ণাঙ্গ জেন্দার-সমতা প্রশিক্ষণ একাডেমীতে পরিণত করা। মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সুসংহত করতে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা বিষয়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করা, নারীপুরুষ সমতা সেলের সাথে সমন্বয় সভা ও প্রতিবেদন নিশ্চিত করা। নারী উদ্যোগান্তরের বিপর্ণন সহায়তায় অঙ্গনা ও জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একত্র করা এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনকে সামাজিক সুরক্ষা থেকে বাদ দেয়া। জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে পরিচালিত সকল কর্মসূচি নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে নিয়ে আসা। মন্ত্রণালয়গুলো থেকে নারীদের স্বার্থ ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কার্যসম্পাদন চুক্তিতে নারী-পুরুষ সমতা ও উন্নয়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা রাখা। সকল মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থার নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ক সেলের প্রতিষ্ঠা ও তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন ও পর্যালোচনায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাজেট প্রস্তুতি কমিটিগুলোকে বাজেটের জেন্ডার বিশ্লেষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া। সরকারি কাঠামোতে জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ছকে সামাজিক ও 	৪.৩.২.২

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>জেন্ডার সম্পর্কিত ফলাফল পর্যালোচনার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা ও মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> নারী-পুরুষ বিভাজিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করতে পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান ব্যৱৰোর সক্ষমতা বৃক্ষি করা। জেন্ডার পারফরম্যান্স সূচক সম্প্রসারণ করে জাতীয় পর্যায়ে সব খাতের জন্য সংকলন করা এবং দারিদ্র্য ও আয় সংক্রান্ত উপাত্ত জেন্ডারভিত্তিক পৃথকীকরণ যাতে, নারীদের দারিদ্র্য হাস পরিমাপ করা যায়। উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ পরিমার্জন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার, তথ্যপ্রাপ্তির স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত। আন্তঃমন্ত্রণালয় জবাবদিহি নিশ্চিত করাতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (APA) নারীপুরুষের সমতা বিষয়ক পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্ত করা; প্রকল্পের নারীপুরুষের সমতার ফলাফল পর্যালোচনার জন্য আইএমইডিকে দায়বদ্ধ করা ও কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অফিসকে জেন্ডার বাজেটের ব্যয় নিরীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর উন্নয়নে সক্ষমতা বৃক্ষির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য নারী-পুরুষের সমতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং পাঠ্যক্রম তৈরি/হালনাগাদ করা। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা এবং এর প্রভাব শক্তিশালী করার জন্য সঠিক উপকারভোগী বাছাইপূর্বক যথাযথ বিতরণ ব্যবস্থা করা এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থায় পরিবীক্ষণ করা। গুরুত্বপূর্ণ মা ও শিশু সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোকে সম্প্রসারিত করা এবং ছোট ছোট কর্মসূচিগুলো একীভূত করা এবং ক্রসকাটিং ও ওভারল্যাপিং প্রকল্প নেয়া থেকে বিরত থাকা। 	৪.৩.২.৩
অধ্যায় ৫: নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আইনি বিধানের মাধ্যমে বাজেট প্রণয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করা; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া; নারীদের বাজেট-প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা; সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিটিতে ৪০% নারী-সদস্যর বিধান রাখা; এবং অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা। 	৫.৩.২.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে নারীর অভিগ্যন্তা নিশ্চিত করতে গ্রাম-আদালতকে সক্ষম করে তোলা, যাতে মধ্যস্থতা ও সালিশ মানবাধিকার মানদণ্ড হয় এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীদের জন্য পরিষেবা নিশ্চিত করা যায়। স্থানীয় সরকার নারী ও শিশুদের জন্য জনপরিসরে নিরাপদ স্থান চিহ্নিত ও নিশ্চিত করবে। প্রত্যেক পৌরসভায় ‘ধীরাঙ্গনা স্মারক’ ক্ষয়ার/সড়ক বা সৃতিষ্ণল স্থাপনসহ নারীদের জন্য নিরাপদ মিলন রাখা। বাস টার্মিনাল, পেট্রোল পাম্প ও সড়কগুলো পরিষ্কার, আলোকিত ও সিসিটিভি দ্বারা সুরক্ষিত রাখা; ‘লেডিস পার্ক’ পুনঃপ্রবর্তন করে সেখানে উপযুক্ত টয়লেট ও 	৫.৩.২.২

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>প্রতিবেদ্ধীদের জন্য সুবিধা রাখা। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার নির্দেশিকা অনুসরণ করা যেতে পারে। সকল পৌরসভা ও স্থানীয় বাজারে নারীদের জন্য পৃথক কর্নার নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত আলো ও টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা।</p> <ul style="list-style-type: none"> নারীদের জন্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এর জন্য গ্রামপুলিশ ও কমিউনিটি পুলিশিং-ব্যবস্থা শক্তিশালী এবং সকল এলাকার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় নারী-প্রতিনিধি রাখা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় নারী-হেডম্যান, কার্বারি নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কোশল নেওয়া, যেমন নারী ও শিশু স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিষয়ক কমিটির কার্যক্রম সম্প্রসারণ; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভা নিয়মিত ও কার্যকর করা; প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটি/স্থায়ী কমিটির পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা; আদিবাসীদের প্রথাগত ব্যবস্থায়, যেমন হেডম্যান, কার্বারি পদে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক ও ট্রেড লাইসেন্স নিবন্ধন নিশ্চিত করা; হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে পিতার নাম না থাকলে মাতার নাম দিয়ে জন্মনির্বন্ধনের ব্যবস্থা এবং জন্মনির্বন্ধন সহজ করা; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাকের তথ্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কাজী অফিসের মধ্যে যাচাইয়ের জন্য ডিজিটাল বিনিময়ের ব্যবস্থা করা, যাতে কম বয়সে বিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করা যায়। ট্রেড লাইসেন্স, কর ইত্যাদির ব্যবস্থা সহজতর করা, অনলাইনে আবেদন ও প্রদানের ব্যবস্থা এবং লিঙ্গাভেদে তথ্যসংগ্রহ নিশ্চিত করা। নারীদের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অতিগম্যতা নিশ্চিত করতে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর উপকারভোগী হওয়ার যোগ্য নারী, শিশু ও প্রতিবেদ্ধীদের ইউনিয়নভিত্তিক একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা; পল্লি ও শহরাঞ্চলে বয়স্ক, প্রতিবেদ্ধী, সুবিধাবাস্তিত, আদিবাসী নারীর জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা ও প্রাপ্তির শর্ত সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা; এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সকল সেবার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন ও সেবাদান নিশ্চিত করা। 	৫.৩.২.৩
অধ্যায় ৬: নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতামুক্ত সমাজ			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক ঘোন সম্পর্ককে ধর্ষণ হিসেবে ফৌজদারি আইনে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধন করা। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন আলোচনায় নারীবিদ্বেষী প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা। 	৬.৩.২.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> ন্যায়বিচার সহজ ও দুরতর করতে আদিবাসী, প্রতিবেদ্ধী, গৃহকর্মী, অভিবাসী, গার্মেন্টসকর্মী, চা-শ্রমিক, দলিত ও অন্যান্য সংখ্যালঘু নারী ও লিঙ্গাবেচিত্রিময় জনগোষ্ঠীর মামলা দায়ের, তদন্ত ও বিচারিক কায়ক্রমে 	৬.৩.২.২

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানে দোভাসী ও ইশারা- ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের তালিকা রাখা, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করা যায়।</p> <ul style="list-style-type: none"> সহিংসতার শিকার ভুক্তভোগীর জন্য সহায়তা-পরিষেবা সহজ করতে আইন থানা, হাসপাতাল ও আদালতকে নারীবাঞ্চ করতে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা।²⁶⁷ প্রতিটি জেলায় আক্রান্ত নারী সহায়তা ব্যবস্থা (ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার), নারী-সহায়তা ও তদন্ত বিভাগ, কাউন্সেলিং, সাইবার অপরাধ ভুক্তভোগী সহায়তা এবং সকল ভুক্তভোগীর জন্য ও পুনর্বাসনব্যবস্থা চালু করা, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও প্রয়োজনীয় আশয় নিশ্চিত করা। অনলাইনে সহিংসতা ও নারীর উপর সংঘটিত সাইবার আপরাধ মোকাবিলায় সকল বাহিনীর সাইবার-ক্রাইম ইউনিট ও বিভাগগুলোকে একীভূত করে সমন্বিত সাইবার-ক্রাইম ইউনিট গঠন করা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের অবহেলা ও অপমান অবসানে সম্মানসূচক পদক্ষেপ গ্রহণ। সংঘাতশিল্প এলাকা (পাহাড়ি এলাকা, শরনার্থী শিবির) ও সংঘাতকালীন যৌন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার নিশ্চিত করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি সকল উদ্যোগের তথ্য একত্রিত করার জন্য এমআইএস প্রতিষ্ঠা/হালনাগাদ করা। সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করে অর্জন ও ফলাফল একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর জনসমক্ষে প্রকাশ করা। 	৬.৩.২.৩
অধ্যায় ৭: জনপরিসরে নারীর ভূমিকা: জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারীর উন্নয়ন ও অধিকারের প্রশ্নে আন্তঃদলীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করতে সর্বদলীয় নারী সংসদ সদস্যদের মৌর্চা প্রতিষ্ঠা করা; সংসদে নারীর কঠস্বর ও প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করা; নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং নারী সংসদ সদস্যদের নারী সমাজের সাথে সংযোগ রক্ষায় একটি ফোরাম গঠন, যেখানে নারী সংসদ সদস্য ও নারী অধিকার সংগঠনসহ বিভিন্ন নারী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময়ের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গনতান্ত্রিক শিক্ষা ও চর্চা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অরাজনেতিক ছাত্র সংসদ উৎসাহিত করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যাতে নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের চর্চা ও গনতান্ত্রিক রীতি-নীতি চর্চা করা হয়। 	৭.৩.২.১
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নির্বাচন কমিশন দ্বারা রাজনেতিক অঙ্গনে নারীদের আসতে উদ্বৃদ্ধকরণে গণমাধ্যমকে প্রচারণা চালাতে উৎসাহিত করা; নারীদের রাজনেতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নাগরিক সমাজ ও নারী সংগঠনসমূহের সাথে নিয়মিত আলাপ আয়োজন করা ও যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা। 	৭.৩.২.২

²⁶⁷ নারীপক্ষ বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য (রাইট মামলা নং ৫৫৪১/২০১৫) Judgment on 18.02.2016.

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> অধিক সংখ্যক নারীকে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োগ প্রদান করা। বৈষম্যমূলক আচরণ ও ‘যৌন হয়রানি’ প্রতিরোধ, পরিবীক্ষণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশনে একটি সক্রিয় ও শক্তিশালী সেল স্থাপন করা। নারী (এবং পুরুষদের) ওয়ার্ড সভা ও বাজেট সভাতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে আর্থিক বরাদ্দ রাখা। 	
অধ্যায় ৮: জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ			
	আইন ও আইনগত	<ul style="list-style-type: none"> ‘বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮’, ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারী আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা ও আন্তর্জাতিক নীতিমালার আলোকে সরকারি, বেসরকারি ও কর্পোরেট খাতে নারী-পুরুষ সমতা, বৈষম্যনিরসন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, প্রভৃতি বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান আইনে সুনির্দিষ্ট ধারা পরিবর্তন বা অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা। সরকারি, প্রাইভেট সেক্টর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ২ সপ্তাহ পিতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আইন প্রণয়ন করা। বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন: মৃত সন্তান প্রসব, সন্তানের মৃত্যু বা দ্বিতীয় বিবাহে সন্তান) নারীদের জন্য প্রসূতিকালীন ছুটি ৪ বার পর্যন্ত শিখিল করা এবং দত্তক সন্তানের জন্যও ছুটির বিধান রাখা। 	৮.৩.২.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> নারীদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে নারীর পক্ষে বিশেষ পদক্ষেপ (Affirmative Action) নেওয়া; সরকারি ও বেসরকারি বোর্ড ও কমিশনে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী-প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন; এবং বিসিএসসহ সব সরকারি চাকরিতে নারী, প্রতিবর্কী ও সুবিধাবাস্তিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া। 	৮.৩.২.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> জনপ্রশাসনে নারীদের নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, সরকারি ও আধা-স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পুরুষ-নারী বিভাজনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা, যেখানে নারীদের উপস্থিতি কর্ম, সেখানে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া ও শূন্যস্থান পূরণে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া। নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে সব তথ্য লিঙ্গ-বিভাজিত করে নিয়মিত সংকলন করা এবং ওয়েবসাইট ও বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করা। উচ্চপর্যায়ের প্রশাসন, মন্ত্রণালয় নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নারী-কর্মকর্তাদের অধিক হারে পদায়ন করা। জনপ্রশাসনে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনসংক্রান্ত নীতিমালা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন তদারকি করা। কোডিড-১৯-এর অভিজ্ঞতার আলোকে বাড়ি থেকে কাজ এবং নমনীয় কর্মসময় সুবিধা চাকুরি বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা, সরকারি নীতিমালা অনুসারে স্বামী ও স্ত্রীর কাছাকাছি জায়গায় পদায়ন নিশ্চিত করা। 	৮.৩.২.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, মন্ত্রণালয়ে ঘোন হয়রানি-রোধে অভিযোগ কমিটির কার্যকারিতা নিয়মিত পর্যালোচনা করা। জনপ্রশাসনের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাতে নারীর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং ল্যাটারেল এন্ট্রির বিধান রাখা, প্রয়োজনে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা ও উচ্চপর্যায় সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কমিটিগুলোতে অতত ৩০% নারী-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> জনপ্রশাসনে নারীদের আগ্রহ বৃক্ষির জন্য ওয়েবসাইটে সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা ও চাকরির বিজ্ঞাপনে "নারীদেরকে আবেদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে" বাক্যটি যুক্ত করা। কর্মক্ষেত্রের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নারীদের জন্য কাজের অনুকূল পরিবেশ যেমন: শিশু-দিবায়ন্ন, রেস্ট ফিডিং কর্নার, আলাদা টায়লেট, আবাসিক ব্যবস্থা ও নিরাপদ পরিবহণ-সুবিধার বাস্তবায়ন তদারাকি করা। নারী-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃক্ষি এবং নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও শিখনপদ্ধতি হালনাগাদ করা, ঝালাই পাঠ, মেন্টরশীপ কর্মসূচি ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাগুলোর নারী-কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা বিনিয়য়, শিক্ষা লাভ এবং নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক নীতির পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য নেটওয়ার্ক করতে উৎসাহিত করা। 	৮.৩.২.৪
অধ্যায় ৯: নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃক্ষি			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> 'শিক্ষা আইন ২০২০'-এর খসড়া চূড়ান্ত ও অনুমোদন করা। 	৯.৩.২.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা এবং ক্রমান্বয়ে একটি প্রফেশনাল কাউন্সেলর পদ তৈরি করা ও নিয়োগ। শিক্ষা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে স্কুল হেলথ ক্লিনিক কার্যক্রম শক্তিশালী করা। দুর্যোগ, চরম আবহাওয়া ও দুর্গম এলাকায় ডিজিটাল শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক ও ডিজিটাল কাঠামো তৈরি করা। প্রাকৃতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, দুর্গম, পার্বত্য অঞ্চলে এবং চা-বাগানে নারীদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃক্ষি ও করে পড়া প্রতিরোধে আবাসনের ব্যবস্থা নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। যেমন: মনোঘর আবাসিক স্কুল, রাঙামাটি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষত প্রাস্তিক ও দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং তাদের আবাসন সুবিধা ও জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান। বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমে সকল ভাষায় প্রাথমিক স্তরের বই প্রবর্তন করা। এসব ভাষায় পাঠদানের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। আদিবাসী ও প্রাস্তিক জনগোষ্ঠীর সকল 	৯.৩.২.২

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>শিশুদের সঠিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করতে ভোগোলিক অবস্থানভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য জাতীয় পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> পার্বত্য ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার মানোন্নয়নে NTRCA-র বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ; পর্যাপ্ত নারী-শিক্ষক নিয়োগ; শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি প্রতিরোধ, এবং প্রাপ্তিক অঞ্চল থেকে শিক্ষকদের শহরে বদলি রোধে কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বিজ্ঞান শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেয়া ও উচ্চ শিক্ষায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আর্থিকভাবে দুর্বল নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য খঙ্কালীন কাজের ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরি করা, যাতে তারা শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ হয়ে ওঠে। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় নারীর যথাযথ অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বরাদ্দ ও এর ব্যবহার নিশ্চিত করা। 	৯.৩.২.৩
অধ্যায় ১০: সকল বয়সী নারীর উন্নত ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> নারীর স্বাস্থ্য-বিষয়ক সকল আইন, কৌশল ও কাঠামো পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং আইন সংস্কার ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী নারীদের চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-সংশোধন; মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৮ কার্যকর করা; এবং নারীর মানসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন শনাক্ত করে মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২০-২০৩০ পর্যালোচনা ও সংশোধন করা। 	১০.৩.২.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন (ICPD) ১৯৯৪ গৃহীত কর্মসূচির প্রতিশুতি অনুযায়ী সময়োপযোগী করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা। নারীদের চাহিদা ও প্রয়োজন শনাক্ত করে স্বাস্থ্য সেবা অর্থায়ন কৌশলপত্র ২০১২-২০৩২ পর্যালোচনা ও সংশোধন এবং এ প্রক্রিয়ায় নারী-সদস্য রাখা। প্রবীণ নারীদের স্বাস্থ্য-চাহিদার অগ্রাধিকার দিয়ে জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ সংশোধন এবং বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহি ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ডিমেনশিয়া, বয়স্কদের জন্য বিশেষ সেবা, প্যালিয়েটিভ কেয়ার (মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের ব্যাথা নিরাময়) বা উপশমকারী সেবাসহ উন্নত স্বাস্থ্যসেবা চালু। 	১০.৩.২.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারীর (চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সেবাপ্রদানকারী) সংখ্যা বৃদ্ধি করা: নারী টেকনোলজিস্ট ও প্যারামেডিক বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, চাকরির নিরাপত্তা ও যথাযথ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। নারী-চিকিৎসকদের ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা: অন্তঃস্ত্র নারীদের দায়িত্ব পুরো সমাজের ও স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থার। দেশব্যূগী প্রসূতি ও নবজাতক-মৃত্যু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা [Maternal & Perinatal Death Review and Surveillance, (MPDRS)]-ব্যবস্থা চালু করা। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের পুনর্গঠনঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা 	১০.৩.২.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর তিনটির পৃথক্কীকরণ ও কার্যকরিতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।</p> <ul style="list-style-type: none"> নারীবান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচি: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ইউনিসেফের উদ্যোগে তৈরি নারীবান্ধব হাসপাতালের প্রটোকল পর্যালোচনা, কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে প্রাপ্ত শিখন অন্তর্ভুক্ত করে হালনাগাদ ও সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা-কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য করা; এ কর্মসূচির প্রটোকল অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো নারীবান্ধব²⁶⁸ করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নারীর স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা-বৃদ্ধি কর্মসূচি চলমান রাখা। মানসিক স্বাস্থ্য-শিক্ষা স্কুল হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় আনা। মাসিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্র কার্যকর বাস্তবায়ন করা। পরিবেশবান্ধব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও মানসম্পন্ন পণ্য (স্যানিটারি ন্যাপকিন, মেপ্টুয়াল কাপ ইত্যাদি) সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য; প্রাতিক এলাকার জন্য পরিবেশবান্ধব পণ্যের কষে প্যাক তৈরি ও বিতরণ, দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। কুসংস্কার ও নেতৃত্বাচকতা দূর করতে মাসিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়স্থলে, পরিবহণ-অপেক্ষাকেন্দ্রে ও জনসমাগম স্থানে ভেঙ্গি মেশিন বা অন্য সুলভ উপায়ে মাসিক স্বাস্থ্যপণ্যের ব্যবস্থা রাখা। স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিবন্ধী নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি: প্রত্যেক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে সেবাপ্রদানকারিদের মধ্যে একজনকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবার বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (ফোকাল পারসন) হিসেবে রাখা। স্বাস্থ্যসেবার সকল পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে একজন প্রতিবন্ধী নারী-প্রতিনিধি থাকার ব্যবস্থা করা। প্রবীণ নারীদের উপর লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার তথ্যগুলো কর্মসূচির পরিকল্পনায় ব্যবহার করা। মূল্যায়নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রবীণদের মাসিক সামাজিক সুরক্ষা ভাতা বৃদ্ধি করা। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে নারী-স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণে প্রজননস্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করা। দুর্যোগের আশ্রয়স্থল নারীবান্ধব ও নিরাপদ করা; যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে নারীদের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা রাখা। দুর্যোগকালে গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। লবণ্যাক্ততার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ও জরায়ু রোগের বুঁকি প্রশমনে বিশেষ স্বাস্থ্য-কর্মসূচি গ্রহণ করা। 	১০.৩.২.৪
অধ্যায় ১১: অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> নিবন্ধিত হতে হলে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসার বোর্ড, সরকারি সংস্থা ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত কর্মপক্ষে ৪০% নারী অন্তর্ভুক্ত করা। আর্থিক 	১১.৩.২.১

268. যেমন—পর্যাপ্ত পানি-সরবরাহ থাকা, যথাযথ পঞ্জনিকাশন ব্যবস্থা রাখা, প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য র্যাম্প, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল-ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>প্রতিষ্ঠানগুলোর বোর্ড ও ব্যবস্থাপনায় নারীর কমপক্ষে ৪০% প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।</p> <ul style="list-style-type: none"> ই-কর্মার্সের জন্য একটি আইনগত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (Regulatory Framework) তৈরি করা: ট্রেড লাইসেন্স আইন সংশোধন করে অনলাইন ব্যবসাকে স্বীকৃতি প্রদান, লাইসেন্স পাওয়া ও নবায়নের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং অনলাইনে নবায়ন ব্যবস্থা নেওয়া। 	
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নীতি ও জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংস্কার করে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলারে (২০১৯) নারী-উদ্যোগাদের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজনে নারীদের জন্য অর্থপূর্ণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য একটি পৃথক নীতি প্রণয়ন, যা তাদের অবস্থান পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাবে। কুটির মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নারীদের পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প একত্রে না রেখে কুটির ও মাইক্রো শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে আলাদা করা। নারী-উদ্যোগাদের জন্য কর-বেয়াতসহ আর্থিক প্রগোদ্ধনা চালু করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ছোটো নারী-উদ্যোগাদের আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এসক্রো অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। স্টার্টআপ ব্যবসায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, যাতে উদ্যোগারা একত্রে কাজ করতে পারে এবং তাদের ব্যবসা সুরক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পায়। আইসিটি ব্যবসা যাচাই ও মূল্যায়ন করা কঠিন, আইটিইএস নিবন্ধন আইসিটি ব্যবসাকে একটি স্বীকৃত খাত হিসেবে ব্যবসা নিবন্ধন করার সুযোগ সৃষ্টি করা কর ও মূল্যসংযোজন কর সহজীকরণ করা যাতেনারীরা তাদের ব্যবসা আনুষ্ঠানিক করতে উৎসাহিত হনএবং সরকার থেকে করদাতা হিসেবে স্বীকৃতি পান , যা তাদের অর্থনৈতিক ভূমিকার স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠায় সহায় ক হবে। নারীদের সেবা মূলক কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য, স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এর আর্থিক মূল্যায়ন করা , যাতে তাদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত হয়। 	১১.৩.২.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা লক্ষ্য বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই, এমসিসিআই-এর মতো ব্যবসায়ী সংগঠনে কমিটি গঠনের সময় নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অফ গভর্নরসে নারী-সংগঠন ও ব্যবসায়ী-সংগঠনের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা। প্রাইভেট সেক্টরের বোর্ড ও পরিচালক পদে নারীদের দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ী-সংগঠন থেকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। সরকারি ক্রয়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। সরকারি ক্রয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা সম্পর্কিত লিঙ্গ-বিভাজিত তথ্যসংগ্রহ-ব্যবস্থা চালু করা এবং একটি শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন-কাঠামো স্থাপন করা। নারী-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা এবং এর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন করা। 	১১.৩.২.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> নারী-উদ্যোগাদের ব্যবসায় প্রবেশ সহজ করার জন্য ডিজিটাল ট্রেড লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করা। বাড়িভিত্তিক ই-কমার্স ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার সময় বাণিজ্যিক এলাকা শনাক্ত করার শর্ত বাতিল করা, বিশেষ করে যেসব ব্যবসা পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। ই-কমার্স ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (DBID) বিদ্যমান, সেখানে ব্যবসা পরিচালনা ও ঋণ পাওয়ার জন্য ট্রেড লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা। নারী উদ্যোগাদের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও সহায়তা নিশ্চিত করা। যুব নারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশ সহজ করতে শিক্ষা ও জীবিকার মধ্যে সংযোগ নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতের শিল্প ও অর্থনীতির দক্ষতা চাহিদা নির্ধারণে গবেষণা করে, সে অনুযায়ী কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানমূর্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে নারীদের, ক্যারিয়ার ও চাকরি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া। উচ্চ আয়ের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষায় তাদের উৎসাহিত করা যা তাদের উচ্চ আয়ের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। গৃহকর্ম ও পরিচর্যার কাজের বোঝা কমানো, স্বীকৃতি দান ও নারী-পুরুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করতে পদক্ষেপ নেওয়া। গৃহস্থালি কাজে সময় ও শ্রম হাসে শ্রমসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রসার করে পুরুষদের গৃহস্থালি ও পরিচর্যার কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> সকল স্তরে ও সকল শ্রেণির শিশুর জন্য এলাকাভিত্তিক দিবায়ন্ত-কেন্দ্র স্থাপন। নারী-উদ্যোগাদের সরকারি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও ই-কমার্স ব্যবহারে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে নারীবাবুক প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; প্রযুক্তি ব্যয় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা ; ও নারী উদ্যোগাদের জন্য নিরাপদ ও সুবিধাজনক ই-কমার্স পরিবেশ নিশ্চিত করা। ভৌগোলিক পার্থক্যে ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় জলবায়ু পরিস্থিতি অনুযায়ী নারীদের কৃষিতে অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণসহিতু এবং শুক্র অঞ্চলে খরাপ্তিরোধী ফসলের চাষে উৎসাহিত করা। নারীদের জলবায়ু-স্মার্ট কৃষিপ্রযুক্তি, টেকসই বীজ, সেচব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। বনজ সম্পদের ওপর নারীর অধিকার নিশ্চিত করা। বনসম্পদের ওপর নির্ভরশীল নারীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে, বনবিভাগ কর্তৃক নারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করা। 	১১.৩.২.৮
অধ্যায় ১২: শ্রম ও কর্মসংস্থান			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ শ্রম আইনে দত্তক নেওয়ার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে সন্তান দত্তক নেয়া পিতামাতারা মাতৃত্ব ও পিতৃত্বজনিত ছুটি ও সুবিধা তোগ করতে পারে। 	১২.৩.১.১

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> কর্মসূলে নারী-পুরুষ বৈষম্য ও যৌন হেনস্তা প্রতিরোধে আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্মাক্ষর ও সুপারিশ ২০৬ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ। শুরু আইনে নারী-পুরুষ সমতা-বিষয়ক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা; নারীর উপর সহিংসতা, বৈষম্য, অশালীন আচরণ, শ্লীলতাহানি, যৌন হয়রানি সংজ্ঞায়িত করা এবং প্রতিকার নিশ্চিত করা। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গণপরিবহণ আইনে সহিংসতা ও যৌন হয়রানি নিরসনে সুনির্দিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা। 	
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> সকল খাতে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা, যাতে মজুরি বৈষম্য নিরসন হয়। ন্যূনতম মজুরি বৈশিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে প্রতি বছর পুনর্মূল্যায়ন করা এবং মানসম্মত মজুরির জন্য নীতি প্রণয়ন করা। চিংড়ির ঘের ও কারখানায় শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় ধরে পানি ও ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়, যা তাদের প্রজননসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবুঝির মধ্যে ফেলে। এ বিষয়ে কর্মস্টো, বিরতি, উপকরণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য কর্মসূল ও কমিউনিটি পর্যায়ে শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র স্থাপন, এর জন্য নীতিমালা, বাস্তবায়ন ও তদারকি নিশ্চিত করা। শিশু-দিবায়ন কেন্দ্র সামাজিক ব্যবসায় রূপ দেওয়া যাতে নারীরা শিশুকে নিরাপদে রেখে শ্রম-কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবীদের শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সেবাপ্রদানে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা। চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃক্ষি করা। চা-বাগানগুলোতে টয়লেট, সুপেয় পানি, নারী-শ্রমিকদের মাসিককালে সমতলের কাজ ও উপকরণ প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা, চা-শ্রমিকদের স্থানদের শিক্ষা নিশ্চিত করা। 	১২.৩.১.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে শিশুদের দুর্দশানের বিশেষ স্থান প্রদান করা। ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে আনুপাতিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে আরও সক্রিয় করে শ্রমিকদের মজুরি, কর্মপরিবেশ, সুবিধা ভোগ করতে পারছে কি না ও বৈষম্য থাকলে, তার কারণ চিহ্নিত করা এবং তার প্রতিকার করা। যৌনকর্মীদের শ্রম-অধিকার, নিরাপদ আবাসস্থল/বাসস্থান, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। 	১২.৩.১.৩
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> শোভন কাজের প্রচার: আইএলও-র ‘শোভন কাজ’-ধারণা অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মস্টো, নারী-শ্রমিকদের অধিকার, নারীর অংশগ্রহণ, সম মজুরির জন্য কর্মসূচি আয়োজন করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমধন এলাকায় নারীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য-অধিকার উন্নয়নে কার্যকর পাবলিক প্রাইভেট কর্মসূচি চালু করা, যেখানে শ্রমিকগণ তাদের সুবিধামতো সময়ে গিয়ে সেবা নিতে পারবেন। মাসিক 	১২.৩.১.৪

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<p>ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে সবেতনে ছুটির ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান।</p> <ul style="list-style-type: none"> যৌন হয়রানি বিষয়ে গোপনে অভিযোগ জানানো এবং প্রতিকার পাওয়ার জন্য হেল্পলাইন কার্যক্রম জোরদার করা। শ্রমঘন এলাকায় নারী-নির্যাতন রোধে বহুমুখী কর্মসূচির আদলে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা। নারীদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ, বিশেষত AI, ডেটা সায়েন্স, কোডিং, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। নারীদের জন্য কর্মস্থলে প্রযুক্তিগত সুযোগ ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মপরিবেশ উন্নত করা। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে খণ্ড ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা। সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একসঙ্গে কাজ করে নারীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে উপযোগী দক্ষতা প্রদান করা, কর্মসংস্থানে নতুন মডেল তৈরি করা, যাতে নারীরা নতুন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। 	
অধ্যায় ১৩: নারী শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন			
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> নারী-শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গন্তব্য দেশগুলোর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ও প্রচার করা। বিদেশগামী নারী-শ্রমিকদের জন্য মৃত্যু ও আত্মহত্যা অন্তর্ভুক্ত করে বীমা ব্যাবস্থার নীতি নিশ্চিত করা। 	১৩.৩.২.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> ফেরত আসা নারী-শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণ ও কর্মসংস্থান-সংযোগ সেবা চালু করতে বিএমইটি ও ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের উদ্যোগ গ্রহণ করা। নারীদের জন্য বিএমইটি পরিচালিত টিটিসিগুলোর প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন ও বৈশিক চাহিদা অনুযায়ী নতুন ট্রেড চালু করা। নারীদের উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে সালিশ ব্যবস্থা কার্যকর করা ও মামলা পরিচালনায় ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থা চালু করা। দৃতাবাসের অভিবাসী শ্রমিক সেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা। তদারকি ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণে অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় যৌথ কারিগরি কমিটির নিয়মিত সভা; ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার তদারকি এবং দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত নারী-শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কল্যানের তদারকি নিশ্চিত করা। রিফুটিং এজেন্সি ও সাব-এজেন্টদের কার্যক্রমের কঠোর পরিবীক্ষণ করা। অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মর্যাদাপূর্ণ সেবা নিশ্চিত করা। 	১৩.৩.২.৩
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> অভিবাসী নারী-শ্রমিকদের জন্য প্রাক-প্রস্থান ও রিয়েন্টেশন মডিউল তৈরি করে তাদের বিদেশি পরিবেশে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং সরকারি অভিবাসন মীতির বিষয়ে অবহিত করা। 	১৩.৩.২.৪

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> বৈদেশিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় রেখে নারীদের জন্য বহুমুখী শ্রমবাজার বিস্তার এবং গৃহকর্মী পেশা ছাড়াও অন্যান্য পেশায় নিয়োগের জন্য গবেষণা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো। ‘ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড’ দ্বারা নারী-অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে আইনগত সহায়তার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান করা। বিদেশফেরত নারী-শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা, বিশেষভাবে শোষণ, সাহিংসতা, স্বাস্থ্যবুঝি, পাচার বা ঘোন সহিংসতার শিকার নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া। বিদেশফেরত নারীদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় দিবসগুলোতে নারী-অভিবাসীদের অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো। প্রতিবন্ধিতা নিয়ে ফিরে আসা নারী-শ্রমিকদের পুনর্বাসন এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। 	

অধ্যায় ১৪: দারিদ্র্য-হাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা

আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> সকল নাগরিকের জন্য জীবনচক্রভিত্তিক সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার আইন প্রণয়ন, বিশেষ করে নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, জাতিগত সংখ্যালঘু ও প্রবীণদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা, শিশু-সহায়তা ও বয়স্ক-সেবাসহ জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকে। 	১৪.৩.২.১
নীতি	<ul style="list-style-type: none"> আসন্ন পরিমার্জিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা-কৌশলে গৃহস্থালি ও অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত নারীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্যাকেজ; স্বাস্থ্য, দুর্ঘটনা ও মাতৃত্বকালীন বীমা-সুবিধা, বেকারত্ব-ভাতা ও অবসরভাতা সেবা অন্তর্ভুক্ত করা, প্রয়োজনে ভর্তুকি দেওয়া; জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য জীবিকা, অবকাঠামো ও আগাম সতর্কতা অন্তর্ভুক্ত করা। নিম্ন আয়ের শহরে এলাকাবাসীদের বৈষম্য প্রতিরোধে, "বন্টি" শব্দের পরিবর্তে "নিম্ন-আয়ের শহরে এলাকা" ব্যবহার করা, এবং বাসিন্দাদের স্থানীয় ভোটার হিসেবে নিবন্ধন এবং নাগরিক অধিকার (যেমন পাসপোর্ট ও সামাজিক সুরক্ষা) পাওয়ার জন্য বৈধ বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। 	১৪.৩.২.২
প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> উপকারভোগী নির্বাচন ও ভাতাপ্রদান-প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ। <ul style="list-style-type: none"> একিভূত নির্বন্ধন-ব্যবস্থাপনায় তথ্য-ব্যবস্থা চালু করা এবং জরিপ ও তথ্য ভাগ্যার তৈরির মাধ্যমে উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণ সহজ করা। ই-ট্রান্সফার ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অনুমোদি ত কৌশল অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ ও সহায়তা বৃদ্ধি করা এবং ভাতার পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা। প্রতি বছর বাজেট-প্রণয়নকালে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলায় ভাতার অঙ্ক পুনর্বিন্যাস করার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ-প্রযুক্তির একীভূতকরণ ও পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ, বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন-সহযোগীদের সাথে অংশীদার স্থাপন করা। 	১৪.৩.২.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> সামাজিক সুরক্ষা-কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ও অভিযোগ-প্রতিকারব্যবস্থা শক্তিশালী করা। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে নারীসহ জনগনের অন্তর্ভুক্তি; কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়নে জেন্ডার-নিরীক্ষা; নারী-কেন্দ্রিক হেল্পডেক্স, মোবাইলভিত্তিক ও সহজ অভিযোগ-নিষ্পত্তিব্যবস্থা; স্থানীয় নাগরিক-সমষ্টিয়ে স্বাধীন পর্যবেক্ষণব্যবস্থা; তথ্যপ্রচারে সহজ ডিজিটাল ও মোবাইল প্ল্যাটফর্ম; এবং স্বচ্ছতা ও জোবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিয়য় শক্তিশালী করা, যাতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সুসংহত হয়; ছোট, ওভারল্যাপিং ও অপ্রাসঙ্গিক কর্মসূচি বাতিল করা; এবং ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের কল্যাণ-কর্মসূচিগুলো একীভূত করে একটি কার্যকর কর্মসূচি তৈরি করা। নারীর উপর সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য জরুরি সহায়তা তহবিল তৈরি, যাতে আইনি সহায়তা, চিকিৎসা, মানসিক পুনর্বাসন ও নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করা হয় ও ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করা। ২০২১ সালের ‘শিশু দিবায়ন্ত্র কেন্দ্র আইন’ অনুসারে কর্মসূচি শিশু-দিবায়ন্ত্র ব্যবস্থা সম্প্রসারণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তা ও তদারকি জোরদার করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> কার্যকর সামাজিক সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও সংকট উত্তরণে জীবন-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও বাজার চাহিদা অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বেকারত বীমা, পোশাকশ্রমিকদের ছাড়া অন্যদের জন্যও কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট আঘাত-সংক্রান্ত বীমা কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা। নীল অর্থনীতির প্রসার ও সামাজিক সুরক্ষার সাথে এর সংযোগ নিশ্চিত করা। জীবনচক্রভিত্তিক বরাদ্দ বৃক্ষি করা, যাতে শিশু ও প্রবীণ সহ সকলের বয়স অনুসারে সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। নগর-দারিদ্র্যের জন্য জীবনচক্রভিত্তিক চাহিদাগুলো পূরণে নমনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা। দরিদ্র নারীদের জন্য কম খরচে শিশু ও প্রবীণদের সেবায় প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া, ²⁶⁹ যাতে নারীরা নিশ্চিতে কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারে। 	১৪.৩.২.৪
অধ্যায় ১৫: গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিরায়ণ ও প্রকাশ			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> খবরের সত্যতা যাচাই করার আইনি বিধান করা; মিথ্যা খবর উপস্থানের জন্য শাস্তির বিধান রাখা। 	১৫.৩.২.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ বৃক্ষির জন্য ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীদের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা নিয়মিত যাচাই করার পদ্ধতি চালু করা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের চর্চার উদাহরণ অনুসরণ করা। গণমাধ্যমের প্রত্যেক শাখা ও স্তরে অন্তত ৩০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নীতিনির্ধারণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বৃক্ষির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। গণমাধ্যম বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ নারীবাক্স ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। 	১৫.৩.২.২

²⁶⁹ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তদারকিতে বেসরকারি সংস্থার সাথে অংশীদারিতে

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> বৈষম্যমূলক আচরণ, নারীর নেতৃত্বাচক উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের জন্য একটি অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকাঠামো তৈরি করা। সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন: প্রেস ইনসিটিউট বাংলাদেশ, তথ্য অধিদপ্তর, প্রেস কাউন্সিল ইত্যাদিকে আরও জেন্ডার-সংবেদনশীল করা। কর্তৃতকাঠামো (চেইন অব কমান্ড) অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করা। নারী-পুরুষ সমতা বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ‘সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪’ অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে—এমন প্রতিষ্ঠানের ভালো চর্চা অনুসরণ করা। জেন্ডার-সংবেদনশীল কোড অফ কনডাক্ট প্রণয়ন করা। নারীর ভাষায় নারীদের গল্প উপস্থাপন, নারীকেন্দ্রিক চরিত্র উপস্থাপন এবং কাউচ কাস্টিং কমানোর লক্ষ্যে নারী-নির্মাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ জন্যে প্রগোদ্ধনা প্রদান, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন, প্রতিভা অব্যবহৃত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজন করা। 	
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও তথ্য যাচাই ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন। স্বচ্ছ ও স্বাধীন প্রচারমাধ্যম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ ও প্রযুক্তি স্থাপন। নিয়মিত শ্রোতা-দর্শক-পাঠক সমীক্ষা করা (প্রেস, টিভি, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, প্রেস ইনসিটিউট, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ)। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির দক্ষ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে নারীদের অবদান উপস্থাপন। গণমাধ্যমেকে শুধু বিনোদন নয়, শেখার ও তথ্যপ্রচারণার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে—যেমন: কৃষি, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, প্রযুক্তি, শিক্ষা ইত্যাদি তথ্যতত্ত্বিক অনুষ্ঠান সময়োপযোগী করে তৈরি করা। 	১৫.৩.২.৩
অধ্যায় ১৬: ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নারীর অংশ বৃদ্ধিতে জেলা পর্যায়ে, বিশেষ করে পার্বত্য ও অন্যান্য প্রাতিক এলাকায় নারীবান্ধব ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং নারী-খেলোয়াড়দের জন্য খাওয়াসহ নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা; এ জন্যে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করা। শিল্পকলা একাডেমি বা শিশু একাডেমি ভবনগুলো ব্যবহার করে প্রতিটি জেলায় সংস্কৃতিচর্চাকেন্দ্র তৈরি। যেখানে অবকাঠামো রয়েছে, সেগুলো চালু করা; যেখানে নেই, সেখানে তৈরি করা এবং পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ নিশ্চিত করা। নারীবান্ধব ক্রীড়াক্ষেত্র তৈরিতে নারী ক্রীড়া দলের সাথে নারী-ম্যানেজার দেওয়া আবশ্যিক করা এবং দলের সাথে বিদেশের টুর্নামেন্টে প্রাত্ন নারী-খেলোয়াড় ও সংগঠকদের অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রতিটি নারী ক্রীড়া দলের সাথে অন্তত একজন নারী- ফিজিওথেরাপিস্ট রাখা আবশ্যিক করা এবং এজন্যে খেলাধুলা বিষয়ে দক্ষ নারী ফিজিওথেরাপিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব তৈরির জন্য স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে সফল নারী ক্রীড়াবিদ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সফল নারীদের সম্পর্কে লেখা অন্তর্ভুক্ত করা। 	১৬.৩.২.১

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে মেয়েশিশুদের ক্রীড়াচর্চায় উদ্বৃদ্ধ করতে স্কুল-কর্তৃপক্ষ, পরিবার, সমাজ (ধর্মীয় নেতা, স্থানীয় ক্ষমতাশীল, তরুণ অধিকারকর্মী, কমিউনিটি ইনফ্লুয়েন্সার ও উদ্যোগী) ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে নিয়ে সমন্বিতভাবে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে প্রচারাভিযান চালানো। 	১৬.৩.২.২
অধ্যায় ১৭: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্ঘেস্থ নারী			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> বর্তমান পরিবেশগত আইনগুলোকে জলবায়ু ও জেন্ডার-ন্যায়বিচার একীভূত করার জন্য পর্যালোচনা ও সংস্কার করা। 	১৭.৩.২.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> বিভিন্ন নীতির সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে, জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান সমন্বিত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা, যাতে পরিবেশ, জলবায়ু ও জেন্ডারের পারস্পরিক সম্পর্ক, ভূমির অধিকার, বনসম্পদ অধিকার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নারীদের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে নীতি সংস্কার করা, যেমন সামাজিক বনায়ন নীতিমালা, জাতীয় তাপনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, জলবায়ুজনিত সহিংসতা ও শিশু-বিবাহের ঝুঁকি মোকাবিলা, এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালার অধীনে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসুরক্ষা বৃক্ষি করা, বিশেষত অনিরাপদ অপ্রাপ্তিষ্ঠানিক খাতে, কৃষিজমির মালিক বা ব্যবহারকারী নারীদের জন্য খণ্ড ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য নীতিগত কাঠামো তৈরি করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে জলবায়ু ও সবুজ বিনিয়োগে নারীর জন্য অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা। 	১৭.৩.২.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ এবং নাগরিকদের প্রতি জবাবদিহি বৃক্ষি করা, জলবায়ু-প্রকল্পের জন্য একটি জেন্ডার চেকলিস্ট প্রবর্তন করা এবং CCGAP-এর অধীনে কর্মপরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোতে নারী ও মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা। EIAS-সমীক্ষার সময় বাধ্যতামূলকভাবে জনসাধারণের সাথে পরামর্শের ব্যবস্থা থাকা, যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও EIAS-এর ফলাফল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা। নারীদের স্থানীয় দুর্ঘেস্থের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, দুর্ঘেস্থ-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা। পরিবেশ ও জলবায়ু প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্তিশালী করা যাতে নারীদের উপর উপরয়নপ্রকল্পের প্রভাব চিহ্নিত করা যায়। কার্যকর সেচ ও কৃষি-উৎপাদনে সৌরশক্তি যুক্ত করার জন্য আর্থিক সহায়তা বৃক্ষি। নারীদের নামে জমির রেকর্ড সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা এবং নারীদের মালিকানাধীন কৃষিখামারের জন্য সম্প্রসারণ-সেবা প্রদান করা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচুত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য পতিত/খাস ভূমি বরাদ্দ করা এবং নারীপ্রধান পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া। 	১৭.৩.২.৩

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> প্রযুক্তি ও পরিচ্ছন্ন জ্ঞানান্বিত ব্যবহার এবং প্রবেশাধিকার নারীদের জন্য বৃদ্ধি করা এই জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, স্মার্ট প্রযুক্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শিক্ষা দান করে, পরিচ্ছন্ন রান্নার চুলার প্রচার করে। পরিবেশ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত ক্ষেত্র গুলিতে যেমন পরিবেশ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি এবং অন্যান্য প্রাসঞ্জিক বিষয়, বিশেষ করে STEM ক্ষেত্রগুলিতে নারীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে বৃত্তি প্রদান। প্রাকৃতিক বা জলবায়ু বিপর্যয়কালে যখন পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়, তখন নারীদের জন্য সরকারের আইনি সহায়তা-প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি আইনি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আইনি ও কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা। দুর্ঘটনার সময় আশ্রয়কেন্দ্রে বা পুনর্বাসনকালে যাতে সহিংসতা, হয়রানি ও শোষণ না ঘটে, সে জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। SOD নির্দেশ মোতাবেক আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করা। জাতীয় পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন-শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে। আদিবাসী ভাষা ও ব্রেইল ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত উপকরণ তৈরি করা। নারীদের জন্য অভিজ্ঞতা বিনিয়ন, সহায়ক নেটওয়ার্ক ও দেনদরবারে এলাকাভিত্তিক সহায়কদল তৈরি করা। ত্রাণকার্যক্রমে প্রজননস্বাস্থ্য, মাসিক স্বাস্থ্য ও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য-বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া এবং বিতরণের জন্য ত্রাণসামগ্ৰীৰ মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সামগ্ৰী অন্তর্ভুক্ত রাখা। দুর্ঘটনার সময় ও পুনর্বাসনকালে গৰ্ভবতী নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। দূষিত পানি নারীদের উপর অসম প্রভাব ফেলে এবং লবণ্যতা পানিপ্রবাহের কারণে জরায়ুর অসুখের ঝুঁকি বেড়ে যায়—এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এ সমস্যার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা জনস্বাস্থ্য-কর্মসূচিৰ অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাস্তুভিটা হারানো নারীদের এবং যে পরিবারের পুরুষ পরিবারকে রেখে অন্যত্র গেছে, তেমন পরিবারের নারীদের জন্য দুর্ঘটনার প্রভাব তহবিল থেকে জীবিকা-সহায়তা প্রদান করা। দুর্ঘটনার পর নারীদের আর্থিকভাবে আঞ্চলিকভাবে আন্তর্ভুক্ত করতে এবং তাদের বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক সুরক্ষা প্রদান করা। অভিযোজিত সামাজিক সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্তি এই খাতে দীর্ঘমেয়াদে ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে এবং অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। (প্রতিবেদনের চতুর্দশ অধ্যায় দেখুন)। 	১৭.৩.২.৪

৫.৩ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
অধ্যায় ৩: সংবিধান, আইন এবং নারী অধিকার: সমতা সুরক্ষার ভিত্তি			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রতিষ্ঠিত হবে। 	
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> রাষ্ট্র হবে ইহজাগতিক এবং মানবিক। 	
অধ্যায় ৪: নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা			
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ে এবং স্তরে নারী পুরুষ সমতা বিষয়ক নীতি অন্তর্ভুক্ত হব। 	
অধ্যায় ৫: নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারী উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পাশাপাশি অর্থ ও জন সম্পদ বরাদ্দ নিশ্চিত হবে (আইন, নীতি, প্রতিষ্ঠান)। স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সক্ষমতা উন্নয়নমূলক সহায়ক পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত হবে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (ব্যাপক প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (NILG)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষিত থাকবে। 	৫.৩.৩.১
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> শিশুদিবায়ন বিষয়ক আইন ২০২১-এর আলোকে নারী-উদ্যোক্তারা এলাকাভিত্তিক শিশুদিবায়ন-কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত হবেন। নারী বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নারীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। 	৫.৩.৩.২
অধ্যায় ৬: নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতামুক্ত সমাজ			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> অপরাধদমনে অপরাধীদের মধ্যে অপরাধবোধ তৈরি এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে আইন ও শাস্তির বিধান সংশোধন করা হবে। প্রতিশেধপ্রায়ণ নীতি পরিহার করে আইন নির্বর্তনমূলক, সংশোধনমূলক ও পুনরায় একীকরণ নীতির আলোকে সংশোধন করা হবে। 	৬.৩.৩.১
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> সকলে নারীকে মানুষ হিসেবে চিনবে, জানবে ও সম্মান করবে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। 	৬.৩.৩.২
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> সহিংসতামুক্ত নারীর জীবন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সূচক ও সময়ভিত্তিক অর্জন ও ফলাফল পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। 	৬.৩.৩.৩
অধ্যায় ৭: জনপরিসরে নারীর ভূমিকা (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে)			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নারীরা নির্ভয়ে ও বৈষম্যহীন ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নারীর স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় হবে। 	
অধ্যায় ৮: জনপ্রশাসনে নারী			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ হবে সমান, দক্ষ ও মর্যাদা সম্পন্ন। 	
অধ্যায় ৯: নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি			
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী শিক্ষায় সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে। 	৯.৩.৩.২

ক্র. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
		<ul style="list-style-type: none"> বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ক্রমান্বয়ে সাধারণ শিক্ষায় একীভূত হবে। 	
অধ্যায় ১০: সকল বয়সী নারীর উন্নত ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> নারী-স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল আইন, কৌশল ও কাঠামো পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। 	১০.৩.৩.১
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> ডিমেনশিয়ার সেবার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সুশীল সমাজের সদস্য, কমিউনিটির লোকজন এবং পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ডিমেনশিয়ার আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আবাসিক/প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্র চালু এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার ও যন্ত্রশীলদের জন্য প্রশিক্ষণব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জ্ঞানভিত্তিক ডিমেনশিয়া-সেবা উন্নাবন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিমেনশিয়া বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। 	১০.৩.৩.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে নারীর জন্য মান সম্বৃত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে। প্রত্যেক বিভাগে নারীদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হবে। জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা চালু এবং সকল নাগরিককে এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। নারীদের কার্যকর সেবাপ্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মীদের কাজকে একীভূত করা হবে। 	১০.৩.৩.৩
অধ্যায় ১১: অর্থনৈতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> অর্থনৈতির সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সম্পদে নারীর সমান অধিকার ও উন্নতাধিকার নিশ্চিত হবে। 	
অধ্যায় ১২: শ্রম ও কর্মসংস্থান (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক)			
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> নারী এবং পুরুষের সম্মান জনক কাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। মহামারি ও আগদকালে শ্রমিক পরিবার নিয়ে ক্ষুধার্ত না থাকে, যর জন্য আগদকালীন তহবিল সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। কেন্দ্রীয় তহবিলে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশনা থাকবে। বেকারত ও কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ ও বীমা-নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা হবে। 	১২.৩.৩.১
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> আগক্ষিলিং, বড় ও প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট মেশিন চালানো এবং সেবাখাতে নারীরা যাতে কাজ করতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যাবস্থা করা হবে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে মেয়েদের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও অঙ্গ বিষয়ে অধ্যায়নে উৎসাহিত করা এবং দৃশ্যমান ফলাফলভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে। 	১২.৩.৩.২
অধ্যায় ১৩: নারী-শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন			
	আইন ও আইনগত	<ul style="list-style-type: none"> শ্রম আইনে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন সংস্কার করে একক শ্রমিকের ফেডারেশনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ থাকবে, যাতে অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত হয়। 	১৩.৩.৩.১

ক্রম. নং	ক্ষেত্র	সুপারিশমালা	প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ
	নীতি	<ul style="list-style-type: none"> শ্রম-অভিবাসন প্রক্রিয়ার আন্তর্জাতিক মান রক্ষায় শ্রম-অভিবাসনপ্রক্রিয়ায় ILO-এর মাল্টিলেটারাল ফ্রেমওয়ার্ক ও CEDAW-এর সাধারণ সুপারিশ ২৬ অনুসরণ নিশ্চিত করতে সরকারের নিয়মিত তদারকি ব্যবস্থা করা হবে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে নারী-শ্রমিকদের সমিতি করার সুযোগ রেখে তাদের সমস্যা, সমাখ্যান এবং নায় দাবি উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। 	১৩.৩.৩.২
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> নারী অভিবাসীদের জন্য বহমাত্রিক, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশের দৃতাবাসগুলোতে নারী-গৃহশ্রমিকদের জন্য প্রতি মাসে নির্ধারিত একটি দিন থাকবে, যাতে তারা সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করতে পারে। সকল খাতে ভালো মজুরিসহ অধিক সংখ্যক নারী-অভিবাসনের ব্যবস্থা হবে, যেখানে তাদের কর্মপরিবেশ ও মর্যাদা উন্নত হবে এবং তারা আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের সুবিধা পাবে। 	১৩.৩.৩.৩
	কর্মসূচি	<ul style="list-style-type: none"> নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ অভিবাসনের জন্য প্রচারাভিযান চলবে। নিরাপদ অভিবাসনের পথ সুগম করা ও অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার-সুরক্ষায় বেসরকারি সংগঠন, নিয়োগ এজেন্সি, সরকারের মধ্যে অংশীদারি ও সহযোগিতা শক্তিশালী করা। 	১৩.৩.৩.৪
অধ্যায় ১৪: দারিদ্র্য-হাসে অন্তর্ভুক্তমূলক ও স্থিতিশীল সামাজিক সুরক্ষা			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক সুরক্ষা ভিত্তি তৈরি হবে, যা মৌলিক চাহিদা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়-নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করবে; নগর-দরিদ্রদের জীবনচক্রভিত্তিক চাহিদা মেটাতে নমনীয় সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ও দরিদ্র নারীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। 	১৪.৩.৩
অধ্যায় ১৫: গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ, চিত্রায়ণ ও প্রকাশ			
	আইন ও আইনগত কাঠামো	<ul style="list-style-type: none"> প্রযুক্তিভিত্তিক গণমাধ্যম বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে আইনের কার্যকারিতা নিয়মিত যাচাই করে সময় উপযোগী আইন সংশোধন এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে। 	১৫.৩.৩
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> গণমাধ্যমের সকল ক্ষেত্রে নারীর বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি ও ইতিবাচক চিত্রায়ন নিশ্চিত হবে। 	
অধ্যায় ১৬: ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিম্বলে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নারীর উজ্জ্বল, অবাধ ও নিরাপদ অংশগ্রহণ, অবদান ও স্বীকৃতি নিশ্চিত হবে। যে সমস্ত জেলা ও উপজেলায় ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা আছে সে সমস্ত জেলা বা উপজেলায় নারী ক্রীড়াবিদের জন্য পর্যায়ক্রমে খাদ্যসহ আবাসনের ব্যবস্থা এবং তাদের অনুশীলনের জন্য মাঠ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। 	১৬.৩.৩
অধ্যায় ১৭: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগে নারী			
	প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা নারীদের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা ও অভিযোজন সক্ষমতা নিশ্চিত হবে। 	

সংযুক্তি ৬: প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশনের কাঠামো ও ভূমিকা

১. ভূমিকা ও যৌক্তিকতা

একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশন নারীদের অধিকার-সংরক্ষণ, জেন্ডার সমতা-বিষয়ক নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি এবং আইনগত ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রস্তাবনায় বাংলাদেশে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাবিত কাঠামো, কার্যাবলি ও যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন নীতিমালা, আইনি কাঠামো ও কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীরা এখনো বহুমুখী আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। নারীর উন্নয়নে বিদ্যমান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য-নিরসনে সহায়ক পর্যাপ্ত ক্ষমতা, সম্পদ, দক্ষতা, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্তশাসন নেই। তাই এ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে এবং সরকার-কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে একটি আইনগত এবং আর্থিকভাবে স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় নারী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ কমিশন সরকারের নারী-উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা-বিষয়ক নীতি, কর্মসূচি ও অন্যান্য ব্যবস্থার পর্যালোচনা করবে, যাতে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নিয়মসমূহ নারীর অবস্থান-উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং জেন্ডার-ন্যায়বিচারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি, নারী-অধিকার লঙ্ঘন ও ব্যক্তিগত অভিযোগের বিদ্যমান প্রতিকারমূলক প্রক্রিয়াগুলোর কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা যাবে। কমিশনের অন্যতম প্রধান একটি কাজ হবে নারী ও নারী-পুরুষের সমতা-বিষয়ক গবেষণাকে উৎসাহিত করা এবং সহায়তা করা, যাতে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক নীতিনির্ধারণ সম্ভব হয়। কমিশন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে সংযোগ ও সংলাপ গড়ে তুলবে, যাতে নারী-পুরুষের সমতার জন্য কার্যকর কৌশল ও নীতিমালা বাস্তবায়ন করা যায়। নারীর উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা-সংক্রান্ত যে-কোনো অতিরিক্ত দায়িত্ব বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সংগত ও টেকসই সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, যেখানে নারীর অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং তাদের সম্ভাবনাগুলো সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারবে।

২. জাতীয় নারী কমিশনের ভূমিকা

২.১ নীতিগত মতামত প্রদান ও আইনি সংস্কার

- ক) নারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে—এমন সকল নীতিগত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।
- খ) সময় সময় সংবিধানের বিদ্যমান বিধানগুলো ও নারীদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য আইন পর্যালোচনা করা এবং সংশোধনের সুপারিশ করা, যাতে এ ধরনের আইনের যে-কোনো ঘাটতি, অপ্রতুলতা বা ত্রুটি সংশোধনের জন্য প্রতিকারমূলক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- গ) জাতীয় সকল আইনকে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসন সনদ (CEDAW), বেইজিং প্লাটফর্ম ফর একশন (BPfA) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (SDG)-এর মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার তদারকি করা।

২.২ পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও তদন্ত

- ক) অধিকার ও ন্যায়বিচার বিষয়ে প্রয়োজনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা।
- খ) সংবিধানের বিধান ও নারী-সম্পর্কিত অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা।

- গ) নিম্নোক্ত বিষয়তে পাওয়া অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং স্বতঃপ্রগোদিতভাবে নোটিশ (suo moto notice) দেওয়া এবং এ ধরনের বিষয়গুলো থেকে উত্তৃত সমস্যাগুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করা।
- ১। নারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
 - ২। নারীদের সুরক্ষাপ্রদান, সমতা ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত আইনের বাস্তবায়ন না করা।
 - ৩। নারীদের কষ্ট লাঘব, কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং ত্রাণ-প্রদানের লক্ষ্য গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্ত, নির্দেশিকা বা নির্দেশাবলি না মানা।
- ঘ) সংবিধানের বিধান ও নারী-সম্পর্কিত অন্যান্য আইন লঙ্ঘনের ঘটনা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করা।
- ঙ) সরকারি ও বেসরকারি খাতে নারী-পুরুষের সমতা আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা।
- চ) সেবাপ্রদানকারী সংস্থার কাজের ও সামাজিক সুরক্ষা-সহায়তার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা।
- ছ) নারীবাবুর বাজেট বরাদ্দ, ব্যয়ের হিসাব ও প্রকল্প-পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করা।
- জ) স্থানীয় সরকার, সংসদ ও সরকারি প্রশাসন নীতিনির্ধারণী সংস্থায় নারীদের সংখ্যাগত ও গুণগত অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করা।
- ঝ) পারিবারিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, উত্ত্বকরণ, ধর্ষণ, মানবপাচার ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের মামলাগুলোর তদন্ত পর্যবেক্ষণ করা।
- ঝঃ) ভুক্তভোগীদের জন্য আইনি সহায়তা ও সুরক্ষার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
- ট) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও সরকারি কর্মকর্তাদের জেন্ডার-সংবেদনশীল আচরণ বিষয়ে দক্ষতা-উন্নয়ন ও জবাবদিহি-ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করা এবং এগুলো মানসম্মত ও শক্তিশালী করার জন্য পরামর্শ প্রদান।
- ঠ) আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সেনাবাহিনী সদস্যদের দ্বারা নারীর প্রতি অন্যায় আচরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতি জরুরি হস্তক্ষেপের সুপারিশ প্রদান করা।

২.৩ অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা

- ক) একটি কার্যকরী অভিযোগ-প্রতিকার ব্যবস্থা স্থাপন করা।
- খ) নারীদের অভিযোগ জানানোর জন্য হটলাইন ও অনলাইন পোর্টাল চালু করা এবং সেখানে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ করা।
- গ) কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য সালিশ ও মধ্যস্থতা-কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ দান ও প্রতিবেদন তৈরি করা।
- ঘ) আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও নাগরিক সমাজের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা।

২.৪ গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ

- ক) নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের ফলে উত্তৃত নির্দিষ্ট সমস্যা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা বা তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া/আহ্বান জানানো এবং বাধা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার কৌশল সুপারিশ করা।
- খ) সকল ক্ষেত্রে নারীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উপায় সুপারিশের জন্য প্রচারমূলক ও শিক্ষামূলক গবেষণা পর্যালোচনা করা।

- গ) নারী-পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য ও বৈষম্যের প্রবণতা চিহ্নিত করা।
- ঘ) নারীদের অগ্রগতিতে বাধাসৃষ্টিকারী কারণগুলো চিহ্নিত করা, যেমন: আবাসন ও মৌলিক পরিষেবায় নারীদের অভিগম্যতার অভাব, অপর্যাপ্ত পরিষেবা, নারীদের পরিশ্রম ও পেশাগত স্বাস্থ্যবুঝি, কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন ও স্থীকৃতি এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রযুক্তি সম্পর্কিত।
- ঙ) প্রয়োজনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার-নিরীক্ষার জন্য সুপারিশ ও সহায়তা প্রদান করা।

২.৫ নারীদের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ

- ক) স্থানীয় সরকার, সংসদ ও নীতিনির্ধারণী সংস্থায় নারীদের সংখ্যাগত ও গুণগত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করা।
- খ) নারীদের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বাধা চিহ্নিত করে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া।

৩. জাতীয় নারী কমিশনের আইনি মর্যাদা, কর্তৃত ও দায়বদ্ধতা

- ক) কমিশনটি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হবে।
- খ) একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে এটি একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে, যেমন, “বাংলাদেশ জাতীয় নারী কমিশন অধ্যাদেশ”। গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হবে। পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার এটিকে “বাংলাদেশ জাতীয় নারী কমিশন আইন” নামে অনুমোদন করবে।
- গ) এ আইন বাস্তবায়নের জন্য আইন অনুমোদনের এক বছরের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুমোদন করা হবে।
- ঘ) জাতীয় বাজেট থেকে অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে।
- ঙ) কমিশন তথ্য চাওয়া, সাক্ষী-তলব, মামলা-তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইতে পারবে।
- চ) প্রতি বছর সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। কমিশন উল্লিখিত সমস্ত প্রতিবেদন সুপারিশ, গৃহীত বা প্রস্তাবিত পদক্ষেপসহ সংসদের প্রতিটি কক্ষে পেশ করবে।

৪. জাতীয় নারী কমিশনের গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- ক) চেয়ারপারসন: নারী-পুরুষের সমতা, মানবাধিকার বা আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নিরবেদিত প্রাণ ও এ বিষয়ে কমপক্ষে ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞ নারী।
- খ) সদস্য (৫-৭ জন): ১৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইন-বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার-কর্মী, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, উন্নয়নকর্মী। এর মধ্যে কমপক্ষে একজন প্রাতিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি (যেমন: আদিবাসী, সুবিধাবাস্তিত ও প্রতিবন্ধী নারী) নারী ও কমপক্ষে একজন সদস্য পুরুষ হবেন।
- গ) সচিব: ১৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইন-বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার-কর্মী, শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, উন্নয়নকর্মী, যার ভোটাধিকার থাকবে না।
- ঘ) সরকারি সদস্য: সর্বাধিক ২ জন সদস্য পদাধিকার বলে থাকবেন (পরিকল্পনা কমিশন, আইন মন্ত্রণালয়, বা নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কমপক্ষে অতিরিক্ত সচিব মর্যাদার প্রতিনিধি)। তাঁদের কোনো ভোটাধিকার থাকবে না।

৫. জাতীয় নারী কমিশনের সহযোগী

- ক) **পরামর্শদাতা/উপদেষ্টা পরিষদ:** জাতীয় নারী কমিশনের ৫ সদস্য-বিশিষ্ট একটি পরামর্শদাতা পরিষদ থাকবে। এরা হবেন উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নাগরিক সমাজ (CSOs), একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধি ও উন্নয়নকর্মী।
- খ) **জাতীয় নারী কমিশন সচিবালয়:** কমিশনকে আইন পর্যালোচনা, গবেষণা, বাস্তবায়ন-পর্যবেক্ষণ ও প্রশাসনে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন পেশাদার কর্মী নিয়োগ করা হবে।
- গ) প্রশাসনিক ও হিসাব-ব্যবস্থাপনা সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল থাকবে।

৬. জাতীয় নারী কমিশনের নিয়োগ

- ক) বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান সমাজ কল্যাণ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা কে প্রধান করে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রধান এবং আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫-৭ সদস্যের কমিটি গঠন করবেন। কমিটি প্রথম কমিশনের জন্য উপরিউক্ত সদস্যদের নির্বাচন করবেন ও প্রধান উপদেষ্টার কাছে সুপারিশ করবেন। প্রধান উপদেষ্টা/রাষ্ট্রপতি কমিশনের নিয়োগ দেবেন।
- খ) পরবর্তী মেয়াদে কমিশনের নির্বাচনের জন্য সংসদের স্পিকার একটি সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন করবেন এবং কমিটির সদস্য অর্ধেক সরকারি ও বাকি অর্ধেক বিরোধী দল থেকে থাকবেন।
- গ) কমিশনের চেয়ারপারসন পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীর একটি তালিকা উপরিউক্ত সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে এবং তা প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার কাছে জমা দেওয়া হবে। তারা তিনটি নাম চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির কাছে নির্বাচনের জন্য পাঠাবেন। নামের বিষয়ে ঐক্যমত্য না হলে উভয়ে দুইটি করে নাম ডিন-ডিনভাবে পাঠাতে পারবেন।
- ঘ) সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি একটি নাম বাছাই করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিবেন। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগ প্রদান করা হবে।
- ঙ) কমিশনের সদস্য ও পরামর্শকদলের নিয়োগের জন্য প্রতিটি পদের বিপরীতে তিনটি নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে। নির্বাচন কমিটি সমানসংখ্যক ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে।

৭. জাতীয় নারী কমিশন সচিবালয়ের শাখাসমূহ

কমিশন সচিবালয় কাজের জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন শাখা নিয়ে গঠিত হতে পারে:

- ক) **আইন ও নীতি শাখা:** আইন পর্যালোচনা, আইনি সহায়তাপ্রদান ও নীতিমালা সংস্কারের পক্ষে সুপারিশ প্রদান।
- খ) **পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত শাখা:** নারীর প্রতি বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা (GBV), কর্মস্থলে বৈষম্য ও নারীর অধিকার-লঙ্ঘনের বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে তদন্ত করা।
- গ) **গবেষণা ও প্রচার শাখা:** নারীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা, প্রতিবেদন তৈরি ও নীতিগত পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালানো।
- ঘ) **অভিযোগ ও প্রতিকার শাখা:** নারীদের প্রতি বৈষম্য বিষয়ে অভিযোগ গ্রহণ এবং তাদের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও সুপারিশ করা।

কমিশন নির্দিষ্ট কাজের সহায়তার জন্য ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কমিটি, উপ-কমিটি বা ওয়ার্কিং গুপ গঠন করতে পারে।

৮. কমিশন ও সদস্যদের মেয়াদ:

কমিশনটি তিন বা চার বছরের জন্য গঠিত হবে। চেয়ারপার্সন ও সদস্যরা সর্বাধিক দুটি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য একই নিয়োগপ্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

৯. আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয়:

বাংলাদেশ নিম্নলিখিত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে:

- ক) **ফিলিপাইনের নারী কমিশন:** ফিলিপাইন নারী কমিশন (PCW) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে নারীর সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সুপারিশ প্রদান করে।
- খ) **ভারতের জাতীয় নারী কমিশন:** এ কমিশন নারীর অধিকার-লঙ্ঘনের মামলার তদন্ত করে।
- গ) **পাকিস্তানের জাতীয় নারী-মর্যাদা কমিশন:** নীতিনির্ধারণে পরামর্শ প্রদান করে।
- ঘ) **নেপালের জাতীয় নারী কমিশন:** নীতিগত সংস্কার ও আইনি সহায়তা নিয়ে কাজ করে।
- ঙ) **লাওসের জাতীয় নারী কমিশন:** সমতা-উন্নয়ন, নারীর অধিকার-সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে নারীর অধিকার, নারী-পুরুষের সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশুতিপূরণে কমিশন একাধারে তদারককারী (watchdog), পরামর্শদাতা (adviser) ও প্রয়োগকারী (enforcer) হিসেবে সহায়তা করবে।

সংযুক্তি ৭: নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনসমূহ ও সংশোধনী প্রস্তাৱ

3.2.1 Immediate plan (To be implemented by the Interim Government)

Basic Civil Rights in Family Jurisdiction & Reform Recommendations

(In Bangladesh, across religious laws: Muslim, Hindu, Buddhist & Christian)

Issue	Current Problems	Recommendations
Marriage	Religious laws govern marriage registration and recognition. Unequal age of consent, consent issues, and polygamy in Muslim law. No legal framework for Hindu marriage registration until recently.	Enforce uniform minimum age of marriage (18) across all religions. Make marriage registration (digital as well) mandatory for all religion. Prohibit polygamy. Recognize women's free and informed consent.
Divorce	Muslim women can file under <i>Talaq-e-Tafweez, Khula</i> (limited). Christian women restricted under outdated Divorce Act 1869. Hindu women have no formal divorce right. Unequal access to divorce. Social stigma. Lack of procedure for Hindu women.	Enact a secular, uniform divorce law guaranteeing equal rights to initiate and obtain divorce. Recognize women's grounds (e.g. cruelty, desertion). Legalize and regulate Hindu & Buddhist women's right to divorce.
Child Custody/ Guardianship	Based on religious doctrine; usually father is natural guardian. Custody granted to mothers temporarily (tender age doctrine). Mothers lack guardianship rights even if they have custody. Religious bias favors fathers	Recognize equal parental rights. Introduce best interest of child standard. Reform guardianship laws to allow women to be legal guardians without requiring father's death or absence.
Maintenance	Muslim women get <i>mahr</i> and short-term maintenance. Hindu and Christian women have limited/no formal maintenance rights post-divorce.	Ensuring fair spousal and child maintenance. Long-term alimony rights. Link maintenance with earning capacity and standard of living, inflation and current economy. Ensure

	Inadequate post-divorce support. Arbitrary interpretation. Lack of enforcement mechanisms.	implementation and penalties for non-payment.
Domestic Violence	Domestic Violence (Prevention and Protection) Act 2010 exists but underused. Social stigma, lack of shelters, weak enforcement.	Introducing a section for punishment for domestic violence itself. Bring Domestic violence matters under Family Court.
Financial Compensation (Monetary & Property)	No uniform right to compensation for marital abuse or exploitation. Women often denied property claims or financial justice.	Enact a law mandating compensation for violence, financial loss, or unjust deprivation during marriage or divorce.
Matrimonial Property	No concept of joint matrimonial property in any religious personal law. Women leave marriage without claim to assets acquired during marriage.	Introduce a law recognizing joint ownership of matrimonial property. Ensure equitable division upon separation/divorce, regardless of legal ownership title.
Inheritance	In Muslim law, daughters inherit half the share of sons. Hindu women have limited inheritance rights. Christian women fare slightly better. Religious laws give unequal shares; widows and daughters disadvantaged.	Reform inheritance laws to ensure equal rights for daughters and sons. Recognize wives' right to marital property and fair inheritance regardless of religion.
Arbitration	Religious arbitration/council practices exist, e.g., shalish or religious tribunals. Often male-dominated, biased, informal, non-binding.	Regulate religious arbitration bodies. Include women in panels. Ensure decisions do not violate constitutional guarantees. Provide appeal mechanism to civil courts.

3.2.1.3.3 Hindu Personal Law

ISSUE	CURRENT PROBLEM	RECOMMENDATION
Optional Marriage Registration	The Act allows for voluntary registration of Hindu marriages, making legal protection uncertain.	Amend the Act to mandate marriage registration for all Hindu couples to ensure legal recognition and protection.
Lack of Divorce Provisions	The Act does not include provisions for divorce, leaving Hindu women trapped in abusive or broken marriages.	Introduce legal grounds for divorce, ensuring Hindu women have the right to dissolve marriages through a formal legal process.
No Alimony or Maintenance Rights	Hindu women have no clear legal right to maintenance or alimony post-separation.	Amend the Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act, 1946, to provide clear legal provisions for maintenance and alimony, ensuring financial security for women after separation.

3.2.1.3.4 Women's Rights over Children

ISSUE	CURRENT PROBLEM	RECOMMENDATION
Preference for Fathers as Guardians	The Guardian and Wards Act 1890 traditionally favors fathers as the natural guardians of children, often disregarding the mother's role in guardianship decisions.	Recognize mothers as equal natural guardians, ensuring that courts consider the child's best interest over gender-based assumptions. Amend the law to grant automatic guardianship rights to mothers, especially in cases where the father is absent, unfit, or unwilling.
Limited Custody Rights for Mothers	Mothers are often granted temporary custody of young children but risk losing custody once the child reaches a certain age, especially sons.	Ensure equal custodial rights for mothers beyond early childhood, with decisions based on child welfare, not parental gender. Introduce joint custody provisions to allow both parents to have shared responsibilities when in the best interest of the child.
Discrimination against Single Mothers	Single mothers face legal and administrative barriers in registering their child's National ID, birth certificate, and passport without disclosing the father's name, limiting the	Introduce a provision allowing single mothers who are unable to disclose the father's name to register their child for a National ID, birth certificate, and passport,

ISSUE	CURRENT PROBLEM	RECOMMENDATION
	child's access to essential rights and services.	with the option to state a legal guardian's name instead.
Bias Against Working Mothers	Courts sometimes prioritize financial stability in guardianship decisions, favoring fathers over working mothers, assuming that mothers cannot provide adequate care.	Revise guardianship criteria to ensure that a mother's employment is not used against her in custody decisions. Recognize that emotional and psychological well-being is as crucial as financial stability in determining custody.
Lack of Consideration for Domestic Violence & Abuse Cases	Mothers who leave abusive marriages struggle to retain custody as courts often do not consider domestic violence in guardianship decisions.	Make domestic violence and history of abuse a key factor in custody and guardianship cases. Introduce a provision requiring a social welfare officer to conduct home visits to assess child custody cases.
Complex Legal Process & Financial Burden on Women	Women seeking guardianship often face long, expensive legal battles, making it difficult for single or divorced mothers to secure custody.	Establish fast-track family courts to expedite custody and guardianship cases, reducing financial and emotional strain on mothers.
Inheritance-Linked Guardianship Issues	In some cases, a male relative (such as the paternal grandfather or uncle) is prioritized as a guardian for inheritance matters, denying mothers control over their child's financial interests.	Ensure that mothers automatically become legal guardians of their children's inheritance unless proven unfit. Prevent male relatives from overriding a mother's guardianship rights regarding property and financial matters.

3.2.2 Mid-term plan (To be implemented by the next elected government)

3.2.2.1 Muslim Family Laws Ordinance 1961

SECTION	ISSUE	CURRENT PROVISION	RECOMMENDATION
Section 6 Polygamy	Polygamous marriages without consent	Husbands enter multiple marriages without obtaining the required legal consent.	Impose strict penalties (i.e. increased fines) for unauthorized polygamous marriages.
Section 7 Divorce Procedure	Manual divorce registration	<p>Easy/fake divorces and non-registration of divorce result in legal complications for women.</p> <p>The lack of a standardized process for finalizing financial settlements, dower, maintenance, and child custody before divorce registration often leads to inconsistencies and potential discrimination against women. In many cases, women are left financially vulnerable due to inadequate compensation, particularly in long-term marriages.</p> <p>The absence of clear legal</p>	<p>Prior to the registration of divorce, all financial settlements, including dower, maintenance, and child custody, should be finalized by the Arbitration Council to prevent discrimination against women and ensure a fair process.</p> <p>For marriages exceeding 10 years, women should be entitled to receive compensation before the divorce is registered.</p> <p>Enforce mandatory arbitration at the Arbitration Council, ensuring the presence of both parties.</p>

SECTION	ISSUE	CURRENT PROVISION	RECOMMENDATION
		safeguards results in anomalies that can disadvantage women in divorce proceedings.	
Section 9 Maintenance of Wife and Children	Weak enforcement of maintenance and dower (mahr) payments	Women face financial insecurity post-divorce due to non-payment or delays.	Amend the Family Courts Act 2023 to introduce a fixed timeline for maintenance payments. Ensure that the maintenance payments for the wife and child are determined based on economic conditions, inflation, and the husband's financial capacity while maintaining a fair standard of living.
Section 10 Dower	Denial of legal rights in divorce settlements	Women struggle to claim dower due to legal loopholes and weak enforcement.	Amend the <i>Muslim Marriage and Divorce (Registration) Act, 1947</i> to mandate the payment of dower before divorce registration. Amend the <i>Family Courts Act, 2023</i> to ensure the expedited disposal of dower cases. Introduce a standardized calculation for maintenance and compensation based on inflation and the gold market, with a provision requiring 50% of the total amount to be paid within one year.

3.2.2.1.2 Christian Personal Law

(The *Christian Marriage Act, 1872* and *Divorce Act, 1869*)

ISSUE	CURRENT PROBLEM	RECOMMENDATION
Outdated and Complex Divorce Laws	Under the Divorce Act, 1869 , a Christian woman must prove adultery plus another offense (e.g., cruelty, desertion),	Amend divorce laws to allow equal rights for women to file for divorce on the same grounds as men. Recognize cruelty, domestic violence, and marital rape , amongst other

ISSUE	CURRENT PROBLEM	RECOMMENDATION
	whereas a man can divorce solely on adultery.	reasons, as valid grounds amongst other for divorce.
No Financial Security Post-Divorce	Women are often left without maintenance payments or alimony after divorce, leading to financial vulnerability.	Introduce mandatory alimony and maintenance provisions, ensuring women's financial stability post-divorce. Courts should determine fair maintenance based on the husband's financial capacity, the wife's current economic situation and inflation.
Lack of Property and Inheritance Rights	Christian women face discriminatory inheritance laws , often receiving lesser shares than male family members.	Amend the Succession Act 1925 to ensure equal inheritance rights for Christian women.

3.2.2.1.4 Child/Early Marriage

The *Child Marriage Restraint Act (2017)*

ISSUE	CURRENT PROBLEM	RECOMMENDATION
Special Provision Allowing Child Marriage in "Exceptional Cases"	Section 19 of the Child Marriage Restraint Act 2017 allows child marriage under special circumstances with parental and court approval, which is often misused to justify forced or early marriages.	Repeal Section 19 to eliminate legal loopholes enabling child marriage. Ensure no exemptions regardless of parental or judicial consent.
Inadequate Penalties for Violators	The penalties (imprisonment of up to 2 years and fines) are often not strictly enforced, leading to continued violations.	Hold parents, legal guardians and marriage registrars, accountable and punishable for facilitating child marriage. Increase penalties for perpetrators, including higher fines and longer imprisonment. Ensure mandatory sentencing for those involved in facilitating child marriages.

সংযুক্তি-৮: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন অংশীজন, স্টেকহোল্ডার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ সভার উপস্থিতির তালিকা

৮.১: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার অংশীজন পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীর তালিকা

তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৪; সময়: বেলা ২.৩০ মিনিট

স্থান: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সভাকক্ষ, ঢাকা

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	মমতাজ আহমেদ সিনিয়র সচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০২.	ড. রওশন আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩.	তানিয়া খান অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
০৪.	শবনম মোস্তারী যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (“২০টি শিশু দিবায়ন কেন্দ্র স্থাপন” (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
০৫.	প্রভাস চন্দ্র রায় অতিরিক্ত সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (“তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন” শীর্ষক প্রকল্প)	জাতীয় মহিলা সংস্থা
০৬.	শাহানা শারমিন নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	জাতীয় মহিলা সংস্থা
০৭.	ড. এ.এস. পারভেজ রহিম মহাপরিচালক (পিআরএল)	ডিএনএ ল্যাব অধিদপ্তর
০৮.	মাহবুবা আকতার যুগ্মসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৯.	ছাইদা আকতার পরাগ পরিচালক (উপসচিব)	ডিএনএ ল্যাব ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১০.	মো: সাইদুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
১১.	জেসমিন আরা প্রকল্প পরিচালক ("Promoting Rights and Advancement of Women and Girls to Prevent GBV" শীর্ষক প্রকল্প)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
১২.	নাহিদ সুলতানা এপিডি, জিসিএ প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
১৩.	শাহনাজ বেগম নীনা যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক (তথ্য আপা)	জাতীয় মহিলা সংস্থা
১৪.	মোঃ মনির হোসেন অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
১৫.	বিনয় কুমার রায় প্রশিক্ষক, কম্পিউটার	জাতীয় মহিলা সংস্থা

৮.২: নারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	সুমিতা রাঘ সুপ্তি প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র
০২.	তসলিমা আক্তার বিউটি সাংগঠনিক সম্পাদক	বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র
০৩.	তাজিমা মজুমদার ভাইস প্রেসিডেন্ট	Women Entrepreneur Association of Bangladesh
০৪.	সানজিদা সুলতানা অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক	কর্মজীবি নারী
০৫.	আমেনা আক্তার (আশা) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	বিপ্লবী নারী ফোরাম
০৬.	মেহেরুন নেছা খান ২য় ভাইস প্রেসিডেন্ট	Women Entrepreneur Association of Bangladesh
০৭.	তাসমিনা খালিদ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর	Sex Workers Network
০৮.	মনি রানী	দলিত নারী ফোরাম
০৯.	মালেকা বানু সাধারণ সম্পাদক	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
১০.	তাসাক্ষী হোসেন	বহিশিখা
১১.	নুসরাত খালেদ প্রেসিডেন্ট	বিজেনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব
১২.	নুর নাহার আলম সহকারী হিসাব রক্ষক	ওমেনস উইথ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
১৩.	শেখ রোমানা সাধারণ সম্পাদক	বাংলাদেশী অভিবাসী মহিলা শ্রমিক এসোসিয়েশন
১৪.	রোকসানা ইয়াছমিন শিমুল এরিয়া কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটি
১৫.	তানিয়া রব সিনিয়র সহসভাপতি	জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক দল
১৬.	শ্যামলী শীল সভাপতি	নারী সংহতি

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
১৭.	লিপি খন্দকার ডাইরেক্টর	বিডলিউসিসিআই
১৮.	সীমা দাস সিমু পরিচালক	নারী গ্রহ প্রবর্তনা
১৯.	ফেরদৌসী আখতার সদস্য	নারীপক্ষ
২০.	গীতা দাস সভানেত্রী	নারীপক্ষ
২১.	পারভীন মাহমুদ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট	আইসিএবি
২২.	মায়াবী অরণ্য	কথা

৮.৩: তিন পার্বত্য জেলার নারী সংগঠন ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সভাকক্ষ

তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
জেলা: রাঙামাটি		
০১.	সুস্মিতা চাকমা	কেন্দ্রীয় সমৰ্থকারী, উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা ও ট্রাষ্ট মেম্বার, টিআইবি
০২.	অঞ্জুলিকা থীসা	শিক্ষাবিদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
০৩.	বৈশালী চাকমা	সদস্য, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও মহিলা ক্রীড়াবিদ
০৪.	নুরু চাকমা	সদস্য, ওমেন এক্টিভিস্ট ফোরাম, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
০৫.	সান্তনা থীসা	সাধারণ সম্পাদক, নারী হেডম্যান কার্বারী নেটওয়ার্ক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
০৬.	বাঞ্ছিতা চাকমা	সাবেক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সাবেক অধ্যক্ষ, রাঙামাটি সরকারী কলেজ
০৭.	শান্তি বিজয় চাকমা	সাধারণ সম্পাদক, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
০৮.	ত্রিশিলা চাকমা	উদ্যোগ্তা, সাবাজী নেটওয়ার্ক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
০৯.	এ্যানি চাকমা	সদস্য, উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
১০.	মি: থোয়াই অং মারমা	সহ সভাপতি, সিএইচটি হেডম্যান এসোসিয়েশন, রাঙামাটি
১১.	রত্না তঞ্চঞ্জ্যা	মহিলা সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ তঞ্চঞ্জ্যা কল্যাণ সংস্থা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
১২.	দীননাথ তঞ্চঞ্জ্যা	আইনজীবী ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
১৩.	অলনা তঞ্চঞ্জ্যা	সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ তঞ্চঞ্জ্যা স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফোরাম, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
১৪.	নিপু মায়া ছেত্রী	কমিউনিটি লিডার, মাঝের বন্ডি, তবলছড়ি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
১৫.	সাগরিকা রোয়াজা	সদস্য, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
১৬.	জেসমিন পাংখোয়া	ছাত্রী, পাংখোয়া পাড়া, বিলাইছড়ি উপজেলা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
১৭.	মনোয়ারা জসিম	সাবেক জনপ্রতিনিধি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
১৮.	জাহেদা বেগম	সংবাদদাতা, বিটিভি, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
১৯.	শামীম আরা	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
২০.	মাকসুদা হক	পাবলিক প্রসিকিউটর, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল
২১.	মো: নুরুল আলম	সমষ্টিক, রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
২২.	সাদিয়া ইসলাম	সমষ্টিক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
২৩.	রোজিনা ইসলাম রোজী	উদ্যোগ্তা, উডল্যান্ড, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
২৪.	ফাতেমা জানাত মুমু	সাংবাদিক, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা
২৫.	গৌরী হাওলাদার	অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, রাঙামাটি জেলা শাখা
২৬.	অনুকা থীসা	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা সদর, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা

জেলা: খাগড়াছড়ি

২৭.	ইথ্যন চৌধুরী	বাজার চৌধুরী ও হেডম্যান, ২৪২ নং পুজগাঁ মৌজা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
২৮.	জয়া ত্রিপুরা	হেডম্যান ও সদস্য, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
২৯.	এডভোকেট সূজনী ত্রিপুরা	পাবলিক প্রসিকিউটর, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
৩০.	শাহেনা আকতার	আহায়ক, পার্বত্য নারী সংহতি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
৩১.	শ্রীলা তালুকদার	শিক্ষাবিদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা
৩২.	শেফালিকা ত্রিপুরা	সদস্য, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, নির্বাহী পরিচালক, কেএমকেএস

জেলা: বান্দরবান

৩৩.	মাধবী মারমা	আইনজীবী ও সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৩৪.	মেলকম ঝো	সদস্য, উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৩৫.	ছংকুঁ ঝো	সদস্য, উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৩৬.	হাক্রই খেয়াঁ	শিক্ষক, গুংগুরু আগা পাড়া, কুহালং ইউনিয়ন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৩৭.	সাংমা পু খেয়াঁ	সাবেক ইউপি সদস্য, কুহালং ইউনিয়ন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
৩৮.	কুছয় খুমী	সহ-সভাপতি, খুমী কাহং হয়নায়লাং, ঝুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৩৯.	নেমকিম বম	উপদেষ্টা, বম নারী এসোসিয়েশন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
৪০.	আখুই চাক	(প্রয়োগ- উন্নাফো চাক, টাইগার পাড়া, বান্দরবান সদর বান্দরবান) কমিউনিটি লিডার, বাইশারী
৪১.	সুচিরা তঞ্চঙ্গ্যা	সভাপতি, বান্দরবান অঞ্চল কমিটি, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা কল্যাণ সমিতি

৮.৪: শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম

তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার নাম
০১.	বকুল আকতার, আহ্বায়ক	নারী ও উন্নয়ন সংস্থা, পলোগ্রাউন্ড, কোতয়ালী, চট্টগ্রাম
০২.	বাদল নাথ, সভাপতি	একতা গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশন, চট্টগ্রাম
০৩.	ফয়েজ আহমেদ, সভাপতি	এনজিড্রিউএফ
০৪.	মো: সোহেল হক, সাধারণ সম্পাদক	বিজেএসকেপি, চট্টগ্রাম
০৫.	বারী দেবকর্মন, সভাপতি	আলোকিত গার্মেন্টস
০৬.	জুলি শীল, সংগঠক	বিআইজিইউএফ
০৭.	শহীদুল্লাহ, সভাপতি	ফেডারেশন গার্মেন্টস ওয়ারকার্স, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
০৮.	ইফতেখার কামাল খান, যুগ্ম সম্পাদক	বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
০৯.	রিণ্টু বড়ুয়া, সভাপতি	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ইন্ডাঃ ওয়ারকার্স ফেডারেশন
১০.	জয়তী ঘোষ	ইপসা, চট্টগ্রাম
১১.	স্বপ্না তালুকদার, সিনিয়র পরিচালক	মমতা, চট্টগ্রাম
১২.	জিনাত আরা বেগম, ইনচার্জ	অপরাজেয় বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম
১৩.	নাসরিন আকতার	বিএনটিইউএফ
১৪.	আলমগীর হোসেন, সভাপতি	বাংলাদেশ বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন, অলংকারমোর, চট্টগ্রাম
১৫.	মো: সাগর	বিসিড্রিউএস
১৬.	আবু আহমেদ মিয়া, জেনারেল সেক্রেটারি	বিএলএফ
১৭.	আলপনা বড়ুয়া	নির্মল ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম
১৮.	লুৎফুর নাহার সোনিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক	ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ারকাস, সাউথল্যান্ড সেন্টার, ৪৮ তলা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
১৯.	জয়নাব বেগম চৌধুরী (মিতু), প্রোগ্রাম ম্যানেজার	সংশ্পক, ৬৯ ব্রীজঘাট রোড, ফিরীজিবাজার, চট্টগ্রাম
২০.	রিণ্টু বড়ুয়া, সংগঠক	বিজিড্রিএফ
২১.	শেখ আব্দুল মানান, সভাপতি	আইবিসি, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কমিটি
২২.	মো: আলাউদ্দীন, এজিএস	এসজিএসএফ
২৩.	মোছাম্মৎ শাহনেওয়াজ চৌধুরী, সহ-সভাপতি	বিভাগীয় শ্রমিকদল সভানেত্রী, মহা.শ.দ.স.
২৪.	জাহানারা আকতার, ক্যাফে ম্যানেজার	আওয়াজ ফাউন্ডেশন

৮.৫ গবেষণা সংস্থার সাথে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: বিআইডিএস কনফারেন্স কক্ষ

তারিখ: ৬ জানুয়ারি ২০২৫; সময়: বেলা ২.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	ডা. আনোয়ারা বেগম আরডি, রিসার্চ ডি঱েন্টের	বিআইডিএস
০২.	সুবাস চন্দ্র সাহা এসইসি	বিআইডিএস
০৩.	মো: রকিব উদ্দিন সিএ	বিআইডিএস
০৪.	মো: জাহিদুল ইসলাম এও	বিআইডিএস
০৫.	জামাল হোসেন	বিআইডিএস
০৬.	কাঞ্চন মিয়া	বিআইডিএস
০৭.	রাকিব মিয়া	বিআইডিএস
০৮.	জানাতুল মাওয়া এক্সিকিউটিভ ডি঱েন্টের	বিআইএনডিইউ
০৯.	আনোয়ার হোসেন	বিআইডিএস
১০.	রেজাউল করিম	বিআইডিএস
১১.	ফয়সাল হোসেন	বিআইডিএস
১২.	মো: মাহিন মিজান	বিআইডিএস
১৩.	রফিক দাস	বিআইডিএস
১৪.	রুসান মিয়া	বিআইডিএস
১৫.	দেলোয়ার হোসেন	বিআইডিএস
১৬.	খায়রুল ইসলাম	বিআইডিএস
১৭.	অনাবিল	বিআইডিএস
১৮.	খোরশেদ	বিআইডিএস
১৯.	কাজী ইকবাল	বিআইডিএস
২০.	তাসলিমা আক্তার, সদস্য	শ্রম সংস্কার কমিশন
২১.	রাশেদা কে. চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক	গণসাক্ষরতা অভিযান
২২.	ডা. ফৌজিয়া মাঝান, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ	ইন্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
২৩.	রুচিরা তাবাসসুম নভেদ, এমিরেটাস বৈজ্ঞানিক	আইসিডিআরবি
২৪.	সুমাইয়া ফাহিম, ফাউন্ডার মেম্বার	মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন
২৫.	এরোমা দত্ত	ওমেন সোশ্যাল স্পেশালিস্ট
২৬.	লিলা রশিদ, প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ ডি঱েন্টের	বাংলাদেশ ব্যাংক

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
২৩.	তৃশিয়া নাশতারান, প্রেসিডেন্ট	অগ্নি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২৪.	আয়েশা আঙ্গর, লিগ্যাল স্পেশালিস্ট	জিজে ক্লাস্টার, ব্ল্যাস্ট
২৫.	সারা হোসেন, আইনজীবি	সুপ্রীম কোর্ট, ব্ল্যাস্ট
২৬.	জিনাত আরা, রিসার্চ ফেলো	বিআইডিএস
২৭.	ডা. আজরীন করিম, রিসার্চ ফেলো	বিআইডিএস
২৮.	এম.এম আকাশ	ডিএইচ
২৯.	জুলফিকার আলী, রিসার্চ ডিরেক্টর	বিআইডিএস
৩০.	ডা. রুবাইয়া মুরশেদ, প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩১.	তাহরীন তাহরিমা চৌধুরী, রিসার্চ ফেলো	বিআইডিএস
৩২.	ডা. উম্মে বুশরা	বিআইডিএস এন্ড ওমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৩.	আনিকা মাহজাবীন, রিপোর্টার	বনিক বার্তা নিউজপেপার
৩৪.	জেবুন নেছা আলো, স্পেশ্যাল কারেসপনডেন্ট	টিবিএস
৩৫.	মুনতাসির মুরশেদ, রিসার্চ ফেলো	বিআইডিএস

**৮.৬: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিদের পরামর্শ সভার
অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির তালিকা**

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৫; সময়: বেলা ২.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম
১.	মরিয়ম নেছা	একশন এইড বাংলাদেশ
২.	তাহমিনা ইসলাম	এসিড সার্ভাইভাস ফাউন্ডেশন
৩.	রওশন জাহান	এ এল আর ডি
৪.	সাজেদা খাতুন নিপা	এ এল আর ডি
৫.	কামরুল হাসান খোন্দকার, ডিডি প্রোগ্রাম	বিএসিই
৬.	নাসরিন বেগম, ডেপুটি ডি঱েন্ট	বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
৭.	রুমানা আফরোজ দিপ্তি	বেলা
৮.	সামসান্নাহার বেগম	সিএএমপিই
৯.	আনিকা রহমান লিপি, এডি	সিডিডি
১০.	ওয়াজেদ ফিরোজ	ডেমোক্রেসি ওয়াচ
১১.	জাকিয়া হাসান	দিপ্তি ফাউন্ডেশন
১২.	ফাল্লুনি ত্রিপুরা	কাপেঁ ফাউন্ডেশন
১৩.	রুমা সুলতানা	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
১৪.	জাকির হোসেন, ইডি	নাগরিক উদ্যোগ
১৫.	আরোমা দত্ত	প্রিপ ট্রাস্ট
১৬.	নিলুফা বেগম	শক্তি ফাউন্ডেশন
১৭.	ফারহানা নাজিনিন	শক্তি ফাউন্ডেশন
১৮.	সিষি ঘোষ	বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ

৮.৭: শ্রমিক ও নারী অধিকার প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: সমাজসেবা অধিদপ্তর সভাকক্ষ, খুলনা

তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৫

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	এ্যাড রওশন আরা	আঙ্গুমান সমাজ কল্যাণ সংস্থা
০২.	ছাহকরা বানু	গ্রীণ নারী কল্যাণ
০৩.	অশোক কুমার মন্ডল	কেএমএসএস
০৪.	নূর নাহার	বঞ্চিতা মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা
০৫.	রাজিয়া	নারী জাগরণী সংঘ
০৬.	মিজানুর রহমান রাজা	এ্যাডামস
০৭.	পল বাড়ে	এ্যাডরা বাংলাদেশ
০৮.	স্মৃতি কনা রায়	দিপ্তি ফাউন্ডেশন
০৯.	এম এ বাতেন	মানবসেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাস)
১০.	মো: সালাহুদ্দিন	এইউএসইডি
১১.	বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাস	প্রোগ্রাম অফিসার, এসইডিওপি
১২.	যাকোব টিটু পিনারু	ফেইথ ইন এ্যাকশন
১৩.	রিতু সরকার	শেয়ার বাংলাদেশ
১৪.	মো: শরিফুল আহসান	ওয়ার্কার্স কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন, রূপসা, খুলনা।
১৫.	কনিকা হালদার	কারিতাস, খুলনা অঞ্চল
১৬.	শাহানাজ সুলতানা	ইউনিফ বাংলাদেশ, খুলনা রিজিওন
১৭.	মো: মঙ্গনুদীন	বিএনএসকে, খুলনা ওয়েল ফেয়ার সেন্টার
১৮.	হিরন্ময় মন্ডল	রূপসা, অর্গানাইজেশন
১৯.	পারভীন আঙ্গুর স্বপ্না	স্বপ্ন নারী কল্যাণ সংঘ
২০.	রেখা মারিয়া বৈরাগী	ঝুব
২১.	মো: হাসান ইমাম	রূপসা
২২.	শিরিন পারভীন	পরিবর্তন, খুলনা
২৩.	মো: হাফিজুর রহমান	পাইওনিয়ার মহিলা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
২৪.	মীর শাহিনুল ইসলাম	সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা
২৫.	ন্যান্সি ব্যানার্জী	নির্বাহী পরিচালক, বিশ্ব মুক্তি বানী সংস্থা

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
২২.	পরিতোষ কুমার মৃধা	প্রজেক্ট ম্যানেজার, বিএএসডি
২৩.	এ্যাড. সাগরিকা দাস	সলিডারিটি সেন্টার
২৪.	ফারহানা ইয়াসমিন	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
২৫.	নবনীতা দত্ত	ডিভলিউএ
২৬.	সাজিয়া আকরি সিদ্ধীকী	ডিভলিউএ
২৭.	সানজিদা রিত্তা	সিনিয়র সহকারী কমিশনার
২৮.	মো: সেলিম রেজা চৌধুরী	মশিবিম, বাংলাদেশ সচিবালয়
২৯.	সাদিয়া আফরিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	ডিসি অফিস, খুলনা
৩০.	সুরাইয়া সিদ্ধীকা	ডিভলিউএ
৩১.	রীনা মজুমদার	ইউভলিউএও
৩২.	রুহলআমিন ঢালী	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
৩৩.	বদর	ডিসি অফিস, খুলনা
৩৪.	সারিব	ডি.সি অফিস
৩৫.	চিত্ত কুমার হালদার	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৬.	মো: আউয়াল	-
৩৭.	মীর মো: সমশের আলী	মবিতা, খুলনা
৩৮.	রাফি	ডিসি অফিস, খুলনা
৩৯.	মো: ইকরাম শেখ	ডিসি অফিস, খুলনা

৮.৮: অংশীজনদের সাথে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: সমাজসেবা অধিদপ্তর সভাকক্ষ, খুলনা

তারিখ: ১১ জানুয়ারি ২০২৫

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	রুবিয়া সুলতানা, প্রোগ্রাম ডি঱েন্টর	নাইস ফাউন্ডেশন
০২.	এম. মুজিবুর রহমান, এক্সিকিউটিভ ডি঱েন্টর	নাইস ফাউন্ডেশন
০৩.	এইচ এম শাহাদার	বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
০৪.	লক্ষ্মী দাস, এ্যাডভোকেসী অফিসার	দলিত, খুলনা
০৫.	সুরইয়া আকতার, ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর	বাধাবন সংঘ
০৬.	শামীম আরা পারভীন, নির্বাহী পরিচালক	আন্দছোয়া দুঃস্থ্যা শিক্ষা ফাউন্ডেশন
০৭.	মাহমুদা খাতুন, ইনচার্জ	ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার, সোনাডাঙ্গা থানা কম্পাউন্ড, খুলনা
০৮.	ইয়াসমিন জাহান সাম্য, অর্ডিনেটর	বনফুল
০৯.	সাগরিকা দাস, এ্যাড:	সলিডারিটি সেন্টার
১০.	সাইফ নেওয়াজ, ছাত্র প্রতিনিধি	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
১১.	মো: আরিফ সানা, এক্সিকিউটিভ ডি঱েন্টর	খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন
১২.	কানাইলাল দাস, স্পেশ্যালিস্ট জেন্ডার ফোকাল	লাইভলিহ্বড এন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট
১৩.	সন্ধ্যা গাইন, আইনজীবি	মহিলা সহায়তা কর্মসূচি, খুলনা
১৪.	লীনা ফেরদৌসী, পরিচালক মানবসম্পদ	জাগ্রত যুব সংঘ
১৫.	আমিয়া খাতুন সভানেত্রী, দুর্বার সভানেত্রী খুলনা অঞ্চল	অগ্রযাত্রা মহিলা উন্নয়ন সমিতি
১৬.	সরকার কুমার দাস, পিসি	-
১৭.	শেখ আলিদুল আলম, জেলা প্রাইমারী এডুকেশন অফিসার	জেলা প্রাইমারী এডুকেশন অফিসার, খুলনা
১৮.	নবনীতা দত্ত, উপজেলা ওমেন অ্যাফেয়ার্স অফিসার, খুলনা	ইউডলিউএও, বাটিয়াঘাটা, ডিডলিউএ
১৯.	ফারহানা ইয়াসমিন, ইউডলিউএও	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
২০.	সাদিয়া আফরিন সিদ্দীকী, প্রোগ্রাম অফিসার	উপপরিচালকের কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা
২১.	মো: হাসান ইমাম	রূপসা, খুলনা
২২.	সানজিদা রিত্তা, সিনিয়র সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
১৯.	শেখ দিদারুল আলম, ট্যাফ রিপোর্টার	ইউইউবি
২০.	এ্যায়ুল হক, আহবায়ক	খুলনা প্রেসক্লাব
২১.	শুল্কা চক্রবর্তী, ডেপুটি কাউন্সেলর	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
২২.	মাহবুবা ফারহানা নাজনীন লুৎফে	জেলা শিক্ষা অফিস, খুলনা
২৩.	এ্যাড. শামীমা সুলতানা শীলু, প্রধান নির্বাহী	মানবসেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, খুলনা
২৪.	স্বপন কুমার গুহ, নির্বাহী পরিচালক	রূপান্তর
২৫.	এ্যাড: ফাতেমা খন্দকার রিমা, সমন্বয়কারী	ব্লাস্ট, খুলনা ইউনিট
২৬.	মোসা: সানজিদা আকতার, ইনস্ট্রাক্টর	টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, খুলনা
২৭.	এমলিনা সরকার, প্রশাসনিক সহকারী	বাঁচতে শেখা
২৮.	সেলিনা খাতুন, ইউএফপিও	পরিবার পরিকল্পনা অফিস
২৯.	মৌসুমী হালদার, এমএন্ডই	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
৩০.	কোহিনুর, নির্বাহী পরিচালক, উদ্যোগ্তা	নড়াইল নারী উন্নয়ন সংস্থা, নড়াইল
৩১.	মেহেরুন নেছা	-
৩২.	মো: আলভী শেখ	রঞ্জামহল ফর ইযুথ
৩৩.	উন্নতি বালা, ফাইন্যান্স ও এডমিন অফিসার	স্ট্রিংস্টার্ন সার্ভিস সোসাইটি
৩৪.	মো: আশিকুর রহমান, প্রো-এইচও	সিএসএস, হেড অফিস
৩৫.	শেখ বজলুর রহমান, সভাপতি	প্রদীপন
৩৬.	শরিফা খাতুন, পরিচালক	ওয়েলফেয়ার
৩৭.	মো: সেলিম রেজা চৌধুরী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	মশিবিম
৩৮.	এ্যাড: পপি ব্যানার্জী	রূপসা সংস্থা, লিগ্যাল কাউন্সিলর
৩৯.	বুহুল আমীন ঢালী	জেলা সমাজ সেবা অফিস, খুলনা
৪০.	দীপক কুমার রায়	বাঁচতে শেখা
৪১.	বদর আলী	ডিসি অফিস
৪২.	সাদিয়া আফরিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক	খুলনা ডিসি অফিস, খুলনা
৪৩.	সোনালী সেন, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার	কেএমপি
৪৪.	ডাঃ দোলেনা খাতুন	সিভিল সার্জন অফিস, খুলনা
৪৫.	সার্বিল	ডিসি অফিস, খুলনা
৪৬.	মীর মোঃ সমশের	মিবিঅ, খুলনা
৪৭.	চিত্ত কুমার হালদার, অফিস সহকারী	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
৪৮.	মো: আউয়াল	-
৪৯.	রীনা মজুমদার, ইউডলিউএও	খুলনা
৫০.	সুরাইয়া সিদ্দীকা	ডিডলিএ
৫১.	রাফি	ডিসি অফিস
৫২.	ইকরাম	ডিসি অফিস

**৮.৯: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারী
সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা**

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ১৩ জানুয়ারি ২০২৫; সময়: সকাল ১০.০০ মিনিট

ক্রম নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম
১.	শরীফ মোস্তফা হেলাল	বিড়ল্লিউ এইচসি
২.	ডঃ জিলাত সুলতানা	বিসিসিপি
৩.	ডঃ জামিল আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট	বাংলাদেশ রেডক্রিস্ট সোসাইটি
৪.	লাদলি ফয়েজ	কনসার্নড ওমেন ফর ফিয়মিলি ডেভেলপমেন্ট
৫.	তোফিকুল করিম চৌধুরী, ব্যবস্থাপক	আর এইচ এসটিইপি
৬.	ডঃ শামিমা রহমান, এডি	ব্র্যাক
৭.	ডঃ উম্মুল খায়ের আলম	নিপসম
৮.	কানিজ গফরানি কোরায়েশি	পিএসটিসি
৯.	মহি উদ্দীন আহমেদ, এজিএম	এসএমসি
১০.	আনিস উদ্দীন আহমেদ, এসোসিয়েট সাইনটিস্ট	আইসিডিআরবি
১১.	মাহরুবা খানম, কোর্ডিসেটর এন্ড লিড গবেষণা শাখা	-
১২.	শামিমা আক্তার চ্যাধুরী, কনসালট্যান্ট	বিএপিএসএ
১৩.	মোহাম্মদ শওকত হোসেন খান, প্রগ্রাম ম্যনেজার	জিএনএসপিউ
১৪.	মোঃ সাইদুর রহমান খান, ডিজি	সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও
১৫.	ইয়াসমিন হেমায়েত আহমেদ, কনসালটেন্ট	-
১৬.	সাকিয়ুন নাহার বেগম, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)	-
১৭.	রাষ্ট্রদূত মসহিদ মান্নাস, এনডিসি, সভাপতি	এফপিএবি

**৮.১০: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারী
সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা**

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ১৩ জানুয়ারি ২০২৫; সময়: বেলা ২.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম
১.	জেসমিন	নারীপক্ষ
২.	ফাতেমা সরকার	কেয়ার এট হোম
৩.	জাহানি গুলশান শাপলা, জেনারেল সেক্রেটারী	সেণ্টার ফার কেয়ার ফাউন্ডেশন
৪.	খাদিজা আহমেদ	ডিওআরপি
৫.	ইশরাত জাহান	হ্যান্ডিকাপ ইণ্টারন্যশনাল
৬.	শাহিন আক্তার ডলি, নির্বাহী পরিচালক	নারী মেট্রী
৭.	ফারহানা আহমেদ	হোয়াইট রিবন এ্যলাইন্স
৮.	ইয়াসমিন হেমায়েত আহমেদ	-
৯.	ডঃ জুলিয়া আহমেদ	-
১০.	ফকরুল আলম নিয়ন	বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
১১.	নুসাইবা বিনতে হক,	এমসিএলসি
১২.	ফারজানা উসলাম রিতু	এসডিলিউডিসিএলসি
১৩.	ডঃ আবু জামিল ফয়সাল, ইসি মেষ্঵ার	সিসিসিপি
১৪.	তুনাজিনা হক	-
১৫.	ডঃ আফসানা ওয়াহাব	-

৮.১১: অংশীজনদের সাথে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির তালিকা

স্থান: সার্কিট হাউজ হল বুম, রংপুর

তারিখ: ১৬ জানুয়ারি ২০২৫; সময়: সকাল ৯.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রংপুর	জেলা প্রশাসন, রংপুর
০২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	উপজেলা প্রশাসন, গংগাচড়া, রংপুর
০৩.	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস)	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, রংপুর
০৪.	পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ)	পুলিশ সুপারের কার্যালয়, রংপুর।
০৫.	এস আই (নিঃ)	মেট্রোপলিটন অফিস, রংপুর
০৬.	উপপরিচালক	পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তর, রংপুর
০৭.	ডাঃ সমর্পিতা ঘোষ তানিয়া (গাইনী)	কামাল কাছনা, রংপুর
০৮.	ডাঃ রওনক ফেরদাউস, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)	রংপুর
০৯.	বিভাগীয় প্রধান (বাংলা)	সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর
১০.	ভাইস প্রিন্সিপাল	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
১১.	প্রধান শিক্ষক	রংপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
১২.	জেলা শিক্ষা অফিসার, রংপুর	শিক্ষা অফিস, রংপুর
১৩.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, রংপুর	শিক্ষা অফিস, রংপুর
১৪.	সাদেকা সুলতানা, অধ্যক্ষ	টিটিসি, রংপুর
১৫.	সহকারী পরিচালক (চ:দাঃ)	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র, পায়রাবন্দ, রংপুর
১৬.	প্রবেশন অফিসার	সি এম এম কোর্ট, রংপুর
১৭.	লিঙ্গ্যাল এইড এন্ড উইমেন্স রাইট	আরডিআরএস বাংলাদেশ, রংপুর
১৮.	আরজিনা বেগম	সাবেক কাউন্সিলর ও সাধারণ সম্পাদক (মহানগর মহিলা দল)
১৯.	শাহ-ই-মবিন জিননাহ, নির্বাহী পরিচালক	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ) দিনাজপুর
২০.	এরিয়া কো-অর্ডিনেটর	রাইট হেয়ার রাইট নাউ প্রকল্প
২১.	নির্বাহী পরিচালক	সীড, রংপুর
২২.	আঞ্চলিক ম্যানেজার	ইউনিসেফ বাংলাদেশ রংপুর, রিজিওন
২৩.	শামিম আরা বেগম, নির্বাহী পরিচালক	পল্লীশ্রী, দিনাজপুর

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
২৪.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ইজি, রংপুর
২৫.	সালেকজামান সালেক, সম্পাদক	দৈনিক দিনকাল
২৬.	সরকার মাজহারুল	যমুনা টিভি
২৭.	জিন্নাতুন নাহার, প্রযোজনা সহকারী	বাংলাদেশ বেতার, রংপুর
২৮.	সামসিআরা জামান কলি, নারী উদ্যোগ্তা	শহীদ তাহির জামান প্রিয় এর জননী, রংপুর
২৯.	মোছাঃ রুম্মানা জামান	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, রংপুর
৩০.	নির্বাহী প্রধান	আফাদ, কুড়িগ্রাম
৩১.	নির্বাহী পরিচালক	ফিদা, লালমনিরহাট
৩২.	সভাপতি	স্বর্ণ নারী এসোসিয়েশন, রংপুর
৩৩.	ডাঃ নাহিমা আকতার, সদস্য	রোকেয়া ফোরাম, রংপুর
৩৪.	সভাপতি	বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন হারাগাছ, রংপুর
৩৫.	সন্ধ্যা মালো, নির্বাহী পরিচালক	ডাল্লিউ সিডিবি, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
৩৬.	নরেন চন্দ্র চাহান, সাধারণ সম্পাদক (কেন্দ্রীয় কমিটি)	জাতীয় আদিবাসি পরিষদ, নওগাঁ
৩৭.	মানিক সরেন, তথ্য গবেষণা সম্পাদক (কেন্দ্রীয় কমিটি)	জাতীয় আদিবাসি পরিষদ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
৩৮.	বিমল খাল কো, সভাপতি	জাতীয় আদিবাসি জেলা কমিটি, রংপুর
৩৯.	সবুজ এক্সা, কার্য নির্বাহী সদস্য	বাংলাদেশ ওরাও ছাত্র সংগঠন, লোহানীপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর
৪০.	বর্ণা মুরম্মু, সদস্য	এশিয়া ফাউন্ডেশন, মিঠাপুকুর, বংপুর
৪১.	মোঃ মুশীদুর রহমান খান, নির্বাহী পরিচালক	ছিন্মূল মহিলা সমিতি, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
৪২.	বিপাশা অধিকারী	সিডিএ, দিনাজপুর
৪৩.	প্রফেসর শুভা চৌধুরী, লোক প্রশাসন বিভাগ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৪৪.	প্রফেসর নাওমি হোসেন	Soas University, UK
৪৫.	মোছাঃ সেলোয়ারা বেগম, উপপরিচালক	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৪৬.	রাকিবুল ইসলাম শিশির, যুগ্ম সদস্য সচিব	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, রংপুর
৪৭.	নাহিদ হাসান খন্দকার, মুখ্যপ্রাপ্ত	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, রংপুর
৪৮.	মোঃ ঝন্টু আলী, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট	ডিসি অফিস, রংপুর

**৮.১২: সংবিধান, আইন ও বিধিবিধান সমূহে নারী অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ক পরামর্শ সভায়
উপস্থিতির তালিকা**

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০২৫

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম
১.	ফারজানা ইয়াসমিন	বাংলাদেশ ওমেন জাজেস এসোসিয়েশন
২.	আরিফা চৌধুরী, এসিসট্যন্ট ডিরেক্টর, সিনিয়র এসিসট্যন্ট জজ	-
৩.	শ্বাশ্বতি বিল্লব, ডিরেক্টর এসইএল পি	ব্র্যাক
৪.	জিনাত আর হক, চিফ এক্সিকিউটিভ	উই ক্যান
৫.	মালিহা সুলতানা, ডিরেক্টর	এফএল এডি
৬.	মালেকা বেগম, জেনারেল সেক্রেটারী	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
৭.	আয়েশা আকতার	বিএল এএসটি
৮.	ডঃ জেরিন দেলোয়ার, গর্ভনর	জৈয়ন্তা ক্লাব
৯.	তাসকিন ফাহমিনা	অধিকার
১০.	সুমাইয়া সিদ্দিকি	কেয়ার বাংলাদেশ
১১.	সৈয়দা মনিরা সুলতানা, সিনিয়র প্রেগ্রাম অফিসার	আইএলও বাংলাদেশ
১২.	মিঃ আমিরুল হক, এডভোকেট	সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ
১৩.	এমএস অনিটা গাজী, ব্যরিস্টার এট ল'	সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ
১৪.	রিনা রায়,	হিন্দু ল' রিফর্ম কোয়ালিশন
১৫.	হাজেরা খাতুন, পরিচালক	ইসলামী ফাউন্ডেশন
১৬.	হেলেন মুন্সি সরকার	বাংলাদেশ ক্রিস্টিয়ান এসোসিয়েশন
১৭.	জিনাত আমিন	এসইউবি
১৮.	কাজল রেখা	কাজল রেখা শেলাইস্বর
১৯.	সৈয়দ আরাফ চন্দনা	-

৮.১৩: শ্রমিক অধিকার সংগঠন প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ২১ জানুয়ারি ২০২৫, সময়: বেলা ০২.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম
১.	ক্যামেলিয়া হোসেন	ন্যশনাল গার্মেন্টস ওয়ার্কার ফেডারেশন
২.	সাবিনা আকতার	গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
৩.	তাসলিমা আকতার	গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
৪.	নয়ন আউয়াল	সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন
৫.	কহিনুর মাহমুদ	বিলস
৬.	খালেকুজ্জামান রতন	সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রণ্ট
৭.	এ্যডভোকেট নাসিম	সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশ
৮.	চায়না রহমান	ফেডারেশন ফর গর্মেন্টস ওয়ার্কার
৯.	হেনা	উঙ্কা নারী সংঘ
১০.	ফরিদা, ন্যশনাল কোর্ডিনেটর	লেবার অব ইনফরমাল ইকোনোমি
১১.	ইয়াসমিন আকতার	ইউএন আইবিএলসি
১২.	শাহাজাদী বেগম	অক্সফাম বাংলাদেশ
১৩.	জর্জিনা মৌটুসী সরকার, প্রজেক্ট ডিরেক্টর	বিএনএসকে
১৪.	সালমা পারভীন, প্রজেক্ট ডিরেক্টর	বিএনএসকে
১৫.	জাহানারা খাতুন	নারীপক্ষ
১৬.	খোন্দকার রেবেকা সানইয়াত, নির্বাহী পরিচালক	সিইউপি/কাপ
১৭.	মৌসুমী নিশাত	-
১৮.	মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক	গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি

৮.১৪: যুব সংগঠন প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ২২ জানুয়ারি ২০২৫, সময়: বেলা ০২.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম
১.	ফারাহ তুবা	-
২.	মিথিলা হক	বিওয়াইএলসি
৩.	বরসা আহমেদ	গিভ বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
৪.	ফাতিমা রাসেল মুনিরা	ইটস হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন
৫.	আকলিমা আক্তার	কেকে ফাউন্ডেশন
৬.	মায়াবি অরণ্য কথা	-
৭.	মিনহাজ উদ্দীন শিবগী	অভিযান্ত্রিক ফাউন্ডেশন
৮.	ইকরাম উদ্দীন আবির	প্রচেষ্টা ফাউন্ডেশন
৯.	লৎফা পাঠান	এইতিএসি বাংলাদেশ
১০.	লামিয়া তানজিন তানহা	ট্রান্সএন্ড
১১.	তাসনিম শামস	-
১২.	সুলতানা মেহজাবিন, ফোকাল	ইয়ুথ পর পলিসি
১৩.	তাহমিনা হক	স্ট্রিট চিলডেন লিঙ্গে
১৪.	মোসফেক আরা শিমুল, ইডি	স্পেস ফাউন্ডেশন
১৫.	রিফাত মুনমুন	-
১৬.	হমায়রা আক্তার	-
১৭.	ইমন কাজী, নির্বাহী	আইআইডি
১৮.	সাহেলা খান	লিঙ্গে
১৯.	মুনকাল আক্তার	-
২০.	আজিজুন তার্না	লাল সবুজ সোসাইটি
২১.	দিলশাদ সিদ্দিকী	টু লিটল ডটস
২২.	আল-নাইম	ইটস হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন

৮.১৫: শিক্ষার্থী সমন্বয়ক প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, সময়: বেলা ২.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	ফাবিহা সামিন	আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
০২.	সাদিয়া ইসলাম সাইমি	আইইউবিএটি
০৩.	মোঃ শাবাব হোসেন মেহের	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
০৪.	খাদিজা আক্তার	বেগম বদরুমেছা সরকারি মহিলা কলেজ
০৫.	সুলতানা খাতুন জানাত	-
০৬.	উমামা ফাতেমা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৭.	আশরেফা খাতুন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৮.	সামিয়া মাসুদ মম	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৯.	সানজানা আফিফা অদিতি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০.	মুহাম্মদ রাকিব	ঢাকা কলেজ
১১.	মাহিয়া মিথুন	ইডেন মহিলা কলেজ
১২.	শাহিনুর সুমি	ইডেন মহিলা কলেজ
১৩.	ফারহানা ফারিনা	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
১৪.	নাইমা আক্তার রিতা	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১৫.	শারমিন আক্তার নিশি	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
১৬.	জানাতুল ফেরদৌস	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
১৭.	আইশা সিদ্দিকা তিথি	ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
১৮.	হমায়রা আক্তার	নারীপক্ষ
১৯.	শেখ খালিকুল জানাত	-
২০.	রিয়াজুর রহমান	-
২১.	জেরিন খান শশী	-
২২.	নাদিয়া রহমান	-
২৩.	উমামা ফাতেমা	-
২৪.	জারিন সুবাহ মিহ্ডা	আহসানুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

**৮.১৬: শ্রমিক অধিকার সংগঠন, নারী অধিকার সংগঠন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ সভায়
অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপস্থিতির তালিকা**

স্থান: সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, মৌলভীবাজার

তারিখ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম
১.	রাম ভজন কৈরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক	তাকাত্তেই
২.	খাইরুন আক্তার, ভাইস চেয়ারম্যান	-
৩.	শারমিন হক, আইনজীবি	-
৪.	শ্রীমতি বাড়ুরী, সহ সভাপতি	জুড়ি ভ্যানী
৫.	লছমী রানী, আহায়ক	চা শ্রমিক নারী ফোরাম
৬.	গীতা রানী ফান্দু, সদস্য সচিব	বাংচাঁনাঁকোঁ
৭.	সুমিতা কৈরী, সদস্য	বাংলাদেশ চা শ্রমিক নারী ফোরাম
৮.	আশা আরনল. সহ সম্পাদক	পঞ্চায়েত কমিটি, শমসেরগঞ্জ
৯.	গৌরী রানী কৈরী, ইউপি সদস্য	-
১০.	প্রতিমা দাস, ইউপি সদস্য	-
১১.	বকুল বাড়ুরী, চা শ্রমিক	-
১২.	প্রভা রানী বাড়াইক, নির্বাহী পরিচালক,	ইসা
১৩.	হালেমা বেগম, সভানেত্রী	জায়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
১৪.	জলি পাল, সাধারণ সম্পাদক	মহিলা পরিষদ, শ্রীমঙ্গল
১৫.	তানিয়া আক্তার, এএসেআই	সদর মডেল থানা
১৬.	দেলোয়ার হোসেন, জেলা ব্যবস্থাপক	-
১৭.	উমা রানী কর, সমিতি সভানেত্রী	-
১৮.	সন্ধ্যা রানী ভোমিক	আমরা পারবো, নারী কিশোরী সংঘ
১৯.	নিষিতা নিগম্বন	আইটিবি (ইন্টার্গ)
২০.	মনিকা থংলা, নারী নেত্রী	কুলাউড়া আদিবাসী ফোরাম
২১.	জনি বেগম	পাতা কুড়ির দেশ, মৌলভীবাজার
২২.	পলি রানী দেবনাথ	রেডিও পল্লী কষ্ট ৯৯.২ এফএম মৌলভীবাজার
২৩.	পরিমল সিং বরিয়াক, প্রধান নির্বাহী	এসিজেএফ
২৪.	ইসরাত জাহান, আইনজীবি	মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবি সমিতি

২৫.	ডঃ সংঘমিতা দে, মেডিকেল অফিসার	উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস, মৌলভীবাজার
২৬.	চম্পাকলি পাল, প্রোগ্রাম অফিসার	সলিডারিচি সেন্টার
২৭.	জেসমিন আক্তার	বিসিএসইউ
২৯.	মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	-
৩০.	রেখা বকশি	বিসিএসইউ
৩১.	মেসাঃ হোসনে আরা তালুকদার	ইউডলিউএও কমলগঞ্জ
৩২.	মধু চন্দু দাস	ইউডলিউএও রাজনগর
৩৩.	পঞ্জেজ এ কুন্দু, ভাইস প্রেসিডেণ্ট	বিসিএসইউ
৩৫.	অন্তরা সরকার, এক্সিকিউটিভ রেজিস্টার	-
৩৬.	সাহিডা আকতার, ডিডি	ডিডলিউএও রাজনগর

৮.১৭: বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৫, সময়: বেলা ৩.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	Ridma Khan Member Board of Directors	Bangladesh Women Chambers of Commerce
০২.	Shihinta Sabin Khan Sabah Khan Official	Creative Head
০৩.	Waresa Khanam Prity, President	Her e-Trade Trust
০৪.	Kohinoor Yasmin	Tarango
০৫.	Taslima Miji	Gotipa
০৬.	Sadaf Siddiqui	`Jatrik
০৭.	Vidya Amrit Khan	Desh Garments
০৮.	Srabnti Datta	ABC Real Estate
০৯.	Shaila Abedin Head of Liability	Prime Bank
১০.	Mahia Juned	City Bank
১১.	Rubaba Dowla	Entrepreneur
১২.	Parveen S Huda, MD	Consulting Research Gateway
১৩.	Tamanna Rabbani, Vice President	Ananta
১৪.	Sarah Jabeen, Program Head	Amal Foundation
১৫.	Md Shahid Uddin Akbar Chief Executive Officer (CEO)	BIID Foundation
১৬.	Md. Munir Uzz Zaman President	National Association of Small & Cottage Industries of Bangladesh (NASCIB)
১৭.	Afrina Nasreen Additional Director	SMESPED Bangladesh Bank
১৮.	Asif Ayub Joint Secretary General	Bangladesh Employers Federation
১৯.	Md. Masum Billah Joint Director, SMESPD	Bangladesh Bank
২০.	Foujia Nigar Sultana Member (Finance)	Bangladesh Association of Software and IT Enable Service

**৮.১৮: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ সভায় উপস্থিতির
তালিকা**

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	মমতাজ আহমেদ এনডিসি সিনিয়র সচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০২.	ড. রওশন আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন উইং)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩.	মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার অতিরিক্ত সচিব, (উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৪.	দিলারা বেগম, যুগ্মসচিব (প্লাউ অধিশাখা)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৫.	সাবিহা ইয়াসমীন, উপসচিব, (প্রশাসন-১ শাখা)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৬.	সাবিনা ফেরদৌস, উপসচিব, (নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মনিটরিং অধিশাখা)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৭.	ফৌজিয়া রহমান, পরিচালক-১	জয়িতা ফাউন্ডেশন

৮.১৯: নারীর উপর সহিংসতা বিষয়ক পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সময়: বেলা ২.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	রুচিবা তাবাসসুম, সায়েন্টিস্ট	আইসিডিডিআর,বি
০২.	রওশন আরা, সদস্য,	নারীপক্ষ
০৩.	ইসরাত জাহান সিন্দিকী	একশনএইড বাংলাদেশ
০৪.	রওনক জাহান, পরিচালক	নারী ও যুব উন্নয়ন ক্ষমতায়ন প্রকল্প
০৫.	মৌসুমী কির্ণীয়া	ইয়াং উইমেন ক্রিষ্টিয়ান এসোসিয়েশন
০৬.	রুথ তালুকদার	ইয়াং উইমেন ক্রিষ্টিয়ান এসোসিয়েশন
০৭.	সিফাত-ই-নূর খানম	বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট
০৮.	মাহবুবা আক্তার, পরিচালক, এডভোকেসি	বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট
০৯.	তাপসী রাবেয়া উপ-পরিচালক, সালিস	বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট
১০.	আয়েশা আক্তার	বাংলাদেশ লিগাল এইড সার্ভিস ট্রাস্ট
১১.	মাহফুজা সিন্দীকা মুক্তা প্রজেক্ট অফিসার	Women with Disabilities Development Foundation (WDDF)
১২.	শারমিন আক্তার দোলন প্রোগ্রাম এ্যাসোসিয়েট কো-অর্ডিনেটর	Women with Disabilities Development Foundation (WDDF)
১৩.	মিতালী জাহান প্রোগ্রাম ম্যানেজার	Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)

৮.২০: জয়িতা ফাউন্ডেশন ও কুইক রেসপন্স টিম বিষয়ক পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: সভাকক্ষ, জয়িতা ফাউন্ডেশন

তারিখ: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সময়: বেলা ১২.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম/পদবী	সংস্থা
০১.	ড. রওশন আরা বেগম ব্যবস্থাপনা পারচালক	জয়িতা ফাউন্ডেশন
০২.	ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী যুগ্মসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩.	মোঃ ফিরোজ উদ্দিন খলিফা যুগ্মসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৪.	নাইমুল আজম খান পরিচালক (উপসচিব)	জয়িতা ফাউন্ডেশন
০৫.	ফোজিয়া রহমান পরিচালক	জয়িতা ফাউন্ডেশন

৮.২১: ক্রীড়াঙ্গনের নারী প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	চম্পা চাকমা, সাবেক ক্রিকেটার	আইসিসি আম্পায়ার
০২.	আখিরুন নেছা, প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড়	হ্যান্ডবল, ভলিবল
০৩.	আয়েশা জামান খুকী, কোচ ও রেফারী	হ্যান্ডবল ও ভলিবল
০৪.	লাজুল কারীম কস্তরী, কোচ ও রেফারী	হ্যান্ডবল

৮.২২: সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নারী প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	তামানা খান	সংস্কৃতি কর্মী, নারীপক্ষ
০২.	মনীষা মজুমদার	উদীচি
০৩.	নাজমা বেগম	উদীচি
০৪.	মোসা: ফাতিমা আকতার	স্বেচ্ছাসেবী
০৫.	সৈয়দা রঞ্জা	উদীচি
০৬.	ওয়ারদা আশরাফ	কঠশিল্পী
০৭.	বীথি ঘোষ	কঠশিল্পী
০৮.	ফেরদৌসি আরা বুরী	সংস্কৃতি কর্মী
০৯.	ফারজানা ওয়াহিদ সাহান	কঠশিল্পী
১০.	কনক চাঁপা চাকমা	চিত্রশিল্পী
১১.	সামিনা লুৎফা	নাটককর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক
১২.	ধূবানী মাহবুব, এনসিটিবি	আটিস্ট
১৩.	লায়েকা বশীর, শিক্ষক	ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক

৮.২৩: নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত সভার উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সময়: সকাল ০৩.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	রুমানা আফরোজ দীপ্তি	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি
০২.	মাহবুবা নাসরীন, অধ্যাপক	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
০৩.	ড. শারমিন্দ নীলমোঃ, অধ্যাপক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
০৪.	বারীশ হাসান চৌধুরী	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি

**৮.২৪: নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন এর পরামর্শ সভায়
উপস্থিতির তালিকা**

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ০২ মার্চ ২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	সাকি রিদওয়ানা, সেক্রেটারী নারী কমিটি	বিএফটিইউসি
০২.	নাছরিন আক্তার ডিনা, জেনারেল সেক্রেটারী নারী কমিটি	বিজেএসডি
০৩.	ফাতেমা আক্তার, মেষ্঵ার সেক্রেটারি	আইচিইউসি-বিসি-ডালিউসি
০৪.	শেলিনা চৌধুরী	বিএসএসএফ
০৫.	মৌসুমী নিশাত শিমুল	বিএমএসএফ
০৬.	সাইয়েদা আজিজুন নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট	বিএলএফ
০৭.	কোহিনুর মাহমুদ, ওমেন অ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারি	বিটিএসডি

৮.২৫: ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ সভা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ১৩ মার্চ, ২০২৫, সময়: সকাল ০১.৩০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	সংস্থা
০১.	খন্দকার এ. আওয়াল রিজবী	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
০২.	সাবিহা ইয়াসমীন, উপসচিব	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৩.	নাঈমুল ইসলাম খান, ডিরেক্টর	জয়িতা ফাউন্ডেশন
০৪.	ডা. অরুণা সরকার	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
০৫.	ফাইজা মেহরীন	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
০৬.	মো: মোস্তাফিজুর রহমান	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
০৭.	আবু জাফর	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ

৮.২৬: নারী উন্নয়ন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় উপস্থিতির তালিকা

স্থান: জয়িতা ফাউন্ডেশন সভাকক্ষ, ঢাকা

তারিখ: ২০ জানুয়ারি ২০২৫, সময়: সকাল ১০.০০ মিনিট

ক্রম. নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থার নাম
০১.	মো: কায়ছার রহমান, উপসচিব	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
০২.	শাহীনা ফেরদৌসী, যুগ্মসচিব	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
০৩.	নাজমা বেগম, যুগ্মসচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
০৪.	মোছা: মোর্শেদা ফেরদৌসি, যুগ্মসচিব	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
০৫.	মুনিরা সুলতানা, যুগ্মসচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
০৬.	ইশরাত রেজা, যুগ্মসচিব	কৃষি মন্ত্রণালয়
০৭.	উম্মে সরাবন তহরা, উপসচিব	আইন ও বিচার বিভাগ
০৮.	হিল্লোল বিশ্বাস, যুগ্মসচিব	রেলপথ মন্ত্রণালয়
০৯.	মো: শামছুল আরিফ, উপসচিব	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০.	মো: মুনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব	লেজিসলেটিভ এন্ড পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন
১১.	জান্নাতুন নাসির, উপসচিব	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১২.	মোছা: নাজমুন নাহার, উপসচিব	নেপারিবহন মন্ত্রণালয়
১৩.	মো: আলমগীর কবির, সিনিয়র সহকারী সচিব	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১৪.	ফাতেমা তুজ জোহরা উপমা, সিনিয়র সহকারী সচিব	বন্স্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৫.	কিসমত জাহান ফেরদৌসি, উপসচিব	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৬.	তাছলিমা আকতার, উপসচিব	
১৭.	জেসমিন আকতার, উপসচিব	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১৮.	আফরোজা আকতার রিবা, উপসচিব	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
১৯.	জেসমিন নাহার, উপসচিব	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২০.	মুনা বিশ্বাস, উপসচিব	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২১.	রোকেয়া পারভীন ঝঁই, উপসচিব	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২২.	ফারজানা খানম, উপসচিব	বিদ্যুৎ বিভাগ
২৩.	মোছা: শারমিন আখতার, সিনিয়র সহকারী সচিব	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
২৪.	রাইসুল ইসলাম, প্রোগ্রাম অফিসার এবং ইনচার্জ	হেল্পলাইন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংযুক্তি ৯. বিভিন্ন অংশীজন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত নারী বিষয়ক সংস্কার সুপারিশমালা

৯.১ বিভিন্ন সংগঠন

ক্রম. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম
০১.	Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)
০২.	নারীপক্ষ
০৩.	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
০৪.	নারী সংহতি
০৫.	গণসাক্ষরতা অভিযান
০৬.	Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA)
০৭.	Association for Land Reform and Development (ALRD)
০৮.	নারী মৈত্রী
০৯.	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১০.	Handicap International
১১.	Obhizatrik Foundation
১২.	হার ই-ট্রেড ট্রাস্ট
১৩.	Social Empowerment and Legal Protection (SELP), BRAC
১৪.	কেয়ার বাংলাদেশ
১৫.	অক্সফাম ইন বাংলাদেশ
১৬.	সিটি ব্যাংক পিএলসি
১৭.	YouthNet
১৮.	Bangladesh Medical Students' Society (BMSS)
১৯.	ধর্ষণ আইন সংস্কার জোট
২০.	সম্মিলিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
২১.	Cyber Support for Women & Children
২২.	বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র
২৩.	Dhaka Business & Professional Women's Club
২৪.	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (BNSK)
২৫.	ওয়্যারবী ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৬.	পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক জোট
২৭.	Youth for Policy (IID)

ক্রম. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম
৩১.	আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
৩২.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক
৩৩.	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
৩৫.	জাতীয় চার্চ পরিষদ বাংলাদেশ
৩৬.	INCIDIN Bangladesh
৩৭.	Business Initiative Leading Development (BUILD)
৩৮.	স্ট্যান্ডার্ড পাকিস্তানী জেনারেল রিপ্রেটেশন নারী কমিটি

৯.২ রাজনৈতিক দল

১.	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
২.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন
৩.	আমার বাংলাদেশ
৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

৯.৩ একক ব্যক্তি

১.	অধ্যাপক ডাঃ মোজাহেরুল হক, সাবেক উপদেষ্টা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল
২.	ড. আবুল হোসেন
৩.	ফেরদৌস আরা রুমী, সাংস্কৃতিক কর্মী
৪.	মনীষা মজুমদার, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী
৫.	রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা সার্কেল প্রধান
৬.	লাইয়ুল কারিম কস্তুরি, হ্যান্ডবল ও ভলিবল কোচ ও রেফারী
৭.	তৃষিয়া নাশতারান, প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট, অগ্নি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সংযুক্ত ১০: তথ্যসূত্র

১. Adams, A. M., Ahmed, S. M., & Evans, T. G. (2018). Universal health care in Bangladesh—Promises and perils. *The Lancet Global Health*, 6(1), e10–e11. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30470-9](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30470-9)
২. Ahmed, N., & Hasan, S. (2017). Alangkar or Ahankar?: Reserved Seat Women Members in the Bangladesh Parliament. In Women in Governing Institutions in South Asia: Parliament, Civil Service and Local Government (pp. 17–40). https://doi.org/10.1007/978-3-319-57475-2_2
৩. Ahmed, T. (2016). *Bangladesh reform agenda for local governance*. BRAC Institute for Governance and Development. Dhaka: Prothoma Prokashan.
৪. Association for Prevention of Septic Abortion, Bangladesh (BAPSA). (2017). *Menstrual Regulation and Unsafe Abortion in Bangladesh*. Guttmacher Institute. <https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/menstrual-regulation-unsafe-abortion-bangladesh.pdf>
৫. Azad, M. (2019). *Sexual Harassment against Girls and Women at Public Places: A Study to Assess the Trend* (p. 30) [Research report]. National Girl Child Advocacy Forum. <https://girlchildforum.org/wp-content/uploads/2020/03/REPORT-ON-SEXUAL-HARASSMENT.pdf>
৬. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS). (2023). *Bangladesh Education Statistics 2022*. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS). https://banbeis.portal.gov.bd/sites/default/files/files/banbeis.portal.gov.bd/page/6d10c6e9_d26c_4b9b_9c7f_770f9c68df7c/Bangladesh%20Education%20Statistics%202022%20%281%29_compressed.pdf
৭. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), & UN Women Bangladesh. (2023). *Time Use Survey 2021*. https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-07-23-04-53-6417fa2e9d03538a1342942614845984.pdf
৮. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2020). *Wholesale and Retail Trade Survey 2020* (p. 14). Bangladesh Bureau of Statistics. <https://bbs.gov.bd/site/page/175a795a-df34-4118-9ed6-1ec769fa03de/->
৯. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2022). *Population and Housing Census 2022*. Bangladesh Bureau of Statistics. <https://bbs.portal.gov.bd/site/page/b432a7e5-8b4d-4dac-a76c-a9be4e85828c>

১০. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2023a). *Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2022*. Bangladesh Bureau of Statistics. <https://bbs.gov.bd/site/page/b588b454-0f88-4679-bf20-90e06dc1d10b/->
১১. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2023b). *Labour Force Survey 2022* (p. 200). Bangladesh Bureau of Statistics. <https://bbs.gov.bd/site/page/111d09ce-718a-4ae6-8188-f7d938ada348/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F>
১২. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). (2024). *Bangladesh Sample Vital Statistics 2023*. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning. <https://bbs.gov.bd/site/page/ef4d6756-2685-485a-b707-aa2d96bd4c6c/->
১৩. Bangladesh Climate Change Trust & UN Women Bangladesh. (2024). *Bangladesh climate change and gender action plan 2023*.
১৪. Barkat, A., & Ahsan, M. (2014). *Gender and migration from Bangladesh: Mainstreaming migration into the national development plans from a gender perspective*. International Labour Organization (ILO), ILO Country Office for Bangladesh. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-dhaka/documents/publication/wcms_310411.pdf
১৫. Boerma, T., Eozenou, P., Evans, D., Evans, T., Kieny, M.-P., & Wagstaff, A. (2014). Monitoring progress towards universal health coverage at country and global levels. *PLoS Medicine*, 11(9), e1001731. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001731>
১৬. Chowdhury, A. M. R., Bhuiya, A., Chowdhury, M. E., Rasheed, S., Hussain, Z., & Chen, L. C. (2013). The Bangladesh paradox: Exceptional health achievement despite economic poverty. *The Lancet*, 382(9906), 1734–1745. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)62148-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62148-0)
১৭. Chowdhury, N. (2002, September). *The implementation of quotas: Bangladesh experience—Dependence and marginality in politics*. In *International IDEA Workshop “The Implementation of Quotas: Asian Experiences”*, Jakarta, Indonesia (Vol. 25).
১৮. Costopoulos, E., Imamura, A., Khan, N., Butler, A., Millett, C., Hoque, M., et al. (n.d.). *Adverse health outcomes associated with drinking high-salinity water* (Unpublished manuscript).
১৯. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1897-4. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>

১০. Dhali, B. (2020, November 9). Never-ending woes of female migrant workers. *Dhaka Tribune*. <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/migration/229554/never-ending-woes-of-female-migrant-workers>
১১. Djerf-Pierre, Monika, & Maria Edström. (2020). The GEM-Index: Constructing a unitary measure of gender equality in the news. In Monika Djerf-Pierre, & Maria Edström (Eds.), *Comparing gender and media equality across the globe: A cross-national study of the qualities, causes, and consequences of gender equality in and through the news media* (pp.59-98). University of Gothenburg Sweden: Nordicom
১২. Dr. Iftekharuzzaman. (2022, April 10). *Draft mass media employees bill: Towards stricter control?* Transparency International Bangladesh. <https://ti-bangladesh.org/articles/commentary/6439>
১৩. Eckstein, D., Kunzel, V., & Schafer, L. (2021). *Global Climate Risk Index 2021: Who suffers most from extreme weather events? Weather-related loss events in 2019 and 2000-2019* [Briefing Paper]. Germanwatch. <https://www.germanwatch.org/en/node/19777>
১৪. Enokwenw, O., Garner, E., & Karanja, A. (2024). *Women's land rights in Bangladesh: Securing women's resource rights through gender transformative approaches*. Global Initiative for Gender Transformative Approaches for Securing Women's Resource Rights (WRR), Center for International Forestry Research (CIFOR) & World Agroforestry (ICRAF). https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/Books/Socio-legal-review-Bangladesh.pdf
১৫. Fatima, K., Khanam, S. J., Rahman, M. M., Kabir, M. I., & Khan, M. N. (2024). Clustering of home delivery in Bangladesh and its predictors: Evidence from the linked household and health facility level survey data. *PLOS Global Public Health*, 4(2), e0002607. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0002607>
১৬. Finance Division. (2024). *Social Security Programs: Fiscal Year 2023-24*. Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. <https://mof.gov.bd/site/page/5f9be3bc-923f-4c27-8a65-c5e7fe417945/Social-Security-Programs>
১৭. Fox, W. F., & Menon, B. (2008). Decentralization in Bangladesh: Change Has Been Elusive. *International Center for Public Policy Working Paper Series, at Andrew Young School of Policy Studies (AYSPS), Georgia State University(GSU)*, Article paper0829. <https://ideas.repec.org/p/ays/ispwps/paper0829.html>
১৮. Hasan, E., & Das, D. (2025, February 2). Diversifying Female Employment Beyond the RMG Sector. *Sanem Core*. <https://sanemblog.org/2025/02/diversifying-female-employment-beyond-the-rmg-sector/>
১৯. Hasan, Md. R., Nasreen, M., & Chowdhury, Md. A. (2019). Gender-inclusive disaster management policy in Bangladesh: A content analysis of national and international

regulatory frameworks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 41.

<https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101324>

৬০. Heise, L., Greene, M. E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., Zewdie, D., Darmstadt, G. L., Greene, M. E., Hawkes, S., Heise, L., Henry, S., Heymann, J., Klugman, J., Levine, R., Raj, A., & Gupta, G. R. (2019). Gender inequality and restrictive gender norms: Framing the challenges to health. *The Lancet*, 393(10189), 2440–2454. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30652-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30652-X)
৬১. Hossain, Mr. J. S. M., & Siddiqui, Mr. J. Q. I. (2009). *Writ Petition No. 5916 of 2008*. Supreme Court of Bangladesh.
https://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/276907_Writ_Petition_5916_08.pdf
৬২. Hossain, N., & Akhter, S. (2011). *Gender, Power and Politics in Bangladesh: A study for the Upazila Support Project*. Dhaka: UNDP.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1671.0561>
৬৩. Islam, Dr. Md. N. (2008). *Gender Analysis of Migration from Bangladesh*. Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).
<https://bmet.gov.bd/site/view/publications/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%87%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8->
৬৪. Islam, Dr. Md. N. (2010). *Women Migrants Situation: (Profile of women migrants, causes, problems & prospects of migration)*. Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET). <https://bmet.gov.bd/site/publications/64c8b0f7-eef6-4c9b-8116-12cb8906816e/Survey-on-Female-migrant>
৬৫. Jabeen, H. (2014). Adapting the built environment: The role of gender in shaping vulnerability and resilience to climate extremes in Dhaka. *Environment & Urbanization*, 26(1), 147–165. <https://doi.org/10.1177/0956247813517851>
৬৬. Khan, A. E., Ireson, A., Kovats, S., Mojumder, S. K., Khusrui, A., Rahman, A., & Vineis, P. (2011). Drinking Water Salinity and Maternal Health in Coastal Bangladesh: Implications of Climate Change. *Environmental Health Perspectives*, 119(9), 1328–1332. <https://doi.org/10.1289/ehp.1002804>
৬৭. Khan, A. E., Scheelbeek, P. F. D., Shilpi, A. B., Chan, Q., Mojumder, S. K., Rahman, A., Haines, A., & Vineis, P. (2014). Salinity in drinking water and the risk of (pre)eclampsia and gestational hypertension in coastal Bangladesh: A case-control study. *PLoS One*, 9(9), e108715. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108715>

১৮. Khan, M. Z. H., & Rabbi, S. E. (2021). *Assessment of Climate Induced Migrant Women in Bangladesh: A Case for Dhaka Based Slum Dwellers*. Bangladesh Nari Sramik Kendra (BNSK). <https://www.indiaspend.com/h-library/assessment-of-climate-induced-migrant-women-in-bangladeshzhkhanci.pdf>
১৯. Khan, Z. R., & Mohsin, A. (2008). *Women's empowerment through local governance: Emerging issues and debates*. Paper presented at the Pathways of Women's Empowerment RPC Mid-Term Review Conference, Cairo, 20–24 January 2009.
২০. Management and Resource Development Initiative (MRDI). (2022). *Gender Equality and Media Regulation Study Bangladesh*. <https://mrdibd.org/wp-content/uploads/2023/03/GMR-BANGLADESH-REPORT.pdf>
২১. Management and Resource Development Initiative (MRDI). (2023). *Women and Hijras in Bangladeshi News Media*. <https://mrdibd.org/wp-content/uploads/2023/04/Women-and-Hijras-in-Bangladeshi-News-Media-1.pdf>
২২. Ministry of Public Administration (MoPA). (2023). *Statistics of Government Servants 2022*. Ministry of Public Administration. https://www.mopa.gov.bd/site/mopa_report_publication/d8ea2eb9-75d5-4afe-a4d5-2dbf04b29e85/ সরকারি-কর্মচারীদের-পরিসংখ্যান-২০২২
২৩. Ministry of Women and Children's Affair. (2023). *National Action Plan (2021-2030) for the Implementation of the National Women's Development Policy 2011*. Ministry of Women and Children's Affair.
২৪. Moser, C., Norton, A., Stein, A., & Georgieva, S. (2010). *Pro-poor adaptation to climate change in urban centers: Case studies of vulnerability and resilience in Kenya and Nicaragua*. World Bank. <http://hdl.handle.net/10986/3001>
২৫. Mridha, R. U. (2024, September 21). Unrest emerges as a new threat to RMG recovery. *The Daily Star*. <https://www.thedailystar.net/business/economy/news/unrest-emerges-new-threat-rmg-recovery-3707986>
২৬. Nasreen, M. (1995). *Coping with floods: The experience of rural women in Bangladesh* (Unpublished doctoral dissertation). Massey University, New Zealand.
২৭. National Institute of Population Research and Training (NIPORT) and ICF. (2023). *Bangladesh Demographic and Health Survey 2022: Key Indicators Report*. NIPORT and ICF. https://niport.portal.gov.bd/sites/default/files/files/niport.portal.gov.bd/miscellaneous_info/5585841a_d4fe_405c_b235_fbc4873ae742/2023-04-17-03-16-9833e31b63e1944d5796a1e4ec40d708.pdf

৪৮. Nazneen, S., & Tasneem, S. (2010). A Silver Lining: Women in Reserved Seats in Local Government in Bangladesh. *IDS Bulletin*, 41, 35–42. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2010.00164.x>
৪৯. Nazneen, S., Ehsan, I., & Hasan, B. (2014). Exceptional women: Reserved councillors in municipal corporations in Bangladesh. In M. Tadros (Ed.), *Women in politics: Gender, power and development*. Zed Books.
https://www.researchgate.net/publication/316481704_Exceptional_Women_Reserv_ed_Councillors_in_Municipal_Government_in_Bangladesh
৫০. OKUP. (2019). *Policy Brief: Health Risk of Migrant Workers: Challenges and Scopes of Improvement*. OKUP. https://www.okup.org.bd/wp-content/uploads/2019/07/Policy_Brief_Health_Risk_Migrant_workers.pdf
৫১. Panday, P. K. (2013). *Impact study on women empowerment through effective, transparent, and inclusive local governance (Sharique case)*. Report prepared for Sharique, Local Governance Programme.
৫২. Panday, P., & Feldman, S. (2015). Mainstreaming Gender in Politics in Bangladesh: Role of NGOs. *Asian Journal of Political Science*, 23, 1–20.
<https://doi.org/10.1080/02185377.2015.1055772>
৫৩. Rabbi, Md. Z. (2024, March 11). 79% female commuters in Dhaka experience sexual harassment on public transport: Research says. *The Daily Star*.
<https://www.thedailystar.net/tech-startup/news/79-female-commuters-dhaka-experience-sexual-harassment-public-transport-research-says-3564351>
৫৪. Rahman, M. S., Rahman, M. M., Gilmour, S., Swe, K. T., Abe, S. K., & Shibuya, K. (2018). Trends in, and projections of, indicators of universal health coverage in Bangladesh, 1995–2030: A Bayesian analysis of population-based household data. *The Lancet Global Health*, 6(1), e84–e94. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30413-8](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30413-8)
৫৫. Rana, M. (2025, March 8). সর্বোচ্চ সংখ্যক ডিসি ও সচিব এখন নারী. *jagonews24.com*.
<https://www.jagonews24.com/women-and-children/article/1006422>
৫৬. Sardar, A. (2024, March 14). How national footballer Razia Sultana died. *Dhaka Tribune*. <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/341811/how-national-footballer-razia-sultana-died>
৫৭. Scheelbeek, P. F. D., Khan, A. E., Mojumder, S., Elliott, P., & Vineis, P. (2016). Drinking Water Sodium and Elevated Blood Pressure of Healthy Pregnant Women in Salinity-Affected Coastal Areas. *Hypertension (Dallas, Tex.: 1979)*, 68(2), 464–470.
<https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07743>

৪৮. Shamim, I., & Holliday, J. (2018). *Women and Migration in Bangladesh*. UN Women. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20ESEA/Docs/Publications/2018/03/Country-Overview-on-UN-WOMEN-migration.pdf>
৪৯. Shammi, M., Rahman, M. M., Bondad, S. E., & Bodrud-Doza, M. (2019). Impacts of Salinity Intrusion in Community Health: A Review of Experiences on Drinking Water Sodium from Coastal Areas of Bangladesh. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.3390/healthcare7010050>
৫০. Siddiqua, N., & Braga, A. (2019). *Barriers to STEM education for rural girls: A missing link to innovation for a better Bangladesh* (p. 21). Center for Universal Education at Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/barriers-to-stem-education-for-rural-girls/>
৫১. Siddiqui, T. (2008). *Migration and Gender in Asia*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Population Division, Department of Economic and Social Affairs. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd_egm_200809_paper_siddiqui_mig_gender_asia.pdf
৫২. Siddiqui, T. (2023). *Death of Bangladeshi Female Labour Migrants in Destination Countries*. The Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU). <https://www.rmmru.org/newsite/wp-content/uploads/2023/10/Death-of-Women-Migrants-in-Destination-Countries.pdf>
৫৩. Sultan, M., Hasan, B., Khondaker, S. I., Enam, A. A., Mahmood, T. I., & Nazneen, S. (2016). *Women's representation in the union parishad*. BRAC Institute of Governance and Development (BIGD). <https://dspace.bracu.ac.bd:8443/xmlui/handle/10361/10995>
৫৪. Task Force Committee. (2025). *Re-strategising the Economy and Mobilizing Resources for Equitable and Sustainable Development*. Dhaka: Government of Bangladesh. [https://plandiv.gov.bd/site/notices/157583e9-4cc8-4f8f-9d9e-e624e3f0141f/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%83%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%80%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%80%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%8B8%E0%A7%8D%E0%A6%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%8B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%8B8%E0%A6%BE%E0%A6%9A](https://plandiv.gov.bd/site/notices/157583e9-4cc8-4f8f-9d9e-e624e3f0141f/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%88%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%83%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%80%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%80%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%8B8%E0%A7%8D%E0%A6%80%E0%A6%8F%E0%A6%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%8B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%AB%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%80-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%8B8%E0%A6%BE%E0%A6%9A)

6%87%E0%A6%9F%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%A1-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8

৬৫. The Business Standard. (2019, December 5). High Court allows organ donation beyond relatives. *The Business Standard*.
<https://www.tbsnews.net/bangladesh/high-court-allows-organ-donation-beyond-relatives>
৬৬. The Business Standard. (2025, February 11). ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সবচেয়ে কম প্রতিশ্রুতি শিল্প খাতে: বিবিএস-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন. *The Business Standard*.
<https://www.tbsnews.net/bangla/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF/news-details-310526>
৬৭. The Daily Star. (2025, March 19). Barriers to Ensuring Women's Land Rights and the Way Forward. *The Daily Star*.
<https://www.thedailystar.net/roundtables/news/barriers-ensuring-womens-land-rights-and-the-way-forward-3851936>
৬৮. The Glocal Cancer Observatory. (2024). *Globocan 2022: Bangladesh*. World Health Organization. <https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/50-bangladesh-fact-sheet.pdf>
৬৯. UN Womwn. (2023). *Gender and disaster early warning systems in Bangladesh* (p. 88) [Assessments]. UN Women. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2023/08/gender-and-disaster-early-warning-systems-in-bangladesh>
৭০. United Nations Children's Fund. (2020). *Ending Child Marriage: A profile of progress in Bangladesh*. UNICEF. <https://www.unicef.org/bangladesh/en/reports/ending-child-marriage>
৭১. World Bank Group. (2022). *Bangladesh—Country Climate and Development Report* (No. 177262; CCDR Series). World Bank Group.
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/en/099510110202254063>
৭২. World Bank. (2022). *World Bank Open Data*. World Bank Group.
<https://data.worldbank.org>
৭৩. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023* (p. 382). World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/>
৭৪. World Food Programme (WFP). (2025). *Bangladesh Market Monitor (December 2024)* (p. 4). World Food Programme.

<https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-market-monitor-december-2024>

৭৫. Yi, E. J. A. (2022). Supporting Women Fish Farmers in Bangladesh to Recover Pandemic Losses. *World Bank Blogs*.
<https://blogs.worldbank.org/en/endpovertyinsouthasia/supporting-women-fish-farmers-bangladesh-recover-pandemic-losses>
৭৬. Zaman, K. T. (2022, September 24). Do we really know how to celebrate our champions? *The Daily Star*. <https://www.thedailystar.net/life-living/news/bangladesh-womens-football-team-do-we-really-know-how-celebrate-our-champions-3127026>
৭৭. আহাম্মেদ, জুবায়ের. (2024, December 24a). ক্রীড়াজনে আর্থিক অসমতা: ক্রিকেটই সর্বেসর্বা, বাকিদের দৈন্যদশা. *dhakapost.com*. <https://www.dhakapost.com/sports/331712>
৭৮. আহাম্মেদ, জুবায়ের. (2024, December 29b). ক্রীড়াজনে আর্থিক অসমতা: বেতন আর স্পন্সরহীনতায় হতাশ অ্যাথলেটরা. *dhakapost.com*. <https://www.dhakapost.com/sports/332762>
৭৯. ডালিম, মেহেদী হাসান. (2025, March 8). উচ্চ আদালতে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন ৯ নারী বিচারপতি. *dhakapost.com*. <https://www.dhakapost.com/law-courts/349291>
৮০. যুথী, জানাতুল. (2022, October 3). ক্রীড়াজনে নারী-পুরুষের এত বৈষম্য কেন. *songbadprokash.com*. <https://www.songbadprokash.com/opinion/why-is-there-so-much-discrimination-between-men-and-women-in-sports/35617>
৮১. হাসান, ইশরাত. (2023, June 12). সাইবারক্রাইম এবং অনলাইনে নারীর নিরাপত্তা. *Prothomalo*. <https://www.prothomalo.com/bangladesh/9jb3rq7v01>

সংযুক্তি ১১: নারী বিষয়ক সংস্কার উদ্যোগের সময়রেখা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রে ও সমাজে নারীর সম্মানজনক ও সমতার অবস্থান তৈরিতে যে সকল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার সময়সূচিক তালিকা নিচে দেওয়া হলো।²⁷⁰

Year	Reform Initiative
1971	22 December: The Government of Bangladesh (GoB) declared women who had been raped in the liberation war to be known as as <i>Birangona</i> or war heroine. This was a public recognition of the role of women in the war and the harm they suffered and led to direct actions taken by the GoB to rehabilitate these women. However, they continued to be viewed as "rape victims" and having paid for freedom with their "honor".
1972	<i>Kendrio Mohila Punorbashon Songstha</i> was established to rehabilitate <i>Birangonas</i> with technical and humanitarian support from International Planned Parenthood, the International Abortion Research and Training Centre, and the Catholic Church. By introducing adoption procedures and temporarily lifting the ban on abortion for <i>Birangonas</i> , the GoB set a precedent for national interventions in targeting women and engaging in family affairs.
	15 Seats were reserved for women in Parliament, marking the importance of female political representation.
	A 10% quota in government jobs was reserved for <i>Birangonas</i>
	Bangladesh Mahila Krira Unnayan o Niyantan Sangstha set up to promote women in sports
1973	The first five-year plan included a specific plan for girls' education. Moreover, population control was identified as the number one priority, and family planning with door-to-door delivery was introduced.
1974	<i>Kendrio Mohila Punorbashon Songstha</i> replaced by Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare Foundation
1975	A maternal and child health-based multisectoral programme was adopted in the first population policy.
	Vulnerable Group Development (VGD) program was introduced, primarily focusing on food assistance for poor women.
1976	Two reserved seats for women by direct election were introduced at the Union Parishad Committee through the promulgation of the Union Parishad Ordinance 1976. This was a landmark as direct elections led to greater legitimacy and accountability to constituents.

²⁷⁰ Material was collected by BIGD for the ESRC funded project with IDS on Sustaining Power for Women's Rights

Year	Reform Initiative
	Women's Affairs Cell was created in the Social Welfare Department, and Assistant to the President for Women's Affairs was appointed.
	Women's Affairs Division of the President's Secretariat formed
	A quota for women in government jobs (10% for officers and 15% for staff) was declared in 1976.
	The Jatiyo Mahila Sangstha (under the Ministry of Labour and Social Welfare) was established as a network of committees from the national to the grassroots levels to support increased participation and mobilisation of women leaders.
1978	The Women's Affairs Division of the President's Secretariat became the Ministry of Women's Affairs. This was an example of the state creating a gender-focused apparatus to deal with women's issues. This was part of the government's response to the 1975 World Conference on Women that took place in Mexico (the UN declared a decade for women 1975-85 at the conference which marked the beginning of global efforts to address gender equality and women's rights).
	The pilot of the Female Stipend Programme by BACE started in Shahrasti, Cumilla. The initiative was founded by Ellen Sattar.
1979	In response to campaigning by women's rights organizations, the reserved parliamentary seats were increased to 30 in the second parliamentary election. However, this provision lapsed in 1987 and for the next three years, there were no quotas for women in Parliament.
	Menstrual Regulation (MR/MRM) was introduced, and became a part of Bangladesh's national family planning program despite abortion being illegal under the Penal Code 1860 (except to save a woman's life). This is an example of a government directive that gives a certain amount of freedom to women under a procedure while formally not acknowledging the right to abortion.
1980	Family planning services were functionally integrated with health at upazila level and below.
	Dowry Prohibition Act, 1980 was passed. Dowry demands have been one of the most common causes of violence against women and children (VAWC) in Bangladesh. This was the first legislation that looked at gender-based violence with the intent to stop a culturally- embedded practice that deeply disadvantaged and discriminated against women.
	The Commission for the Development of Women was set up by the late President Ziaur Rahman in 1980 with Dr Zafrullah Chowdhury as a member. Recommendations of the Commission have initiated proactive measures and policies in support of women's development.
1982	The Ministry of Social Welfare and Women's Affairs was formed.

Year	Reform Initiative
1983	The Cruelty to Women Deterrent Punishment Act, 1983 was passed. This was the first separate act to focus on violence against women. The ordinance addressed serious crimes like kidnapping, abduction, trafficking of women, causing death of women for dowry, rape, and related offenses, with the intent of providing stronger punishments. It was later replaced in 1990 with a law which provided more severe punishment.
1984	<p>The Directorate for Women's Affairs was formed under the Ministry of Social Welfare and Women's Affairs.</p> <p>Bangladesh ratified the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Convention with four (4) reservations (puts reservations about equal family rights and even on Article 2 which defines discrimination, which is the heart of the convention).</p> <p>CEDAW was adopted in 1979 by the UN General Assembly. The convention is described as an international bill of rights for women; it deals with non-discrimination, political representation and rights within the public sphere, economic and social rights, and rights to equality in marriage and family planning.</p> <p>Since its adoption, Bangladesh has submitted seven progress reports to the CEDAW Committee. These reports allow civil society to contest them through alternative reports and have motivated the GoB to adopt certain laws or policies before report submissions.</p>
1985	<p>Independent caucus formed on Violence Against Women (VAW) Family Court Ordinance, 1985.</p> <p>Since there were not enough claims from Birangonas, the job quota was revised to include all women while maintaining the same allocation (10%).</p>
1987	Khas land distribution policy provides for land allocations to women
1989	<p>A new Ministry of Women's Affairs was created</p> <p>The UN Child Rights Convention was formulated. Bangladesh was one of the first signatories to commit to protecting 4 categories of child rights.</p> <p>In the late 80s, the three-delay model was introduced to deal with obstetric emergencies</p> <p>Bangladesh Institute of Research on Promotion of Essential Reproductive Health and Technology was set up to establish reproductive health research. This was the first institute in the country to carry out research on morbidity and mortality related to reproductive health.</p>
1990	<p>A mass uprising resulted in the resignation of Lt Gen Ershad, ending military rule.</p> <p>The constitutional amendment restored 30 seats to women in Parliament.</p> <p>The fourth Five-Year Plan had a separate chapter on women.</p> <p>The Directorate of Women's Affairs was upgraded to Department of Women's Affairs.</p>

Year	Reform Initiative
	Establishment of Women in Development (WID) Focal Points in different ministries.
1991	The third Bangladesh Parliamentary Elections under the Interim Government, led by Shahabuddin Ahmed, the then Chief Justice of Bangladesh
	Public Interest Litigation (PIL) was filed on the right to shelter for sex workers. Sex work is recognised as work by the women's movement and the issue is advocated by the movement. GOB recognized the right to shelter in a High Court judgement
	<i>Jatiya Mahila Sangstha</i> (JMS) became a statutory body with committees in all districts and thanas.
1992	Bangladesh participated in United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), known as the Rio Conference and gained knowledge on how environmental and climate change issues affect women. Women's rights activists also participated and raised issues of how women are affected by environment, and challenged the view that women have to protect the environment (nurturer role)
1993	Salma Khan from Bangladesh becomes CEDAW Committee member
	World Conference on Human Rights was held in Vienna, Austria. Women's rights were recognized as human rights and the International Day of Violence Against Women was declared. The International press took up the issue of fatwa.
1994	The Ministry of Women's Affairs was renamed the Ministry of Women and Children's Affairs (MoWCA).
	The International Conference on Population and Development was held in Cairo. Sexual and reproductive rights were internationally recognized, a broader definition of health and well-being was adopted, mental health was recognized as a priority, the concept of reproductive responsibility and informed consent was emphasized for family planning. Bangladesh participated and took a strong and progressive stand. Dr Halida Hanum Akhter, Nasreen Huq and Dr Shamim Ahmed were included as part of the government delegation. Women's groups working on health and reproductive rights mobilised around preparations for Cairo and the follow-up.
	After the Cairo Conference a national committee was formed for follow-up which included representatives from women's rights organisations.
	The Female Secondary School Stipend Program (FSSAP) in Bangladesh, a pioneering conditional cash transfer program was adopted to increase female secondary school enrollment and completion.

Year	Reform Initiative
	Various innovations in providing maternal health took place with the introductions of Family Welfare Assistants (FWA) and Family Welfare Visitors as well as shifting of doctors' tasks to paramedics.
1995	The Fourth World Conference on Women was held in Beijing, China. GoB endorsed the Beijing Platform for Action (BPFA) and Declaration Formation of the National Council for Women's Development.
1996	1995-1997: Institutional Review of WID Capability of the Government of Bangladesh Millenium Development Goals (MDGs) came into force and Goal No. 3 promoted gender equality and empower women. The MDGs also provided a framework against which to advocate for women's development outcomes and for GOB to report against.
1997	The Health and Population Sector strategy promulgated with an essential service package. First Action Plan for Beijing Follow-up was developed with 12 ministries on the 12 critical areas areas identified by the Beijing Platform for Action. This effort was led by MOWCA, managed by DWA with strong civil society participation involving a range of ministries. The first version of the National Women's Development Policy was formulated. This was a result of close collaboration between government and the women's movement. Submission of 3/4th period report to CEDAW and removal of 2 reservations to CEDAW were declared in the CEDAW session. Local Government (Union Parishad) Second Amendment Act mandated the direct election of women to three seats each UP through direct elections, accompanied by a government circular outlining the duties and entitlements of female UP members. The first pilot survey on VAW was conducted and the movement against sexual harassment in universities started at Jahangirnagar University. Policy and Leadership Advocacy Unit (PLAU) was established. Salma Khan became the first Bangladeshi woman to become the CEDAW Committee chair
2000	Nari o Shishu Nirajatan Daman Ain passed. The United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UNTOC) is adopted, along with the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (TIP Protocol). MoWCA launched the pilot project Multisectoral Programme on Violence against Women. This project was the first holistic multisectoral initiative to address VAW by the government, designed in collaboration with women's organisations and supported by Danida. It was also aligned to the UN CEDAW.

Year	Reform Initiative
	Under this project, One Stop Crisis centres as well as DNA testing facilities were established for violence survivors.
2001	HC judgement for PIL filed to safeguard rights to livelihood and shelter of sex workers BSEHR vs Bangladesh, Writ petition # 2871 of 1999, judgement on March 14, 2000, 53 DLR (2001).
	National strategy for maternal health formulated. Bangladesh made significant progress in MDGs latter years and improved maternal health and reduced child mortality.
	Fatwa Ruling: The HCD made a previously Suo moto rule absolute declaring that all fatwas to be unauthorized and illegal, and directed that issuance of fatwas should be made illegal by GoB. The GoB did not appeal the decision, but two individuals did - and the final order and judgment was made in May 2011.
	Approval of Circular on Medico-Legal examination (D/O) for medico-legal exams to be held at the union level, which would make it easier for women to prove rape.
	Post-election violence against minorities, especially women increased and women's organisations reacted strongly.
	State v Moinul Haque (2001) case of Rape in Police Custody established that the burden of proof shifts to the accused.
2002	Naripokkho and icddr,b conducted national survey on VAW. This was first-ever report on women's health and domestic violence. It was a multi-country study and the report was published in 2005.
	Acid Crime Control Act, 2002 was promulgated in the face of strong demands from the women's movement and other rights groups to combat acid violence against women.
2003	Gender-sensitive Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) was formulated. Women's groups provided inputs into the process
	Restrictions against female workers' migration were relaxed. Female migrant workers' movement and garment workers' movement take hold; organisations like <u>Bangladeshi Ovhibashi Mohila Sramik Association (BOMSA)</u> were formed.
2004	Fourteenth Amendment to the Constitution increased the number of reserved seats for women in Parliament to 45, specifying that these should be distributed among political parties based on their strength.

Year	Reform Initiative
	<p>BLAST/ASK successfully challenged a circular of the Ministry of Local Government, Rural Development, and Cooperatives (MLGRD&C) that sought to exclude local female ward commissioners from key functions, and the circular was declared illegal by the High Court, which certified that both male and female ward commissioners have equal powers and opportunities to perform their duties.</p> <p>Indicative of the influence of women's organisations in national policy-making and the use of the judiciary as a space for contestation of governance issues.</p> <p>National women's development policy revised and sidelined.</p>
2005	<p>WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence published.</p> <p>The Convention on Action against Trafficking in Human Beings, by the Council of Europe, is opened. Bangladesh did not sign or ratify this Convention.</p>
2006	<p>The national women's development policy was reintroduced, which led to controversy and resistance from the conservative quarters.</p> <p>Electoral reforms and women's organisations' proposals for representation were being considered under the reform of the Public Representation Ordinance (which later gets watered down under the next government).</p> <p>The Caretaker Government asked women's rights organisations to form a coalition for the prevention of domestic violence. Citizen's Initiative against Domestic Violence (CIDV) formed.</p> <p>First adolescent health strategy focusing on adolescents' Sexual and Reproductive Health and Right (SRHR)</p> <p>Bangladesh Labour Act 2006 was passed as a result of RMG workers movement. The act included benefits such as maternity leave, weekly holiday, formal appointment and fixed a minimum wage.</p> <p>Dr Halida Hanum Akhter was awarded the United Nations Population Award for her key research in contraceptive effectiveness, reproductive health needs and services, and in the assessment of maternal deaths in Bangladesh.</p>
2007	<p>Refinancing scheme for women entrepreneurs introduced by Bangladesh Bank in 2007.</p>
2009	<p>National elections were held and there was increase in number of women in direct elections.</p>
	<p>Upazilla elections and women vice chairman's posts created</p>
	<p>2009-10 Budget included gender responsive budgeting for the first time</p>

Year	Reform Initiative
	High Court directives on sexual harassment in the workplace and educational institutions were issued as a result of a writ petition by Bangladesh National Women Lawyers' Association (BNWLA) v Bangladesh. This was the first legal instrument that provided a comprehensive definition of sexual harassment and is still the only instrument to take protection measures against sexual harassment.
	Upazila Vice Chair posts are reserved for women and UP elections.
	The Municipal Act included a Ward Committee with 40% women's representation.
2010	The Domestic Violence (Prevention and Protection) Act 2010 was enacted. It acknowledged domestic violence as an offence. Considering socio-cultural complexities, the act set a precedent by defining what could be punishable in court and what could be addressed at the community level.
	High Court Division gave its judgment disposing of petitions related to "fatwa" violence. It declared the infliction of all kinds of extrajudicial punishments, including those imposed or inflicted by local Salish in the name of 'fatwa' to be illegal and without any lawful authority. The Court further declared that any person involved, present, participating or assisting in any such action or its execution would come under the purview of the offences under the Penal Code and be liable to punishment. This was significant because establishing what can be punishable in court and what can be done at the community level.
2011	BNWLA v Bangladesh - Sexual Harassment in all Spheres case brought in a definition of stalking as a form of sexual harassment and included it in public spheres to also be punishable
	Gender, NGO, and Stakeholder Participation Unit set up under the Ministry of Health. GNSPU has been formed with the aim of gender mainstreaming in the HPN sector and establishing effective coordination among NGOs working on gender issues.
2012	Bangladesh Population Policy adopted. The Pornography control act 2012 was passed. The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act 2012 was passed, which contains all the provisions of the treaty.
	Parliament passed the Hindu Marriage Registration Law by voice vote keeping the provision of registration optional.
2013	The National Action Plan for the implementation of the National Women's Policy was approved.
	the National Action Plan on VAW was approved by the government.

Year	Reform Initiative
	Rana Plaza Collapse 2013 - Accord and Alliance formation, establishment of 'Worker Participation Committees' (WPC) and 'Health and Safety Committees' that carried out worker representation in the 2013 amendment of the Bangladesh Labor Act. In addition, many structural reforms were adopted in factories, started the 'Green Factory' initiative for workers' safety.
	The Overseas Employment and Migrants Act 2013 was passed, which requires registration of migrant workers, including female domestic workers, and protection of their interests.
	Comprehensive Sexuality Education was introduced in secondary school textbooks.
	Children Act passed: a person below 19 is defined as a child.
	Rules on Domestic Violence. Act passed
	Draft ccGAP (climate Change and Gender Action Plan) formulated
2014	GoB gazette passed on the people of third genders having the right to vote
	The Ministry of Health and Family Welfare approved the use of Menstruation Regulation with Medication (MRM)
	High Court asks GoB why it should not declare the <i>Birangonas</i> as Freedom Fighters, in a petition filed by BNWLA and Mitali Hossain
	Women Entrepreneur Development Unit (WEDU) was formed in all branches of the Bangladesh Bank including SME and Special Programmes Department of Head Office vide Administrative Circular No.-21 of Human Resources Department-1 dated-30/11/2014.
	The Ministry of Education, in collaboration with organizations like UNFPA, UNESCO, and Plan International, developed a National Curriculum Framework for Adolescent Sexual and Reproductive Health (ASRH).
	Domestic Workers Protection and Welfare Policy 2015 was passed.
	Gender Action Plan was integrated into the National Social Security Strategy (NSSS).
	The Parliament of Bangladesh approved a proposal to upgrade the status of <i>Birangonas</i> to freedom fighter status. On 23 October 2015 Bangladesh government for the first time declared 43 <i>Birangonas</i> , Freedom Fighters giving them the same government benefits as Freedom Fighters.
	Separate gender strategy was established in the 7th Five Year Plan.

Year	Reform Initiative
	National Social Security Strategy Approved providing protection for women in poverty and addressing reproductive needs.
2016	The Expatriates Welfare and Overseas Employment Policy 2016 was established, which provides a separate chapter on female workers who migrate for specific types of work and recommends that the Government establish a special unit for female migrants; promotes skills
2017	Child Marriage Restraint Act 2017 was adopted, which supersedes the earlier legislation from 1929 and established the legal marriageable age at 18 for females and 21 for males. However, it was highly criticized for keeping an exception on section 19 where, under "special circumstances" and with the court and parental consent, a marriage involving individuals below the legal age may be permitted. The Act does not clearly define what constitutes "special circumstances" or specify a minimum age for such marriages.
	National Strategy for Adolescent Health (2017- 2030) was developed. It tried to oppose changes to the Child Marriage Restraint Act (lowering of age of marriage) but did not succeed.
2018	New National Action Plan to Eliminate Violence against Women and Children (2018 – 2030) was approved.
	Gender Policy for Social Security Approved.
	High Court bans two-finger test for rape victims
	Dowry Prohibition Act 2018 passed.
	National Plan of Action to End Child Marriage (2018-2030) launched in order to end the marriage of girls below the age of 15 years; reduce by one third the rate of marriage for girls aged 18 years in 2021; and to completely eliminate child marriage by 2041.
2019	Bangladesh creates special Third Gender category on National Voters List.
2020	Approval of use of information technology by the court allowing witnesses to provide testimonies online.
2022	In November 2022, the "The Evidence (Amendment) Bill, 2022," which incorporates the admissibility of digital evidence in court, was passed unanimously in Parliament. The law also states that in a prosecution for an offence of rape or attempt to rape, no question can be asked in

Year	Reform Initiative
	the cross-examination as to general immoral character or previous sexual behavior of the victim.
2023	The parliament passed the 'Bangladesh Labour (Amendment) Bill 2023 bringing in certain positive changes with regards to labour and women's rights but leaving other issues unaddressed.
	National Action Plan for the Implementation of the National Women's Policy approved (2021- 2030).
	Health, Population, and Nutrition Sector Program (HPNSP) (2017-2022) and
2024	ccGAP (climate Change and Gender Action Plan) approved
	Formation of the Reform Commission on Women's Affairs with ten members.



নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন
জয়িতা টাওয়ার (লেভেল-৮), সড়ক ২৭ (পুরাতন), ১৬ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা।